আলোচনা-প্রসঙ্গে

ষষ্ঠ খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

(পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

ষষ্ঠ খণ্ড

SATSANG PUBLISHING HOUSE
SATSANG.

সংকলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম-এ

নিবেদন

১৯৪৪ সালের ৩০শে নভেম্বর থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৪৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত—এই বৎসরাধিক কালের কথোপকথন যা' ধরা ছিল, তা' এই ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত হ'লো। ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুর আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে পত্রাদি লিখন-সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, ঐ সব নির্দ্দেশ জানা থাকলে সকলেরই উপকার হবে মনে ক'রে সেগুলি এখানে প্রকাশ করা হ'লো। আসামের স্বনামধন্য নেতৃদ্বয় স্বর্গত গোপীনাথ বরদলৈ এবং রোহিণীকুমার চৌধুরী ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে পাবনা সৎসঙ্গ-আশ্রমে আসেন। তৎকালীন উল্লেখযোগ্য কথোপকথন যা' 'আলাপনী' দ্বিতীয় খণ্ডে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছিল তা' এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই খণ্ডে প্রকাশিত যাবতীয় যা-কিছুই শ্রীশ্রীঠাকুরকে শুনিয়ে সংশোধন ক'রে দেওয়া হয়েছে। এই আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে মিঃ ই, জে, স্পেন্সার আশ্রমে আসেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি এবং মিঃ আর, এ, হাউসারম্যান দীক্ষা গ্রহণ করার পর দলে-দলে আমেরিকানগণ আশ্রমে আসতে থাকেন। এই সময় দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রমাগত নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনার স্রোত ব'য়ে চলে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তখন আমাকে দেড় মাসের উপর বাইরে থাকতে হয়। তাই বহু মূল্যবান্ জিনিস আহরণ করা সম্ভব হয়নি। সেজন্য খুবই আপসোস হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমবিহ্বল আঁখিতারায় ভাসে, বিস্ময়ময় এক সোনার সমাজগঠনের স্বপ্ন। তাঁর লোককল্যাণমূলক সাধ, আহ্লাদ ও পরিকল্পনার অন্ত নেই। ঐ ধান্ধাই তাঁকে নিরন্তর প্রচেষ্টায় অতন্দ্র ও উদ্যত ক'রে রাখে। তাই কতভাবে, কতজনকে ঐ সব কথা বলেন। তাঁর বহু ইচ্ছা পূরণ করতে না পারায় আমরা অন্তরে-অন্তরে সব সময় একটা তীব্র বেদনা অনুভব করি, কত সময় স্ব-স্ব অযোগ্যতার কথা ভেবে মনটা বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তখন একটা সান্ত্বনা মনে জাগে—ভাবি—পত্রিকা ও পুস্তকের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনাগুলির কথা যে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হ'চ্ছে, এর ভিতর-দিয়ে অগণিত পাঠকদের মধ্যে উপযুক্ত আধারগুলিকে আশ্রয় ক'রে একদিন তাঁর ইচ্ছা রূপ পরিগ্রহ করবেই। তবে তা' যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।

ইদানীং একটা কথা আমার মনকে খুব পীড়া দিচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের আকুলকরা, দরদভরা, উজ্জীবনী, শান্তিসিঞ্চনী কণ্ঠস্বর, চেহারা, হাবভাব, চাউনি, চলা-বলা ও ব্যবহারের প্রতিরূপ বাদ দিয়ে শুধু তাঁর কথোপকথনের লিখিত বিবরণের ভিতর-দিয়ে মানুষ তাঁকে কতটুকু পাবে? অথচ ইচ্ছা করলে এই বিজ্ঞানের যুগে দিনের পর দিন সবাক ছায়াচিত্র গ্রহণ ক'রে আমরা তাঁর অনবদ্য জীবন-লীলার জীবন্ত বিচ্ছুরণ অনেকখানি নিটোল সামগ্রিকতায় ধ'রে রাখতে পারি। তার ভিতর-দিয়েই মানুষ তমসাকে ভেদ ক'রে আলোকলোকে উত্তরণ লাভের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রেরণা পাবে। এ-কাজ আমাদের অতি অবশ্য করণীয়। এই মুহূর্ত্তেই করণীয়। ইষ্টানুরাগী এবং জগতের মঙ্গলকামী প্রতিপ্রত্যেকের কাছে আমার শুভকল্পনার কথা নিবেদন ক'রে রাখলাম—

এই আশায় যে, সমবেত চেষ্টায় এটা বাস্তবায়িত করা সহজসাধ্য হবে। অবশ্য, তাঁর অমৃত-কথা যা' চয়ন করা আছে, সেগুলি পর-পর প্রকাশ করা হবেই। কেউ-কেউ একই কথার পুনরুক্তি হ'চ্ছে ব'লে বলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এক কথারই যে এত রূপ, এত রকম, এত রস, এত স্বাদ, এত সুর, এত বিশ্বব্যাপী বিচিত্র বিনিয়োগ, ব্যঞ্জনা ও বর্ণবিস্তার, সেই তো তাঁর নিতি-নব নটলীলার অফুরন্ত স্ফুরণ-উদ্ভাস। অবশ্য আমার পরিবেষণে ত্রুটি আছে, সে কথা আমি অকপটে স্বীকার করি। সে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টার ফলে আমার এবং অন্যের অন্তরে যদি তাঁর প্রতি এতটুকু বিশুদ্ধ অনুরাগের বৃদ্ধি হয়, তাহ'লেই হ'লো—আর আমার কিছু চাইবার নেই।

এই পুস্তকের প্রকাশক পরমপূজ্যপাদ বড়দা, মুদ্রাকর শ্রীযুত অমূল্যকুমার ঘোষ, ভ্রমসংশোধক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র সেন ও শ্রীযুত শরৎচন্দ্র হালদারকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। বিশেষ কৃতজ্ঞ আমি পরম পূজনীয় কেষ্টদার কাছে, যাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমাকে এই কাজে প্রথম প্রবর্ত্তনা যুগিয়েছিল। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

যতি-আশ্রম
সৎসঙ্গ, দেওঘর
৮।৩।১৯৬১

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আলোচনা-প্রসঙ্গে ষষ্ঠ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সংশোধনাদি করা হয়েছে। শ্রীমান দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিষয়সূচী প্রণয়ন করেছেন। শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রুফ দেখে দিয়েছেন। আমি এদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বই ছাপা হবার সময় আমি নিজে বিশেষ কোন নজর দিতে পারিনি। তাই মুদ্রাকর প্রমাদ থাকা অসম্ভব নয়। পাঠকগণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, উপকৃত হব।

পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অমৃতময় কথানির্ঝর লোকজীবনকে দিব্যভাবে অভিষিক্ত করে তুলুক। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২৪।৬।১৯৭৮

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

১৪ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫১ (ইং ৩০।১১।১৯৪৪)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের সময় হরিপদদা (সাহা), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), রাণীমা, কালিদাসীমা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। কিরণদা বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জিলায় যাজনকার্য্যাদি করছেন। তাঁর ধারণা, মেদিনীপুর শহরে বেশীর ভাগ সময় ও মনোযোগ দিলে কাজ এগিয়ে যাবে। এর সুবিধা-অসুবিধা-বিষয়ে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন—গ্রাম-অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে-যেখানে কাজ হয়েছে, সে সমস্ত জায়গায় কয়েকজন উপযুক্ত কর্ম্মী ঠিক ক'রে ফেলতে হয়। প্রত্যেক স্থানের চালক হিসাবে চতুর বুদ্ধিমান লোক এক-আধজন প্রায়ই থাকে। এদের মধ্যে শ্রদ্ধাবান, সেবাপ্রাণ যারা, তাদের দীক্ষিত ক'রে, তাদের পিছনে খেটে তাদের কর্ম্মী হিসাবে গ'ড়ে তুলতে হয়। স্থানীয় কর্ম্মী ঠিক থাকলে একটা জায়গায় কিছুদিন না গেলেও ক্ষতি হয় না। তাই আমি কর্ম্মী গ'ড়ে তোলার কথা গোড়া থেকেই তোমাদের বলছি, কিন্তু তোমাদের মাথায় ঢোকে না। এই মাথায় না-ঢোকার ফলে সময় বেশী লেগে যায়। তোমরা ঠিক-ঠিকভাবে চললে, কাজ করলে আমার life-time-এই (জীবদ্দশাতেই) একটা কাণ্ড ঘ'টে যেত।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে চৌকিতে ব'সে আছেন। কাছে আছেন কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), আশুদা (ভট্টাচার্য্য), পণ্ডিত-ভাই (ভট্টাচার্য্য), কিশোরীদা (চৌধুরী), রাধারমণদা (জোয়ার্দ্দার) প্রভৃতি।

একটি মা তাঁর অভাবের কথা নিবেদন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগাড় ক'রে নেওয়া লাগে।

উক্ত মা—আমার কারও কাছে কিছু চাইতে বড় লজ্জা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি মানুষকে দিতে সর্ব্বদা উন্মুখ ও অভ্যস্ত থাক, তাদের যদি করা, বলা, ভাবায় আপন ক'রে তুলতে পার ও তাদের আপন হ'য়ে উঠতে পার, তাহ'লে লজ্জার কোন কারণ নেই। লজ্জার পিছনে থাকে অভিমান, অহঙ্কার। ভিক্ষায় মানুষের অভিমান, অহঙ্কার গ'লে-গ'লে বেরিয়ে যায়। সে-দিক দিয়েও ভিক্ষা করা ভাল। ভিক্ষা মানে সেবানুরাগের ভিতর-দিয়ে অনুশীলন করা, আর এই অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে প্রাপ্তিকে উপভোগ করা—

অনুকম্পী অনুবেদনায়)। তাই ব'লে প্রাপ্তিলোভী হওয়া ভাল না। নিজ-প্রয়োজনে মানুষের কাছ থেকে যত কম নেওয়া যায়, ততই ভাল। কিন্তু তাই ব'লে প্রীতির অবদান অগ্রাহ্য করা ভাল নয়। ওটাও একটা egoistic weakness (অহঙ্কৃত দুর্ব্বলতা)। আর প্রয়োজনের বহর বাড়াতে নেই। ওতে মানুষ অযথা ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। লক্ষ্য রাখতে হয়, কত কমের ভিতর-দিয়ে কত সুষ্ঠুভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। গিন্নীপনার কৃতিত্বই এখানে। মায়েরা যেখানে সংসার-পরিচালনায় চোস্ত, পুরুষরা সেখানে অনেকখানি বল পায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রামের একটি মুসলমান ভাইকে সস্নেহে কাছে ডাকলেন। তাঁরা যে-কজন ছিলেন সবাই আসলেন। এঁরা শীতে কষ্ট পান ব'লে এঁদের এবং এঁদের মত অগণিত লোককে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে অর্থ সংগ্রহ ক'রে দামী-দামী আলোয়ান, কম্বল ইত্যাদি কিনে দিয়েছেন। কারটা কেমন হয়েছে, তাঁদের পছন্দসই হয়েছে কিনা, গায়ে দিয়ে কেমন মানায়—খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সে খবর নিচ্ছেন। কারও-কারও আলোয়ানের উপর টর্চ্চ ফেলে দেখছেন, আর সবাই আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে উঠছেন। যাঁরা উপস্থিত নেই এমন দুই-একজনের সংসার-সমাচার জিজ্ঞাসা করছেন। এইসব কথা-বার্ত্তার মধ্যে হঠাৎ একজনকে বললেন—কি রে! যাত্রার দল করলি না? তোদের সাজ, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির জন্য আমি আসামের একজনকে ব'লে রাখিছি। গাঁয় আমোদ-স্ফূর্ত্তি থাকা ভাল। একটা বই সায় দিয়ে নিবার পারলে এই উৎসবের সময় লাগাতে পারতিস।

ভাইটি বললেন—তা' করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (রহস্যের সুরে)—ওর হাউস আছে, রোখ নেই। এখান থেকে বাড়ী যাতি-যাতি রোখ উবে যাবি।

মাধুর্য্য মণ্ডিত রসাল ভঙ্গীতে এই ধরণের আলাপ কিছু সময় ধ'রে চলল। তারপর ওঁরা হাসিখুশি মনে বাড়ী চ'লে গেলেন। ওঁরা বাড়ী চ'লে যাবার পর কিশোরীদা (চৌধুরী) বললেন—যারা আপনার কাছ থেকে উপকার পাওয়া সত্ত্বেও আপনার ক্ষতি করে, যারা কৃতঘ্ন—তাদের এত ভালবাসেন কি-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবি, ভাল বেসে-বেসে যদি অসম্ভবটা সম্ভব করা যায়, তাদের মধ্যে যদি একটু ভালবাসা গজায় ও তাদের স্বভাবের যদি একটু পরিবর্ত্তন হয়। মোক্ থা কথায়, ভালবাসার মত উপভোগ আর নেই। মানুষ ওতে লোক-মাতাল হ'য়ে ওঠে, স্বার্থের খতিয়ান রাখে না। তবে আপনারা যদি আমাকে ভালবাসেন, আপনাদের লক্ষ্য রাখা উচিত, যাতে কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে না-পারে। পরাক্রম না-থাকলে, সে-প্রীতির কোন দাম নেই। রামচন্দ্র শত্রুপক্ষকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত, কিন্তু হনুমানের আক্রোশ যায় না কিছুতেই। এই আক্রোশ কিন্তু

কোন ব্যক্তিগত কারণে নয়। রামচন্দ্রই যে তার সত্তা, সেখানে আঘাত পড়লে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। আপনারাও যদি তেমন দরদী ও পরাক্রমী হন, তাহ'লে শত-শত কৃতঘ্ন লোক আমার আশপাশে থাকলেও তারা আমার ও আপনাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। আমার নিরাপত্তার দিক চাইতে গেলে আপনাদের নিরাপত্তাও অটুট রাখতে হবে। কারণ, আপনাদের নিয়েই আমি। তখন প্রস্তুতিও অতখানি প্রবল হবে। সপরিবেশ আমার স্বস্তির দিকে চেয়েই আপনারা হুঁশিয়ার হবেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৫১ (ইং ১।১২।৪৪)

আজ বেলা প্রায় ১১টার সময় ফণীদা (মুখোপাধ্যায়), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), ত্রৈলোক্যদা (চক্রবর্ত্তী), নিবারণদা (বাগচী), আশুদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের উদ্দেশ্য ক'রে ব্যাকুল কণ্ঠে বলতে লাগলেন—আজকাল আমাদের মধ্যে চারিদিকে বহু passionate (প্রবৃত্তি-পরায়ণ), self-centric (স্বার্থপর), unbecoming (অশোভন), detrimental (ক্ষতিকর) criticism (সমালোচনা) ও discussion (আলোচনা) হয়। সব সময় এর retort (প্রত্যুত্তর) দেওয়া লাগে, hard retort (কড়া প্রত্যুত্তর)-ও মন্দের ভাল, সাধারণতঃ generous soothing retort (উদার, তৃপ্তিদায়ক প্রত্যুত্তর) দিতে হয়। মানুষ moneycentric (অর্থকেন্দ্রিক) হওয়ার দরুন কত কথা কয়, আবার অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপায়। ভাবে না, তার করাটা ও দেওয়াটা নেওয়া ছাপিয়ে দাঁড়ায় কিনা। কেউ কষ্ট করতে রাজী নয়। এমন হ'লে কি বড় কাজ করা যায়? আজকাল যা' আসে 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' ব্যয় হ'য়ে যায়। Movement (আন্দোলন)-এর expansion (প্রসার)-এর জন্য আর কিছু খরচ করা যায় না। সাধারণ খরচ তো আছেই, তারপর বাইরের এক-এক চাপ যখন পড়ে, তখন তো আর খরচের লেখাজোখা থাকে না। আগে আমার সাথে যারা কাজ করেছে তারা কিন্তু টাকার উপর কোনদিন দাঁড়ায়নি। Out of nothing (কিছু না থেকে) তারা wealth (সম্পদ্) create (সৃষ্টি) করেছে। নিবারণ-টিবারণ, ত্রৈলোক্যদা এরা সব জানে। এরা বাইরে যাবার সময় কোনদিন কি টাকাপয়সা পেয়েছে? কিছু হাতড়ে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়ে, মানুষের সঙ্গে ভাবসাব ক'রে, তাদের elate (উদ্দীপ্ত) ক'রে, energise (শক্তিসম্বৃদ্ধ) ক'রে, profitably adjust (লাভজনকভাবে নিয়ন্ত্রিত) ক'রে, তাদের বাড়ীতে খেয়ে-দেয়ে হৃদ্যতা ক'রে, পথে-পথে যোগাড় ক'রে কত দেশ ঘুরে কাজকর্ম্ম সেরে আবার কত জিনিস নিয়ে চ'লে

এসেছে। এখান থেকে কোথাও যাবার সময়—পেলেও তিন টাকা কিংবা পাঁচ টাকার বেশী পায়নি। অনেকে তা' পেয়ে reserve fund (সংরক্ষিত তহবিল)-এর মত সঙ্গে রেখে দিয়েছে, খরচ করেনি, ফিরে এসে তা' ফেরত দিয়েছে। আহরণের ভিতর-দিয়ে মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বেড়ে গেছে, তাদের সাহায্য ক'রে মানুষ ধন্য বোধ করেছে। এই যে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষকে আপন ক'রে তোলা, বান্ধব ক'রে তোলা, এ বড় কম যোগ্যতার কথা নয়। এতে মানুষের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়, অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি বেড়ে যায়, পর্য্যবেক্ষণশক্তি বেড়ে যায়, নিয়ন্ত্রণ-কৌশল বেড়ে যায়, কর্ম্মশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি বেড়ে যায়, হৃদয় প্রসারিত হয়। এই সব অভিজ্ঞতার ফলে ভয় ও উদ্বেগ ক'মে যায়, সে জানে, যে-কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির ভিতরই পড়ুক, পরিবেশের সহায়তায় তা' সে পাড়ি দিতে পারবেই। এতে জীবনে একটা বৃদ্ধিসুর লেগে থাকে, কিছুতেই ঘাবড়ায় না। আকাশের চাঁদ ধ'রে আনতে বললেও তা' সে অসম্ভব মনে করে না। কিন্তু টাকার উপর দাঁড়ালে মানুষ অনেকখানি পঙ্গু হ'য়ে যায়, তার অনুশীলনও ক'মে যায়। তাই আমি মানুষের উপর দাঁড়াবার কথা অতো ক'রে বলি, মানুষের উপর দাঁড়ান মানে যোগ্যতার উপর দাঁড়ান, সাধনার উপর দাঁড়ান, সেবার উপর দাঁড়ান, প্রীতির উপর দাঁড়ান, চরিত্রের উপর দাঁড়ান। এতে সব চেয়ে লাভ নিজের।...আগে নিজেদের খাওয়া-দাওয়া ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে কর্ম্মীদের নজর কমই ছিল। মা জলের মত ডা'ল ও ভাত মেখে দলা ক'রে দিতেন। আমি নিজেও তাই খেতাম, এরাও খেত। তখন এদের glow (দীপ্তি)-তে মানুষের তাক লেগে যেত। এদের muscle-এ (পেশীতে) ছিল strength (শক্তি), nerve-এ (স্নায়ুতে) ছিল energy (উৎসাহ), বুকে ছিল urge (আকুতি), চোখের চাউনিতে ছিল electric spark (বিদ্যুতের ঝলক)। এরা ছিল rich in life (জীবনসম্পদে সমৃদ্ধ)। এদের magnetic influence-এ (চৌম্বক প্রভাবে) মানুষ মুগ্ধ হ'য়ে যেত। খাটতও খুব। আজ দিনে যেখানে দেখছ খোলামাঠ, কাল সকালে সেখানে দালান উঠে গেছে। Magic ও miracle (যাদু ও অলৌকিক ঘটনা)-এর মত কাজ হ'ত। তখন মুষ্টিমেয় সৎসঙ্গীরা যে-টাকা দিয়েছে, তার উপর দাঁড়িয়ে যে-সব বিরাট-বিরাট construction (নির্ম্মাণকার্য্য) হয়েছে, সে তুলনায় আজকাল টাকা কম flow করছে (আসছে)। তখন মানুষের দেবার ঝোঁক ছিল অসাধারণ। খালি হাতে কেউ সাধারণতঃ আসত না। কোন-কোন সময় এত জিনিস আসত যে খেয়ে পারা যেত না—মা পাড়ায় বাড়ী-বাড়ী বিলাতেন। ঠাকুরের জন্য কি নেব, ঠাকুরকে কি দেব, খাওয়াব, পরাব—এ ঝোঁক তাদের বুকে লেগেই থাকত।

তারই ফলে তাদের muscle (পেশী), nerve (স্নায়ু) আর হৃদয় অমনতর উৎফুল্ল হ'য়ে সর্ব্বতোভাবে জীবনীয় হ'য়ে দাঁড়াত। অন্তরে অনুরাগের উন্মাদনা থাকলে মানুষকে কোন অসুবিধাই কাবু করতে পারে না। Vital flow (জীবন-প্রবাহ) অর্থাৎ libido (সুরত)-এর টান ঠিক থাকলে শরীরের resistance (প্রতিরোধ-ক্ষমতা) পর্য্যন্ত বেড়ে যায়। ব্যাধি তাকে সহজে আক্রমণ করতে পারে না। আগে আশ্রমে রোগবালাই ছিল না বললেই হয়। মানুষের ধারণা ছিল, আশ্রমে কেউ মরে না। বহুদিন পর্য্যন্ত আশ্রমে কেউ মরেওনি। কানাই যখন মারা গেল, লোকে হতভম্ব হ'য়ে গেল। কানাই কেন মারা গেল, তার জন্য রীতিমত explanation (কৈফিয়ত) দিতে হয়েছে।

নিবারণদা—আবার সেই রকম উৎসাহ-উদ্দীপনা ফিরিয়ে আনা যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফিরিয়ে আনা কি! তোমাদের ভিতর সব মজুতই আছে। মন করলেই হয়। এই মুহূর্ত্তেই হয়। স্বার্থপ্রত্যাশা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পরমপিতার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ালেই হয়। স্বার্থপ্রত্যাশা থাকলে ঐটে হ'য়ে দাঁড়ায় পায়ের বেড়ি। নড়তে-চড়তে দেয় না। সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আটক ক'রে রাখে।

—"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥"

—ভগবানের এই বাণীকে সফল ক'রে higher level (উন্নততর স্তর)-এর higher calibre (উন্নততর বোধশক্তি)-এর elite (সর্ব্বোৎকৃষ্ট লোকসমূহ) যাতে initiated (দীক্ষিত) হ'য়ে ইষ্ট ও পরিবেশ-সহ নিজেদের অভ্যুদয়ী সেবায় উদ্দাম হ'য়ে ওঠেন, তাই ক'রে তোল। তোমরা লোককে initiate (দীক্ষিত) কর, কিন্তু যারা mentally (মানসিকভাবে) তোমাদের চাইতে lower level (নিম্নতর স্তর)-এর লোক অর্থাৎ যাদের দ্বারা তোমরা সহজে admired (প্রশংসিত) হ'তে পার, অনেক সময় তাদের মধ্যেই ঘোরা-ফেরা কর। এতে মাথার কোন খাটুনি নেই। হয়তো অযৌক্তিকভাবে একটা অলৌকিক ঘটনার কথা ব'লে একজন ক্ষীণমস্তিষ্ক লোককে initiate ক'রে (দীক্ষা দিয়ে) বেশ খুশি হ'য়ে গেলে। কিন্তু superior type (উন্নত ধরণ)-এর লোককে initiate করতে (দীক্ষা দিতে) গিয়ে যে conviction (প্রত্যয়) দরকার হয় ও ফুটে ওঠে, এতে তা' হয় না, তাই তোমরা grow কর (বাড়) না। তোমাদের চরিত্র, চলন, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সম্পদে এত বিশাল হওয়া চাই, যাতে যে-কোন বিরাট মানুষও তোমাদের কাছে এসে যেন শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করে। যাদের যত বড় ও ভাল আধার, তারা

গ্রহণও করতে পারে তত বেশী, আবার তাদের থেকে অন্যেও পায় অনেকখানি। অবশ্য আমি mass (জনসাধারণ)-এর মধ্যে initiation (দীক্ষা) চালাতে বারণ করছি না। তা' করবে, কিন্তু mass (জনসাধারণ) ও class (বিশিষ্ট-শ্রেণী) movement (আন্দোলন)-এর যেন দুটো ডানা। দুটোকে সমান-ভাবে পুষ্ট ক'রে তুলতে হবে, নচেৎ balance (সমতা) নষ্ট হবে, movement (আন্দোলন)-এর progress (অগ্রগতি) affected (ব্যাহত) হবে। আর বিশিষ্টদের দীক্ষিত করার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের এমনভাবে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে, যাতে তারা ধর্ম্ম ও ইষ্টকৃষ্টির প্রতিষ্ঠার জন্য, সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। উৎসর্গ-প্রবৃত্তি খুব ক'রে উৎসারিত ক'রে দিতে হয়। অর্থবল থাকলে অর্থের সাহায্যে প্রবৃত্তিপরায়ণ, অর্থলোলুপ অনেককে দিয়ে সৎকাজ করিয়ে নেওয়া যায়। অবশ্য খুব সুকৌশলে, সাবধানে এ-সব করতে হয়। একটু বেসামাল হ'লেই ছোবল খেতে হ'তে পারে। এ-কাজে কত বিশ্বাসঘাতককে manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করতে হবে, utilise করতে (কাজে লাগাতে) হবে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে এতটুকু প্রবৃত্তিপরবশতা বা betrayal (বিশ্বাসঘাতকতা)-এর বীজ থাকলে সর্ব্বনাশ। যাঁরাই মহান কোন সংগঠন করেছেন, তাঁদের চরিত্রে এ-দোষ তোমরা দেখতে পাবে না। প্রবৃত্তির জন্য বা স্বার্থের জন্য যারা Ideal (আদর্শ)-কে sacrifice (ত্যাগ) করে, তাদের অন্য গুণপনা যত-যাই থাকুক না কেন, তারা কিন্তু খুব নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ। তাদের সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হয়।

এরপর কৃষ্টিপ্রহরী-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কৃষ্টিপ্রহরী immediately (অবিলম্বে) দু'হাজার ক'রে ফেল। আমি নিজে করলে এখানে ব'সেই দু'হাজার ক'রে ফেলতে পারতাম। কিন্তু জানি, তাতে তোমাদের ক্ষমতা বাড়বে না, তাই করি না। তোমরা প্রত্যেকটা মানুষকে সমর্থ ক'রে তুলতে চেষ্টা কর। ঋত্বিকের অতি-বড় কঠোর দায়িত্ব। একটা মানুষকেও deteriorate করতে (হীন হ'তে) দেবে না, বাড়তির পথে তুলে ধরবেই—এই পাগলা নেশা তোমাদের পেয়ে বসা চাই। সত্যিকার ঋত্বিক্ যে কি জিনিস, তা' তোমাদের চোখে পড়েনি, তাই তোমরা ঠাওর পাও না। প্রত্যেকটা মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য ঘোচাতে হবে, তাকে উচ্ছল ক'রে তুলতে হবে। দেখবে, তার কি instinct (সহজাত সংস্কার), কোন্ কাজ সে পারে। অনেকের হয়তো আকাশ-পাতাল হাউস আছে, কিন্তু তার কোনটাই সে পারে না। তাই আবোল-তাবোল করলে হবে না। যাকে দিয়ে যা' হয়, তাকে দিয়ে তাই করাতে হবে। পাঁচ জনের সাহায্য নিয়ে একজনকে

হয়তো তার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কাজে নিয়োজিত করলে, বাস্তব সাহায্য ও সহযোগিতায় স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের কৌশল ও রসটুকু তাকে ধরিয়ে দিলে, তার পিছনে লক্ষ্য রেখে তাকে জীবনে দাঁড় করিয়ে দিলে। এমনিভাবে কতকগুলি individual (ব্যক্তি)-কে বাড়িয়ে তুলতে হয়। আন্দোলন বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে হয়তো বড়-বড় industry (শিল্প) ইত্যাদি সুরু করলে, সেখানে বহুলোক নিয়োগ করলে। কিন্তু এখন এই stage-এ (অবস্থায়) মানুষগুলিকে individually efficient (ব্যক্তিগতভাবে দক্ষ) ক'রে তোলা লাগবে। পরে তারাই হয়তো বড় industry (শিল্প)-র management (পরিচালনা)-এর ভার নিতে পারবে। বড়-বড় industry (শিল্প) কিছু-কিছু থাকবে, কিন্তু domestic industry (পারিবারিক শিল্প) যত বেশী হয়, ততই ভাল। তারপর কা'রও হয়তো বেশী জমি আছে, তাকে দিয়ে একজনকে কিছু জমি দিইয়ে দিলে, একজনের কাছ থেকে একটা গরু নিয়ে দিলে, সে চাষবাস সুরু করল। কাউকে হয়তো একজন ব্যবসাদারের সঙ্গে যুতে দিলে। একজনের ধান, পান, অর্থ আছে, তা'-দিয়ে আর দশজনের সাহায্য করলে। এইভাবে adjustment (সমাবেশ) করা লাগে। তুমি হয়তো একটা অফিসের বড়বাবুকে দীক্ষা দিলে, তাকে ব'লে রাখলে, কোন লোক নিতে হ'লে যেন তোমাকে জানায়। একজন ১৫৲ টাকা মাইনের চাকরী করে, ফাঁকমত তাকে হয়তো উক্তস্থানে ৩০৲ টাকার চাকরীতে ঢুকিয়ে দিলে। আর যাদের এইভাবে সাহায্য করলে, তাদের বিশেষ ক'রে বলতে হয়—তারা যেন employer (নিয়োগকর্ত্তা)-কে profitable (উপচয়ী) ক'রে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। এতে তাদের efficiency (দক্ষতা) grow করবে (বৃদ্ধি পাবে) এবং প্রতিষ্ঠান তথা দেশও লাভবান হওয়া ছাড়া লোকসানের ভাগী হবে না। ঋত্বিকের খাটতে হয় প্রাণদিয়ে। তোমরা এমন একটা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছ, যা'-দিয়ে দুনিয়ার প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকটি দিকের এবং সব মানুষের পারস্পরিক ও সমষ্টিগত সকল দিকের পরিপূরণ করতে পার—এবং তা' সর্ব্বতোভাবে। ধর্ম্ম করা মানে এতখানি করা। কাজে সেটা ক'রে দেখাতে হবে। তখন দেখবে, মানুষ নিজের তাগিদেই ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে। প্রথমে ছোট আওতার মধ্যে successful (কৃতকার্য্য) হ'লে, পরে সেইটেই চারিয়ে যায়।

প্রমথদাকে (দে) দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার কাজের কত দূর?

প্রমথদা—চেষ্টা করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজ কিন্তু হাসিল ক'রে দেওয়া চাই, আর সেটা তাড়াতাড়ি।

প্রমথদা—আপনার দয়ায় যদি হয়, না-হ'লে কোন আশা দেখি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিধিমাফিক করার ভিতর পরমপিতার দয়া মজুত আছে। তাই নিরাশার কিছু নেই।

এরপর পূর্ব্বপ্রসঙ্গে বলতে লাগলেন—আর-একটা কথা। এখানে খুব লোক পাঠান লাগে। Initiate (দীক্ষিত) ক'রেই পাঠিয়ে দিতে হয়। দীক্ষা না দিয়ে আমার কাছে কাউকে পাঠাবে না, সেটা weak conviction (দুর্ব্বল প্রত্যয়)-এর লক্ষণ। যে কাজ কঠিন ব'লে মনে হবে, লেগে-বেঁধে সেই কাজ ক'রে জয়ী হ'তে হবে। এর ভিতর-দিয়ে will-power (ইচ্ছাশক্তি) বেড়ে যাবে।............নতুন worker (কর্ম্মী) recruit (সংগ্রহ) করার দিকে যেন নজর থাকে। নতুন worker (কর্ম্মী) না বাড়লে stagnation (নিশ্চলতা) এসে যাবার সম্ভাবনা। অবশ্য stagnation (নিশ্চলতা) আসবে না, তাহ'লেও দরকার। পূর্ণ সাহা, যতীন রায় ম'রে গেল, গোপালও গেল! খ্যাপা এবং কেষ্টদার সঙ্গে এই তিনটে লোক থাকলে কত কাজ হ'তো। কত useful hands (প্রয়োজনীয় কর্ম্মী) চ'লে গেছে, এখন আমার right type (ঠিক ধরণ)-এর efficient (দক্ষ) worker (কর্ম্মী) চাই-ই।

ফণীদা (মুখোপাধ্যায়)—ভাল কর্ম্মী সংগ্রহ করা খুব কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা যারা কর্ম্মী আছ, তোমাদের যদি তেমন জেল্লা দেখে, ইষ্টার্থ-সার্থকতায় তোমরা যদি নিজেদের সার্থক বোধ কর, তোমাদের দিয়ে বহুলোক যদি জীবনে পথ পায়, দুঃখ-কষ্টের ভিতর প'ড়েও তোমরা যদি নিষ্প্রভ না হও, তোমাদের চলন-চরিত্র যদি শ্রদ্ধাসন্দীপী হয়, তোমাদের ideology (ভাবধারা)-র efficacy (কার্য্যকারিতা) যদি বাস্তবে demonstrate (প্রদর্শন) করতে পার, তাহ'লে ভাল instinct (সহজাত সংস্কার)-ওয়ালা লোক যারা আছে, তারা কর্ম্মী হ'তে উৎসাহিত বোধ করবে।

আসন্ন উৎসব-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উৎসব খুব glorious (গৌরবজনক), systematic (সুশৃঙ্খল) ও সুন্দর ক'রে করতে হবে। এমনভাবে উৎসব করতে হবে যার effect (ফল) সারা বাংলা, এমন-কি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রফুল্ল—কি-ভাবে কাজ করলে এই অল্প সময়ের ভিতর সব চাইতে বেশী পরিমাণ উৎসবার্ঘ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করণীয় হ'লো যজন, character (চরিত্র)। নিজের ভিতর এমন অতন্দ্র উন্মাদনা জাগিয়ে রাখতে হয়, যাতে যে কাছে আসে সে-ই যেন আশা-উদ্দীপনায় মত্ত হ'য়ে ওঠে। তোমার স্পর্শে তার এমন প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠা

চাই, যাতে তার যথাসর্ব্বস্ব দিয়েও যেন সে তৃপ্ত না হয়। তোমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে তার যেন পঞ্চাশ টাকা দেবার urge (আকূতি) বেড়ে যায়। ঐ urge (আকূতি)-ই কিন্তু তার কর্ম্মশক্তি বাড়িয়ে তাকে উচ্ছল ক'রে তোলে। ঐ জিনিসটির উদ্বোধন যদি না-করতে পার, তাহ'লে শুধু টাকা সংগ্রহের কোন দাম নেই। মানুষের কাছ থেকে টাকা নিতে হয় এমন ক'রে, যাতে ঐ দেওয়াটাই তার পাওয়ার কারণ হ'য়ে ওঠে।

এরপর আশ্রমের পূর্ব্ব-ইতিহাস-সম্পর্কে আবার কথাবার্ত্তা চলছে, এমন সময় বঙ্কিমদা (রায়) সেদিকে আসলেন, তাঁকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বঙ্কিম তো chemical industry-র (রসায়ন-শিল্পের) কিছুই জানত না, কিন্তু ও কি-রকম সুন্দর ওষুধ তৈরী করত। সাজ-সরঞ্জাম তো কিছুই ছিল না। এর বাড়ীর ড্যাগ, ওর বাড়ীর কড়াই আর বনজঙ্গলের পাতা-মুঠো একত্র ক'রে কত বড় কাণ্ড ঘ'টে গেল। চারিদিকে সে ওষুধের ধন্য-ধন্য প'ড়ে গেল। Demand (চাহিদা) কত ছিল! এই সব নাড়াবুনে দিয়ে কীর্ত্তনিয়ার কাজ কত successfully (কৃতকার্য্যতা-সহকারে) হয়েছে। পণ্ডিত লোকের মধ্যে ছিল এক কেষ্টদা। এরা যে-সময় তপোবনে ছিল, তপোবনের তখন অন্য চেহারা, সব সময় যেন উৎসব লেগে থাকত। কৃষি-কাজ, বিজ্ঞান-চর্চ্চা, হাতে-কলমে নানা-রকমের কাজ ও বাস্তব অনুসন্ধিৎসার সে কি ধুম! পাশও করত তেমনি।

বঙ্কিমদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কত percent (শতকরা কত) পাশ করিয়েছিস্?

বঙ্কিমদা—আমার হাতে cent percent (শতকরা একশত জন) পাশ করেছে। অভিজ্ঞ শিক্ষক যে-ছেলে-সম্বন্ধে বলেছেন—এ ছেলে পাশ করলে চেয়ার-টেবিল পাশ করবে—তেমন ছেলেও first division-এ (প্রথম বিভাগে) পাশ করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা-প্রসঙ্গে কিরণদাকে বললেন—সর্ব্বত্র স্থানীয় কর্ম্মী সৃষ্টি করা লাগে, আর একজন personal assistant (ব্যক্তিগত সহকারী) রাখতে হয়, প্রয়োজনমত তাকে জায়গায়-জায়গায় পাঠাতে হয়। আর তুমি জেলার যেখানেই থাক না কেন, সেখান থেকেই সমস্ত জেলার কাজের দিকে নজর দেওয়া দরকার। চিঠিপত্র খুব লিখতে হয়, আর দরকার-মত নিজেও বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়।

১৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৫১ (ইং ৩।১২।৪৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাতৃমন্দিরের পিছন-দিকে বকুল-গাছটির পাশে একখানি বেঞ্চিতে এসে বসেছেন। বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), শশধরদা (সরকার), উমাদা (বাগচী), প্রবোধদা (বাগচী), ভূপেশদা (দত্ত), হারান ভাই (চক্রবর্ত্তী), জিতেন ভাই (দলুই), অক্ষয়দা (দেব), সনৎদা (ঘোষ), যোগেনদা (সরকার), মহিমদা (দে), হেমাঙ্গদা (দাশগুপ্ত), প্রভাসদা (চৌধুরী), মাণিকদা (মৈত্র), হেমদা (মুন্সী), মঙ্গলদা (বসু), হরেনদা (বসু), যতীশদা (কর), শরৎদা (সেন), অপূর্ব্বদা (মুখোপাধ্যায়), মনোমোহনদা (সরকার), রামশঙ্করদা (সিং), জগদীশদা (শ্রীবাস্তব), সরযূদা (সিং) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন। মায়েদের মধ্যেও অনেকে আছেন। শীতের দিনে বেলা-শেষে সবাই আনন্দে ইষ্টসঙ্গ করছেন।

এমন সময় সেরপুরের খগেনভাই (মালাকর) আসলেন।

খগেনভাই প্রণাম করার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—খবর কী, বল্ দেখি! আমি ভাল খবরের আশায় হা-পিত্তেশ ক'রে ব'সে থাকি। তোদের দেখলেই মনে হয়, ভাল খবর পাব।

খগেনভাই একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। তাই দেখে আর-একজন বললেন—খগেনভাই বলছে, সেরপুরের সৎসঙ্গীরা নিৰ্জ্জীব হ'য়ে পড়েছে। কাজকৰ্ম্ম এগুচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও নিজেই ঠাণ্ডা মেরে গেছে, তাই অমন হয়েছে। এখনই যদি ও ফেঁদে দাঁড়ায়, ওর glow (দীপ্তি) যদি আবার ফিরে আসে, ও একাই সবাইকে নাচিয়ে তুলতে পারে।

খগেন—ঠাকুর! অনেক অসুবিধা আছে। সহকৰ্ম্মীদের কেউ যদি স্বতঃ-জাগ্রত না হয়, তাহ'লে মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে হাতখানি নেড়ে)—ও কিছু না। তোমার চারিদিকে সাড়াশীল লোক আছেই। তবে সবাই magnet (চুম্বক) নয়, magnet (চুম্বক) থাকে এক-আধটা। তুমি নিজে প্লাবনের মত সবার চেতনার উপর আছাড় খেয়ে পড়, তাদের ভাসিয়ে দাও প্লাবিত ক'রে দাও। ইষ্টনেশায় মাতাল ক'রে তোল। নিজে ঝড়ের বেগে ছুটতে সুরু কর। চল, চালাও—তোমার দুর্নিবার চলার ঘূর্ণিতে প'ড়ে সবাই mobile (চলৎশীল) হ'য়ে উঠবে। যারা motile (স্বতঃ-চলৎশীল) হবার, তারাও এই ধাক্কায় motile (স্বতঃ-চলৎশীল) হ'য়ে যাবে। তোমার নিজের উপর নির্ভর করে সব কিছু। খাট, না খাটলে কি কিছু হয়? ধান-চাষের জন্য কত খাট, আর মানুষ-চাষের

জন্য খাটতে হবে না! এই খাটুনির মধ্যে মন থাকে তীব্র, তর্‌তরে ; শরীরও চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। জীবনটাকে যদি উপভোগ করতে চাও, তবে মানুষ হবার সাধনায়, মানুষকে মানুষ ক'রে তোলবার সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দাও। নইলে প্রবৃত্তি-স্বার্থান্ধ জীবনের কোন দাম নেই। ইষ্টকে নিয়ে বহুর জীবনে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়। এইভাবে চললে দেখবে, পরে এ কাজ বাদ দিয়ে কিছুতেই স্বস্তি পাবে না। আর, তোমাদের কাজের একটা দিকে বড় খাঁকতি আছে। Elite (বিশিষ্ট)-দের মধ্যে adherents (অনুরাগী) বেশী না থাকাতে এতলোক যে initiated (দীক্ষিত) হয়েছে, তাদের চালাবার লোক নেই। Elite (বিশিষ্ট শ্রেণী) এবং mass (জনসাধারণ) যেন এক পাখীর দুই ডানা, একটা বাদ দিয়ে আর একটা চলে না। পরস্পরের সঙ্গতি ও যোগাযোগ না থাকলে উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু পারস্পরিকতা থাকলে উভয়েরই শক্তি বৃদ্ধি পায়। এখন তুমি নিজে এবং আর যে-যে পার elite (বিশিষ্ট)-দের মধ্যে work (কাজ) কর, আর-একদল যেমন করছে, তেমনি করুক। Mass (জনসাধারণ)-কে উৎসাহদীপ্ত ক'রে লক্ষ্যপানে পরিচালিত করবার মত elite (বিশিষ্ট শ্রেণী) তাদের পাশে এসে দাঁড়ালে দেখতে পাবে—এদের কী জেল্লা, তোমাদের কী অপরিমেয় দুর্জ্জয় শক্তি!

খগেন—কাজের পথে সাহায্য করবার লোক পাওয়া যাক বা না-যাক, অসুবিধা সৃষ্টি করবার মত লোকের অভাব নেই। আর বাইরের বাধার থেকে ভিতরের বাধাই বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে সহাস্যে রহস্য ক'রে বললেন—আমিও তো তাই বলি—নিজের চরিত্রের ভিতরকার যে বাধা, সেই সব-চাইতে বড় বাধা। বাধায় কাবু হওয়ার মত দুর্ব্বলতা যদি আমার না-থাকে, তাহ'লে বাধায় আমার কী করতে পারে? বাধায় যে কাবু হই, এতেই ব'লে দেয় যে রোখটা খুব প্রবল নয়। রোখের মত রোখ থাকলে বাধার উপর দিয়ে তা' ঠেলে ওঠে। এক ফোঁটা তেলের মধ্যে যদি এক কলসী জল ঢেলে দাও, তাহ'লে ঐ এক ফোঁটা তেলই, এক কলসী জল ছাপিয়ে উপরে ভেসে ওঠে। তেলের ধর্ম্মই হ'লো অমনতর। আর দোষ-দর্শন ভাল নয়। দোষ যদি থাকে তা' eliminate (অপসারণ) করবার, নিরাকরণ করবার। দোষ দেখে দুষ্ট হ'য়ে লাভ নেই। গীতায় আছে—

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ
সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।

(হে কৌন্তেয়! স্বভাববিহিত কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে না ; যে-হেতু সকল কর্ম্মই সহজাত ধূমে ব্যাপ্ত অগ্নির ন্যায় দোষে আবৃত)। আগুনের

সঙ্গে ধুমো থাকেই। কেবল ধুমোটা যদি দেখি, আগুনটা যদি চোখে না পড়ে, ধুমোয় সব অন্ধকার হ'য়ে যাবে। ধুমো কমাতে হবে, কিন্তু তার একমাত্র উপায় আগুন বাড়ান। আগুন নিভিয়ে দিয়ে যেন ধুমো কমাতে না যাই। কাজের ব্যাপারেও তেমনি। কাজে ত্রুটি-গলতি যা'-ই থাক, কাজ করতে-করতে সেগুলি corrected (সংশুদ্ধ) হয়। তাই positive (বাস্তব) কাজ বাড়ানর দিকে নজর দিতে হয়, সামান্য দোষত্রুটিতে ঘাবড়ে যেতে নাই। করনেওয়ালাই ভুল করে, নিষ্ক্রিয় সমালোচক কাজ করে না ব'লেই বুঝতে পারে না, সে নিজেই যদি কাজে নামত, পরিস্থিতির চাপে প'ড়ে কি করত, তাই সে detrimental criticism (ক্ষতিকর সমালোচনা) করবার অবকাশ পায়। অবশ্য পরিপূরণী আত্মসমালোচনা ও আত্মসংশোধন তাই ব'লে বাদ দিতে নাই। মানুষ প্রশংসাই চায়, প্রশংসা পেলে ভাল লাগে, কাজে উৎসাহ বাড়ে। তাই যার যতটুকু প্রশংসা ন্যায্য প্রাপ্য, তা' দিতে কুণ্ঠিত হ'য়ো না। প্রত্যেকের বাড়তির পথে যেভাবে যতটুকু পার, শ্যেনদৃষ্টিতে যোগান দিয়ে চ'লো। এটাকেই নিজের পরম স্বার্থ ব'লে গণ্য ক'রো। কিন্তু লোকের কাছ থেকে তিক্ত সমালোচনার জন্য প্রস্তুত থেকো। কেউ কোন cruel remark (নিষ্ঠুর মন্তব্য) করলে চ'টে যেও না বা দুঃখিত হ'য়ো না। ভেবে দেখো, তার ভিতর সত্য কিছু আছে কিনা, এবং যদি বুঝতে পার যে নিজের কোন ত্রুটি আছে, তাহ'লে তা' সংশোধন করতে চেষ্টা ক'রো, আর যদি বোঝ, সে অসূয়াবশতঃ অমনতর বলেছে, তাহ'লে নীরবে প্রীতির সঙ্গে সহ্য ক'রো। সম্ভব হ'লে কুশল-কৌশলে তোমার প্রতি তার অসূয়ার অপনোদন করতে যত্নবান থেকো। পরিবেশের প্রতিকূলতা ব'লে দেয়, তোমার আরো কতখানি equipped (প্রস্তুত) ও resourceful (সঙ্গতিশীল) হওয়া লাগবে। আত্মনিয়ন্ত্রণকামী যে, সে দেখে, দুনিয়ার প্রত্যেকেই কোন-না-কোন ভাবে তার বান্ধব। তাই দুশ্চিন্তার কোনই কারণ নেই। একই দুনিয়া কারও কাছে chaos (বিশৃঙ্খলা), কারও কাছে cosmos (শৃঙ্খলা)। প্রকৃতিই এমনি। তুমি ঠিক হ'লে সব ঠিক হবে, দায়িত্ব সব তোমার।

এই সব কথা চলছে, এমন সময় অমূল্যদার মা এসে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমার ননদকে বানরে কামড়েছে, সে বাঁচবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাড়া দিয়ে বললেন—বাঁচবে না কি রে? আগে থাকতেই রায় দিয়ে ফেললি—বাঁচবে না! ঐ ধরণের কথাই ভাল নয়! ওতে মানুষের চেষ্টার প্রবৃত্তি শুদ্ধ হ'য়ে যায়। যা! ডাক্তারকে নিয়ে যেয়ে দেখাগা। পাগল আর কি!

অমূল্যদার মা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় সাহস সঞ্চয় ক'রে চ'লে গেলেন।

যাবার বেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ডাক্তার যা'-যা' বলে, সেইমত ব্যবস্থা ক'রে

তাড়াতাড়ি সুস্থ ক'রে তুলবি। বুঝলি তো?

অমূল্যদার মা—হ্যাঁ!

এরপর খগেন-ভাই বললেন—সেরপুরে সব organisation (সংস্থা) co-operate (সহযোগিতা) ক'রে relief work (সেবাকার্য্য) করছে। এই প্রসঙ্গে আমার জিজ্ঞাস্য—আমরা অন্যান্য organisation (সংস্থা)-এর সঙ্গে co-operate (সহযোগিতা) করতে পারি কিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি, এমনভাবে কাজ কর যাতে relief (সাহায্য)-এর দরকার না হয়। প্রত্যেকে যাতে able (সমর্থ) হ'য়ে ওঠে, সেইভাবে nurture (পোষণ) দিতে হয়। একদল কেবল সাহায্য দেবে, আর-একদল কেবল সাহায্য নেবে—এই অবস্থা আমার ভাল লাগে না। এতে মানুষের মনে inferiority (হীনম্মন্যতা) গজায়। আমার মনে হয়, এক পরিবারের লোক পরস্পরের জন্য যেমন করে, তেমনতর বোধ ও আদান-প্রদানের ব্যবস্থা যদি করা যায়, তাহ'লে ভাল হয়। যে দুর্ব্বল ও অক্ষম, সেও তার মত ক'রে কিছু করুক, দিক, থুক—অপ্রত্যাশী হ'য়ে প্রীতির খাতিরে। বাগান থেকে দুটো শাক-পাতা তুলেও অন্ততঃ একজনকে দিক। গায় বল আছে যার, সে গায়গতরে খেটে অপরের কিছু উপকার করুক। আর এ-ব্যাপারে পয়সা পাবার তোয়াক্কা যেন না-করে। অপরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে ভাবতে শিখুক, করতে শিখুক। এই active tendency (সক্রিয় প্রবণতা)-ই হ'লো antidote of poverty and inability (দারিদ্র্য ও অসামর্থ্যের ওষুধ)। এইটে impart (সঞ্চারিত) ক'রে দেখ, এর মত relief (সাহায্য) আর হয় না। আমি বলি, মানুষ মানুষের হোক, তাহ'লেই তার অভাব ঘুচতে থাকবে। অন্তরের আবেগ নিয়ে ইষ্টভৃতি যারা নিখুঁতভাবে করে, তাদের ভিতরে একটা শ্রীমন্ত-ভাব ফুটে ওঠে। ....আর co-operation (সহযোগিতা), non-co-operation (অসহযোগিতা) তো কথা নয়। Purpose to the principle (আদর্শানুগ উদ্দেশ্য) যদি fulfilled (পরিপূরিত) হয়, co-operate (সহযোগিতা) করবে, না-হ'লে করবে না। তোমাদের কী করণীয়, তা' তোমাদের মাথায় আছে। এখন বিশেষ একটা স্থানে সেটা কিভাবে ফলিয়ে তুলতে হবে, তা' অঙ্ক ক'ষে-ক'ষে দেখবে। যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমনি করবে। Little Hitler (ছোট হিটলার) ব'লে একটা কথা জার্ম্মাণীতে চালু আছে। কথাটা আমার খুব ভাল লাগে। তোমরাও dependently independent (অধীনভাবে স্বাধীন) আবার independently dependent (স্বাধীনভাবে অধীন)—শরীরের বিভিন্ন organ (যন্ত্র)-এর মত। নচেৎ একটা system (বিধান)

হয় না। তোমরা তো machine (যন্ত্র) নও, প্রত্যেকেই responsible unit (দায়িত্বশীল ব্যষ্টি), বুঝেসুঝে যা' সমীচীন, তাই-ই করবে। অবশ্য যেখানে তেমন প্রয়োজন হয়, যথাস্থানে consult (পরামর্শ) করতে পার। কিন্তু খুঁটিনাটি তোমাদের নিজেদের মাথা খাটিয়ে বের করতে হবে। আর social work (সামাজিক কাজ)-এর কথা যে বল, আগে তো individual (ব্যষ্টি), তাদের দিয়ে তো social (সামাজিক) যা'-কিছু। তাই ব্যক্তিগুলিকে গ'ড়ে তোলার দিকে নজর দাও। আমি বলি, যে যে-group (গুচ্ছ)-এরই লোক হোক না কেন, কাউকেই তোমাদের fulfilling push (পরিপূরণী প্রণোদনা) দিতে বাদ দেবে না অর্থাৎ যাজন সবার কাছেই করবে—যে যা' নিয়েই থাক। যদি তোমরা কোথাও কোন কাজে অন্যের সঙ্গে co-operate (সহ-যোগিতা) কর, দেখো, কোনক্রমেই যেন তোমাদের দাঁড়া থেকে বিচ্যুত না হও। বরং তোমাদের পরিপূরণী প্রতিভা সেখানে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করুক, যার ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিপ্রত্যেকে উদ্ভাসিত ও উদ্বেলিত হ'য়ে পরম কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমাদের দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেদের লাভবান্ মনে করে। তোমরা পার না এমন কাজ নেই। করনি, তাই মনে হয় পার না। তোমরা ইচ্ছা করলেই perfect (পূর্ণ) হ'তে পার। Glorious success is waiting for you (গৌরবজনক সাফল্য তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে)। যদি বিহিতভাবে কর, পারবে। এখন চাই শুধু যদি-টুকুর নিরসন। It is not too late (এখনও সময় পার হ'য়ে যায়নি)। এখনও যদি তোমরা ঠিকভাবে চলতে সুরু কর, এক পা চললে পঁচিশ পা চলার ফল পাবে, কিন্তু অন্যের পক্ষে পঞ্চাশ পা চ'লেও পঁচিশ পা চলার ফল পাওয়া সুদুষ্কর। কারণ, যে-পথে তোমাদের চলা, সে-পথ ইষ্ট, কৃষ্টি, ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও বিজ্ঞান-অনুমোদিত চিরন্তন রাজপথ। তাই গীতায় আছে—স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। (একটু থেমে অপূর্ব্ব চোখের চাউনি নিয়ে বললেন)—সেরপুরেই এমন ঢেউ তোল, যার ঠেলা সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত টের পায়।

খগেন-ভাই—মাঝে-মাঝে মনটা বেশ থাকে, আবার মাঝে-মাঝে মনটা নেমে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও অমন হয়। ওদিকে খেয়াল দিতে নেই। গান আছে—'ওঠা-নামা প্রেমের তুফানে'। করবে কি! মাঝে-মাঝে ফাঁকা মাঠের মধ্যে চ'লে যাবে। সংশয় ও নিরাশার মুহূর্ত্তে চাণক্য যেমন ভাবভঙ্গী-সহকারে নিরালায় স্বগত উক্তি ক'রে মনের সঙ্কল্প বজ্রদৃঢ় ক'রে তুলতেন, নিজের মন শক্ত ক'রে তুলবার জন্য তোমার প্রয়োজনমত তুমিও অমনটা করবে। দেখবে কি হয়! (নিজে নিখুঁত

ভাবভঙ্গী-সহকারে চাণক্যের পার্ট ক'রে দেখালেন)। গোপালকে দেখতাম, মাঝে-মাঝে দুপুর-রোদে একলা এক ছাতা নিয়ে মাঠের মধ্যে চ'লে যেত। একলা-একলা কী বলত; কী করত; বিকালে যখন ফিরে আসত, তখন তার অন্য চেহারা—চোখটা ঘোলা, কপাল থেকে ঝলক ঠিকরে বেরুচ্ছে, সদ্য তার যেন কি নূতন প্রাপ্তি ঘটেছে! মা মাঝে-মাঝে আপনমনে বলতেন—

'কেন পান্থ! ক্ষান্ত হও, হেরি দীর্ঘপথ?
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?'

দুর্ব্বলতার সময় সবলতা জেগে ওঠে—এমনতর কথা, চালচলন, আদব-কায়দা মক্‌স করতে হয়। Elating (উদ্দীপনী) ধরণের কথাগুলি আমার খুব ভাল লাগে, মনেও থাকে। 'রিজিয়া' play (নাটক) দেখেছিলাম, ওর মধ্যে বিশেষ কোন কথাই মনে নেই, কেবল মনে আছে—

'জান নাকি তাতার বালক
মাতৃ-অঙ্ক হ'তে ছুটে যায়
সিংহশিশু সনে করিবারে মল্লরণ—
শাণিত ছুরিকা ক্ষুদ্র ক্রীড়নক তার!'

এমনি ধাঁজে কখনও চাউনিতে, কখনও কথায়, কখনও গানে, কখনও ভঙ্গীতে, আলাপে, আপ্যায়নে, ব্যবহারে নিজের ও পারিপার্শ্বিকের মনে উৎফুল্লতার তুফান তুলে দাও। তোমার ডগমগ, ফুল্ল, মাতোয়ারা ভাব, চেতন চলন, দীপ্ত দরদ দেখেই মানুষ তখন ভাববে—'এ কি দেবতা! না মানুষ!' মনে জাগবে—'দেখে যেন মনে হয়—চিনি উহারে'—সবাই আকৃষ্টবোধ করবে। কখনও হয়তো বেকুবের মত হেসে ফেলছ, কখনও wise mood (প্রাজ্ঞ ভাব) নিয়ে আছ, অথচ তোমার প্রত্যেকটা stroke of behaviour (ব্যবহারের স্পন্দন) স্বতঃই normal (সহজ) attractive (চিত্তাকর্ষক) ও thought-provoking (চিন্তা-উদ্দীপী)। কঠোর ইষ্টানুরাগের দৌলতে তোমার ব্যক্তিত্বে এমন irresistible magnetic charm (দুর্নিবার চৌম্বক আকর্ষণ) ফুটে ওঠা চাই, যা' মানুষ ignore (উপেক্ষা) করতে না পারে।

প্রফুল্ল—খগেন খুব ভাল বক্তৃতা করতে পারে। আর নিজে স্বাধীন ব্যবসায় থেকে আয় ক'রে ৩০০্ টাকা দিয়েছে, কৃষ্টিপ্রহরী চালাচ্ছে, সংসারে যা' করণীয় তা'ও করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতটুকুতে কী হবে? ও যদি কাত করতে চায়, দুনিয়াটা

কাত হবে, সোজা করতে চাইলে দুনিয়াটা সোজা হ'য়ে দাঁড়াবে (হাতের ভঙ্গী-সহকারে দেখালেন)—এতখানি হওয়া চাই। অবশ্য তা' ইষ্টার্থে, নিজের স্বার্থ বা খেয়ালের জন্য নয়। আর ৩০০৲ টাকা কিংবা কৃষ্টিপ্রহরী কতটুকু ব্যাপার? আমি চাই fountain (প্রস্রবণ), অফুরন্ত স্রোত, যার ইতি নেই। ব্রহ্মের কি ইতি আছে নাকি রে? ব্রহ্ম এসেছে বৃন্হ্ ধাতু থেকে, বৃন্হ্ ধাতু মানে—বাড়া, বাড়াটা অনন্ত। তোমার পারা অফুরন্ত হোক—তা' অর্থে, সামর্থ্যে, সেবায়—সব দিক দিয়ে। যে-বংশে জন্মেছ, তাদের খাজনাটা দিয়ে বাদবাকী দিয়ে তুমি তোমরা মাতলামি নেশা চালাও, হাফিজের মত ইষ্ট-টানের সুরায় পাগল হও, মাতাল সাজ—দেখবে, জীবনটা উপভোগ করতে পারবে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ দাসী হ'য়ে তোমার সেবা করবে। মোক্ষ মানে আমি বুঝি, অজ্ঞতা হ'তে মুক্তি। বুকের আগুন দাউদহন বেগে জ্বালিয়ে তোল, নিজের বুকে আগুন না-থাকলে মানুষের বুকে আগুন ধরাবে কি-দিয়ে?

খগেন—ব্যবসায় থাকায় আমার কাজের অসুবিধা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যবসা যদি purpose to the principle (আদর্শানুগ উদ্দেশ্য) fulfil (পরিপূরণ) করে, তবে তাতে দোষ কি? আর ব্যবসা ভাল ক'রে করতে গেলেও তো তোমার মানুষ দরকার। সবটার জন্যই এটা লাগে। 'একভক্তির্বিশিষ্যতে।' Concentration (একাগ্রতা) চাই। সব সময় সব কাজের ভিতর-দিয়েই, সব-কিছুর ভিতর-দিয়েই centre (কেন্দ্র) অর্থাৎ Ideal (আদর্শ)-এর সঙ্গে যুক্ত থাকা লাগে। ব্যভিচারিণী ভক্তি ভাল নয়। কোন-কিছুর প্রতি এমনভাবে আসক্ত হবে না, যাতে তোমার আদর্শ-প্রীতি মলিন হ'য়ে যায়। তোমার হাজার কাজ থাক, তাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু সেগুলি যেন হয় একেরই জন্য। নানা গুণবিশিষ্ট বহু লোক যদি তোমার অনুগত হয় এবং প্রত্যেকে তার বিশেষ-বিশেষ গুণ যদি তোমার সেবায় লাগায়, তাতে কি তোমার লাভ বই ক্ষতি হয়?

খগেন—এমনি তো বুঝি, করাটাই শক্ত!

শ্রীশ্রীঠাকুর—করাটা শক্ত কিছুই নয়। করলেই করা হয়। ঝম ক'রে করতে সুরু ক'রে দিতে হয়। করতে আরম্ভ করলে ধীরে-ধীরে করা perfection (পূর্ণতা)-এর দিকে যায়। করার ভিতর-দিয়ে গ'ড়ে ওঠে প্রকৃতি, ইংরাজীতে যাকে বলে nature—তখন automatically (আপনা থেকে) করা হয়।

খগেন—প্রত্যেকের পারগতার একটা সীমা আছে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তুমি মাঝখানে অযথা এক গোজা বসাও কেন? সীমা থাক বা না-থাক, তুমি টানের তোড়ে ক'রে যাও, যা' হবার হ'তে থাক।

ব্রহ্মের ইতি করা যায় না। পারা পারাকে ডেকে আনে, এইভাবে অনন্ত পারার পথ খুলে যায়। Heredity (বংশগতি) বা instinct (সহজাত সংস্কার)-সম্বন্ধে এই কথাটা মনে রেখো যে acquisition (অর্জ্জিত বিদ্যা বা গুণ) একদিন instinct (সহজাত সংস্কার) হয়, instinct (সহজাত সংস্কার) একদিন super-instinct (মহা-সহজাত সংস্কার) হয়। এমনি ক'রেই evolution (বিবর্ত্তন)।

বেলা প'ড়ে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার সদলবলে বেড়াতে বের হলেন। রাস্তায় হরিপদদার সঙ্গে দেখা। হরিপদদা (সাহা) হন-হন ক'রে আশ্রমের দিকে আসছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে গতি একটু স্তিমিত করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ফিক্ ক'রে হেসে মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কি প্রভু! কোথায় গিছলে?

হরিপদদা—একটু বেরিয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সহাস্যবদনে অনুমতি গ্রহণের সুরে)—এইবার আমি একটু বেরোই!

হরিপদদা—(সলজ্জভাবে)—আজ্ঞে হ্যাঁ!

চলতে-চলতে অতিথিশালার সামনে একটা জায়গায় শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন—'কালু! ও কালু!' কালুদা (আইচ)—আজ্ঞে ব'লে তাড়াতাড়ি ছুটে আসলেন কাছে। রাস্তার একটা ইট দেখিয়ে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই সব ইট মানুষের পায়ে লাগে। হয় এটা উঠিয়ে ফেল, নয়—ভাল ক'রে বসিয়ে দে। এখনই কর্—আমি কি দাঁড়াব?

কালুদা বললেন—না ঠাকুর! আপনি যান, আমি এখনই ক'রে দিচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে এসে রাধারমণদার বাড়ীর কাছে বসলেন।

আশু-ভাইয়ের একটা ভাল কবিতার কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলা হ'লো। শুনে আগ্রহ-সহকারে বললেন—নিয়ে আয় দেখি!

আশু-ভাই (ভট্টাচার্য্য) নিয়ে আসার পর পড়া হ'লো। পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওর কলম খুলে গেছে। এমন লেখা তো বেশী দেখতে পাই না। যদি অনুশীলন করে, কালে-কালে আরো কত ভাল হবে!

১৮ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৫১ (ইং ৪।১২।৪৪)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে বসেছিলেন। এমন সময় একটি দাদা আর-একটি দাদার অবাঞ্ছনীয় অপ্রীতিকর ব্যবহারের বিষয় তাঁর কাছে নিবেদন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সব কথা শুনে হেসে বললেন—তোর খুব রাগ হয়েছে, তাই না?

দাদাটি বললেন—তা' হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাগ হ'লো কেন বল তো?

উক্ত দাদা—আমার মনে খুব আঘাত দিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যত আঘাত দিক, তার চাইতেও বড় আঘাতের জন্য মনকে যদি প্রস্তুত রাখা যায়, তাহ'লে আঘাতটা লাগে কম। আর আঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকাই ভাল। কারণ, মানুষ কোন্ অবস্থায় প'ড়ে কি করে, তার কি কোন ঠিক আছে? কিন্তু যে যা-ই করুক, তাতে রেগে গিয়ে লাভ নেই। কেন না, মানুষ আর তার ego (অহং) কিংবা passion (প্রবৃত্তি) এক জিনিস নয়। গাঁজা খেলে গাঁজার গুণে গেঁজেলের মত ব্যবহার মানুষ করে, সেই ব্যবহারের উপর তার হাত কমই থাকে। আর এই হাত কম থাকাটাই দুর্ব্বলতা। ঐ ব্যবহারের উপর তাই গুরুত্ব দিতে নেই। মানুষ তেমনি প্রবৃত্তির ঘোরে মানসিক অসুস্থতার বশে যা' করে, তা' ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। We must look to the man and not to the obsession, obsession is not the man. (মানুষটার দিকে চাইতে হবে, তার প্রবৃত্তি-অভিভূতির দিকে নয়। প্রবৃত্তি-অভিভূতি মানুষটা নয়)।

প্রশ্ন—যে কারণেই হোক, কোন লোক যদি আমার ক্ষতি করে তাহ'লে কি চুপ ক'রে থাকব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষতি যাতে না করতে পারে, তেমনতর পরাক্রম দেখান ভাল। তেজ বা পরাক্রম দেখান ও রাগের বশবর্ত্তী হওয়া এক জিনিস নয়। রাগের বশবর্ত্তী হ'লে কাজ পণ্ড হয়। এ-কথা সব সময় মনে রাখবে যে, তুমি যদি কাউকে সইতে-বইতে না পার, তোমাকেও কেউ সওয়া-বওয়ার ধার ধারবে না। দোষ-ত্রুটি প্রায় প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু আছে। তুমি যদি অন্যের সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হও, অন্যেও তোমার সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হবে। এতে কারও পক্ষে সুবিধা হবে না। তাই অন্যায়ের সমর্থন না ক'রেও ক্ষমাশীল হওয়া দরকার। অপরের ক্ষমার দরকার নেই, এমন মানুষ কমই আছে।

আজ কলকাতা থেকে ডাক্তার জে, সি, গুপ্ত এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে। সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর রাধারমণদার বাড়ীর পাশে এসে বসেছেন। সুশীলদা

(বসু), প্রমথদা (দে), রাধারমণদা (জোয়ারদার), প্যারীদা (নন্দী), জিতেনদা (চট্টোপাধ্যায়), সুরেনদা (গুপ্ত), রামরূপদা (সিং) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন। ডাক্তারবাবুও ওখানে এসে বসেছেন। গল্পচ্ছলে ডাক্তারবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—দীর্ঘদিন ধ'রে অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন আপনার শরীর এমন হয়েছে, এখন আপনার rest (বিশ্রাম) প্রয়োজন।

তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি সব বুঝি, কিন্তু কত মানুষ কত ব্যথা, প্রয়োজন, সমস্যা নিয়ে আমার কাছে আসে একটু soothed (শান্ত) হবার জন্যে, adjustment (সামঞ্জস্য)-এর আশায়; নিজের যত অসুবিধাই হোক না কেন, তাদের দিকে চাইলে, তাদের কথা ভাবলে ফেরাতে পারি না। এ-সব দেখার মত কয়েকজন যদি থাকতো, তাহ'লে পারতাম rest (বিশ্রাম) নিতে, কিন্তু তা' তো নেই। আর একলা থাকলে যে আমার rest (বিশ্রাম) হয়, তা' নয়। বহু কিছু যা' করা হয়নি, তা' নিয়ে তখন মনের মধ্যে দারুণ তোলপাড়া হ'তে লাগে, সে ভাল লাগে না। Desirable (বাঞ্ছনীয়) লোকেরা, অর্থাৎ যারা একটু soothe (তৃপ্ত) করতে পারে, তারা যদি কাছে থাকে এবং মানুষের যদি সুখের ও সার্থকতার সংবাদ পাই, তাহ'লেই আমার ভাল লাগে। মা'র অসুখের সময় থেকে আমার বুকের মধ্যে বড় কষ্ট, বড় ব্যথা। সে কষ্ট, সে ব্যথা তো ঘুচলই না, উপর্যুপরি আঘাতে তা' বেড়েই চলেছে। তারপর মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তাদের খারাপটা নিয়ে। ক্রমাগত মানুষের দুঃখের কথা শুনে-শুনে নিজের মনের ক্ষত কাঁচা ও দগদগেই থেকে যায়—শুকোতে পারে না। মানুষের বেদনার সংস্পর্শে আমার বেদনার স্মৃতি কেবলই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মানুষ সুখের সংবাদ আমায় দেয় না, কৃতার্থতার রাজমুকুট প'রে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় না, তাহ'লেও মনটা উৎফুল্ল হ'তে পারতো। রামচন্দ্রের উপর নাকি অভিশাপ ছিল—'সহস্র বান্ধব মাঝে রহিবে একাকী, তোমার মনের দুঃখ কেহ বুঝিবে না'—আমারও প্রায় সেই অবস্থা। চিরদিন কিন্তু আমার এমন ছিল না। মা যতদিন ছিলেন, আমি একেবারে মাতাল হ'য়ে থাকতাম। আপনি rest (বিশ্রাম)-এর কথা বলছেন, rest (বিশ্রাম) নিতেও ভয় হয়। Rest (বিশ্রাম) নিয়েও কি রেহাই আছে? পরে আবার তার জরিমানা দিতে হবে। Rest (বিশ্রাম)-এর সময় যা' করা হবে না, তা' যখন আমারই করণীয়, আর কেউ করবে না, তখন সেগুলি জ'মে স্তূপীকৃত হবে, পরে সেগুলি make up (পরিপূরণ) করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

ডাক্তারবাবু আত্মীয়ের মত বললেন—আপনি যা' ক'চ্ছেন, এতে মানুষ উপকৃত হবে, আপনাকে শ্রদ্ধা করবে, কিন্তু মাঝখান থেকে আপনি কষ্ট পেয়ে

গেলেন। যা'হোক, আপনি সুযোগ পেলেই যথাসাধ্য বিশ্রাম নেবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যে কথা বলছেন, তা' যে আমি না বুঝি তা' নয়। কিন্তু যে মানুষটার জন্য যখন যা' করার, তা' যদি না করতে পারি, তাহ'লে বড় অস্বস্তি বোধ করি। একে তো অভ্যাস ঐ রকমের আছেই, তা'ছাড়া মনে হয়, যা' করণীয়, সময়মত যদি না করি, তাহ'লে মানুষটা অনেক জঞ্জালের মধ্যে প'ড়ে যাবে, অনেক কষ্ট পাবে। আর ব্যাপারও তাই। বিশেষতঃ কারও কোন complex (প্রবৃত্তি) adjust (নিয়ন্ত্রণ) করার ব্যাপারে যদি psychological moment (মনোবিজ্ঞানসম্মত সন্ধিক্ষণ)-টা miss (নষ্ট) করা যায়, তাহ'লে অনেক ক্ষতি হয়। রোগের চিকিৎসার সময় যেমন সময়মত ওষুধ না পড়লে, পরে বাড়াবাড়ি হয়, অনেক ওষুধেও কাজ করে না, দোষ-দুর্ব্বলতার চিকিৎসার বেলায়ও তেমনতর, তেমনতর কি ততোধিক। ঠিক সময়ে ধরা চাই, আর তখন যা' করার করা চাই। লোকের রাখালি করতে গেলে যে কতখানি alert (সতর্ক) থাকতে হয়, তার কোন লেখাজোখা নেই। আর জনে-জনে প্রত্যেকের জন্য উদ্বেগেরও অন্ত নেই।

এরপর ডাক্তারবাবু জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও মানুষের ভাগ্য-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাগ্য মানে—ভজনফল, সেবানুরাগ-সমন্বিত কর্ম্মের ফল, তা' ভালই হোক আর মন্দই হোক। আমরা নিজেরাই আমাদের কর্ম্ম দিয়ে ভাগ্য রচনা করি। তাই প্রবল কর্ম্মপ্রয়াসের ভিতর-দিয়ে ভাগ্য বদলান অসম্ভব নয়, যদিও আগের কর্ম্মফল অল্পবিস্তর ভোগ করতেই হয়। মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও পুরুষকার যাতে সুনিয়ন্ত্রিত ও সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে, তাই করা লাগে। ভাগ্যকেই যদি অবশভাবে মেনে নেওয়া যায়, তাহ'লে কিন্তু undesirable (অবাঞ্ছনীয়) যা', তার প্রতিকার করা যায় না।

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন।

কথায়-কথায় রাধারমণদা আশ্রমের একজনের সম্পর্কে বললেন—লোকটা কেবল নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করে। অতো আত্ম-অহঙ্কার ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা অকারণ আত্মপ্রশংসা করে, বুঝবে, তাদের ভিতরে খাঁকতি আছে। নিজের কৃতকার্য্যতার অভিজ্ঞতার কথা ব'লে যদি অন্য কাউকে আত্ম-প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়, এবং তার ভিতর যদি কিছু আত্মপ্রশংসা অনিবার্য্যভাবে এসে পড়ে, সেটা কিন্তু দোষের নয়। দেখতে হবে, উদ্দেশ্যটা কি। কাউকে হীন প্রমাণ করার জন্য যদি আত্মপ্রশংসা করা হয়, তা' কিন্তু ভাল নয়। যারা প্রকৃত বড়, তারা অন্যকে বড় ক'রে তুলতে চায়। তারা নিজের প্রশংসায় কৃপণ, কিন্তু অন্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নিজের সুখ্যাতি নিজে করায় কোন উপভোগ নেই,

ওতে পরিবেশের ভিতর যেমন reaction (প্রতিক্রিয়া) আসে, নিজের ভিতরও তেমনি reaction (প্রতিক্রিয়া) আসে, নিজের কাছেই নিজেকে ছোট মনে হয়। উপভোগ আছে অন্যকে সুখ্যাতি করায়, অন্যকে সুখী করায়। কাউকে যদি উৎফুল্ল ক'রে তোলা যায়, তার উৎফুল্লতা নিজের মনে গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়। এতে নিজেরই লাভ। তাই কেউ যদি তোমার কাছে হামবড়াই ভাব প্রকাশ করে, তাতে উত্তেজিত বা অসহিষ্ণু না হ'য়ে, তাকে আরো বড় ক'রে তুলো—এবং তা' আন্তরিক ও অকৃত্রিমভাবে, দ্বেষ বা শ্লেষের ভাবে নয়। মানুষের প্রশংসা পাওয়ার ক্ষুধা থাকে, সেই ক্ষুধার যদি তৃপ্তি না হয়, তাহ'লে অনেক সময় নিজেই নিজের প্রশংসা করতে সুরু করে। সেই সময়ে তুমি যদি তার ঐ অতৃপ্ত ক্ষুধার পরিপূরণ কর—সৎ ও সমীচীনভাবে,—তাতে কোন দোষ নেই। এতে সেও খুশি হবে, তুমিও খুশি হবে। এর ভিতর-দিয়ে তার বিকৃতির কিছুটা উপশমও হ'তে পারে। তবে যা-ই কর না কেন, সব সময় নিজের আদর্শে অটুট-নিষ্ঠ হ'য়ে থাকতে হয়। কোন লোক যদি বোঝে, তোমার ব্যক্তিত্বের কোন দাঁড়া নাই, তুমি হীনভাবে তার তোষামোদ করছ, তাহ'লে সে কিন্তু তোমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হবে না। আর শ্রদ্ধা যদি না জাগে, তুমি তাকে নিয়ন্ত্রিতও করতে পারবে না।

তপোবন-বোর্ডিংয়ের একটি ছাত্রকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে, কী খবর?

ছেলেটি বলল—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পড়াশুনো খুব ভাল ক'রে কর। মাষ্টারমহাশয়দের খুব শ্রদ্ধা করবে ও সেবা করবে। বোর্ডিংয়ে অন্য যে-সব ছেলে আছে, তাদের সুখসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বুঝে-বুঝে মাথা খাটিয়ে অন্যের সেবাযত্ন ও আপ্যায়না করার অভ্যাস যদি কর, দেখবে, প্রত্যেকেই তোমার আপন হ'য়ে উঠবে। বাড়ীতে যখন যাবে, তোমার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার দেখে তোমার মা-বাবা এবং অন্য সবাই যেন সুখী হয়। এতে তপোবনেরও নাম বেড়ে যাবে। আর University (বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে তোমাদের scholarship (বৃত্তি) দিক বা না দিক, তোমাদের এমন result (ফল) করা লাগে, যাতে অনেকেই scholarship (বৃত্তি) পাওয়ার যোগ্য হও। অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকা ভাল না। যতখানি ভাল করা যায়, তা' করা চাই। আর, এর একটা প্রধান তুক হ'চ্ছে—ক্লাসের থেকে সব বিষয়ে অনেকখানি এগিয়ে থাকা। এতখানি জ্ঞান থাকা চাই, যাতে ক্লাসের যে-কোন ছেলেকে তুমি যে-কোন বিষয় ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে পার।

ছেলেটি বলল—অনেক জিনিস নিজে বুঝতে পারি, কিন্তু কেউ বুঝতে

চাইলে বোঝাতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন জিনিস যদি অন্যকে বোঝাতে না পার, তাহ'লে বুঝতে হবে, তোমার নিজের বুঝের অতোখানি খাঁকতি আছে। তাই, পড়া ও পড়ান, বোঝা ও বোঝান দুই-ই লাগে। ওতে জানাটা পোক্ত হয়। আর লেখার অভ্যাস করতে হয় খুব। যাই পড়, প্রত্যেক বিষয়ের পারম্পর্য্য ভাল ক'রে বুঝতে হয়। কোন্‌টার পর কোন্‌টা কেমনভাবে গেঁথে উঠেছে, তার একটা সংযোগসূত্র যদি নিজের কাছে ধরা না পড়ে, তাহ'লে স্মৃতিকেই ভারাক্রান্ত করতে হয়, বোধ বাড়ে না।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল—কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, তুমি জ্যামিতি পড়বে। তার প্রথমটার উপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়টা, প্রথম ও দ্বিতীয়ের উপর দাঁড়িয়ে তৃতীয়টা, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়-টার উপর দাঁড়িয়ে চতুর্থটা। এখন এই যোগসূত্রটা তুমি যদি না বোঝ এবং প্রত্যেকটা আলাদা-আলাদা ক'রে যদি তুমি মুখস্থ ক'রে রাখ, তাহ'লে তোমার খাটুনি বাড়বে, কিন্তু জ্যামিতি-সম্বন্ধে একটা বুঝ হবে না। রসও পাবে না বিষয়টাতে। প্রত্যেক বিষয়-সম্বন্ধেই অল্পবিস্তর এমনতর। আর, বিভিন্ন বিষয়ের ভিতর মিল কোনখানে তা'ও ধরতে হয়। যেমন পড়া লাগে, তেমনি ভাবা লাগে। লেখা, পড়া, ভাবা, প্রয়োজনমত হাতে-কলমে করা ও বলা অর্থাৎ বোঝান—এইগুলি যদি একযোগে চালান যায় অর্থাৎ বোধদীপ্ত সঙ্গতিশীল ক'রে চালান যায়, তাহ'লে জিনিসগুলি হজম হয় ভাল ক'রে। বোর্ডিংয়ে এমনতর একটা আবহাওয়া তৈরী করা লাগে, যাতে পড়াশুনোটা খেলাধুলোর মত আনন্দকর হ'য়ে ওঠে, প্রত্যেকে তার অজান্তে অনেক-কিছু শিখে যায়।

প্রমথদা বললেন—আগামী উৎসবের programme (কর্ম্মসূচী) ছাপান হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাড়াতাড়ি সব জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। আর উৎসব করলে পাবনা-শহর ও আশপাশের গ্রামের লোকদের ভাল ক'রে নিমন্ত্রণ করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আশু কেমন সুন্দর কবিতা লেখে, আপনি দেখিছেন?

প্রমথদা—আমি দেখিনি। তবে লোকের কাছে শুনেছি যে আশু ভাল কবিতা লেখে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই আশু! তুই ফাঁকমত একসময় প্রমথদাকে তোর কবিতা প'ড়ে শোনাস্ না ক্যান্। সমঝদার লোকদের শোনাতে হয়।

আশু-ভাই (ভট্টাচার্য্য)—শোনাব।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ক'টা বাজে?

একজন বললেন—আটটা বেজে গেছে।

এরপর একবার তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পড়লেন।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানা থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ বললেন—মানুষ এখানে আসে আমায় ভালবাসতে, কিন্তু পরে আমার ভালবাসা পাওয়াটা তাদের মুখ্য হ'য়ে ওঠে।

রেণুমা জিজ্ঞাসা করলেন—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, আমার খুশিটা তাদের লক্ষ্য নয়—লক্ষ্য নিজেদের খুশি। আর-একজনের খুশিকে প্রাধান্য দিয়ে চলতে অনেকখানি ক্ষমতা লাগে। নিষ্কাম-কর্ম্ম বলতে আমি বুঝি—নিজের কামনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে ইষ্টের কামনাকে প্রাধান্য দিয়ে চলা; তিনি যাতে খুশি হন তাই ক'রে চলা—তা' যত কঠিনই হোক। মানুষ অনেকখানি আবিল্যিমুক্ত না হ'লে এ পারে না। অনেক যুক্তির অবতারণা ক'রে নিজের খুশি ও তৃপ্তিকেই অনুসরণ ক'রে চলতে চায়। ইষ্টের তৃপ্তির দিকে চেয়ে যে নিজের ভালমন্দ পরিকল্পনা বা খেয়াল বিসর্জ্জন দিতে না পারে, তার কিন্তু প্রকৃত উন্নতি হয় না। একজনকে সারা দুনিয়া যদি বাহবাও দেয়, অথচ সে যদি ইষ্টের সন্তোষবিধান করতে না পারে, তাহ'লে কিন্তু তার জীবন ব্যর্থ। জীবনের সার্থকতা ভালবাসায়—প্রেমে। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম॥

২২শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৫১ (ইং ৮।১২।৪৪)

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় আছেন। এমন সময় বীরেনদা (মিত্র) কলকাতা থেকে আসলেন। বীরেনদাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত হ'য়ে বললেন—কি রে, কখন আলি?

বীরেনদা—এই এখন আসছি। Decorator (সজ্জাকর)-দের নিয়ে আসলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা কেমন আছে?

বীরেনদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজকাম কেমন হ'চ্ছে?

বীরেনদা—খুব ভাল। উৎসবের collection (সংগ্রহ)-ও খুব ভাল

হ'চ্ছে। কেষ্টদা যাবার পর কলকাতার দাদারাও খুব উৎসাহ-সহকারে লেগেছেন। কেষ্টদা President-selection (সভাপতি-নির্ব্বাচন)-এর জন্যও চেষ্টা করছেন। কলকাতা ও আশেপাশে sitting, meeting (বৈঠক ও সভা) লেগেই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল।.................Decorator (সজ্জাকর)—বোস কোম্পানীদের থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিছিস্ তো?

বীরেনদা—হ্যাঁ!

এরপর একটা ঘটনা অবলম্বন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর তিনটি ছড়া দিলেন।

ছড়া দেওয়া শেষ হ'তে না হ'তেই চক্রপাণিদা (দাস) আসামের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুত রোহিণীকুমার চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে আসলেন। তাঁকে বসতে দেওয়া হ'লো। প্রণাম ক'রে বসলেন তিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে বললেন—আপনি আসছেন, ভালই হইছে। আপনার শরীর ভাল তো?

রোহিণীদা—হ্যাঁ...........আপনার শরীর কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার শরীর ভাল না। তবু আপনারা ভাল থাকলে, উন্নতি-মুখর হ'য়ে চললে, আমার মনে হয়, আমি যেন অনেকখানি ভাল আছি। যা'হোক, চক্রপাণি আপনাকে নিয়ে আসে তাই দেখতে পাই। মাঝে-মাঝেই আসবেন। যত যা'ই করেন, মূলকাজ যদি না করেন, মানুষের গোড়া ঠিক যদি না করেন, ধর্ম্ম, ইষ্ট, যাজন যদি না করেন, তাহ'লে কিন্তু নিজেরও কিছু হবে না, অন্যেরও কিছু হবে না। আর যে-কোন তত্ত্ব বা ism (বাদ)-ই প্রচার করুন না কেন, তার মূর্ত্ত প্রতীক হিসাবে কেউ যদি না থাকেন, তাহ'লে কিন্তু শুধু তত্ত্বের প্রচারে মানুষ উপকৃত হবে না।

রোহিণীদা—বিশেষ কাজে বিরত আছি। এরই মাঝে ৫।৬ বার কলকাতা যাতায়াত করতে হয়েছে। এই ঝামেলা না মিটলে কোনদিকে মন দিতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত বিব্রতিই থাক, ওরই মাঝে ফাঁক ক'রে চ'লে আসতে হয়, ওতে অনেক কিছু কেটে যায়। মাতালকে আপনি যত কাজই দেন, সে তার মধ্যে কোন্ ফাঁকে শুঁড়িবাড়ী থেকে ঘুরে আসবে, তার ঠিক নেই। হাফেজের কথায়—ভক্ত যেন মাতাল, ইষ্ট যেন শুঁড়ি, ইষ্টটান ও ইষ্টসঙ্গরস যেন মদ। আমি বলি, যে-অবস্থার মধ্যেই থাক না কেন, ওরই মধ্যে ঈশ্বরের প্রীতির জন্য, ইষ্টের প্রীতির জন্য কিছু কর। যতখানি পার, করতে সুরু ক'রে দাও। এই করাটাই সপরিবেশ তোমাকে বাঁচাবে। তুমি এখনই নিজেকে এমনতরভাবে

ব্যাপৃত ক'রে তোল, নিজের চারিদিকে এমন ক'রে ইষ্টকর্ম্মের ক্ষেত্র রচনা ক'রে তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেল, যাতে আবোল-তাবোল জঞ্জাল ও অনিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করবার অবকাশ না পায়। বাঘে ধরার আগেই ফাঁকে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। বাঘে ধরলে তখন আর ফাঁকে যায় কি-ভাবে? আর উৎসবের সময় এখানে আসা লাগে, কত ভক্ত-সমাগম হবে, নিষ্ঠা-সমন্বিত আবেগ, আনন্দ ও উদ্দীপনার কী বিপুল স্রোত ব'য়ে যাবে, এমনতর উৎসবে যোগদান করলে তীর্থদর্শনের ফল হয়, কুম্ভমেলায় যাওয়ার কাজ হ'য়ে যায়।

রোহিণীদা—আসতে তো ইচ্ছা করে। আস্‌লে তো নিজেরই লাভ। দেখি কি হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশী ভাবনা-চিন্তা না ক'রে ঝম ক'রে এসে পড়বেন। কাজের দায়িত্ব তো আছেই, ও ফুরোবে না। কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে করার জন্য যে energy (শক্তি) ও internal adjustment (আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ) দরকার হয়, তা' লাভ করার জন্যই আসা লাগে।

এই সব কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিভরা চোখে রোহিণীদার দিকে চেয়ে মৃদুমন্দ হাসতে লাগলেন। তাঁর আকুল-করা প্রাণ-কাড়া চাউনি দেখে রোহিণীদার চোখ ছলছল ক'রে উঠল।

এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর চক্রপাণিদাকে বললেন—গাড়ীতে রাস্তায় কত কষ্ট হয়েছে, দাদাকে এইবার নিয়ে যাও, খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করগে, কাল সকালে কথা হবে।

চক্রপাণিদা রোহিণীদাকে নিয়ে রওনা হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন—দেখে-শুনে সাবধানে যেও।

একটু পরে কাজলভাইকে দেখে আদর ক'রে বললেন—বাপুন সোনা! বাপুন সোনা! তুমি এই ঠাণ্ডার মধ্যে বারাইছ!

কাজলভাই—আমি কায়ির (কালিদাসী-মা'র) সঙ্গে আসছি, আবার কায়ির সঙ্গে চ'লে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই যাও। (পরে রহস্য ক'রে বললেন)—কালিদাসীকে ও পা'য়ে নিছে। কিছুতেই ছাড়বার চায় না।

২৩শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৫১ (ইং ৯।১২।৪৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃতনিবাসে ব'সে আছেন। নোয়াখালির একটি দাদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর! একটা মানুষকে দেখামাত্র নাকি তার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান আপনার সামনে ভেসে ওঠে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়তো এক-আধটু বুঝি। কিন্তু কা'রও চরিত্রে মন্দ যা' আছে, সেদিকে নজর দিই না। তার মধ্যে ভাল যা' আছে, তা' জোড়াতাড়া লাগিয়ে দেখি। ভাল যা' আছে, তাই নিয়েই আমার কারবার। মন্দটা দেখে আমার লাভ নেই। মন্দ দেখার জন্য কখনও মন্দ দেখি না। মন্দ যখনই যা' দেখি, তা' নিরসন করবার জন্য। কা'রও দোষের কথা প্রচারিত হোক, তা' আমার ভাল লাগে না। তবে কাউকে দিয়ে যদি অপরের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে, তাহ'লে প্রয়োজনমত সাবধান ক'রে দিই। কা'রও কা'রও ক্ষতিগ্রস্ত হবার নেশা থাকে। তাদের সাবধান ক'রে দিলেও, তারা হুঁশিয়ার হ'তে পারে না। আমার আওতায় যারা আসে, তাদের নানাভাবে দুষ্কর্ম ও দুর্ভোগ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু অনেকেই এমন প্রবৃত্তি-বেহুঁশ হ'য়ে থাকে যে কিছুতেই আমার কথা মেনে চলতে পারে না। তাই প্রতিকারের উপায় জেনেও মানুষের উপকার করা যায় না, যদি তাদের co-operation (সহযোগিতা) না থাকে।

প্রশ্ন—ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া নাকি জগতে কিছুই হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তেমন বুঝি না। আমরা প্রবৃত্তির পথে চ'লে-চ'লে দুর্ভোগ ডেকে আনব, আর বলার বেলায় বলব, ভগবানের ইচ্ছায় এই দুর্ভোগ ভুগছি—তার কোন মানে হয় না। আমরা যা' পাই, তা' নিজেদের ইচ্ছা ও বিধিমাফিক করার ভিতর-দিয়েই পাই।

প্রশ্ন—ধরেন, ভূমিকম্পে বহু লোক মারা গেল। তারা তো ঐ ভূমিকম্প বা মৃত্যু চায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভূমিকম্প একটা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়। আমাদের অজ্ঞতার ফলে আমরা হয়তো আজও এই প্রাকৃতিক-বিপর্য্যয়কে অতিক্রম করার কৌশল আয়ত্ত করতে পারিনি। কিন্তু অনুশীলন ও প্রচেষ্টার ফলে একদিন হয়তো তাকে আয়ত্তে আনা যাবে। আমরা কিছু চাই বা চাই না—তা' শুধু মুখে বললে হবে না, করার ভিতর-দিয়ে তা' materialise (বাস্তব) ক'রে তুলতে হবে। ভগবান করা দেখেন, শুধু মুখের কথা শুনে কিছু মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করেন না। তিনি ভজমান। অনুরাগী সেবা-বিভূতি নিয়েই তিনি চলেন।

প্রশ্ন—তাহ'লে কি আমাদের প্রার্থনার কোন দাম নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রার্থনার মধ্যেই আছে তেমনভাবে করা, বলা, ভাবা, চলা—যাতে ঈপ্সিত লাভ হয়। শুধু বলা বা ভাবাটা প্রার্থনা নয়। প্রার্থনা মানেই হ'চ্ছে, প্রকৃষ্টরূপে চলা, যে যেদিকেই চলুক না কেন। ভাল করলে ভাল হয়, মন্দ করলে মন্দ হয়। তবে নিজের স্বার্থের জন্য সাধারণতঃ প্রার্থনা করতে নেই। হীন স্বার্থপরতার উপরে না উঠতে পারলে, মানুষ বড় হ'তে পারে না।

প্রার্থনা করতে হয় ইষ্টের জন্য—তুমি ভাল থাক, তুমি সুখে থাক, তুমি সুস্থ থাক। আমাকে দিয়ে তোমার ইচ্ছা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠুক, সারা দুনিয়ায় তোমার প্রতিষ্ঠা হোক। প্রতি ঘটে-ঘটে তোমার সেবা ক'রে, সম্বর্দ্ধনা ক'রে আমার জীবন ধন্য হোক। পরিবেশের পোষণার ভিতর-দিয়ে আমার আত্মপোষণা অটুট হোক। আমার জীবনে তুমি সর্ব্বতোভাবে অনুপ্রবিষ্ট হও, আমি তোমাকে নিয়ে মত্ত হ'য়ে থাকি সারাটা জীবন, সারাটা জীবন কেন—জন্ম-জন্মান্তর। প্রীতি-অর্চ্চনায় তোমার সেবা ক'রে ধন্য হই! এইভাবে যা' প্রাণে আসে, বলতে হয়। আর বলার তালে-তালে করতে হয়, চলতে হয়, ভাবতে হয়। এইভাবে চলতে-চলতে ভিতরে-ভিতরে ভাব, ভক্তি, ভালবাসা ও আকুলতার সমুদ্র গর্জ্জে ওঠে। এমন ক'রে ইষ্টার্থে তন্ময় হ'তে না-পারলে, জীবনটা গ্লানিমুক্ত হয় না, নিরাবিল হয় না। স্বার্থের ঘানি ব'য়ে-ব'য়ে কেবল ক্লান্ত ও অবসন্ন হ'তে হয়।

প্রশ্ন—এমন কিছু করা যায় না, যাতে মানুষ ভাল হবেই, ভাল পথে চলবেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' করা যায় বই-কি! আর্য্যকৃষ্টির মধ্যে তো আছে তারই কল-কৌশল। তার জন্য প্রথমে চাই good breeding (ভাল জন্ম)। ভাল জন্ম হ'তে গেলে পিতা-মাতার instinct (জন্মগত সংস্কার) ভাল হওয়া চাই এবং তাদের বিয়েও সব দিক দিয়ে মিল ক'রে হওয়া চাই। তারপর পারিবারিক চালচলন এমন হওয়া চাই, যাতে ছেলে-মেয়েরা গোড়া থেকেই সৎ দৃষ্টান্ত দেখে ভাল হওয়ার অনুপ্রেরণা পায়। পারিবারিক শিক্ষা যদি ভাল না হয়, তাহ'লে পুঁথিগত শিক্ষা যতই হোক না কেন, তাতে মানুষের habits, behaviour (অভ্যাস, ব্যবহার) adjusted (সুনিয়ন্ত্রিত) হয় না। তারপর চাই সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষিত হ'য়ে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাসহকারে তাঁর নির্দ্দেশ মেনে চলা। শিক্ষা-ব্যবস্থাও এমন হওয়া দরকার, যাতে প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে চৌকস হ'য়ে উঠতে পারে। স্বতঃদায়িত্বে environment (পরিবেশ)-এর প্রয়োজন কে কতখানি পূরণ ক'রে চলতে পারে, অপরের জীবনীয় স্বার্থকে কে কতখানি বাস্তবে নিজের স্বার্থ ক'রে তুলতে পারে, মোট কথায় সেইটেই শিক্ষার বড় তকমা। আর জীবিকার ব্যবস্থা যথাসম্ভব বর্ণবৈশিষ্ট্যানুগ ও স্বাধীন হওয়া দরকার। উপার্জ্জনের অন্য যে-কোন পথই থাক, cottage-industry (কুটিরশিল্প) ও agriculture (কৃষি) সব পরিবারেই কিছু না কিছু থাকা চাই। আর চাই গো-পালন। জীবিকার জন্য যদি পরের দাসত্ব করতে না হয় বা dishonesty (অসাধুতা) করতে না হয়, তাহ'লে কিন্তু মানুষ অনেকখানি ঠিক থাকে। আর চাই ভাল-ভাল ঋত্বিক্‌, অধ্বর্য্যু, যাজক। তারা তাদের উন্নত চরিত্র, সেবা ও যাজনের ভিতর-দিয়ে সারা দেশের মানুষকে সত্তাপোষণী

চলনে অভ্যস্ত ক'রে তুলবে, ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টির ভিত্তিতে integrated (সংহত) ক'রে তুলবে। সঙ্গে-সঙ্গে দেখবে, অসৎ অর্থাৎ সত্তাপরিপন্থী রকমগুলি যাতে দানা বেঁধে উঠতে না-পারে। Simultaneously (যুগপৎ) এই সবগুলির দিকে নজর দিয়ে যদি চলা যায়, তাহ'লে দেশের আবহাওয়াই বদলে যাবে। তখন মানুষের ভাল হবার সম্ভাবনাই বেশী থাকবে। খারাপ যারা থাকবে, তারাও উপযুক্ত শাসন-তোষণ ও প্রেরণার ভিতর-দিয়ে অনেকখানি ঠিক হ'য়ে উঠবে। Bad instinct (খারাপ সংস্কার)-ওয়ালা progeny (সন্ততি) যাতে সমাজে বাড়তে না পারে, তার ব্যবস্থা না করলেই নয়। সেইজন্য আমি proper marriage (উপযুক্ত বিবাহ)-এর উপর অতো জোর দিই। ঐ জায়গায় হাত না দিলে সব programme (কর্ম্মসূচী)-ই fail করবে (অকৃতকার্য্য হবে)। আমি মুখ্যু মানুষ, আমার কথার তো কোন দাম নেই। কিন্তু দাসীর কথা বাসি হলি কামে লাগবি।

প্রশ্ন—মানুষের instinct (সহজাত-সংস্কার) যেমনই হোক না-কেন, ভাল পরিবেশ ও শিক্ষার-প্রভাবে তাকে কি উন্নত ক'রে তোলা যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ পরিবেশ বা শিক্ষা থেকে তাই-ই নিতে পারে, যা' তার নেওয়ার ক্ষমতা আছে। যা' তার নেওয়ার ক্ষমতা নেই, তা' কিন্তু সে নিতে পারে না। একই জমি, একই মাটি—সেই মাটির রস টেনে একটা হ'চ্ছে আমগাছ, একটা হ'চ্ছে কাঁঠালগাছ, আর একটা হ'চ্ছে লিচুগাছ, আরো কত কি? একই তো পরিবেশ, তার মধ্যে এত রকমারি হ'চ্ছে কেন? তার কারণ, বীজের পার্থক্য। মানুষের বেলায়ও তেমনি প্রত্যেকে তার বীজগত সংস্কার-অনুযায়ী পোষণ সংগ্রহ ক'রে স্বাতন্ত্র্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে। ভাল হোক, মন্দ হোক, আম আমই থাকে, আম কখনই কাঁঠাল হ'য়ে যায় না, আবার কাঁঠালও কখনও আম হ'য়ে যায় না। যে যা' সে তাই-ই, তা'-ছাড়া অন্য কিছু নয় বা অন্য কিছু হ'তে পারে কমই। হ'লেও সে আর সে থাকে না। তাই জন্মগত সংস্কার যদি ভাল না থাকে, তবে শিক্ষা বা পরিবেশ দিয়ে মানুষের ভাল কমই করা যায়। ভ্রষ্ট প্রকৃতি যার, তাকে যদি সুশিক্ষিত ক'রে তোলেন, সে সেই শিক্ষার শক্তিতে দুষ্টকর্ম্ম আরো ভাল ক'রে করবে। জন্মগত বৈশিষ্ট্য বদলান যায় না।

প্রশ্ন—তাহ'লে জগতে এত শিক্ষা-দীক্ষার আয়োজন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিক্ষা-দীক্ষার আয়োজন এই জন্য, যাতে মানুষের অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণ যা', তাকে পোষণ দিয়ে বিকশিত ক'রে তোলা যায় এবং অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি যেগুলি, সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলা যায়। শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষের প্রকৃতি বদলান যায় ব'লে আমার মনে হয় না।

প্রশ্ন—আপনি আম-কাঁঠালের তুলনা দিলেন, সেগুলি তো আলাদা-আলাদা শ্রেণী, একটা মানুষের সঙ্গে আর-একটা মানুষের তো ঐরকমের প্রভেদ নেই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—জন্মগত বিন্যাস ও সংস্থিতি প্রত্যেকটা মানুষেরই আলাদা। তাই নিয়েই তার বৈশিষ্ট্য। তাই কোন দুটো মানুষই দেখতে এক রকম নয়। দুটো আমগাছ, দুটো কাঁঠালগাছ, দুটো ধান গাছ—তা'ও আলাদা—রূপে, গুণে, বর্দ্ধনায়;—একজাতীয় হ'লেও। মানুষ কেন, সৃষ্টির প্রতিটি যা'-কিছুই স্বতন্ত্র-বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত। সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে each individual is a class by himself (প্রতিটি ব্যষ্টিই একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী)।

প্রশ্ন—বহু খারাপ মানুষেরও তো দেখা যায় বেশ ভাল ছেলে হয়। এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসংযত বা অনিয়ন্ত্রিত চরিত্র ও খারাপ প্রকৃতি কিন্তু এক জিনিস নয়। প্রকৃতি যাদের খারাপ, তারা কখনও শ্রদ্ধাবনত হ'তে পারে না, একনিষ্ঠ হ'তে পারে না, বিশ্বস্ত হ'তে পারে না। তাদের বুদ্ধিই থাকে অন্যের ক্ষতি-সাধন—nurture (পোষণ) না-দিয়ে exploit (শোষণ) করা। আমার প্রয়োজনের সময়ে একজনের কাছ থেকে সেবা নিলাম, কিন্তু তার প্রয়োজনের সময়ে আমার সাধ্যমত বাস্তবে কিছু তো করলামই না, এমন-কি গতর খাটিয়েও কিছু করলাম না—এও exploitation (শোষণ)। যদিও লুব্ধ হ'য়ে সেবা করা উচিত নয়, বরং পাওয়া না-পাওয়ার খতিয়ান না-ক'রে লোকের স্বস্তিবিধানে ব্যাপৃত থাকাই ভাল। অসৎ-প্রকৃতি-সম্পন্ন যারা, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও মহানদের বিরুদ্ধেই তাদের অভিযান। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তারা তথাকথিত লোকদরদী সেজে মানুষ বাগাতে কসুর করে না। এই যে লোকদরদ, তার উদ্দেশ্য কিন্তু লোককল্যাণ নয়—লোক হাতিয়ে নিয়ে তাদের সাহায্যে ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও মহানদের বিধ্বস্ত করা। এদের সম্বন্ধে খুবই সাবধান হওয়া লাগে। জন্মগত প্রকৃতি যাদের এমনতর, তাদের সন্তান-সন্ততি ভাল হওয়ার আশা কম। কিন্তু বহু অনিয়ন্ত্রিত চরিত্রের লোক দেখা যায়, যারা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে changed (পরিবর্ত্তিত) হ'য়ে যায়। অনিয়ন্ত্রিত চরিত্রের যারা, অথচ instinct (সহজাত-সংস্কার) ঠিক আছে, তাদের বিয়ে-থাওয়ায় যদি বেমিছিল না-হয় এবং দাম্পত্য প্রণয় যদি অব্যাহত থাকে, তাহ'লে তাদের ছেলে-পেলে ভাল হওয়া অসম্ভব নয়। জাতির সব-চেয়ে বড় asset (সম্পদ্) হ'চ্ছে পিতৃপুরুষাগত শুভ-সংস্কারবাহী বীজধারা। অতি সন্তর্পণে এই মহার্ঘ্য সম্পদ্ আগলে রাখতে হয়। এর ব্যত্যয় হ'লে মূল জিনিস আর ফিরে পাবার জো নেই। তাই কিছুতেই যেন প্রতিলোম বা অসঙ্গতিপূর্ণ বিয়ে না হয়। চোখের সামনে

যদি এমন কোন ব্যাপার ঘটতে যায়, তবে প্রাণপণে তাকে রুখতে হয়। বিয়ের ব্যাপারে যদি গোলমাল ঢুকে যায়, তবে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

প্রশ্ন—সবাই তো বলে—পরাধীন জাতির সব চাইতে বড় কাজ হ'লো স্বাধীনতা অর্জ্জন, তার কাছে অন্য সব কাজ গৌণ। এ-বিষয়ে আপনার মত কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বাধীনতা পেতে গেলে ও স্বাধীনতা পেয়ে তা' রক্ষা করতে গেলেও চাই উপযুক্ত মানুষ, উপযুক্ত শক্তি ও সংহতি। স্বাধীনতা অর্থাৎ independence মানে inter-dependence (পারস্পরিক নির্ভরশীলতা)। যাই করতে চাই, গোড়ায় লাগে মানুষ। আর, ভাল মানুষ পেতে গেলে চাই ভাল বিবাহ। আজ যদি আমরা স্বাধীনতা পাইও, অথচ যদি সুজনন-পদ্ধতি অব্যাহত রাখতে না পারি, তবে সে স্বাধীনতা উপভোগ বা রক্ষা করবে কে? আর প্রকৃত স্বাধীনতা পেতে গেলেও চাই জাতির সর্ব্বস্তরে আদর্শপ্রাণতা, কৃষ্টিমুখীনতা, সদাচারপরায়ণতা ও সেবাবুদ্ধি সঞ্চারিত করা। মানুষ যদি সত্তার ভূমিতে সঙ্ঘবদ্ধ না হয়, পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্বার্থান্বিত না হয়, তাহ'লে স্বাধীনতার স্বপ্ন আকাশকুসুম মাত্র। ঐক্য আসেই একপ্রাণতা থেকে। সবাই চায় বাঁচতে, বাড়তে। এই universal urge (সার্ব্বজনীন আকূতি)-এর basis-এ (ভিত্তিতে) সকলকে মিলিত হ'তে হবে। এই urge (আকূতি)-এর complete fulfilment (পরিপূর্ণ পরিপূরণ) হয় আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে কেন্দ্র ক'রে। তাই আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে সঞ্চারিত ক'রে সারা দেশের মধ্যে যদি তদনুগ ভাব-ভাবনা, আচার-আচরণের প্লাবন আনা না যায়, তাহ'লে কিন্তু যত চেষ্টাই হোক না কেন, স্থায়ী ঐক্যের platform (মঞ্চ) তৈরী হবে না। পারস্পরিক বিরোধ, বিদ্বেষ ও সংঘাতের ফাটল তৈরী হ'য়ে থাকবে। আসুরিক প্রবৃত্তি ও স্বার্থপরতার প্ররোচনায় পরস্পর পরস্পরের বাঁচা-বাড়ার সহায়ক না হ'য়ে ক্ষয় ও ক্ষতির কারণ হ'য়ে উঠবে। তাই keyman (নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি)-গুলিকে ধ'রে-ধ'রে সারা দেশটাকে নাড়া দেওয়া চাই। আসমুদ্র-হিমাচল কাঁপিয়ে তোলা চাই। সে কোন প্রবৃত্তির ক্ষুধায় নয়—সত্তাপোষণী আবেগে, আমার প্রিয়পরম যিনি, তাঁর মুখে হাসি ফোটাবার আগ্রহে। আমি আছি আর আমার ঠাকুর আছেন। আমি তাঁরই। আমি তাঁকে ভালবাসি। তাঁকে ভালবাসাই আমার স্বভাব। তাঁকে ভালবাসি ব'লে সবাইকেই ভালবাসি, কারণ সবার ভিতরই তিনি। এই ভালবাসাময় বাঁচা আমি বাঁচতে চাই। কিন্তু আমি একলা এমন ক'রে বাঁচতে পারি না। তাই সমস্ত দুনিয়াকে ঐ জীবনীয় ভালবাসায় পরিপ্লাবিত ক'রে দিতে চাই, যাতে পারস্পরিক আদানে, প্রদানে,

সেবায়, সাহচর্য্যে ক্রমাগত তাঁকেই উপভোগ করতে পারি। এমনতর একটা tremendous attitude (প্রবল মনোভাব) পেয়ে বসলেই you are saved and along with you the world is also on the way to be saved (তুমি উদ্ধার পেয়ে গেলে এবং তোমার সঙ্গে-সঙ্গে জগৎও উদ্ধার পাওয়ার পথে দাঁড়ালো)।

তীব্র আবেগে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। কিছু সময় কোন কথা বললেন না। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—মাধবীর চিঠিটা বঙ্কিমকে দেখান হয়েছে?

প্রফুল্ল—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখান ভাল।

ইতিমধ্যে ভদ্রলোকটি প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—তোরা যে লোক চিনতে পারিস্ না, এই দেখে মনে হয়, এখনও আমার ব্যাপারে ভাল ক'রে interested (অন্তরাসী) হো'স্‌নি। নিজেদের ধান্ধা নিয়ে থাকিস্, তাই সব জিনিস ভাল ক'রে observe (পর্য্যবেক্ষণ) ও analyse (বিশ্লেষণ) করতে পারিস্ না। কাউকে ভালবাসতে গেলে, কা'রও ভাল করতে গেলে তার দিকে অতন্দ্র নজর রাখা লাগে। আর দশজনে আছে, তারা দেখছে, করছে এই ভেবে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকতে নেই। ওতে sentiment (ভাবানুকম্পিতা) dull (ম্লান) হ'য়ে যায়। শ্রেয় যিনি, তিনি কেবল আমাদের দেখবেন, আমাদের তাঁকে দেখতে হবে না এমনতর attitude (মনোভাব) কিন্তু ভালবাসার লক্ষণ নয়। ওটা স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু নয়। ওতে কখনও মানুষের উন্নতি হয় না।

২৫শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৫১ (ইং ১১।১২।৪৪)

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-নিবাসে চুপচাপ ব'সে আছেন। আজ ক'দিন হ'লো সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ব'লে একটি যুবক এসেছেন বম্বে থেকে। তিনি ভিতরে ঢুকে বললেন—আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—কি? বল্ না!

সন্তোষদা—আপনার কাছে যখন আসি, তখন মনটা উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই সে-ভাবটা উবে যায় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিতরের আগুন, complex (বৃত্তি)-এর দরুন ছাই-চাপা থাকে। এখানকার contact-এ (সংস্পর্শে) complex (বৃত্তি) ভেদ ক'রে

শিসের মত যে আগুনটা ঠেলে ওঠে, তাকে যদি fuel (ইন্ধন) না দেওয়া যায়, তবে তা' আবার নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে। তাকে জ্বালিয়ে রাখবার জন্য এবং বাড়িয়ে তুলবার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত দৈনন্দিন আচরণ—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, উপযুক্ত সঙ্গ। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—চারাগাছ বেড়া দিয়ে রাখতে হয়। আর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ইষ্ট সম্পর্কে যে anti-will (বিরুদ্ধ ইচ্ছা) আছে, তার সংস্পর্শে কখনও চুপ ক'রে যেতে নাই। ওতে মনের ঘুমন্ত anti-will (বিরুদ্ধ ইচ্ছা) পুষ্ট হ'য়ে জীবনীয় ভাবভক্তি-ভালবাসা খিন্ন ক'রে তোলে। তাই ঐ anti-will (বিরুদ্ধ ইচ্ছা) সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করাই লাগে। বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিককে জয় ক'রে নিতে পারলে তাই-ই তোমার growth (বৃদ্ধি)-এর manure (সার) হ'য়ে উঠবে। এইভাবে যত বড় ও ব্যাপক বিরুদ্ধতা তুমি নিজের প্রচেষ্টায় গলিয়ে দিতে পারবে, তোমার strength (শক্তি) ও conviction (প্রত্যয়) তত বৃদ্ধি পাবে এবং ইষ্টানুরাগও তত ঘনীভূত হ'য়ে উঠবে।

সন্তোষদা—বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিককে জয় করা সহজ কথা নয়। তাই যারা কিছুতেই বুঝবে না, তাদের কাছে চুপ ক'রে থাকা বরং ভাল। বাইরে অনেকে অযথা অশ্রদ্ধা-সূচক কথা বলে। তাদের কথা শুনে মন খারাপ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যস্ত চিন্তাধারা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়ান, সমসাময়িক লোক তাঁকে ভাল-ক'রে বুঝতে পারে না। বুঝতে না পারার দরুন বিরূপ সমালোচনা করা অসম্ভব না। কিন্তু convincing rational way-তে (প্রত্যয়-উদ্দীপী যুক্তিসঙ্গত পথে) মাধুর্য্যমণ্ডিত পরাক্রমী ভঙ্গীতে, নিষ্ঠানন্দিত গুরুগৌরবে, অমৃত-ঔজ্জ্বল্যে তুমি যদি সেই সমালোচনার যথোচিত উত্তর দিয়ে তাদের flood (প্লাবিত) ক'রে দিতে না পার, তাহ'লে তোমার mission (আদর্শ) তুমি চারাবে কি ক'রে? For-এ (অনুকূলে) বা against-এ (প্রতিকূলে) কেউ কোন কথা তুললে সেই তো তোমার মস্ত সুযোগ। Then and there (তখন-তখনই) তা' take-up (গ্রহণ) করবে and with all mastery over the situation (এবং অবস্থার উপর আধিপত্য নিয়ে) আদর্শের প্রতিষ্ঠা ক'রে ছাড়বে। কিছুতেই মেজাজ খারাপ করবে না বা ভড়কে যাবে না। কড়া কথা যদি বলতে হয়, তা'ও বলবে, মাত্রা ঠিক রেখে, মিষ্টির মেশাল দিয়ে অর্থাৎ মিঠেকড়া ক'রে। Conviction (প্রত্যয়) ও character (চরিত্র) এইসান্ চীজ যে, তার সামনে প'ড়ে মানুষ তো মানুষ—পাহাড় পর্য্যন্ত ট'লে যায়। আর তোমরা তো কোন খেয়ালী আন্দোলন করছ না, তোমরা যা' করছ, তাতে ত্রিভুবনে বা স্বপ্নস্বর্গে যে যেখানে আছে, সকলেই fulfilled

(পরিপূরিত) হবে। তাই আমি জিজ্ঞাসা করি—কেন তোমরা লোকের কাছে হেঁকে-ডেকে বলবে না তোমাদের কথা? কেন তোমরা সামান্য বাধায় মুষড়ে পড়বে? তোমাদের যদি মানুষ নিষ্পেষিত ক'রেও ফেলে, তবু তোমরা তোমাদের কথা বলতে ছাড়বে না। মঙ্গলের কথা বলবে, তাতে কা'কে ডর, কা'কে ভয়? তোমার সম্বন্ধে লোকে কি ভাববে—সে-সম্বন্ধে কখনও ভেবো না, সে তো স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা। কাপুরুষ হবে কেন? বীর হও। বিপুল-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হও।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণমাতান কথায় সন্তোষদা খুবই উদ্দীপিত হ'য়ে গেলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—পরশু-দিন Divisional Commissioner (বিভাগীয় কমিশনার), District Magistrate (জিলা-শাসক) ইত্যাদির নাকি আশ্রম দেখতে আসবার কথা?

প্রমথদা—আজ্ঞে হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব-কিছু ঠিকঠাক ক'রে রাখছেন তো? প্রত্যেকটা department (বিভাগ)-কে কিন্তু এখনই খবর দিয়ে রাখতে হয়।

প্রমথদা—সে ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্ববিজ্ঞানটাও দেখিয়ে দেবেন। সব-কিছু ছিমছাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যেন থাকে। কমিশনার আসলে শুধু তাঁকে নিয়েই যেন ব্যস্ত থাকা না হয়। তাঁর সঙ্গে স্থানীয় অফিসার যত জন আসেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি যেন নজর রাখা হয়, সকলকেই যেন আপ্যায়ন করা হয়। আর নিরামিষী রকমে যত রকমারি ক'রে পারেন, খাওয়ায়ে দেবেন। সুধাকে কন, ভেল্কুর মাকে কন। আর জিনিসপত্তর জোগাড়-যন্ত্র ক'রে দেন। কাঁঠাল যদি জোগাড় করতে পারেন খুব ভাল হয়। গল্পচ্ছলে স্থানীয় পরিস্থিতির কথা ওদের জানিয়ে দেবেন। লোকজন আনিয়ে পতিত জমি চায ক'রে 'grow more food'—compaign (অধিক খাদ্য ফলাবার আন্দোলন) চালাতে গিয়ে আমরা কিভাবে অকারণ লাঞ্ছিত হচ্ছি, তার বিবরণটা ভাল-ক'রে দেবেন। কারখানাটা ভাল-ভাবে চালু রাখবার পক্ষে কি-কি অসুবিধা আছে, তা'ও বলবেন। সামনে উৎসব আসছে, স্থানীয় পরিস্থিতির দরুন বাইরে থেকে লোকজন আসতে যে শঙ্কাবোধ করে, তা'ও জানাবেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সব রকম সাহায্য, সহযোগিতা চাইবেন।

আরো অনেক কথা বলার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যে কথাগুলি বললাম, এর একটা কথাও ভুলবেন না। ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে note

(লিপিবদ্ধ) ক'রে রাখা ভাল।

প্রমথদা বললেন—আচ্ছা!

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—এখন বাইরে যাব নাকি?

প্রমথদা—তা' চলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—তাহ'লে সরোজিনী! একটু তামুক খাওয়ায়ে দেও। শীতের মধ্যে একটু গরম হ'য়ে বারাই।

২৩শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৫১ (ইং ৭।৩।৪৫)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাঁধের ধারে চৌকিতে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এবং অন্য কয়েকজন কাছে আছেন। কেষ্টদা একটা মনোবিজ্ঞানের বই পড়ছেন, সেই বইয়ের ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অনেক কথা আছে। কেষ্টদা গল্পচ্ছলে সেই সব কথা শোনাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও আগ্রহসহকারে কথাগুলি শুনছেন এবং মাঝে-মাঝে এক-আধটা প্রশ্ন করছেন, কখনও বা নিজের মন্তব্য প্রকাশ করছেন।

কেষ্টদা বললেন—লেখক বলেছেন, শুধু বাহ্যিক আচরণ দেখে মানুষের চরিত্র বোঝা যায় না, কোন্ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হ'য়ে কে চলছে, তাই দিয়েই তার চরিত্র বুঝতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-কথা ঠিকই। একজন হয়তো তার দুষ্ট মতলব হাসিল করার উদ্দেশ্যে খুব ভাল ব্যবহার এবং চালচলন নিয়ে চলে, আর একজন হয়তো মাতা-পিতা বা শ্রেষ্ঠের জন্য চুরি-ডাকাতি করে। এর মধ্যে দ্বিতীয় জন সৎ-এর সংস্পর্শে তাড়াতাড়ি বদলে যেতে পারে, যেমন হয়েছিল রত্নাকরের। কিন্তু প্রথম জনের পরিবর্ত্তন হওয়া সুদুষ্কর, কারণ, সে কপট। সৎ হ'তে চায় না সে, সততার ভাণ ক'রে অসৎ-চরিত্র কায়েম রাখতে চায়। শুনেছি নওগাঁয় এক বৈষ্ণব ছিল, তার মতলব ছিল গঙ্গা ব'লে একটি মেয়েছেলেকে বাগান। গঙ্গাকে যেই দেখতো, অমনি সে বুদ্ধি ক'রে কৃষ্ণনাম সুরু ক'রে দিত। ভক্তির উচ্ছ্বাস তার উথলে উঠত (ভাবভঙ্গী-সহকারে দেখালেন—উপস্থিত সবার মধ্যে হাসির রোল উঠে গেল)। গঙ্গাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলত—যাকে দেখামাত্র মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হয়, সে যে-সে ব্যক্তি নয়। কৃষ্ণের অশেষ কৃপা না হ'লে এমনতর ভক্তের দর্শন মেলে না। গঙ্গা তো এই-সব কথায় একেবারে গ'লে গেল। বৈষ্ণব আসে-যায়, তারও ভাল লাগে। শেষটা বৈষ্ণব একদিন তাকে নিয়ে ভেগে পড়ল। অবশ্য যারা এইসব খপ্পরে পড়ে, তাদেরও গলদ থাকে।

কেষ্টদা—অনেক সময় বুঝতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিতরে ভণ্ডামি থাকলে অন্যের ভণ্ডামিকে ভণ্ডামি ব'লে ধরতে পারে না কিংবা বুঝেও বুঝতে চায় না—সায় দিয়ে চলে। মানুষ নিজেকে নিজে ফাঁকি দিয়ে চলতে চায় ব'লে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় অনবধানতায় অন্যের ফাঁকিবাজীর শিকার হ'য়ে পড়ে। অতি লোভী যারা, দাঁ-মেরে পাবার বুদ্ধি যাদের, তারা ঠকার পথে পা বাড়িয়েই থাকে। ঠকে যারা, ঠগবাজদের থেকে তারা নিতান্ত কম অপরাধী নয়। কারণ, যারা ঠকে তারা জানে না—না-ঠকতে হয় কেমন ক'রে। না-জানাটাও একটা কম অপরাধ নয়। কেউ নিজে যদি অকপট হয়, অন্যের কপটতা, কৃত্রিমতা ও ভিতর-বাইরের অমিল তার কাছে ধরা পড়বেই। আসল-নকলে অনেক ভেদ আছে। যে যা' নয়, সে কায়দা ক'রে যতই তা' দেখাতে যাক, তার মধ্যে অসঙ্গতি ফুটে উঠবেই। তাই তার নিজের অভিব্যক্তিই তাকে ধরিয়ে দেয়। একটু নজর থাকলেই টের পাওয়া যায়।

কেষ্টদা—আমাদের নজর থাকে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের চরিত্রে অসঙ্গতি যেগুলি, সেগুলি আবিষ্কার ক'রে অপসারণ করি না ব'লে, প্রবৃত্তির চাহিদা ও পছন্দ-অপছন্দ-অনুযায়ী মনগড়া ধারণায় obsessed (অভিভূত) থাকি ব'লে power of observation and discrimination (পর্য্যবেক্ষণ ও বিচার-ক্ষমতা) weak (দুর্ব্বল) হ'য়ে যায়।

কেষ্টদা—সাধারণতঃ আমরা নিজের দোষ দেখতে পারি বা ন-পারি, অন্যের দোষটা তো সহজেই আমাদের চোখে পড়ে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে দোষ দেখা হয়, কিন্তু মানুষকে study (অধ্যয়ন) করা হয় না। মানুষকে study (অধ্যয়ন) করতে গেলে uncoloured (অরঙ্গিল) থাকা লাগে। দোষ দেখার বুদ্ধি থাকলে মানুষকে বিকৃত ক'রে দেখা হয়, ভুল বোঝা হয়, কিন্তু সব-কিছু মিলিয়ে একটা মানুষ যা', তাকে অবিকৃতভাবে পুরোপুরি দেখা হয় না। ফলকথা, অন্যের দোষ দেখার প্রবৃত্তি একটা ব্যাধি-বিশেষ, ওটা কোন উপকারে লাগে না মানুষের, ওতে বাস্তবতার বোধ হয় না। Power of observation and discrimination (পর্য্যবেক্ষণ ও বিচার-ক্ষমতা) যাকে বলছি, সেটা কিন্তু একটা scientific trait of character (চরিত্রের একটা বৈজ্ঞানিক গুণ), এর মধ্যে কোন ugly passion বা prejudice (কদর্য্য প্রবৃত্তি বা পক্ষপাত) থাকে না। ঐ power of observation and discrimination (পর্য্যবেক্ষণ ও বিচার-ক্ষমতা)-দিয়ে বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয়-সম্বন্ধে factful conception (তথ্যপূর্ণ ধারণা) হয়। কিন্তু দোষদৃষ্টির দরুন যে ধারণা হয়, তা' far from fact (তথ্য হ'তে বহু দূরে)।

তাই তা' misleading and deteriorating (বিভ্রান্তিকর ও অপকর্ষী)। ....Self-study (আত্মবিচার) যাদের যত নিখুঁত—অন্যকেও বিচার করতে পারে তারা তত ভাল।

কেষ্টদা—কেউ নিজে যদি ভাল মানুষ হয়, সে অন্যকেও তো তার নিজের মত মনে করবে! এতেও তো বিচারে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল মানুষ মানে—আদর্শপ্রাণ মানুষ। আদর্শপ্রাণতার দৃষ্টি-কোণ থেকে সে সব-কিছু বিচার ক'রে চলে। ওর থেকে কোথায় কা'র deviation (বিচ্যুতি), তা' সে সহজেই ধরতে পারে। ধরতে পারলেও সাধারণতঃ তার মানুষকে mould (নিয়ন্ত্রণ) করার বুদ্ধি থাকে। ঘৃণা বা বিদ্বেষবশতঃ কাউকে পরিত্যাগ করার বুদ্ধি কমই থাকে। আবার কা'রও বিশেষ সদ্‌গুণ থাকলে তা'ও ধরতে পারে এবং সেবা-প্রীতির ভিতর-দিয়ে তার মন জয় ক'রে তাকে কেমন ক'রে আদর্শের সেবায় লাগান যায়, সেই ধান্ধায় ঘোরে। রামশঙ্করের কাছে শোনেননি, সিনেমার টিকেট কেনার সময় চাপাচাপি, ভিড় ও ঠেলাঠেলির ভিতর সাহসভরে হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে যারা টিকেট কেটে আনতো, তাদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে তাদের ভিতর থেকে ও কেমন-ক'রে hands (কর্ম্মী) recruit (সংগ্রহ) করতো।

কেষ্টদা—শুনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, ওর ভিতর-দিয়ে তাদের nerve (স্নায়ু)-এর strength (বল) বুঝতো। ভাবতো, ওদের হয়তো কাজে লাগালেও লাগান যেতে পারে। বিশেষ কাজে interested (অন্তরাসী) হবার দরুন, সেই কাজ হাসিল করার ব্যাপারে ওর নিজের মত একটা এৎফাক ক'রে নিয়েছিল। আদর্শে interested (অন্তরাসী) হ'লেও ঐ রকম হয়। কে কেমন, কা'কে দিয়ে আদর্শ-পরিপূরণে কতটুকু সুবিধা বা অসুবিধা হ'তে পারে, সে-সম্বন্ধে তার একটা বুঝ গজিয়ে ওঠে। ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে তাদের, যারা ইষ্ট বা আদর্শে interested (অন্তরাসী) নয়, অথচ নিজেদের goodness (সততা) অন্যের উপর project (নিক্ষেপ) ক'রে দেখে। Unbiased judgment (পক্ষপাত-শূন্য বিচার)-এর জন্য চাই Ideal-এ adherence (আদর্শে অনুরাগ)।

ঢাকার একটি দাদা বললেন—ঠাকুর! আমার শরীরটা কিছুতেই ভাল হ'চ্ছে না। কোন কাজে উৎসাহ পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্যারীকে দেখায়ে ওষুধপত্র খেলে হয়। আর, কাজে উৎসাহ লাগুক বা না-লাগুক, সাধ্যমত কাজেকর্ম্মে engaged (রত) থাকাই ভাল। আলস হ'য়ে থাকলে অসুখ-বিসুখ আরো চেপে ধরে। তাই ব'লে অপারগ

হ'লেও যে কাজ করতে হবে, তা' কিন্তু আমার কথা নয়। তবে ভাল কিছু করার রোখ মনের মধ্যে সব সময় জাগায়ে রাখতে হয়। তাতে nerve (স্নায়ু) ঢিলে হ'য়ে পড়তে পারে না। শুধু নিজের ভাল দেখতে নেই, তাতে মনে বল পাওয়া যায় না। নিজের ভাল আসেও অপরের ভাল করার ভিতর-দিয়ে। তাই অপরের ভাল করার ভিতর-দিয়ে ইষ্টকে তৃপ্ত করার ফিকির নিয়ে চলতে হয়। This is the road to health, wealth and happiness (এই হ'ল স্বাস্থ্য, সম্পদ্ ও সুখের পথ)। ধর্ম্মাচরণ মানে, এই অভ্যাস পাকা ক'রে ফেলা, যাতে কিনা সত্তার ধৃতি অটুট থাকে।

হরেনদা (বসু) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর কৌতুকপূর্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে রইলেন, ঠোঁটের কোণে খেলতে লাগল অপরূপ মৃদু-মধুর হাসির রেখা।

সেই অপূর্ব্ব অন্তর্ভেদী চাউনি দেখে মনে হয়, তিনি যেন আমাদের ভাল-মন্দ, অন্তর-বাহির, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সব দেখেন। কিন্তু আমাদের কালিমা-ময় নগ্নরূপ দেখেও ঘৃণায় মুখ ফেরান না—স্নেহে, করুণায়, মমতায় আরো নিবিড় ও নিকটতর হ'য়ে ওঠেন।

কেষ্টদা উঠে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে বললেন—কোনে যান?

কেষ্টদা—এইবার উঠি, একটু কাজ আছে। একজনের আসবার কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে আসেন। আপনি তো এখনই ঘুরে আসবেন। কিন্তু কেউ দূরে যাওয়ার সময় মনে হয়, পথ আগলে বলি—'যেতে নাহি দিব'। (ব'লে একটু ম্লান হাসি হাসলেন।)

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বীরেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) বললেন—চাররকমের চান্দ্রায়ণ কী-কী এবং কোন্‌টা কিভাবে করতে হয়, মনুসংহিতা দেখে কন্ তো!

বীরেনদা মনুসংহিতা দেখে এসে বললেন—শিশু-চান্দ্রায়ণ, যতি-চান্দ্রায়ণ, যবমধ্য-চান্দ্রায়ণ ও পিপীলিকামধ্য-চান্দ্রায়ণ—এই চার-রকমের চান্দ্রায়ণ আছে। শিশু-চান্দ্রায়ণে সকালে চারগ্রাস ও সন্ধ্যায় চারগ্রাস হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতে হয়। যতি-চান্দ্রায়ণে একমাস দুপুরে আটগ্রাস ক'রে খেতে হয়। যবমধ্য-চান্দ্রায়ণে শুক্লপক্ষের প্রতিপদে একগ্রাস, দ্বিতীয়াতে দুইগ্রাস এইভাবে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত রোজ একগ্রাস ক'রে বাড়িয়ে পূর্ণিমার দিন ১৫ গ্রাস খেতে হয়, তারপর কৃষ্ণ-পক্ষের প্রতিপদ থেকে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত রোজ একগ্রাস ক'রে কমিয়ে অমাবস্যার দিন উপবাস করতে হয়। পিপীলিকামধ্য-চান্দ্রায়ণ যবমধ্য-চান্দ্রায়ণের উল্টো। এতে পূর্ণিমায় ১৫ গ্রাস খেতে হবে, তারপর কৃষ্ণ-প্রতিপদ থেকে কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রতিদিন একগ্রাস ক'রে কমিয়ে অমাবস্যাতে উপবাস করতে হবে এবং

শুক্ল-প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন একগ্রাস ক'রে বাড়িয়ে পূর্ণিমাতে ১৫ গ্রাস খেতে হবে। ব্রতকালে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ইন্দ্রিয়-সংযম ইত্যাদি নিয়ম পালন করতে হবে। গুরু, দেবতা ও দ্বিজ-সেবায় রত থাকতে হবে। সর্ব্বদা সাবিত্রী জপ এবং অঘমর্ষণাদি মন্ত্র জপ করতে হবে। খ্যাপনের কথাও বলা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের শাস্ত্রে যে-সব ব্রত-প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, এগুলি যে কতবড় জিনিস, তা' আচরণ না করলে বোঝা যায় না। দণ্ডের ভিতর-দিয়ে অপরাধীর চরিত্রের পরিবর্ত্তন কমই হয়। কিন্তু অনুতপ্ত হ'য়ে কেউ যদি ব্রত-প্রায়শ্চিত্তাদি বিধিমত করে, তাতে যে তার শরীর-মনের উন্নতি হবে, পবিত্রতা লাভ হবে—সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কর্ম্মফল কেউই এড়াতে পারে না, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তাদি ঠিকমত করলে তার অনেকখানি খণ্ডন হয়। প্রায়শ্চিত্ত মানে, পুনরায় চিত্তে গমন। অর্থাৎ যে-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় যে-অপরাধ করা হয়, নিরখ-পরখ ও আত্মশুদ্ধির ভিতর-দিয়ে তার নিরসন করা। প্রায়শ্চিত্ত সফল হওয়ার সাক্ষ্য হ'চ্ছে পাপ বা অপরাধের আচরণ হ'তে চিরতরে নিবৃত্ত হওয়া। এই সংকল্প জেগে ওঠা চাই, মনটা ভারমুক্ত হওয়া চাই, শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রতি জন্মান চাই, আত্মপ্রসাদ লাভ করা চাই। এইগুলি হ'চ্ছে ব্রত-প্রায়শ্চিত্তের palpable result (অনুভবযোগ্য ফল)।

প্রমথদা (দে)—আপনি বললেন, দণ্ডে মানুষের চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু দণ্ডের বিধান যদি সমাজে ও রাষ্ট্রে না থাকে, তাহ'লে তো দুর্ব্বৃত্তেরা প্রশ্রয় পেয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দণ্ডের বিধান থাকলেও তা' প্রয়োগ করতে জানা চাই। দণ্ডের লক্ষ্য হবে সংশোধন। যাদের সংশোধন হবার নয়, তাদের সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা সমাজের ক্ষতি করতে না পারে। শুধু রাষ্ট্রীয় শাসন থাকলেই হয় না, সামাজিক শাসনেরও প্রয়োজন আছে। আগে কেউ কোন অশাস্ত্রীয় বা সমাজ-স্বার্থের বিরোধী কাজ করলে সমাজপতিরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন। তা'ও যদি না বুঝতো, তখন তাকে একঘ'রে করতেন—পুরোহিত, ধোপা, নাপিত বন্ধ ক'রে দিতেন। এই সামাজিক শাসনের কিন্তু বিশেষ মূল্য আছে। পরিবেশের কাছে কেউই হেয় বা ঘৃণার পাত্র হ'য়ে থাকতে চায় না। অসৎ-নিরোধ-সম্বন্ধে প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই সচেতন ও সজাগ হওয়া দরকার। প্রত্যেকটি লোকই যদি বিধিমাফিক অসৎ-নিরোধে তৎপর হয়, তাহ'লে পাপ ও দুর্নীতি প্রবল হবার সুযোগ পায় না। ধরেন, আপনার সামনে একজন ধর্ম্ম ও কৃষ্টিবিরোধী আলোচনা বা আচরণ করছে। ধর্ম্ম মানে, অস্তিত্বের ধৃতি-

পরিচর্য্যা, তার মানে, সত্তার ধৃতি-পরিচর্য্যা—সত্তা যাতে ধারণ-পালন-পোষণে সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে তার পরিচর্য্যা। কেউ তার পরিপন্থী হ'লেও, আপনি যদি সেখানে চুপ ক'রে থাকেন, তাহ'লে কিন্তু আপনি নিজেরও ক্ষতি করলেন, তারও ক্ষতি করলেন এবং সমাজেরও ক্ষতি করলেন। খারাপ জিনিসের প্রতিরোধ না করলে, পরোক্ষে তা' বাড়িয়েই তোলা হয় এবং বাড়তে-বাড়তে তা' শক্তিসঞ্চয় ক'রে বিপুল আকার ধারণ ক'রে সপরিবেশ আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন ক'রে তোলে। তখন আপসোস করি, অন্যকে দোষারোপ করি, অদৃষ্টের দোহাই দিই, কিন্তু সে অদৃষ্ট আমাদেরই নিজের হাতে গড়া।

প্রমথদা—পরিবেশের বেশীর ভাগ লোক যদি অসৎ চলনে অভ্যস্ত হয়, সেখানে দু'চারজন লোক অসৎ-নিরোধ ক'রে কী করতে পারে? অসৎ-নিরোধ করতে গিয়ে তাদেরই তো নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যষ্টি নিয়েই সমষ্টি। তাই ব্যষ্টিকে ধ'রে-ধ'রেই এগোতে হয়। নিজেদের আদর্শনিষ্ঠ, আচারবান্ ও যাজনমুখর হ'তে হয়, আর অন্যকেও ক'রে তুলতে হয় তেমনতর—যাদের সে মেকদার আছে। এই ভাবেই চারায়। শুধু ভুল ধরিয়ে দিলেই হবে না, ঠিক পথ বাতলে দিতে হবে। সেই পথই যে profitable in all respects (সব দিক দিয়ে লাভজনক) তা' হাতে-কলমে ক'রে, করিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। তা'ও মানুষ বার-বার ভুল করবে, বার-বার বিপথে যাবে। কিন্তু তাতে অধৈর্য্য হ'লে চলবে না। লোকের পিছনে লেগে থাকতে হবে। অতন্দ্র শাসন-তোষণ, সেবা-সম্বোধনার ভিতর-দিয়ে তাদিগকে ইষ্টানুবর্ত্তনে ব্রতী ক'রে তুলতে হবে—ভালবাসলে যা' মানুষ করে। আপনি কি আপনার ছেলেটাকে ব'য়ে যেতে দেন? বিপথে গেলেও প্রাণপণে ফেরাতে চেষ্টা করেন। সেটা যে আপনার দায়। ঐ দায়বোধ না হ'লে এ-কাজ পারবেন না। আমার চারিদিকে হতাশার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু হতাশ হ'তে পারি না। ভাবি, গায় গু মাখলে তো যমে ছাড়বে না। আমার যা' করণীয় তা' আমাকে করতেই হবে। আপনাদের প্রত্যেককে নিয়েই আমি। আপনারা কষ্টে পড়লে, আমি তা' থেকে বাদ পড়ব না। তাই নিজের গরজেই জ্ঞানবুদ্ধিমতন লেগে থাকি। আমার মত আপনারাও কয়েকজন যদি লাগেন, তাহ'লে দেখবেন, কী গুরুতর কাজ হ'য়ে যায়।

একটু থেমে স্নেহল দৃষ্টিতে প্রমথদার দিকে চেয়ে আবৃত্তির ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে হাত নেড়ে বললেন—

'স্থির থাক তুমি, থাক তুমি জাগি
প্রদীপের মত আলস তেয়াগি

এ নিশীথমাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।'

একটু পরে প্যারীদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—বড়খোকা আজ কেমন আছে?

প্যারীদা—ভাল।

শ্রীশ্রীশ্রীঠাকুর—এমন একটা ব্যবস্থা করতে পারিস্ না, যাতে আর অসুখ-বিসুখ না হয়?

প্যারীদা—চেষ্টা তো করি, এখন আপনার দয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তুমি ইচ্ছা করলেই পার।

সুরেশদা (মুখোপাধ্যায়)—শাস্ত্রে এই ধরণের কথা আছে যে অনুরাগী শিষ্য গুরুর সেবা করতে-করতে কালে গুরুগত বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করে। এটা সম্ভব হয় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুর সঙ্গ ও সেবা করেন, তাহ'লে স্বভাবতঃই আপনার তেমনিভাবে চলা, বলা ও করার বুদ্ধি হয়, যাতে তিনি খুশি হন। এতে তাঁকে অনুধাবন করা লাগে, অনুসরণ করা লাগে, তাঁর প্রীতিপ্রদ আচরণ করা লাগে। এইভাবে মানুষ adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। তিনি কিভাবে লোকের সঙ্গে deal (ব্যবহার) করেন, কেমনভাবে problem (সমস্যা)-গুলির solution দেন, কোন্ অবস্থায় কি করেন, তা' দেখতে-দেখতে এবং নিজের জীবনে স্ববৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে সাধ্যমত সেগুলি প্রয়োগ করতে-করতে বিরাট practical experience (বাস্তব অভিজ্ঞতা) হয় and that in the line of the Guru (এবং তা' ঐ গুরুগত পথে)। এইভাবে গুরুর সেবা ও অনুসরণের ভিতর-দিয়ে তাঁর জ্ঞান, গুণ আয়ত্ত হয়। সেবার মধ্যেই আছে—পরিপালন, পরিপোষণ, পরিপূরণ ও পরিরক্ষণ। গুরুর গা-হাত-পা টিপি, তাঁকে তামাক-পান দিই, অথচ তাঁর স্বার্থপ্রতিষ্ঠার ধার ধারি না, তাঁর নীতিগুলি মেনে চলি না, তাঁর সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করি কিন্তু লোকজনের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করি—এতে কিন্তু গুরুর সেবা হয় না। গুরুকে, গুরুর নীতিবিধিকে যে পরিপালন, পরিপোষণ, পরিপূরণ ও পরিরক্ষণ ক'রে চলে, সেই-ই গুরুর সেবক। গুরু যাকে যে বিশেষ নির্দ্দেশ বা দায়িত্ব দেন, সেটা নিখুঁতভাবে পালন করাও গুরুসেবার অন্তর্গত। এটা করতে গিয়ে অনেক conflict (সংঘাত) overcome (অতিক্রম) করা লাগে। এতে নিজেকেও চেনা যায়, অভিজ্ঞতাও বাড়ে। একটা মানুষ নিজের খুশিমত যতদিন চলে, সে যতই ভাল বা মন্দ করুক, তার জেল্লা যতই থাক বা না-থাক, তার বৃত্তির গায়ে হাত পড়ে কিন্তু কমই। বৃত্তির

গায়ে হাত পড়া তো দূরের কথা, বৃত্তিকে বৃত্তি ব'লে চিনতেও পারে না ভাল ক'রে। তাই যতই হোমরা-চোমরা হোক, আত্মনিয়ন্ত্রণের জ্ঞান হয় না। আর ঐ জ্ঞান বাদ দিয়ে সব জ্ঞান ফাঁকা। তাই আদৎ জ্ঞান লাভ করতে গেলে গুরুর আশ্রয় নেওয়াই লাগে। আশ্রয়ের মধ্যে আছে শ্রি অর্থাৎ সেবা। আর গুরু মানেই সদ্‌গুরু।

ইতিমধ্যে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। আশ্রমের চতুর্দ্দিকে আলো জ্বলে উঠেছে। মাতৃমন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে চলেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় আপনাতে আপনি মগ্ন হ'য়ে ব'সে আছেন।

শশধরদা (সরকার) জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর! শোনা যায়, অজ্ঞাতকুলশীল কাউকে স্থান দেওয়া উচিত নয়, আবার অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে যত্ন করার কথা আছে। এখন এই দুটো নীতি একই সঙ্গে পালন করা যায় কি-ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতিথিকে সেবাযত্ন ও সমাদর করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতিথিকে প্রত্যাখ্যান না করাই বিধি। বাড়ীতে সবার খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে যাবার পরও যদি অতিথি আসে, তখনও তাকে পরিতোষ-সহকারে খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। অতিথিকে কখনও উপবাসী রাখতে নেই। যথাসময়ে আসলে আগে অতিথিকে খাইয়ে তারপর নিজেরা খেতে হবে। অতিথি-সৎকারের সময় বর্ণ-বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে যার যেভাবে অন্নপানাদির ব্যবস্থা করার, তাই করতে হবে। অতিথি তোমার বাড়ীতে এসে যেন নিজের বাড়ীতে এসেছে ব'লে বোধ করতে পারে। অপরিচিত কোন লোক অতিথি-হিসাবে আসলে তার বাসস্থান ও কুলশীল ইত্যাদি-সম্বন্ধে যথাসম্ভব অবগত হওয়া প্রয়োজন। তার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্ত্তাও ভালভাবে লক্ষ্য করতে হয়। এতে লোকটির ধরণ কিছুটা টের পাওয় যায়। তা'ছাড়া অজ্ঞাতকুলশীল কাউকে আশ্রয় দিয়ে সেবা-যত্ন করলেও, এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাতে সে কোন ক্ষতি করতে না পারে। কা'রও সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের কারণ থাকলে, কিছু খাইয়ে-দাইয়ে মিষ্টি ব্যবহারে তুষ্ট ক'রে বিদায় দিতে হয়। অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করতে বলতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ তরুমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বেত-আগার বড়া কেমন হয় রে?

তরুমা—ভালই হয়, তবে বেশী মুচমুচে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্যে পোস্ত দিলে বোধহয় মুচমুচে হ'তে পারে।

তরুমা—তা' হওয়া সম্ভব।

তারপর আরো অনেকে এসে হাজির হলেন। কিছু সময় পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকেই বললেন—টানের একটা চারিত্রগত লক্ষণ হ'ল সঙ্গলাভ এবং উপাসনার

নেশা। প্রবৃত্তি তেমনতর বাঁক নিলে মানুষ ইষ্টের সান্নিধ্যে স্থির হ'য়ে বেশী সময় বসতে পারে না, ভিতর থেকে কে-যেন তাড়া দিতে থাকে, শেষটা একটা অজুহাতে উঠে পড়ে।

প্রকাশদা (বসু)—ইষ্টকর্ম্মের যোগ্যতার প্রথম লক্ষণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—ইষ্টকাজের প্রতিকূল হ'লে তোমার স্ত্রী তোমার স্ত্রী নয়, ছেলে তোমার ছেলে নয়, বন্ধুবান্ধব তোমার বন্ধুবান্ধব নয়, কিছুই কিছু নয়—এমনতর নিরাশী, নির্ম্মম অবস্থা যতদিন তোমার না-আসবে, ততদিন কেবল পাঁয়তারা ভাজা, ততদিন শুধু মক্‌স করা। যথার্থ কাজ তার আগে সুরু হবে না। যথাযথভাবে কাজ করা তো দূরের কথা, প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে থাকলে ইষ্টের কথাই সহজে মাথায় ঢোকে না। তাই নিরাশী, নির্ম্মম হ'য়ে উঠলে তুমি কাজের প্রথম সোপানে পা দিলে। যদিও আমি কিন্তু তা' নই। তোমাদের উপর আমার প্রত্যাশাও অনেক, আর মমতার তো আমি থই-ই পাই না।

অনিলদা (সরকার)—আমাদের অনেকের তো এই প্রথম সোপানেই পা দেওয়া হয়নি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়নি-হয়নি করিস্‌ না, হওয়া। নিজের ভিতরে ছাড়া কিন্তু আর-কোথাও বাধা নেই। বাধার কথা শুনতে নেই। ওগুলির তোয়াক্কা না ক'রে এগিয়ে চল্‌ মরদের মত। কষ্টের জন্য রাজী থাকলে কষ্ট আর ভ্রষ্ট করতে পারবে না। কষ্ট হ'লেও নষ্ট পাবি না যদি মূল ঠিক রেখে চলিস্‌, আর আরাম-আমেজের মধ্যেও নষ্ট পেয়ে যেতে পারিস্‌ যদি গোড়ায় গোজামিল রাখিস্‌।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

২৪শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫১ (ইং ৮।৩।৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। উমাদা (বাগচী) একজন কর্ম্মীর একখানি চিঠির বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে উত্থাপন করলেন। দাদাটি লিখেছেন—যাজনের-সময় এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সহকর্ম্মীদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর বিরোধ বাধে। তিনি ভাল-কথা বলতে গেলেও লোকের কাছে তা' মন্দ হ'য়ে যায়। এ-সম্বন্ধে করণীয় কী!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতেই জানে না, কথা বলতেই জানে না। কিছুদিন আগে ইংরাজীতে যে-একটা দিয়েছিলাম Run to success (সাফল্যের গতি) ব'লে, সেই কথাগুলি লিখে দিলে হয়। এই প্রফুল্ল! তোর মনে নেই?

প্রফুল্ল—ভাবটা মনে আছে, কিন্তু কথাগুলি মনে নেই। খাতায় লেখা আছে,

নিয়ে আসি।

খাতা এনে প'ড়ে শোনান হ'লো—

(1) Short, non-argumentative, factful, charming, appreciative talks with every listening mood (শোনার আগ্রহ-সহ বিতর্কহীন, বাস্তব তথ্যপূর্ণ, মনোমুগ্ধকর, গুণগ্রহণমুখর স্বল্প কথাবার্ত্তা)।

পড়া হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রয়োজনাতিরিক্ত কথার অবতারণা করতে নেই। আর কথা বলার থেকে কথা শোনার আগ্রহ থাকা চাই বেশী। মানুষ যদি তার কথাগুলি বলার সুযোগ না পায়, আর তুমি যদি তোমার-মত ক'রে তোমার কথাগুলি তার উপর চাপাতে চাও, তাহ'লে সে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে। তোমার কথা মাথায়ই নিতে চাইবে না। আবার কতকগুলি তত্ত্বকথার অবতারণা করতে নেই। বাস্তব দৃষ্টান্তের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়, যাতে মানুষের মাথায় ধরে। উপদেষ্টার আসনে ব'সে উপদেশ ঝাড়তে নেই। শুনতে হয়, কইতে হয়, আর যাকে যতটুকু তারিফ করবার তা'ও করতে হয়। এতে লোকে উৎসাহ পায়। অন্তরঙ্গতাও বাড়ে।

আবার পড়া হ'লো—

(2) Sharp, graceful, serviceable behaviour (ক্ষিপ্র, শোভন, সেবাপ্রাণ ব্যবহার)।

(3) Immediate positive decision with active non-fault-finding sympathetic demonstration (সক্রিয়, দোষ-দর্শন-রহিত, সহানুভূতিপূর্ণ অভিব্যক্তির সহিত ত্বরিত বাস্তব সিদ্ধান্ত)। —These are the run to success (এইগুলি হ'লো সাফল্যাভিমুখী গতি)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজনের বিদ্যাবুদ্ধি যতই থাক-না-কেন, তার যদি দরদ না-থাকে তাহ'লে মানুষের মনের মধ্যে শ্রদ্ধার আসন লাভ করতে পারে না। অন্যকে নিজের মত বোধ করা চাই, তাহ'লে কোথায় কেমন ব্যবহার করতে হবে, সে-সম্বন্ধে ভুল কমই হয়। দোষ ধরার বুদ্ধি থাকলে কাউকেই আপন করা যায় না। মানুষকে পর ক'রে দেবার অমন সোজা পথ নেই। কাউকে তার দোষের কথা বলতে গেলে সাধারণতঃ গোপনে ডেকে যথাসম্ভব মিষ্টি-ক'রে বলা ভাল। প্রয়োজনমত কঠোরভাবেও বলা যায়, কিন্তু তা' মঙ্গলবুদ্ধি নিয়ে, মাত্রা ঠিক রেখে। ভাল ক'রে লিখে দিও—অযথা তর্কবিতর্কের ভিতর যেন না-ঢোকে। তর্ক এড়িয়ে চলাই ভাল। তর্কে জিততে গিয়ে মানুষটাই যদি হাতছাড়া হ'য়ে যায়, তাতে লাভ কী?

একটু পরে উমাদার দিকে চেয়ে সহাস্যবদনে বললেন—লোকের কাছে তোর

চিঠির খুব প্রশংসা শুনি। ভাল চিঠি লিখতে পারলে তাতেও কিন্তু খুব কাজ হয়। চিঠির ভিতর-দিয়ে সৎসঙ্গী-পরিবারগুলিকে ঠিক ক'রে ফেলতে হয়। দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট যারা তাদের সঙ্গেও ব্যক্তিগত পত্রালাপের ভিতর-দিয়ে যোগাযোগ করা যায়। কেষ্টদা এক-সময়ে এ্যালেক্সিস ক্যারেলের সঙ্গে correspondence (পত্রালাপ) করত। এর ভিতর-দিয়ে রীতিমত বন্ধুত্ব গজিয়ে উঠেছিল।............আজকাল কেষ্টদা যেমন আশ্রমের বিভিন্ন পাড়ায় সৎসঙ্গ-অধিবেশন ও আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে, এও কিন্তু খুব ভাল। মানুষের ভিতর ইষ্টোন্মাদনা যদি ঢিল প'ড়ে যায়, তাহ'লে অসুখ-বিসুখ, অভাববোধ, পরশ্রী-কাতরতা, পরনিন্দা, নানারকম চাহিদা ইত্যাদি বেড়ে যায়। আশ্রমে অনেক লোক আছে, যারা আমার আওতায় আসেই কম। তারা তাদের মত থাকে, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য নিজেদের প্রয়োজনগুলি মেটান। তাই হ'লেই হ'লো। আমি যে কী চাই, আমার যে কী উদ্দেশ্য, তা' নিয়ে মাথা ঘামায় কমই। আমিও যে আমার কথাগুলি তাদের কাছে বার-বার ক'রে বলব, সে সুযোগও পাই না। হয়তো এসে প্রণাম ক'রেই স'রে পড়ে। বলব কখন, বলব কেমন ক'রে? যাহো'ক সৎসঙ্গ-অধিবেশনগুলি যদি নিয়মিত হয় এবং সেখানে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা যদি হয়, তাহ'লে তার ভিতর-দিয়ে অনেকখানি সঞ্চারিত হ'তে পারে। একতরফা বলার থেকে, ঘরোয়াভাবে প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলাপ-আলোচনা হয়—সেই ভাল। শুধু আলোচনা ক'রে ছেড়ে দিলে হয় না। প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মিশে দেখতে হয়—করণীয়গুলি সে কতখানি করতে অভ্যস্ত হ'চ্ছে। না-ক'রে-ক'রে করার ব্যাপারে resistance (বাধা) বেড়ে গেছে। সেই resistance (বাধা) break ক'রে (ভেঙ্গে) করার ক্রমাগতির ভিতর ফেলে দিতে হবে সবাইকে।

চারুদা (করণ)—যদি করতে না চায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছলে, বলে, কৌশলে করায় আকৃষ্ট করাতে হয়। করতে-করতে আবার করায় আনন্দ আসে। তখন না-ক'রে পারে না। ধর, তুমি যদি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করতে অভ্যস্ত হও, তাহ'লে কোনদিন এর কোনটা বাদ পড়লে তোমার নিজেরই খারাপ লাগবে। মানুষ যত দুঃখকষ্টের মধ্যেই পড়ুক, ইষ্টের প্রতি অনুরাগে, ভক্তিবিশ্বাসে তার বুকখানা যদি ভরা থাকে, তাহ'লে কিন্তু দিশেহারা হয় কম। একটু টাল-মাটাল খেয়েই আবার হয়তো দাঁড়িয়ে যায়। যাদের অন্তরে কোন সম্বল না থাকে, তারা ধ'রে দাঁড়াবার কিছু পায় না, হতাশায় তলিয়ে যেতে থাকে।

শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)—অনেকে জিজ্ঞাসা করেন—জন-সেবামূলক কী

কাজ সৎসঙ্গের তরফ-থেকে করা হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা যদি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ঠিকমত কর ও ঠিকমত চারাও, এর ভিতর সেবার কিছুই বাদ পড়ে না। যাজনের ভিতরই আছে বাস্তব সেবা, সহানুভূতি, সাহচর্য্য ও সাহায্য—তা' যেখানে যেমন প্রয়োজন। আর, সত্তাসম্বর্দ্ধনার ভিত্তিই হ'লো সক্রিয় ইষ্টপ্রাণতা। আর সক্রিয় ইষ্টপ্রাণতার অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, সদাচার ইত্যাদি। তাই ইষ্টপ্রাণ চলনায় চলা ও ইষ্টপ্রাণতা সঞ্চারিত করার ভিতর সপারিবেশ নিজের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল নিহিত। প্রবৃত্তিপরামৃষ্ট একটা মানুষের জীবনের ধারাকে বদলে দিয়ে, তাকে যদি ইষ্টপথের পথিক ক'রে তোলা যায়, তা' একটা রাজ্যপত্তনের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। একটা মানুষ যদি প্রকৃত ইষ্টমুখী হয়, সে যে কত মানুষের কত উপকারে লাগে, তার কি কোন লেখাজোখা আছে? মানুষগুলি ভেঙ্গেচুরে তছনছ হ'য়ে যাচ্ছে। ঋত্বিক্‌রা হ'লো মানুষের মিস্ত্রী। তাদের কাজ হ'লো ভাঙ্গা মানুষগুলিকে জোড়া লাগিয়ে দেওয়া। মানুষগুলি যদি গ'ড়ে ওঠে, তাদের যদি ভালভাবে মেরামত ক'রে তোলা যায়, তখন তারা নিজেরাই সব করতে পারবে। মেরামত করা মানে, খাঁকতিগুলিকে আপূরিত করা—বাস্তব কৃতি-সন্দীপনায়। আর এমনতর ক'রে তোলার পথে যেখানে যখন যেমনতর সেবা দেওয়ার প্রয়োজন, তা' দিতে হবে। সবার মধ্যে সেবাবুদ্ধি ও পারস্পরিকতা গজিয়ে দিতে হবে। তাহ'লে কা'রও কোন দুঃখ থাকবে না, কা'রও কোন অভাব থাকবে না। সৎসঙ্গীরা গুরুভাইদের জন্য ও পারিপার্শ্বিকের জন্য যা' করে, তার তুলনা হয় না। এ তো কেবল সুরু। ঋত্বিক্‌রা যা' বলে, তা' যদি নিজেরা করে, তাহ'লে যে কী হয়, তা' কওয়া যায় না। চাই তপস্যা, চাই চরিত্র। চরিত্রই চারায়।

একটু পরে বললেন—যতটুকু আছ, ততটুকুতে সন্তুষ্ট থাকতে নেই। ক্রমাগত শক্তি বাড়াতে হয়। কর্ম্মক্ষমতা দিন-দিন যাতে বাড়ে তা' করতে হয়। বেশী-বেশী ক'রে দায়িত্ব নিয়ে with grim determination (কঠোর সঙ্কল্পের সঙ্গে) তা' fulfil (পূরণ) করতে হয়। অর্জ্জনপটু হ'তে হয়। নানা-ভাষায় কথা বলা, বক্তৃতা করা, লেখা ইত্যাদি শিখতে হয়। Science (বিজ্ঞান), history (ইতিহাস), philosophy (দর্শন), literature (সাহিত্য), economics (অর্থনীতি) ইত্যাদি এমন ক'রে পড়তে হয়, যাতে যে-কোন standpoint (দৃষ্টিকোণ) থেকে তোমাদের principle (আদর্শ) establish (প্রতিষ্ঠা) করতে পার। যে-যে passion (প্রবৃত্তি) control-এ (বশে) নেই, সেগুলি control-এ (বশে) এনে ফেলতে হয়। Passion

(প্রবৃত্তি)-গুলি control (নিয়ন্ত্রিত) করা-সম্বন্ধে যদি personal experience (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা) থাকে, তাহ'লে যে কত-লোককে বাঁচান যায়, তার কি ঠিক আছে? রসগোল্লা খাওয়ার নেশার হাত থেকে রেহাই পেয়ে, সেই অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে কত মাতালকে পর্য্যন্ত মদ ছাড়ান সম্ভব হয়েছে। অবশ্য, যে ছাড়বে তারও ইচ্ছা চাই। ব্যাপারটা হ'লো—প্রবৃত্তির নেশা যখন চেপে ধরবে, সেই মুহূর্ত্তেই তার চাইতে বেশী সম্বেগ নিয়ে অন্য কোন ভাল কাজে ব্যাপৃত হ'য়ে পড়তে হবে। নিজে না-করলে সে কথা বিকোয় না। হজরত মহম্মদের কাছে একবার একটি মা তার ছেলেকে নিয়ে এসে বললেন—আমার এই ছেলেটি বড় মিষ্টি খায়। আমি গরিব মানুষ, মিষ্টি কোথায় পাব? আপনি একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেন। তাতে তিনি বললেন—অমুক দিন এসো। কারণ, মহম্মদ নিজে মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসতেন, তাই ভাবলেন, তাঁর নিজের আগে মিষ্টি-খাওয়া ছাড়া দরকার। কথামত সেইদিন আসলে সেদিনও পরবর্ত্তী আর-একদিন আসার কথা বললেন। কারণ, তখনও তিনি মিষ্টি-খাওয়া সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেননি। এরপর তিনি নিজে যখন মিষ্টি-খাওয়া ছেড়ে দিলেন, তখন একদিন ছেলেটিকে বুঝিয়ে বললেন, এবং ছেলেটিও তাঁর কথা শুনলো। এ-কথা কোত্থেকে, কা'র কাছে শুনেছিলাম, মনে নেই, কিন্তু শুনে বুকটা ভ'রে উঠলো। নিজে যা' না-করি, তা' কি মানুষের ভিতর সঞ্চার করা যায়?...............সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম—সবই বাড়াতে হবে ইষ্টার্থে। তোমার সঙ্গে মানুষ হয়তো লাখ দুর্ব্ব্যবহার করবে, কিন্তু তা'ও তোমার হাসিমুখে সহ্য করা লাগবে। নিজেকে তৈরী করতে হবে সব দিক দিয়ে, যাতে সয়তানের সব তূণ ব্যর্থ ক'রে দিয়ে চির অজেয় হ'য়ে ইষ্টের সেবায় রত থাকতে পার তুমি। আঘাত, ব্যাঘাত, দুঃখ, কষ্ট, অপমান, নিন্দা, গ্লানি, অত্যাচার কিছুই তোমাকে বিচ্যুত করতে না-পারে তা' থেকে। আর শরীরটাকে খুব শক্ত করা লাগে।

হরেনদা (বসু)—মানুষ বাঁচাবাড়ার আশায়, সুখশান্তির আশায়ই তো ইষ্টকে অনুসরণ করে। সে-পথে যদি এত দুঃখকষ্ট এসে পড়ে, তাহ'লে সাধারণ মানুষ টিকে থাকবে কি-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টকে সেবা করার আশা ও কল্পনা ছাড়া অন্য কোন আশা ও কল্পনা থাকলে চলবে না। তাঁর প্রতি টান এতখানি গভীর ও দৃঢ় হওয়া চাই, যা' কিছুতেই ছিঁড়বে না। যত পরীক্ষাই আসুক, কিছুতেই টলবে না। তাঁকেই মুখ্য ও একান্ত ক'রে চলতে হবে—তাতে যাই হো'ক। বাঁচা-বাড়া ও সুখশান্তি আসে অমনতরভাবে ইষ্টৈকলক্ষ্য হ'লে। বাঁচা-বাড়া ও সুখশান্তি আসে

ব'লে যে দুঃখকষ্ট থাকে না, তা' কিন্তু নয়। Bigger environment (বৃহত্তর পরিবেশ)-সহ becoming (বৃদ্ধি)-এর দিকে চলতে গেলে, ক্রমাগত চেষ্টা, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া আর পথ নেই। যারা নিজের বাঁচা-বাড়া ও সুখশান্তিকে অন্যের বাঁচা-বাড়া ও সুখশান্তি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখে, তারা সাময়িক কিছুটা আরামে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সে আরাম মহাব্যারামেরই হোতা। পরিবেশকে ignore (উপেক্ষা) করলে, তার reaction (প্রতিক্রিয়া) অনিবার্য্য। সেই জন্য পরিবেশের প্রকৃত ভাল করার কষ্টটুকু যারা হাসিমুখে বরণ ক'রে নেয়, তারা অনেক কষ্ট থেকে বেঁচে যায়। তবে পরিবেশ তো অল্প একটু ব্যাপার নয়। যত করা যায়, ততই দেখা যায়, আরো অনেক বাকি। তাই এ-কাজ আর ফুরোয় না, আবার ক'রেও করার progress (অগ্রগতি) ভাল ক'রে বোঝা যায় না। কারণ, একে তো বিরাট পরিবেশ, তারপর মানুষের ভিতর এতই submerged complex (তলানবৃত্তি) থাকে যে, কখন যে কা'র ভিতর কোনটা ঠেলে বেরোয়, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তাই ঘাবড়ে গেলে হয় না, ক্রমাগত সেবা-সম্বোধনা চালিয়ে যেতে হয়—যেখানে যখন যেমন প্রয়োজন। এ-কাজ করতে গেলে নিজের উপরেও খুব খবরদারি করতে হয়, যাতে কোনরকম obsession (অভিভূতি) পেয়ে না-বসে। মোটপর আলস্য বা শৈথিল্যের অবকাশ নাই এতে। তবে যা-কিছু ইষ্টার্থে করা হয় ব'লে তজ্জনিত কষ্টও কষ্ট ব'লে মনে হয় না। যখন দেখা যায় যে আমার চেষ্টার ফলে একটা লোকের ভাল হ'লো, ইষ্ট খুশি হলেন, তখন কিন্তু সব কষ্ট সার্থক মনে হয়, আত্মপ্রসাদে বুক ভ'রে যায়। মনে রেখো—ইষ্টকে ভালবাসা মানে, সকলের ভালর জন্য দায়ী হওয়া। তিনি যদি চির-অতন্দ্র হন, তোমাকেও চির-অতন্দ্র হ'তে হবে। চিন্তা-চলনের এই ধাঁজটা আসলে বুঝতে হবে—তুমি শান্তির পথে চলেছ, স্বর্গের পথে চলেছ, সম্বর্দ্ধনার পথে চলেছ।

হরেনদা—যীশুখ্রীষ্টকে তো লোকের ভাল করতে গিয়ে নিজের প্রাণটাই হারাতে হ'লো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মৃত্যুও তাঁকে পরাস্ত বা প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি। ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায়ও তিনি মানুষের মঙ্গল-প্রার্থনাই ক'রে গেছেন। প্রাণ হারালেও তিনি তাঁর জীবনের ব্রত থেকে বিচ্যুত হননি। এইখানেই তাঁর জয়। তবে তাঁর ভক্তরা যদি তেমন শক্ত-সমর্থ হতেন, পরাক্রমী হতেন, কুশল-কৌশলী হতেন, তাহ'লে হয়তো তাঁকে ও-ভাবে প্রাণ দিতে হ'তো না।

যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর কেমন যেন গম্ভীর ও বিষণ্ণ হ'য়ে গেলেন। এরপর আর কোন কথা হ'লো না।

কিছু-সময় পরে হুগলির একটি ভাই তাঁর ম্যালেরিয়া রোগের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরেনদাকে ডাকিয়ে বললেন—তুই সেদিন ম্যালেরিয়ার preventive (প্রতিষেধক) হিসাবে যে নিয়ম-ক'টা পালন করার কথা বলছিলি, সেইগুলি ওকে লিখে দে তো!

হরেনদা একখানা কাগজে লিখে দিলেন—

(১) শরীর মেজমেজে ও রসস্থ হ'লেই উপবাস।

(২) স্নান বাদ দেওয়া, মাথা ধোয়া ও গা মোছা।

(৩) মাঝে-মাঝে এক-আধটা কুইনাইন খাওয়া।

(৪) প্রয়োজনমত সকালে ত্রিফলা (রাত্রে গরম জলে ভিজিয়ে রেখে) খাওয়া। কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিলে এটা খেতে হবে।

বিনয়দা (মিত্র)—কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম, এই কথার অর্থ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দান নানাপ্রকারের হ'তে পারে, যেমন অন্ন-দান, বস্ত্র-দান, বিদ্যা-দান, আশ্রয়-দান, জ্ঞান-দান, ধর্ম্ম-দান ইত্যাদি। দানই কলির ধর্ম্ম, তার মানে আমার মনে হয়—এ-যুগের পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সর্ব্বপ্রকারের বিনিময় খুব বেশী চলবে। আর বিজ্ঞানের দৌলতে কোন দেশ আজকাল অন্য দেশ থেকে আলাদা হ'য়ে থাকতে পারবে না। আলাদা হ'য়ে যদি থাকতে না-পারে, তাহ'লে পরস্পর এমনভাবে দিতে হবে ও নিতে হবে, যাতে প্রত্যেকেই সম্বৃদ্ধির পথে চলে। যাজন মানে তো আমি বলি—ধর্ম্ম দান, যোগ্যতা দান। এই দান বাদ দিয়ে স্বার্থপর একক ধর্ম্মজীবন বর্ত্তমান যুগে অচল। বর্ত্তমান যুগ কেন, সব যুগেই এটা অচল। তবে এ-সম্বন্ধে বোধটা এ-যুগেই পরিস্ফুট হ'চ্ছে ও হবে বেশী ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠলেন—এই!

এদিক্-ওদিক্ চেয়ে দেখা গেল, রমজান বাঁধের কাছ-দিয়ে উপরে উঠে আসছে।

রমজান দ্রুতপদে হাসিমুখে এগিয়ে এল।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরম আদরে বললেন—তোরে যে দেখবেরই পাই না, কোনে যাস্, কী করিস্, ঠাওরই তো পাই না।

রমজান—কাজেকামে ব্যস্ত থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভাল। মাঝে-মাঝে এদিক্-দিয়ে একটু ঘুরে যাস্।........ ছাওয়াল-পাওয়াল ভাল আছে তো?

রমজান—জে!

মহা-উল্লসিত হ'য়ে রমজান বাড়ীর দিকে চ'লে গেল।

২৬শে ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৫১ (ইং ১০।৩।৪৫)

বেলা গোটানয়েক হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের সামনের বারান্দায় আছেন। কেষ্টদা (ঋত্বিগাচার্য্য), উমাদা (বাগচী), হরেনদা (বসু), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), কুমুদদা (বল), দেবীভাই (চক্রবর্ত্তী), মণিভাই (সেন), মহেন্দ্রদা (হালদার), সতীশদা (দাস), রাজেনদা (মজুমদার), ঈষদাদা (বিশ্বাস), বীরেনদা (মিত্র) প্রভৃতি অনেকেই আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। চিঠিপত্র কিভাবে লিখতে হবে সেই সম্বন্ধে কেষ্টদা নির্দ্দেশ চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যেমন ক'রে চিঠি লিখতাম, তেমন ক'রে চিঠি লিখতে হয়। চিঠিতে প্রথমে address (সম্বোধন) করা থাকবে যেভাবে, সেই address (সম্বোধন)-এর ঝঙ্কার পরিবেশিত হওয়া চাই প্রত্যেক লাইনে অর্থাৎ সমগ্র চিঠিতে।

কেষ্টদা—কী রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন, মহার্ঘ্য আমার! Honourable beloved! (মাননীয় প্রিয়বর!), darling friend! (পরমপ্রিয় বন্ধু আমার!) ইত্যাদি যে-কোন রকমে address (সম্বোধন) করা থাক না কেন, পুরো চিঠিতে সে-ভাবটা ফুটে ওঠা চাই।

উমাদা—মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকলে, তার প্রকৃতি বুঝে চিঠি লেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকলে তো ভালই হয়, তা' না-থাকলেও তার চিঠি প'ড়েই periodical characteristics (তৎকালীন বৈশিষ্ট্য) বোঝা যায়। তার অবস্থাটা বোধ ক'রে সেই অনুযায়ী উত্তর লিখতে হয়।

কেষ্টদা—চিঠির উত্তর দেওয়া ছাড়া তো এখান থেকে নূতন ক'রে চিঠিও লিখতে হবে। সেগুলি কি-ভাবে লিখতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ-সব চিঠির ভিতর-দিয়ে মানুষের divine sentiments (দিব্য ভাবগুলি) উস্কে দিতে হয়, যাতে সে ভালর দিকে উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। ভাল চাওয়া, সুখে থাকা, বেদনা না-চাওয়া, আমার বউটা ভাল হোক, ছেলেটা ভাল হোক, সব-কিছু তৃপ্তিপ্রদ হোক—এমন আগ্রহ সবার মধ্যেই আছে—তার উপর দাঁড়িয়ে লিখতে হয়।

কেষ্টদা—আমরা প্রত্যেকেই তো চিঠি লিখি, লেখাটা ঠিক হ'চ্ছে কিনা, তা' কি-ক'রে বোঝা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিঠি লিখে নিজে প'ড়ে দেখতে হয়, নিজের কাছে কেমন লাগছে, sensation (ভাব) আসছে কিনা। তাই দেখে বোঝা যায়, লেখা ঠিক হয়েছে কিনা। ভাল চিঠি-লেখার education (শিক্ষা) চাই। চিঠি লিখে-লিখে দেখাতে হয়। আপনার কাছে দেখাবে, আপনি ধাঁজটা ধরিয়ে দেবেন। শুধু চিঠি-লেখার education (শিক্ষা) নয়, মোটামুটি সব aspect (দিক) নিয়ে educated (শিক্ষিত) ও experienced (অভিজ্ঞ) হ'তে থাকলে চিঠি-লেখাটাও ভাল হয়। আমরা লিখি, বলি বা যা-কিছু করি, তার ভিতর-দিয়েই আমাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটে ওঠে। ঐ wealth (সম্পদ্) বাড়াবার দিকে তাই নজর দিতে হয়।............কেউ একখানা চিঠি পেয়ে পুনরায় আর একখানা চিঠি পাওয়ার জন্য যদি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকে, তখনই বুঝবেন, চিঠি লেখা ঠিক হয়েছে।

কেষ্টদা—চিঠির ভাষা কেমন হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিঠির ভাষা যত সহজ হয় ততই ভাল। Domestic, homely, intimate (ঘরোয়া, অন্তরঙ্গ)-রকম হওয়া চাই। Domestic form-এও (ঘরোয়া রকমেও) বড়-বড় কথা সহজে এসে পড়লে তা' তো চলবেই।

কেষ্টদা—আমাদের লেখা ও বলায় অনেক সময় আড়ম্বর থাকে কিন্তু কার্য্য-সিদ্ধি হয় না। তার প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ কী-কথা কবে, ঠিক পায় না, কারণ তার principle (আদর্শ) ঠিক থাকে না। আর প্রায়ই দেখা যায়, কথার ভিতর-দিয়ে ঠিকরে বেরোয় তার insulted, repressed বা inferior passionate ego (অপমানিত, নিপীড়িত বা ইতর-প্রবৃত্তিপরায়ণ অহং), কিন্তু ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপ্রাণ হ'লে পূর্ব্ব-অভ্যাসবশে বেফাঁস কিছু ব'লে ফেললেও on the run (বলতে-বলতে) converging focus-এ (কেন্দ্রাভিমুখে) এনে purpose to the principle serve (আদর্শানুগ উদ্দেশ্য পূরণ) করে। চিঠি-লেখার বেলায়ও এদিকে খেয়াল রাখতে হয়। চিঠি-লেখার মধ্যেও politics (রাজনীতি) আছে, diplomacy (কূটনীতি) আছে। কোন objectionable commission (আপত্তিজনক উক্তি) যেন না থাকে, প্রত্যেকেই যেন মনে করে, বেশ জিনিস। কথা বলতে গিয়ে ওজন থাকা চাই, ভাবা লাগে—কোন্‌টুকু receive (গ্রহণ) করতে পারবে, কতটুকু পারবে না। যেটুকু received (গৃহীত) হবে, তাই যাতে বাকী অংশটুকু ধ'রে আনতে পারে, সেদিকেও সূক্ষ্ম নজর থাকা চাই। বাক্যালাপের সময় যেমন চোখ-মুখের ভাবভঙ্গী, আকার-

আকৃতি কী-রকম হ'লে কী-effect (ফল) হয়, তা' কাঁটায়-কাঁটায় জানা ও আয়ত্তে থাকা চাই, চিঠি লেখার সময়ও তেমনি জানা চাই, কথাগুলির সমাবেশ কেমন ক'রে করলে মনের উপর কী প্রভাব হয়। ফলকথা, মানুষের কাছে যে চিঠি যায়, এমনভাবে যাবে যে, যেই-ই তা' দেখুক, তোমাদের critic (সমালোচক)-ই হোক বা যে-ই হোক—চিঠিখানা দেখে মুগ্ধ হবে নিশ্চয়ই।

কেষ্টদা—চিঠির ভিতর-দিয়ে মানুষের বাস্তব সেবা-সাহায্য আমরা কী করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের অভাব, অসুবিধা, দারিদ্র্য থাকে চরিত্রে, চরিত্র adjust (নিয়ন্ত্রণ) করার চাইতে বড় বাস্তব সেবা আর কিছু নেই। চিঠির ভিতর-দিয়েও অনেক ক্ষেত্রে তা' করা যায়। মানুষের চাহিদাগুলি চিঠির ভিতর-দিয়ে towards higher becoming (উচ্চতর বিবর্দ্ধনের পথে) relishingly mould ও manipulate (তৃপ্তিজনক-ভাবে নিয়ন্ত্রিত) করা লাগে। মানুষকে এমনভাবে carry (পরিচালনা) করতে হবে, যাতে carried (পরিচালিত) হওয়াটাই তার কাছে satisfaction (তৃপ্তি)-এর হ'য়ে দাঁড়ায়। পারিবারিক reformation (সংস্কার)-ও চিঠির ভিতর-দিয়ে করতে হবে। স্থানীয় অন্যান্য সৎসঙ্গীকে চিঠি দিয়ে তাদের দিয়েও বিপন্নদের প্রয়োজনমত সাহায্য করা যায়। সাহায্য দিয়ে কাউকে বরাবরের জন্য save (উদ্ধার) করা যায় না, বরং তাকে এমন-ক'রে তোলা ভাল, যাতে সে বহুকে দেখতে পারে। Capital (মূলধন) দিয়েও লাভ হয় না, যদি চরিত্র সুগঠিত না হয়। তবে সৎসঙ্গীদের একটা indexed (সূচীসম্বলিত) profession-register (বৃত্তি-তালিকা) ও marriage-register (বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর বিবাহ-যোগ্য পাত্র ও কন্যাদের তালিকা) যদি থাকে, তাহ'লে বেকার-সমস্যা-সমাধান ও বিয়ে-থাওয়া-ব্যাপারে সাহায্য করা যায়।..............যারা চিঠিপত্র লিখবে, তাদের যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ইত্যাদি নিখুঁতভাবে পালন করতে হবে এবং ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠামূলক বাস্তব কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। তা' না-হ'লে তাদের চিঠি তেমন effective (কার্য্যকরী) হবে না।

কেষ্টদা—যারা চিঠিপত্র লিখবে, তারা রোজ কমপক্ষে ক'ঘণ্টা এই কাজ করবে, তা' নির্দ্দিষ্ট থাকা তো ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—ধর্ম্মের দূত যারা, তাদের আবার time (সময়) কী? ভগবানের কি ছুটি আছে? আমরা যদি ভগবানের গোলাম হই, আমাদেরও ছুটি নাই।

কেষ্টদা—যারা চিঠিপত্র লিখবে, তারা কি প্রয়োজনমত বাইরে যাবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রয়োজন হ'লে যাবে বৈ-কি? প্রত্যেকেরই এমনভাবে assistants (কয়েকজন সহকারী) তৈরী করা লাগবে, যাতে সে অন্যত্র গেলেও কাজ বন্ধ না-হয়। প্রফুল্ল in-charge (তত্ত্বাবধায়ক) থাকবে। হরেন তাকে assist (সাহায্য) করবে, আর তার absence-এ (অনুপস্থিতিতে) হরেন সেই কাজ করবে। হরেনকেও আবার এমনভাবে assistant (সহকারী) train up (তৈরী) করতে হবে, যাতে সে দুই-একদিন এদিক্-ওদিক্ গেলেও ক্ষতি না-হয়। এই যে correspondence department (পত্র-সংযোগ-বিভাগ) হ'লো, তা' যেন কিছুতেই, কখনও কোন কারণে না-ভাঙ্গে, বরং ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যায়। এবং record (কাগজপত্র)-গুলি এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে কেউ গেলেও আর-একজন এসে তার উপর দাঁড়িয়ে easily (সহজে) work (কাজ) করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে হঠাৎ বললেন—চিঠিগুলির copy (নকল) রাখতে পারলে খুবই ভাল হয়। প্রত্যেকের একটা বাংলা টাইপরাইটার যদি থাকে এবং আগে চিঠি লিখে পরে নিজেই টাইপ ক'রে একটা পাঠায় ও একটা নকল রেখে দেয় এবং বাইরের প্রত্যেকের লিখিত চিঠি ও তার উত্তর যদি ধারাবাহিকভাবে পূর্ব্বাপর preserved (রক্ষিত) থাকে, তবে প্রত্যেকটা মানুষের একটা history (ইতিহাস) পাওয়া যায়।

স্বাধীনতা-আন্দোলন-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর গূঢ় অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমার কি মনে হয় জানেন! কয়েকটা integrated character (সংহত চরিত্র)-ওয়ালা মানুষ থাকলেই তারা সারা দেশ স্বাধীন ক'রে তুলতে পারে। অমনতর চরিত্র যাদের, তাদের বুদ্ধিই হয় Ideal, individual ও environment (আদর্শ, ব্যষ্টি ও পরিবেশ)-এর মধ্যে concordance (সঙ্গতি) নিয়ে আসা। প্রবৃত্তি যাদের হাতে থাকে, তারা environment (পরিবেশ)-কেও হাতে নিয়ে আসতে পারে, কারণ তারা জানে, কেমন-ক'রে পরিবেশকে নিয়ে চলতে হয়। তা'ছাড়া তারা প্রত্যেকের সম্বন্ধে actively interested (সক্রিয়ভাবে স্বার্থান্বিত) হয়, আর এর ভিতর-দিয়েই মানুষগুলিকে inter-interested (পারস্পরিক স্বার্থে স্বার্থান্বিত) ক'রে তুলতে পারে, এমনি-ক'রেই power (শক্তি) হয়। আদর্শ-নিষ্ঠ চরিত্রবান্ যারা, সশ্রদ্ধভাবে তাদের সঙ্গ করতে-করতে অন্যেরাও চরিত্রের অধিকারী হয়। প্রবৃত্তির বন্ধন-মুক্ত যারা, তারাই পারে দেশের পরাধীনতার বন্ধন মুক্ত করতে। পারিপার্শ্বিকের ধার ধারে না যারা বা ধার ধারার সাধ্য যাদের নেই, তারা যতই মুক্তির কথা বলুক বা মুক্তির জন্য চেষ্টা করুক, তারা কিন্তু

অত্যন্ত বদ্ধ। যার দ্বারা যত লোকের সত্তা যত বেশী served (পরিসেবিত) ও soothed (তৃপ্ত) হয়, সে তত স্বাধীন, মুক্ত বা বড়।

৬ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৫১ (ইং ২০।৩।৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। কাছে অনেকেই উপস্থিত আছেন।

ময়মনসিং জিলা থেকে আগত একটি যুবক জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর! আমি কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর কী ভাল লাগে?

যুবক—কী ভাল লাগে তা' বুঝতে পারি না। ম্যাট্রিক পাশ করার পর বাড়ীতে ব'সে আছি। বাবা পড়াশুনা করতে বলেছিলেন, তা' ভাল লাগে না, তাই পড়িনি। আমরা বৈশ্য; জমাজমি, ব্যবসা ইত্যাদি আছে। বাবা বলেন, না-পড়িস্ তো ঐসব দেখ্। ও কাজও মনে ধরে না। ঐ পরিবেশের মধ্যে থাকলে মানুষ যেন দিনদিন পয়সা ছাড়া আর কিছু চেনে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পয়সা যদি তুমি সৎ ও স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন কর এবং ধর্ম্মার্থে অর্থাৎ ইষ্ট, কৃষ্টি ও পরিবেশের সেবায় সাধ্যমত ব্যয় করতে কুণ্ঠিত না-হও, তাহ'লে তাতে কিন্তু ভাল বই মন্দ হয় না। বৈশ্যের ছেলে, পয়সা তো কামাই করাই লাগে। তোমরাই তো রসদদার, তোমরাই তো যোগানদার। তোমরা যদি উচ্ছল না-হ'য়ে ওঠ, তাহ'লে চলবে কেন? আর তা' instinctive (সহজাত) রকমে হওয়াই ভাল। লেখাপড়া শিখে বাপ, বড়-বাপের কাজকে কখনও ঘেন্না করতে নেই। তার মধ্যে যদি কৃষ্টি-বিরোধী ধাঁজ ঢুকে থাকে, তা' বরং reform (সংস্কার) করা ভাল। বর্ণগত সৎ ও স্বাধীন বৃত্তিকে যারা শ্রদ্ধা করতে পারে না, তাদের কিন্তু গোলামী করা ছাড়া আর পথ থাকে না। বৈশ্যের বৃত্তি-সম্বন্ধে সেইদিন কেষ্টদা মনুসংহিতা থেকে প'ড়ে শোনাচ্ছিল, কেমন সুন্দর! ওকে প'ড়ে শোনালে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝে হরেনদা (বসু) কেষ্টদার কাছে শুনে এসে মনুসংহিতা থেকে প'ড়ে শোনালেন।

—"বৈশ্য উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দারপরিগ্রহ করিয়া কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্য ও পশুপালন কার্য্যে সদা নিযুক্ত থাকিবে। সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি পশুদিগের সৃষ্টি করিয়া উহাদের প্রতিপালনের ভার বৈশ্যের প্রতি অর্পণ করেন এবং প্রজাদিগের সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ ও রাজাকে উহাদের ভার অর্পণ করেন। বৈশ্যেরা কখনও এমন অভিলাষ করিবে না যে, 'পশুপালন অতি নীচ-কর্ম্ম',

আমরা পশুপালন করিব না' ; বৈশ্য পশুপালন করিতে সমর্থ হইলে, অপর কেহ পশুপালনের অধিকারী হইবে না। বৈশ্য—মণি, মুক্তা, প্রবাল সুবর্ণাদি, বস্ত্র, কুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্য, লবণাদি রস,—এই সকল দ্রব্যের মূল্য ও ভালমন্দ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। বৈশ্য কোন্ সময়ে কোন্ বীজ কিরূপে বপন করিলে উত্তম শস্য হয়, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে, ভূমির দোষ-গুণ-সম্বন্ধে অবহিত হইবে এবং প্রস্থ-দ্রোণাদি পরিমাণ ও তুলামান জ্ঞাত হইবে। দ্রব্য-সকলের উৎকৃষ্টতা-অপকৃষ্টতা, কোন্ দেশে কোন্ দ্রব্য অল্পমূল্য বা বহুমূল্য—এইরূপ দেশের গুণাগুণ, পণ্যদ্রব্যের লাভালাভ এবং পশুদিগের বর্দ্ধনোপায়-সকল বৈশ্য অবগত থাকিবে। ভৃত্যাদিগের পারিশ্রমিক, ভিন্ন দেশীয় লোকের ভিন্ন-ভিন্ন ভাষা, দ্রব্য-সকলের স্থাপনবিধি ও দ্রব্য-সকলের পরস্পর-মিশ্রণ-বিষয়ক জ্ঞান এবং ক্রয়-বিক্রয়-সম্বন্ধে সমুদয় নিয়ম বৈশ্য পরিজ্ঞাত হইবে। বৈশ্য ধর্ম্মানুসারে ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্ থাকিবে এবং যত্ন-সহকারে সকল প্রাণীকে অন্নদান করিবে।"

পড়া শেষ হ'য়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর যুবকটির দিকে চেয়ে হেসে বললেন—তাহ'লে বোঝ ঠেলা—বৈশ্যের কাজ ঠিকমত করতে গেলে কতখানি all-round education (সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা) লাগে। সেই education (শিক্ষা) চাই, culture (অনুশীলন) চাই—যা' যোগ্যতাকে ডেকে আনে—মানুষের কর্ম্মশক্তি, চিন্তাশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিকে বিশাল ও গভীর ক'রে তোলে। এইভাবে প্রস্তুত হ'য়ে, টাকা-সর্ব্বস্ব না-হ'য়ে যদি সেবা-সর্ব্বস্ব হ'তে পার, তাহ'লে টাকা-টাকা করা লাগবে না—টাকা আপনি এসে তোমার পায়ে গড়াবে। নারায়ণের সেবা যে করে, লক্ষ্মী তার পাছে-পাছে ঘোরেন।

যুবক—আজকাল ব্যবসায়ের মধ্যে অনেকখানি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগ্যতা না-থাকলে ছ্যাঁচড়ামি করা ছাড়া আর উপায় কী? মাথা খাড়াতে হয়—কেমন ক'রে তঞ্চকতা না-ক'রে, profitably (লাভজনকভাবে) ব্যবসায় করা যায়। পরিবেশ খারাপ থাকলে একলার পক্ষে কঠিন হয়। তাই যজন, যাজন করা লাগে, যাতে পরিবেশ ঠিক হয়। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি বাদ দিয়ে যা' করতে যাবে, তাই-ই অলাশূন্য হ'য়ে যাবে। মানুষই মূল, মানুষ নিয়েই সব কারবার। তাই মানুষের উন্নতিকে অবহেলা ক'রে যদি ব্যবসার উন্নতি করতে যাও, সে উন্নতি টেকসইও হবে না, তোমার ভোগেও লাগবে না।

নগেনদা (বসু) ভোগে লাগবে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবেশ যদি বিপন্ন ও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ে কিম্বা যে-কোন কারণে প্রতিকূল হ'য়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে ধন-সম্পদ্ ভোগ করা তো দূরের কথা,

প্রাণই তো ভয়ে টিকটিক করে। আশপাশের লোক যদি অভাব, অসুখ, অশান্তিতে কষ্ট পায়, তার চোট—ভাল থাকে যারা তাদের গায়ও লাগবেই।

রাজেনদা (মজুমদার)—পরিবেশের কেউ যদি নিজের চলনার দোষে অভাব, অসুখ, অশান্তি ডেকে আনে, তার উপর অন্যের কি হাত আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাত আছে যাজনের, হাত আছে সেবার, হাত আছে অসৎ-নিরোধের। সেই হাত বাড়িয়ে যদি সে প্রতিকার-পরায়ণ না-হয়, তাহ'লে অপকর্ম্ম করে যে, তার সঙ্গে-সঙ্গে অল্পবিস্তর তাকেও দুর্ভোগ ভুগতে হয়। একজন ব্যক্তিগতভাবে যতই সাচ্চাচলনে চলুক না কেন, পরিবেশকে যদি সম্ভবমত সামাল দিতে না-পারে, তাহ'লে কিন্তু সেই অক্ষমতার দরুণ তাকে কিছুটা ব্যাহত হ'তেই হয়। ব্যষ্টি নিয়ে সমষ্টি, জন নিয়ে জাতি। প্রতিটি ব্যষ্টি যেন সমাজদেহের এক-একটি অঙ্গ। এর যে-কোন অঙ্গে ক্ষতের সৃষ্টি হ'লে অন্য প্রত্যেকটি অঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। তাই পারতপক্ষে কাউকে খারাপ হ'তে দিতে নেই। নিজে ভাল হ'তে হয়। অন্যকে ভাল করতে হয়। কে কতখানি ভাল, তার একটা প্রধান পরখ হ'চ্ছে, সে পরিবেশকে কতখানি ভালর দিক mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে। কতকগুলি নীতিকথা চারালে হবে না, নীতি যাঁতে মূর্ত্ত তাঁকে চারাতে হবে। আর তাই-ই যাজন।

হরিদা (গোস্বামী)—যাজনে সবাই যে সাড়া দেয়, তা' তো দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই সাড়া না-দেওয়ার ভিতর তাদেরও ত্রুটি থাকতে পারে, তোমারও ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু তোমার যাতে কোন ত্রুটি না-থাকে সেইটে দেখতে হবে। সবাই যে ফিরবে না, সবই যে ফেরার মত নয়, সে-কথা তো ঠিকই। কিন্তু তোমার যতখানি করার তা' করতে হবে, যতখানি হবার তা' হ'তে হবে। আর পরাক্রম ও কৌশলের সঙ্গে অসৎকে নিরোধও করতে হবে। সব-রকম অস্ত্র হাতে রাখতে হবে, যাতে কেউ ফস্কে না-যায়। ছলে, বলে, কৌশলে তা-ই করতে হবে যাতে প্রত্যেকের ভাল হয়। একটা মানুষের খারাপ যদি শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহ'লে অতো ভাবনা ছিল না। কিন্তু তার ভিতর থেকে পরিবেশ infected (সংক্রামিত) হ'তে থাকে, সেইটেই ভয়ের কথা। তাই এর বিহিত করাই লাগে। পরিবেশ যেমন ঠিক করা লাগে, মানুষের জন্মের দিকেও তেমনি নজর দিতে হয়। জন্ম ভাল না-হ'লে বাইরে থেকে তাপ্পিতুপ্পি লাগিয়ে বেশী কিছু করা যায় না। আমাদের ঋষিরা তাই বিবাহবিধান-সম্বন্ধে এত কঠোর ছিলেন। জাতির ভাল যারা চায়, সবচেয়ে আগে তাদের এই দিকে নজর দিতে হবে।

হরিদা—বহু বংশের দিকে চেয়ে দেখা যায় যে, সেই সব বংশে আগে যে-

রকম বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক জন্মাতো, আজকাল আর তেমন জন্মায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর নানারকম কারণ থাকে, তার মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে বিবাহ-বিভ্রাট। তা'ছাড়া উৎকর্ষ-সন্দীপী আচার, নিয়ম, নিষ্ঠা, কুলপ্রথা ইত্যাদি যদি কুসংস্কার ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহ'লেও কিন্তু instinct (সংস্কার)-গুলি nurture (পোষণ)-এর অভাবে মিইয়ে যায়। শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি যথা-সম্ভব মেনে চলা ভাল। বামুনের ছেলে যদি ঠিকমত গায়ত্রীটা জপ না-করে, মামুলী সদাচারগুলি পালন না-করে, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্ম্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না-রাখে, তাহ'লে তার ভিতরের জিনিসটা খুলবে কি-ক'রে?

হরিদা—আজকাল জীবিকার জন্য বহু মানুষ বর্ণগত বৃত্তি বজায় রাখতে পারছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবস্থার চাপে প'ড়ে তা' যদি একান্তই না-পারে, পারিবারিক আচার-আচরণগুলি যথাসম্ভব ধ'রে রাখতে বাধা কী? একজন চাকরি করে ব'লে, তার গীতাটা পড়তে আটকায় কোথায়? প্রস্রাব ক'রে জলটা নিলেই বা ঠেকায় কে? উপযুক্ত কাউকে গুরু ব'লে গ্রহণ ক'রে তাঁর নির্দ্দেশ মেনে চলতেও তো তার কোন নিষেধ নেই। সদ্‌গুরু গ্রহণ ও তাঁকে অনুসরণের প্রথাটা যদি পরিবারে-পরিবারে বজায় থাকে, তাহ'লে তার ভিতর-দিয়েই আবার সব-কিছু গজিয়ে উঠতে পারে।

হরিদা—এই প্রথাকে তো অনেকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ ব'লে মনে করে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো বুঝি, গুরুভক্তি ছাড়া ব্যক্তিত্বই গজায় না। বৃত্তিই যার চালক, তার ব্যক্তিত্বই বা কোথায় আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই বা কী? অমনতর স্বাধীনতা সর্ব্বনাশের পথই প্রশস্ত ক'রে তোলে! আত্মহত্যার স্বাধীনতা শাস্ত্রেও স্বীকার করে না, আইনেও স্বীকার করে না, কারণ তা' জীবন-বিরোধী। গুরু-গ্রহণ না-করার স্বাধীনতাও প্রকারান্তরে ঐ-জাতীয় ব্যাপার।................ মজা এই—যিনি যতই বড় হোন-না-কেন, তাঁকে প্রকৃত বড় ব'লে বোঝা যায় না, যত-সময় তাঁর উপর শ্রদ্ধা না-আসে। শ্রদ্ধা না-আসলে নতি-স্বীকারের বুদ্ধি হয় না। নত না-হ'লে যার কাছ থেকে যা' পাওয়ার তা' পাওয়াও যায় না। শ্রদ্ধা ও নতি না-থাকলে, তাই কেবল বঞ্চিতই হ'তে হয়। খুব বৃষ্টি হ'চ্ছে, তার মধ্যে একটা ঘটি যদি উপুড় ক'রে রেখে দাও, তাহ'লে তার ভিতর কিন্তু একটুও জল জমবে না, আবার ঐ ঘটির মুখ খুলে যদি স্বাভাবিক ভাবে রাখ,

তাহ'লে কিন্তু বৃষ্টির জলে ঘটিটা ভ'রে ওঠাও অসম্ভব না।

হরিদা—মহাপুরুষের কৃপায় নাকি সব হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃপার প্রবেশপথ চাই। প্রবেশপথ মানে কৃপাপ্রার্থীর উন্মুখতা। উন্মুখ হ'লেই active (সক্রিয়) হয়। আর তার ভিতর-দিয়ে যার যতটুকু হ'তে পারে, তা' হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ রাস্তার দিকে চেয়ে উল্লসিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—ওষুধ বানাইছেন নাকি বীরেনদা?

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—আজ্ঞে হ্যাঁ! আজ হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সোহাগের সুরে)—বীরেনদা যেন আমার মধুগুলগুলি আম। দেখতে ছোট্টখাট্ট হ'লে কি হবে—গন্ধে, বর্ণে, স্বাদে যেন টাটকা মধু।

একটা প্রাণময় প্রীতির পরাগ ছড়িয়ে গেল প্রাণে-প্রাণে। একটি মা এসে কলকাতায় যাওয়ার অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গোঁসাইদাকে (শ্রীযুত সতীশচন্দ্র গোস্বামী) দিয়ে দিন দেখায়ে যাস্। আর বাইরে যেয়ে খুব সাবধানে থাকবি। ছাওয়াল-পাওয়াল যখন রাস্তায় বেরোয়, বড়-কেউ যেন সঙ্গে থাকে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে খবরের-কাগজ পড়া হ'লো। এরপর তিনি ইংরাজিতে একটি বাণী দিলেন। ওয়েবষ্টারের অভিধান থেকে একটি শব্দের ধাতুগত অর্থ দেখতে বললেন। তা' দেখে তাঁকে বলা হ'লো। তখন বললেন—root (ধাতু) না-দেখলে আমার যেন শান্তি হয় না।

সুধীরদা (দাস) কারখানা-সংক্রান্ত কতকগুলি কাজের নির্দ্দেশ নিয়ে গেলেন।

কথাবার্ত্তার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড়খোকার সঙ্গে এ-বিষয়ে ভাল ক'রে আলাপ করিস্।

একজন বাড়ীতে ঝগড়াঝাঁটি ক'রে এসেছেন—সেই কথা বলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই আবার ওর মধ্যে গেলি ক্যান? মানুষের রাগ-বিবাদ যদি জল-ক'রে দিতে না-পারিস্, তাহ'লে কি হ'লো? নটের মত চলবি, যেখানে যে pose (ভঙ্গী) নিলে তোর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেখানে সেই pose (ভঙ্গী) নিবি। এমন তুকের উপর চলবি যে, মানুষগুলিকে তোর ইচ্ছামত খেলাতে পারিস্। হাসাতে চাইলে হাসাবি, কাঁদাতে চাইলে কাঁদাবি। কিন্তু সব-সময় লক্ষ্য রাখবি—কিসে মানুষের মঙ্গল হয়, ইষ্টার্থ আপূরিত হয়। প্রবৃত্তিগুলি কিন্তু নিজের হাতে রাখা চাই, তা' না-হ'লে অন্যের প্রবৃত্তি manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করা যায় না। যত ভাল কথাই তোমার জানা থাক-না-কেন, তা' যদি ব্যবহারে লাগাতে না-পার, তাহ'লে কিন্তু ঠ'কে গেলে।

দাদাটি বললেন—মনে-মনে তো অনেক কথা ভেবে রাখি, কিন্তু সময়কালে ঠিক থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা ভাব পাকা ক'রে ফেল—ইষ্ট তোমার কী চান, তিনি কী হ'লে খুশি হন। প্রতিটি মুহূর্ত্তে, প্রতিটি পদক্ষেপে ঐ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যা' করার করবে—তা' তোমার ভাল লাগুক বা নাই লাগুক।

এরপর কলকাতা থেকে দুজন ভদ্রলোক আসলেন। তাঁদের বসতে দেওয়া হ'লো। বসার পর কথাবার্ত্তা সুরু হ'লো।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের দেশে এত prophet (প্রেরিতপুরুষ) আসলেন, তবু আমাদের দুর্দ্দশা ঘোচে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাখ prophet (প্রেরিতপুরুষ)-ও আমাদের কিছু করতে পারেন না, যদি আমরা তাঁদের স্বীকার না করি। স্বীকার করা মানে আপনার করা, তাঁদের চলন-চরিত্র স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী নিজেদের ভিতর মূর্ত্ত ক'রে তোলা।

প্রশ্ন—সবাই স্বীকার না-করলেও তো অনেকে স্বীকার করেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা স্বীকার করে, তাদের দায়িত্ব হ'লো সবার ভিতর তাঁকে চারিয়ে দেওয়া। অনেকে মৌখিক স্বীকার করে, কিন্তু চরিত্র অনুরঞ্জিত হয় না। তাতে তেমন কাজ হয় না। তবু তা' মন্দের ভাল। তবে সব প্রেরিত যে একেরই অভিব্যক্তি, এইটে আমরা বুঝি না। পরস্পর-বিরোধী নানা সম্প্রদায় ও দলের সৃষ্টি ক'রে তুলি। কিন্তু যত সম্প্রদায়ই থাক-না-কেন, সব সম্প্রদায়ই নানাভাবে একেরই উপাসক, তাই তাদের মধ্যে প্রীতি ছাড়া বিদ্বেষের স্থান নেই। আমাদের বুদ্ধির দোষে যে-সব অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা ছড়িয়ে গেছে, তার নিরসন করা লাগে। অবতার-মহাপুরুষরা ব'লে যান একরকম, ক'রে যান একরকম, follower (অনুসরণকারী)-রা তার মধ্যে বিকৃতি এনে ফেলে, তার ভিতর-দিয়ে অনেক গোলমালের সূত্রপাত হয়। তাঁদেরই নাম ক'রে, তাঁদের ইচ্ছার বিরোধী কাজ চলতে থাকে। এটা ভাল না। যেমন সব মহাপুরুষের আচরণ ও বাণীর মধ্যেই পাওয়া যায় বৈশিষ্ট্যকে পালন, পোষণ ক'রে চলার কথা, কিন্তু তাঁদেরই দোহাই দিয়ে বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গেচুরে একাকার করা হয়। এর মত মারাত্মক ভুল আর নেই। তাঁরা কোন্ প্রসঙ্গে কোন্ কথা বলেছেন, তা' আমরা ভাল ক'রে ধরতে পারি না। আগামাথা বাদ দিয়ে আমাদের সুবিধামত ব্যাখ্যা করি। তাঁরা বৈশিষ্ট্যপালনের কথাও বলেন আবার ঐক্যের কথাও বলেন। আমরা হয়তো ঐক্যের খাতিরে বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিয়ে একটা জোড়াতালি ব্যবস্থার জন্য উঠে-প'ড়ে লাগি। তাতে না-হয় ঐক্য—বৈশিষ্ট্যও রসাতলে যেতে বসে।

যেটপর ধর্ম্মের নামে প্রবৃত্তি-পরায়ণতা যখন উত্তাল হ'য়ে ওঠে, তখনই ভয়ের কথা। এর ভিতর-দিয়ে নানা বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয়, মানুষের জীবনধারণই কঠিন হ'য়ে ওঠে। তখন আবার তাঁর অবতরণ হয়। তিনি নিজে সব ঠিক ক'রে দিতে চেষ্টা করেন। তিনি যখন আসেন, তখন তাঁর mission (উদ্দেশ্য) fulfil (পূরণ) করার ব্যাপারে, সবারই সহযোগিতা করা উচিত—তা' যে যে-সম্প্রদায়ভুক্তই হো'ক-না-কেন। কারণ, তাঁর mission (উদ্দেশ্য) মানে সবারই fulfilment (পরিপূরণ) এবং তা' সত্তার দিক দিয়ে। পূর্ব্বতন মহাপুরুষকে কে কতখানি স্বীকার করে, তার test (পরখ) হ'লো, পূর্ব্বতনের পরিপূরক বর্ত্তমান মহাপুরুষ যদি কেউ থাকেন, তাঁর প্রতি তার সক্রিয় আনতি কতখানি। তাঁতে submission (নতি) না-থাকলে, তাঁর mission (উদ্দেশ্য) fulfil (পূরণ) করা যায় না।

ঐ দু'জনের মধ্যে একটি ভাই মুসলমান। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কোরাণ পড়েছ?

তিনি বললেন—মূল পড়িনি, অনুবাদ পড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—কোরাণ খুব ভাল-ক'রে প'ড়ো। কোরাণ পড়া খুব ভাল। পারলে রোজ পড়া ভাল। যা' আচরণ করতে হবে, তা' দু-চার-বার প'ড়ে রেখে দিলে হয় না। নিত্য-চর্চ্চা করতে হয়। না-হ'লে বিস্মৃতি আসে। ভাবটাও তর্‌তরে থাকে না। আরবী শেখা ভাল, যাতে মূল কোরাণ প'ড়ে বুঝতে পার। Translation (অনুবাদ)-এ মূলের সবটুকু পাওয়া যায় কমই।

এরপর হাদিস-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাইটিকে কলকাতা থেকে বিশেষ কতকগুলি হাদিস ভি, পি, ক'রে পাঠাতে বললেন। এরপর আবার ব্যক্তিগত ও কুলগত বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈশিষ্ট্যের কথা রসুলও বিশেষ ক'রে বলেছেন ব'লে শুনেছি।

উক্ত ভাই—তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন। এক-জায়গায় বলেছেন—কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেলে, তার, তার পিতার এবং বংশের পরিচয় নেওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরো অনেক কথা আছে ব'লে শুনেছি।

উক্ত ভাই—হজরত একজায়গায় বলেছেন—তুমি আল্লার জন্যই লোককে ভালবাসবে এবং আল্লার জন্যই লোকের সঙ্গে শত্রুতা করবে। আমি এমনিই যদি লোককে ভালবাসি তাতে দোষ কী, আর আল্লার জন্য লোকের সঙ্গে শত্রুতা করতে হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—ওকথা বিলকুল ঠিক আছে। মানুষের উপর

তোমার যে প্রীতি, তা' যদি আল্লার জন্য না হয়, তা' হ'লে তা'র নিরীখ ঠিক থাকবে না। সে প্রীতি তখন মোহের রূপ ধ'রে উভয়কেই মূঢ় ও সংকীর্ণ ক'রে তুলতে পারে। কিন্তু আল্লার জন্য যে পারস্পরিক প্রীতি তার মধ্যে আবিলতা, মূঢ়তা বা সংকীর্ণতার স্থান নেই। শুধু এই ব্যাপারে নয়, আল্লাকে বাদ দিয়ে যাই করতে যাওয়া যাক, সেইখানেই মানুষ প্রবৃত্তির কবলে পড়ে যায়, balance (সমতা) হারিয়ে ফেলে, সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সঙ্গতি ঠিক রাখতে পারে না, ভাল করতে যেয়েও মন্দ ক'রে ফেলে, উন্মার্গগামী হ'য়ে পড়ে। রসুলকে বাদ দিয়ে কিন্তু আল্লার সন্ধান পাওয়া যায় না, তাই রসুল-প্রীতি চাই-ই। আর আল্লার জন্য মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করা মানে, আল্লার ব্যাপারে কা'রও সঙ্গে কোন আপোষ-রফা না করা। আল্লার বিরোধী যদি কেউ হয়, রসুলের বিরোধী যদি কেউ হয়, ধর্ম্মের বিরোধী যদি কেউ হয়, তাহ'লে গোঁজামিল দিয়ে তা'র সঙ্গে মিল করা চলবে না। ঐ মিল করা মানে, নিজের নিষ্ঠাকে পদদলিত ক'রে চলা। হয় তাকে পরিবর্ত্তন করতে হবে, নয় তা'র থেকে স্বতন্ত্র থাকতে হবে। অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের জেহাদ চিরকালই। সৎ চাইব, অথচ অসতের নিরোধ করব না, এ হয় না। তথাকথিত উদারতার থেকে নিষ্ঠার কঠোরতা ঢের ভাল। নচেৎ নিজেকে টিকিয়ে রাখাই কঠিন। ওতে আস্তে-আস্তে মানুষ অন্যদিকে ঢ'লে পড়ে। তবে আমরা কা'রও সঙ্গে শত্রুতা করতে যাব না। ধর্ম্মের সঙ্গে অর্থাৎ সত্তাপোষণী ধৃতিচর্য্যার সঙ্গে শত্রুতা যাদের, তাদের আমরা চিনে রাখব, এবং তা'রা যা'তে ঐ অপকর্ম্ম ক'রে অন্যকে বিপন্ন করতে না পারে, সে-বিষয়েও আমরা সজাগ ও সক্রিয় থাকব। সঙ্গে-সঙ্গে চেষ্টা করব তাদের যদি ফেরাতে পারি।

প্রশ্ন—রসুল বলেছেন, যে-ব্যক্তি বা জাতি সব চাইতে শক্তিমান হ'তে চায়, সে যেন আল্লার উপর নির্ভর করে। কিন্তু আল্লার উপর নির্ভর ক'রে কেউ যদি নিষ্কর্মা হ'য়ে ব'সে থাকে, তাহ'লে কি তা'র উন্নতি হবে? অনেকে নির্ভরতার সুফলের কথা শুনে নির্ভর ক'রে থাকে, কিন্তু তাদের তো ভাল হয় ব'লে মনে হয় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আল্লার উপর নির্ভর করা মানে ব'সে থাকা নয়। আল্লার শাশ্বত নীতিবিধিকে পালন ক'রে চলা, ভরণ ক'রে চলা—যে-ব্যাপারে যা করতে হয়। জাগতিক শক্তিসম্পদ্ লাভ করার জন্য মানুষ আশুলাভের আশায় অনেক সময় আল্লার অনুমোদিত পন্থা বিস্মৃত হ'য়ে নানা অসৎ পন্থা আশ্রয় ক'রে থাকে। কিন্তু এই সব অবৈধ চলনের উপর যা'রা নির্ভর করে, তারা কখনও প্রকৃত শক্তিসম্পদের অধিকারী হ'তে পারে না। কারণ, তাদের যোগ্যতাই বাড়ে

না। নির্ভর করার সঙ্গে নিশ্চেষ্ট থাকার কোন সম্বন্ধ নেই। নির্ভর কথার মধ্যেই আছে নিঃশেষে ভরণ। তবে এর অন্য একটা দিক আছে, যেমন স্ত্রী স্বামীর সংসার নিয়েই সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত, নিজের কথা ভাববারও তার অবকাশ নেই, তাই তার পালন-পোষণ স্বামীরই স্বতঃ-কর্ত্তব্য হ'য়ে পড়ে। কিন্তু স্বামী যেখানে তা' পেরে ওঠে না, সেখানেও অনুগত স্ত্রীর কোন অনুযোগ বা দাবী-দাওয়া থাকে না। বরং প্রয়োজন হ'লে সেই স্বামীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়ে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। প্রেমের লক্ষণই হ'লো প্রেমাস্পদকে কষ্ট পেতে না দেওয়া, নিজে সব ঝুঁকি নিয়ে তা'কে স্বস্তি দেওয়া। আমি ব'সে থাকলে আল্লা যদি সব ক'রেও দেন, তা'ও তাঁকে খাটাতে যাব কেন? আমাকে তো তিনি সব শক্তি দিয়েছেন, আমিই করব, আমিই খাটব। আর কৃতার্থতার উপঢৌকন তাঁকে দিয়ে বলব—এই তোমার দয়ার দান তুমিই গ্রহণ কর।

প্যারীদা বললেন—স্নানের সময় হ'য়ে এলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর উদাসীনভাবে বললেন—ব্যস্ত হোস্ না।

ইতিমধ্যে কেষ্টদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ধর্ম্মের মধ্যে দুটো জিনিস আছে, একটা divine (ভাগবত)—যার কোন পরিবর্ত্তন নেই, আর একটা discrete (বিশিষ্ট)—অর্থাৎ দেশকালপাত্রানুযায়ী ব্যবস্থা। যেমন, কোন অবস্থাতেই মদ খাওয়া যাবে না, একথা বলা চলে না, কারণ কোন-কোন অবস্থায় তা' জীবনের পক্ষে প্রয়োজন হ'তে পারে। আমাদের এখানে বেশী লঙ্কা খাওয়া খারাপ, কিন্তু মাদ্রাজের আবহাওয়া এমন যে সেখানে লঙ্কা বেশী না খেলে আমাশয় হয়, সেখানে লঙ্কা বেশী খাওয়াটাই ধর্ম্মসঙ্গত। Discrete (বিশিষ্ট)-এর মধ্যে তাই পরিবর্ত্তন আছে। এই পরিবর্ত্তন আবার হওয়া চাই divine (ভাগবত)—যা' তা'র অনুকূলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে মেস্তাফাচরিতের একটা অংশ প'ড়ে শোনাতে বললেন। কেষ্টদা পড়লেন। পড়া শেষ হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোথায় লাগে সাম্যবাদ এর কাছে? সমষ্টির উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যানুযায়ী প্রতিটি ব্যষ্টির উন্নতি একসঙ্গে বাঁধা। ধর্ম্ম মানেই এমনতর।

এরপর ওঁরা বিদায় নিলেন।

৩০শে চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৫১ (ইং ১৩।৪।৪৫)

কাল থেকে অষ্টাবিংশতিতম ঋত্বিক্-অধিবেশন আরম্ভ হ'য়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় এসে বসেছেন। অভয়দা (ঘোষাল), ব্রজেনদা

(ঘোষ), ধীরেনদা (ঘোষ), চতুর্ভুজদা (উপাধ্যায়), গিরীনদা (গোস্বামী), হেমকেশদা (চৌধুরী), কাশীশ্বরদা (দাসশর্ম্মা), ক্ষিতীশদা (দাস), জনার্দ্দনদা (বসু), অজিতদা (চক্রবর্ত্তী), আশুভাই (ভট্টাচার্য্য), বনবিহারীদা (ঘোষ), বনবিহারীদা (সামন্ত), বিশুভাই (মুখোপাধ্যায়), বিনয়দা (বিশ্বাস), সুধীরদা (বিশ্বাস), বঙ্কিমদা (ঘটক), বঙ্কিমদা (দাস), মনোরঞ্জনদা (তপস্বী), মণীন্দ্রদা (কর), কিরণদা (ঘোষ), মন্মথদা (নাগ), বারীনদা (বিশ্বাস), গুরুদাসদা (রায়), সত্যেনদা (মিত্র), শশাঙ্কদা (ঘোষ), আশুদা (দত্ত), আশুদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), নরেনদা (দত্ত), খগেনদা (চট্টোপাধ্যায়), প্রমথদা (গঙ্গোপাধ্যায়), ভজহরিদা (পাল), বিজয়দা (মজুমদার), সুনীতিদা (পাল), ব্রজেনদা (দাস), বীরেনদা (মুহুরী), বিষ্ণুদা (বিশ্বাস), সহায়রামদা (নাথ), ধীরাজদা (মুখোপাধ্যায়), ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী), ইন্দুদা (বসু), হিরণ্ময়দা (মুন্সী), যতীনদা (ঘোষ), নরেশদা (অধিকারী), হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী), জগদিন্দুদা (দত্ত), জিতেনদা (রায়), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), পশুপতিদা (দত্ত), হরিচরণদা (গঙ্গোপাধ্যায়), প্রভাতদা (দে), ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী), জয়দা (চক্রবর্ত্তী), জগৎদা (চক্রবর্ত্তী), অভয়দা (সরকার), ক্ষিতীশদা (সেনগুপ্ত), ক্ষিতীশদা (দাস), ক্ষিতীশদা (রায়), নৃপেনদা (বসু), কালীদা (বন্দ্যো-পাধ্যায়), শ্রীভূষণদা (মিত্র), কেষ্টদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), ননীদা (দে), মেঘনাথদা (দত্ত), যতীনদা (ভট্টাচার্য্য), মন্মথদা (দে), মৃগাঙ্কদা (বেরা), পূর্ণদা (বিশ্বাস), সুরেনদা (বিশ্বাস), ননীদা (চট্টোপাধ্যায়), নীরদদা (মজুমদার), ফণীদা (মুখোপাধ্যায়), প্রিয়নাথদা (কর্ম্মকার), ফণীদা (দে), সুরেনদা (ভৌমিক), রজনীদা (রায়), শৈলেশদা (বিশ্বাস), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), সন্তোষদা (মুখোপাধ্যায়), কেদারদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), রমণীদা (দাস), সুধীরদা (ভট্টাচার্য্য), শীতলদা (চক্রবর্ত্তী), শশাঙ্কদা (দে), রমণদা (পাল), সরোজদা (বসু), বিশ্বেশ্বরদা (দাস), সতীশদা (চৌধুরী), সুরেনদা (পাল), ত্রিপুরারীদা (কুণ্ডু), অমূল্যদা (দাস), হেমাঙ্গদা (দাসগুপ্ত), অনাথদা (মুখোপাধ্যায়), করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), সুধীরদা (ঘোষ), সন্তোষদা (সেনাপতি), কানাইদা (গঙ্গোপাধ্যায়), প্রতুলদা (দেব), হরেরামদা (চক্রবর্ত্তী), সত্যদা (দে), প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়), গোকুলদা (নন্দী), সুরেনদা (মোদক), হরপ্রসন্নদা (মজুমদার), সত্যদা (দত্ত), যতীনদা (নাথ), ননীদা (সরকার), গঙ্গাদা (মিত্র), ভোলানাথদা (সরকার), যুগলদা (রায়), জীবনদা (মায়া), হেমদা (মুখোপাধ্যায়), নরেনদা (মিত্র), রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), সুশীলদা (বসু), আশুদা (জোয়ার্দ্দার),

বাসুদেবদা (গোস্বামী), বিপিনদা (সেন), ভূপেশদা (গুহ), ক্ষিতীনদা (বর্ম্মণ), যোগেনদা (সরকার), ধীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), বিভুদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), গুরুদাসদা (সিংহ), হরলালদা (বৈদ্য), জিতেনদা (মিত্র), হীরেনদা (ঘোষ), যতীনদা (দত্ত), যতীনদা (মুখোপাধ্যায়), যতীনদা (দাস), যতীনদা (গুহ), কান্তিদা (বিশ্বাস), জগজ্জ্যোতিদা (সেনশর্ম্মা), মধুদা (সান্যাল), নিশিদা (ভট্টাচার্য্য), কেশবদা (রায়), শিবরামদা (চক্রবর্ত্তী), শশাঙ্কদা (মণ্ডল), শিবকালীদা (সাহা), সুধীরদা (সাহা), শরৎদা (কর্ম্মকার), গিরীশদা (সেনগুপ্ত), কুমুদদা (দাসপুরকায়স্থ), রোহিণীদা (বিশ্বাস), জগদীশদা (রায়), ধীরেনদা (তালুকদার), পঞ্চাননদা (গঙ্গোপাধ্যায়), সুবোধদা (সেন-শর্ম্মা), প্রিয়নাথদা (সেনশর্ম্মা), বলরামদা (ঘোষ), বীরেনদা (পাণ্ডা), নিরাপদদা (পাণ্ডা), যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত), নগেনদা (সেন), ক্ষেত্রদা (শিকদার), নিখিলদা (চট্টোপাধ্যায়), মনোরঞ্জনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), চারুদা (করণ), শ্যামাপদদা (মুখোপাধ্যায়), ষড়ाननদা (ভট্টাচার্য্য), বনচারীদা (মিশ্র), অশ্বিনীদা (দাস), দুলালদা (নাথ), নির্ম্মলদা (ঘোষ), ত্রৈলোক্যদা (হালদার) প্রভৃতি অগণিত দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে ব'সেছেন। নববর্ষোপলক্ষে এবার বিপুল লোকসমাগম হয়েছে, তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব খুশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—এবার লোক কম হয়নি। কি কও?

শরৎদা (কর্ম্মকার)—ক্রমাগত লোক আসছে। আরো অনেক লোক হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোক বেশী হ'লে আমার খুব ভাল লাগে। তবে আস্তে-আস্তে আবার যখন ফাঁকা হ'য়ে যায়, তখন কেবল মনে হয়, আবার কবে সবাইকে পাব। লোকের উপর নেশা আমার কিছুতেই কমে না।

যামিনীদা (রায়চৌধুরী)—আপনি তো দীক্ষা খুব দিতে বলেন, কিন্তু দীক্ষা নিয়েও তো মানুষের তেমন পরিবর্ত্তন হয় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখতে হয়, তোমার নিজের পরিবর্ত্তন হ'য়েছে কতটুকু। রাতারাতি মানুষ বদলে যায় কমই। বদ্ধমূল অভ্যাস ও সংস্কার মানুষকে সেই দিকেই টানতে থাকে। তা'র হাত এড়ান কঠিন ব্যাপার। সেইজন্য যে যেমনই হো'ক, নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ ও শ্রমপ্রিয়তা-সমন্বিত যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির অভ্যাস ও সংস্কার যাতে প্রত্যেকের মজ্জাগত হ'য়ে ওঠে, সেদিকে তীব্র নজর দিতে হয়। তখন খারাপ কিছু করলে সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে, নিজের ভিতরে একটা conflict (দ্বন্দ্ব) লেগে যায়, নিজস্ব অভ্যাস ও সংস্কারগুলিকে adjust (সুনিয়ন্ত্রিত) করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। প্রধান জিনিস

হ'লো, ইষ্টের প্রতি একটা vigorous sentiment (প্রবল ভাবানুকম্পিতা) গজিয়ে দেওয়া। সেইটে হ'লে ভাল-মন্দ সব নিয়ে সে চেষ্টা করে ইষ্টকে খুশি করতে। আত্মনিয়ন্ত্রণের একটা গরজ বোধ করে। নইলে সুধু বিচার-বিবেচনায় হয় না। তোমার যদি ইষ্টের প্রতি একটা অকাট্য টান থাকে, তা' তোমার ভিতর-দিয়ে অন্যের ভিতর সংক্রামিত হ'য়ে যাবে, যা'র ভিতর যেমন যতটা সংক্রামিত হওয়া সম্ভব। এই সংক্রমণের সূত্র হ'চ্ছে শ্রদ্ধা। তোমার চলন-চরিত্র, সেবা-সহানুভূতি লোকের অন্তরে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করা চাই। তখন তুমিই কত লোকের উদ্ধাতা হ'য়ে দাঁড়াতে পারবে, তা'র কি ঠিক আছে? তুমি ব্যথা পাও, তুমি অপছন্দ কর—এমনতর কাজ তখন তা'রা করতে চাইবে না। ভালবাসার দায়ে না পড়লে কি মানুষ ভাল হয়?

আশুদা (দত্ত)—আপনার কাছে যখন কথাগুলি শুনি, তখন সব কাজ জলের মত মনে হয়। কিছুই কঠিন মনে হয় না, কিন্তু যেই নিজের মত করে করতে যাই, সেই সব জটিল ব'লে মনে হয়। মাথাটা যেন গুলিয়ে যায়। ভাল ক'রে পথ পাই না। আপনার কথাগুলিও যেন ভাল ক'রে মনে থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি আমাকে ভালবাস, তোমার স্বার্থই হবে অন্যের ভাল করা। আর অন্যের ভাল করা যদি তোমার স্বার্থ হয়, তাহ'লে দেখবে, সমস্যা অনেক সরল হ'য়ে আসছে। হীন স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে হামবড়াই নিয়ে যতই বড় কাজ করতে যাও-না কেন, তা' পণ্ড করার প্রধান পুরোহিতই হবে তুমি। তোমার ভিতরের অসঙ্গতির দরুন তুমি কিছুকে বা কাউকে সুসঙ্গত ক'রে তুলতে পারবে না। ঐ অবস্থায় মাথা গুলিয়ে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। আমার চিন্তা-চলনের সঙ্গে যদি তোমার চিন্তা-চলনকে খাপ খাইয়ে নিতে পার, তাহ'লে দেখবে, আমি যা' করতে বলি তা' করা অতি সাধারণ ব্যাপার। নিজের ভাল সম্বন্ধে, নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে তোমাদের একটা বিকৃত বোধ ও প্রচেষ্টা আছে। ঐ ভূত যত সময় তোমাদের ঘাড় থেকে না নামবে, তত সময় বিফলতা ও হয়রানি তোমাদের ছাড়বে না। আমি বার-বার বলেছি, আবার বলছি—যদি নিজের ভাল চাও, নিজের স্বার্থ চাও, তবে পরিবেশের ভাল কর, পরিবেশের স্বার্থ দেখ—ইষ্টপ্রাণ অনুবর্ত্তনায়। এই কথাটা যদি তোমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস কর, এবং অভ্যাসে আয়ত্ত কর, তখনই দেখবে—তোমাদের পরিবার, পরিবেশ, এমন-কি সারা দেশ দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রমথদা (গঙ্গোপাধ্যায়)—এতে বড় পরিশ্রম করতে হয়। আর যাদের ভাল করা যায়, তাদের অনেকেই মন্দ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-পরিশ্রম না করলে নয়, সেই পরিশ্রম করাই লাগে।

পরিবেশ যদি অবনতির পথে চলে, আমাদের উন্নতি তাতে ব্যাহত হয় অতোখানি। আর কৃতঘ্নতা স্বভাব যাদের, তা'রা তো উপকার পেয়ে অপকার করেই। তাই ব'লে যে পরিবেশকে দেখব না, তা' তো হয় না। খেলে খাদ্যবস্তুর ভিতর-দিয়ে হয়তো এমন infection (সংক্রমণ) হ'তে পারে, যা'তে হয়তো স্বাস্থ্যের ক্ষতি হ'তে পারে। কিন্তু তাই ব'লে কি আমরা খাওয়া বাদ দিই? না, খাওয়া বাদ দিয়ে বাঁচা যায়? খাদ্য সম্বন্ধে যতটুকু precaution নেওয়ার (সাবধানতা অবলম্বন করার), তা' নিতে হয়। আবার তা' সত্ত্বেও যদি infection (সংক্রমণ) হয়, তখন তা'র প্রতিকারের জন্য যা' করার তা' করতে হয়। যা' করণীয় তা' করার ধাপে-ধাপে আত্মরক্ষার দিকে যথাসম্ভব নজর দিয়ে চলতে হয়, তা' সত্ত্বেও যদি বিপদ দেখা দেয়, তা' নিরোধ করার মত প্রস্তুতি আগে থাকতে রাখতে হয়। কিছু লোক উপকার পেয়েও অপকার করবে—এটা ধরেই রাখতে হয়। তাছাড়া, যে যতই ভাল হো'ক, কা'রও জন্য কিছু ক'রে, তা'র কাছ থেকে কোন প্রতিদান প্রত্যাশা করতে নেই। প্রত্যাশা যদি থাকে, আর তা' যদি ব্যাহত হয়, তবে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়, ক্ষুণ্ণ হয়, মুষড়ে পড়ে। অপরের জন্য কিছু করার প্রবৃত্তি উবে যেতে থাকে। তাই ঐসব বালাই-ই রাখতে নেই। দেখতে হয়, তোমার সব করার ভিতর-দিয়ে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার সুবিধা কতখানি হয়। সেই দিক দিয়ে মানুষগুলিকে করিয়ে নিতে হয়। তাতে তাদেরও উপকার হয়। তা' না ক'রে শুধু service (সেবা) দিয়ে ছেড়ে দিলে, service (সেবা) নিতে-নিতে পাতিত্য এসে যায়। ধর, একজনের বিপদে তুমি সাহায্য করলে, অন্যের বিপদে সে যদি স্বতঃ-দায়িত্বে সাহায্য নাও করতে চায়, তবু তা'র উপর চাপ দিয়েও তা'কে দিয়ে কিছু করান ভাল। কিন্তু সাবধান! কা'রও জন্য কিছু করেছ ব'লে, সেই অজুহাতে তা'র কাছ থেকে নিজের জন্য কিছু দাবী করতে যেও না। অবশ্য তোমার নিজের প্রয়োজন হ'লে যে তা'র কাছে চাইতে পারবে না, তা নয়, কিন্তু তা'র মধ্যে এমন কোন ভাব থাকবে না যে, তুমি তোমার করার প্রতিদানে তা'র কাছ থেকে চাচ্ছ। এতে সে যদি সাড়া দেয় তাও ভাল, না দেয় তাও ভাল। তোমার যদি মানুষের জন্য করার অভ্যাস থাকে, যাদের জন্য কর, তা'রা যদি তোমার কিছু নাও করে, তাহ'লেও পরমপিতার বিধানে তোমার প্রয়োজন স্বতঃই পূরণ হবার কথা। কিন্তু প্রত্যাশা নিয়ে করলে বিশেষ কিছুই হয় না। তোমার স্বভাবটাই এমন হওয়া চাই যে, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা-কল্পে মানুষের ভাল না ক'রেই পার না—তাতে তোমার যত কষ্টই হো'ক। এতে পরিবেশের সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তুমি গড়পড়তায় উচ্ছল হ'য়ে চলতে পারবে।

একটি দাদা বললেন—ঠাকুর! আমার খাওয়ার উপর খুব লোভ, খেতে বসলেই বেশী না খেয়ে পারি না, আর তার ফলে পেট-খারাপ ছাড়ে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর চাইতে বার-বার অল্প-অল্প ক'রে খাস্। একসঙ্গে বেশী খাস্ না। যে খেতে দেয়, তা'কেও বলে রাখিস্ যেন বেশী না দেয়। আর খাওয়ার লোভ কমে, অন্যকে পরিতোষ-সহকারে খাওয়াবার ভিতর-দিয়ে। মাঝে-মাঝে অন্যকে সামনে বসে খাওয়াবি। খাওয়াবার নেশা যদি পেয়ে বসে, তা'হলে খাওয়ার নেশা আপনিই কমে।

করুণাদা (মুখোপাধ্যায়)—ঠাকুর! কবিতার সঙ্গে কি ছন্দের কোন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবের সঙ্গে আসে ভাবানুগ ভাষা ও ছন্দ। তাই যে শুধু কবিতারই ছন্দ আছে, তা' নয়, গদ্যেরও ছন্দ আছে। ভাব ও ভাষার সঙ্গে তা' ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই ছন্দের যে কত রকমারি অভিব্যক্তি হ'তে পারে, তা'র কোন ইয়ত্তা নেই। প্রত্যেকটা ভাবের একটা আবহাওয়া আছে, ভাষার ছন্দটা সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। ভাব যদি জীবন্ত হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে ওগুলি অর্থাৎ ভাষা ও ছন্দ আপনি ফুটে ওঠে। তথাকথিত ছন্দ ঠিক থেকেও কবিতা না হ'তে পারে, আবার চিরাচরিত ছন্দের ব্যতিক্রম হ'য়েও কবিতা হ'তে পারে, যদি ভাবটা উজ্জ্বল ও প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ পায়। তখন সেইটেই হয়তো আর একটা নূতন ছন্দ ব'লে গৃহীত হয়।

একটি দাদা জানালেন—আমার গন্ধদ্রব্য, প্রসাধন-দ্রব্য ইত্যাদির একটা কারখানা খুলতে ইচ্ছা করে। আপনি কী বলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালভাবে করতে যদি পার, তা'হলে তো খুব ভালই। তবে বিদেশী অনুকরণে না-ক'রে আমাদের দেশে আগে কি-সব জিনিস চালু ছিল, সেইগুলি যদি ঘেঁটেঘুঁটে খুঁজে বের করতে পার, এবং যুগোপযোগী রূপ দিতে পার, তাহ'লে ভাল হয়। বিলাসদ্রব্যের সঙ্গে স্বাস্থ্য ও শুচিতার সম্পর্ক চাই। আজকাল সাবান, স্নো, পাউডার, ক্রীম ইত্যাদি ব্যবহারের রেওয়াজ খুব হ'য়েছে। এতে সাময়িক একটু চক্‌চকে দেখালেও, গায়ের রং যে স্থায়িভাবে উজ্জ্বল করে, তা' কিন্তু নয়। তা'র জন্য হয়তো দরকার লিভার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির normal function (স্বাভাবিক ক্রিয়া) এবং endocrine gland (আভ্যন্তরীণ গ্রন্থি)-গুলির proper secretion (উপযুক্ত ক্ষরণ)। তাই, বাইরের প্রয়োগ যেমন চলবে, সঙ্গে-সঙ্গে খাদ্য, ওষুধ, আচার-নিয়ম এমনভাবে করতে হবে, যা'তে শরীরের দীপ্তি, কান্তি আপনা-থেকে বৃদ্ধি পায়। সবটা মিলে হবে একটা complete system of treatment (পরিপূর্ণ চিকিৎসার

বিধান), আর সেগুলি হবে inter-fulfilling (পারস্পরিক পরিপূরক)। প্রসাধন দ্রব্যগুলির ingredient (সামগ্রী) এমন হওয়া ভাল, যা' শরীরে absorbed (শোষিত) হ'য়ে, শরীর মন সুস্থ ও দীপ্ত ক'রে তুলতে সাহায্য করে। একইরকম প্রসাধনদ্রব্য যে সবার উপযোগী হয়, তা' কিন্তু নয়। প্রকৃতি ও প্রয়োজন বুঝে প্রসাধনদ্রব্যের রকমারি করা বাঞ্ছনীয়। মাথা খাটিয়ে-খাটিয়ে মানুষের প্রকৃত সেবার দিকে লক্ষ্য রেখে যদি করতে পার, দেখবে, পয়সারও অভাব হবে না, লোকেরও কতখানি উপকার হবে, আবার তোমারও জ্ঞান-বুদ্ধি ও যোগ্যতা কত বেড়ে যাবে। ব্যবসায়ের নিয়মনীতিগুলি যা' আমার বলা আছে, সেগুলি কিন্তু পালন ক'রে চ'লো। কর, খুব ভাল ক'রে কর। নিজে দাঁড়াও, পাঁচজনকে দাঁড় করাও। বহুর পালন-পোষণের ধান্ধা নিয়ে চল। ঐ আগ্রহই তোমাকে বড় ক'রে তুলবে।

সতীশদা (চৌধুরী)—সাহস জিনিসটা কি জন্মগত, না এটা ইচ্ছা করলে বাড়ান যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ-কেউ জন্মের থেকেই সাহসী ও নির্ভীক্ প্রকৃতির, আবার কেউ-কেউ জন্মের থেকেই ভীরু প্রকৃতির, সামান্য কারণেই ভয় পায়, ঘাবড়ে যায়, জন্মগত এই প্রকৃতি বদলান কঠিন ব্যাপার। তবে অনুশীলন করলে ধীরে-ধীরে সাহস বাড়ে। সাহস নানারকমের আছে। একজন হয়তো একটা মারামারির সামনে এগিয়ে যেতে ভয় পায় না। সেই লোকই হয়তো একটা সভায় বক্তৃতা করতে যেয়ে ভয়ে বিচলিত হ'য়ে পড়ে। আবার যে বক্তৃতা করতে ভয় পায় না, সে হয়তো কোন বিপদের মধ্যে পড়লে ভীত, ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে, কি করবে ভেবে ঠিক পায় না, সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হ'তে পারে না। একজন হয়তো পরিশ্রমকে ডরায় না, কিন্তু দায়িত্ব ও ঝুঁকি নিতে ভয় পায়। সেইজন্য একদিক থেকে যাকে সাহসী বলছ, অন্যদিক থেকে সে হয়তো ভীরু, আবার একদিক থেকে যাকে ভীরু বলছ অন্যদিক থেকে সে হয়তো সাহসী। যা'র যে দিকে দুর্ব্বলতা, সঙ্কোচ ও ভয় থাকে, কাজের ভিতর ফেলে আশা-ভরসা ও উৎসাহ দিয়ে কৃতকার্য্যতায় সমীচীন ক'রে তার ঐ দুর্ব্বলতা, সঙ্কোচ ও ভয় কাটিয়ে দিতে হয়। মানুষকে খুব রোখায়ে দেওয়া লাগে—মারি অরি পারি যে কৌশলে—এমনতর ভাব সৃষ্টি ক'রে দিতে হয়। মানুষ যদি ভাল আচার্য্যের হাতে না পড়ে এবং আচার্য্যের প্রতি যদি খুব সম্বেগ না থাকে, তাহ'লে তার knot (গ্রন্থি) কাটে না। Education (শিক্ষা) মানে কতকগুলি বই পড়া নয়, আচার্য্যের নির্দ্দেশমত চলা, করা। তা'র ভিতর-দিয়েই compelx (প্রবৃত্তি)-গুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, দুর্ব্বলতা ও অপারগতাগুলি

কাটতে থাকে। মানুষ তার সম্ভাব্যতা-অনুযায়ী নানাদিক দিয়ে দক্ষ হ'য়ে ওঠে। তাই দীক্ষাই হ'লো শিক্ষার মূল। তবে একটা কথা মনে রেখো—সাহস মানে কিন্তু হঠকারিতা নয়, বোধ, বিচার, বিবেচনা, কৌশল, পরাক্রম, আত্মপ্রত্যয়, ভয়শূন্যতা—এ-সবই তা'র সঙ্গে জড়ান। প্রকৃত সাহসী যে, সে অন্যের ভিতরও সাহস সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারে।

একটি দাদা বললেন—ঠাকুর! আমার diabetes (বহুমূত্র), বহুরকম ওষুধ করলাম, কিছুতেই উপকার পাচ্ছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্যারীকে দেখালে হয়। প্যারীর কাছে আমার অনেক সময় অনেক রকম কওয়া আছে। আর খাওয়া-দাওয়া খুব সাবধানে করতে হয়।

একটা বিড়াল এসে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। একজায়গা থেকে তাড়া খেয়ে আর-এক জায়গায় যাচ্ছে। তারপর একজনের কাছে একটু আদর পেয়ে সেখানে চুপচাপ ব'সে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই লক্ষ্য ক'রে হাসতে-হাসতে বললেন—মানুষ বল, গরু বল, কুকুর বল, বিড়াল বল, সকলেই একটু আদরের প্রত্যাশী। বিড়ালটা সবার কাছে তাড়া খেয়ে ওর কাছে এসে নিশ্চিন্তে বসেছে। ভেবেছে—এই আমার নিরাপদ আশ্রয়। তাই নড়নচড়নটি নেই।

যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত)—আপনি তো বলেন কারো কাছে কোন প্রত্যাশা না রাখতে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সহাস্যে)—ও কথা কি বলি সাধে? প্রত্যাশা রেখে যদি প্রত্যাশা পূরণ না হয়, তাহ'লে বড় কষ্ট। তবে প্রীতি-প্রত্যাশা কি মানুষের যায়? তা যাক বা না যাক, পূরণ হোক বা না হোক, আমি ভাবি—আমার কাছ থেকে অন্যের প্রীতি-প্রত্যাশা যা', তা' যেন যথাসম্ভব পূরণ ক'রে চলতে পারি। নিজে যদি ব্যথা পাইও অন্যের ব্যথার কারণ যেন না হই।

একটি দাদা বললেন—আমার বাবার ইচ্ছা যে গ্রামের সবার সুবিধার জন্য ভাল দেখে একটা পুকুর কাটি, কিন্তু আমার মনে হয়, পুকুর কাটলেও পুকুরের জল ঠিক রাখার মত শিক্ষা গ্রামের লোকের নাই, তাই ঐ টাকা দিয়ে বরং কয়েকটা টিউবওয়েল (নলকূপ) গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ক'রে দিই। কী করলে ভাল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবার ইচ্ছা পূরণ করাই লাগে। জলাশয় প্রতিষ্ঠা একটা পরম পুণ্য-কর্ম্ম। পুকুরের জল যাতে নষ্ট না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা লাগে। আর পুকুর ও টিউবওয়েল (নলকূপ) দুই-ই যদি করতে পার, আরো ভাল হয়। আগে গরমের সময় অনেকে রাস্তার পাশে বড়-বড় গাছের ছায়ায়

জলছত্র খুলতো, কেউ আসলে বসতে দিত, তালপাখা দিয়ে হাওয়া করতো। তারপর একটু ঠাণ্ডা হ'লে জল-বাতাসা ইত্যাদি দিত। শ্রান্ত, ক্লান্ত, পিপাসার্ত্ত যারা, তারা বিশ্রাম নিয়ে জলটল খেয়ে আবার পথ চলতে সুরু করতো। আজ-কাল সে-সব জিনিস উঠে যাচ্ছে, কে কার কথা ভাবে? শুনতে পাই, মিলিটারি কন্‌ট্রাক্‌টাররা অনেক বড়-বড় গাছ সব কেটে ফেলেছে। আগে লোকে জলাশয়-প্রতিষ্ঠা যেমন করতো প্রয়োজনমত বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠাও করতো। ঐ সব tradition (ঐতিহ্য) খুব ভাল ছিল। লোককল্যাণকর কাজগুলি religiously (ধর্ম্মাচরণ-হিসাবে) করা হত। ইষ্টভৃতির ভ্রাতৃভোজ্য ও ভূতভোজ্যদান ইত্যাদি যদি তোমরা religiously observe (ধর্ম্মাচারণ-হিসাবে পালন) কর, তাহ'লে দেখবে, এর ভিতর-দিয়ে কতখানি পারস্পরিকতা গজিয়ে ওঠে।

এরপর অনেকেই ঋত্বিক্‌-অধিবেশনে গেলেন।...............

বেলা আন্দাজ সাড়ে এগারোটা। শ্রীশ্রীঠাকুর সবেমাত্র খেয়ে এসে মাতৃ-মন্দিরের মাঝের-ঘরে চৌকিতে বিছানার উপর বসেছেন। কাছে দাদাদের ও মায়েদের ভিড়। হঠাৎ উল্লাসভরে ডাক দিলেন—এই রবি!

রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) এগিয়ে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আয়! বয়, খবর শুনি। মিটিং-এ কি কি হল?

রবিদা আনুপূর্ব্বিক সব বর্ণনা করতে লাগলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর খুশিভরে মহাআগ্রহে শুনছেন। হরিপদদা ইতিমধ্যে চিরুণি দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথা আঁচড়ে দিচ্ছেন। একসময় রবিদাকে আড়াল ক'রে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুই এক মহা বেরসিক! হরিপদদা লজ্জিত হ'য়ে অন্যপাশে স'রে দাঁড়ায়ে তাড়াতাড়ি মাথা আঁচড়ান শেষ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ ডানহাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন—আমি মানুষ খুঁজি, আমায় একটা মানুষ দেবে? পরক্ষণেই আপন মনে আবৃত্তির সুরে বলতে লাগলেন—

'তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে,
তাকাস্‌নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।'

চুনীদাকে দেখে সস্নেহে বললেন—চুনী আয়!

চুনীদা এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালিদাসীমাকে বললেন—'বলাকা'টা দে তো!

কালিদাসীমা এনে দিলেন। সঙ্গে চশমাটিও দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চশমা প'রে 'বলাকা' থেকে দেখে-দেখে 'হে বিরাট নদী' কবিতাটি অনুপম-ভঙ্গীতে আবৃত্তি করলেন—

'তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে,
তাকাস্‌নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।'

শেষের এই ক'টি লাইন কয়েকবার পড়লেন। আবার বলতে লাগলেন—কি ছাই, তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র স্বার্থ আমাদের—কত বড় বৃহৎ জীবন থেকে বঞ্চিত করে রাখে। তাই, 'তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে তাকাস্‌নে ফিরে।' এক মুহূর্ত্তে ঝেড়ে কেটে দাঁড়াতে হয়। পিছনে তাকাতে গেলে, সেই 'কৌপীনকাওয়াস্তে'-সাধুর মত একের-পর-এক জড়িয়ে যেতে হয়, সম্মুখে এগোন আর হয় না। একটু-একটু থেমে আবার হাসতে-হাসতে গান ধরলেন—'মন! ছাড় যদি দাগাবাজী, পেলেও কৃষ্ণ পেতে পার।' কয়েকবার গাওয়ার পর হাত ঘুরিয়ে তেহাই দিয়ে বললেন—মন ছাড় যদি..............!

কারও মুখে টুঁ-শব্দটি নেই, সবাই মনে-মনে ভাবছে—তাহ'লে কি আমাদের দিয়ে কিছু হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর অভয় দিয়ে বললেন—চাই একটুখানি প্রবৃত্তি-পরভেদী টান। একটুখানি আন্তরিক ইচ্ছা। ইচ্ছা থাকলে এক লহমায় হয়। তখন দেখতে পাবে, তোমরা সব চিরদীপ্ত রোশনির rocket (হাউই বাজী)। তোমাদের আলো একমুহূর্ত্তে কোটি-কোটি বৎসরের অন্ধকার দূর করে দেবে।..............
তোমরা পরমপিতার কাছে কত কি চাও। তিনি দুটো-একটা যা' দেন, তারই ঠেলা সামলাতে পার না। তা' পেয়ে তা'তে আসক্ত হ'য়ে যাঁর দয়ায় পাও, তাঁকে ভুলে যাও। তিনিও দেখেন, নোলাচুষি নিয়ে বেশ ভুলে আছে। তাই আর ঘাঁটান না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখেন। তখন হয়তো আরো চাও, তাও হয়তো দেন। কিন্তু তা'তে তোমার লাভটা কী? তোমার ভাবটা হওয়া উচিত—'আমি কিছু চাই না, আমি চাই তোমাকে। কেবল তোমাকেই আমি

চাই।' তোমার যা-কিছু তার জন্য, কোন-কিছু যদি তাঁর কাজে না লাগে, বরং তাঁর থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে দেয়, তা' দিয়ে তোমার কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুমের সময় হ'য়ে এলো ব'লে আস্তে-আস্তে সবাই বেরিয়ে পড়লেন।

১লা বৈশাখ, শনিবার, ১৩৫২ (ইং ১৪।৪।৪৫)

আজ নববর্ষের প্রথম দিন। ঋত্বিক্-অধিবেশন ব'লে নানাস্থানের সহস্র-সহস্র লোক আশ্রমে উপস্থিত আছেন। সবাই সকালে প্রণামীসহ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম করছেন। এর মধ্যে অনেকেই স্নান ক'রে এসেছেন। কেউ-কেউ ফুল বা ফুলের-মালা সঙ্গে এনেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম করার পর অন্যান্য পূজ্যবর্গকে প্রণাম করছেন সবাই। একটা আনন্দের সাড়া প'ড়ে গেছে সারা আশ্রমে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পেছন দিকে বাবলাতলায় একখানি বেঞ্চিতে ব'সেছেন। দলে-দলে লোক আসছে, যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে টুকরো-টাকরা কথা জিজ্ঞাসা করছেন একে-ওকে। কেউ-কেউ এক পাশে ব'সে যাচ্ছেন। এইভাবে ধীরে-ধীরে ভিড় জ'মে উঠলো।

মদনদা (দাস) বললেন—ঠাকুর! আপনি তো আমাদের অনেককিছু করতে বলেন। কিন্তু বহু কাজই তো আমরা করতে পারি না। এতে মনে একটা গ্লানি আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ গ্লানি যদি তোমাদের glow (দীপ্তি) বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে, তাহ'লে তা' ভালই। কিন্তু ওর ফলে যদি হতাশ ও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে পড়, তা' কিন্তু ভাল না। একটা কথা আছে—failures are the pillars of success (অসাফল্যই সাফল্যের স্তম্ভ)। কোথাও অকৃতকার্য্য হ'লে যদি আমরা খতিয়ে দেখি—কেন অকৃতকার্য্য হ'লাম, ত্রুটি ছিল কোথায়, কী কী করা হয়নি—ইত্যাদি, এবং সেই কাজ ও অন্য কাজের বেলায় তজ্জাতীয় ত্রুটিগুলি যদি পরিহার ক'রে চলি, তাহ'লে কৃতকার্য্যতারই সম্ভাবনা থাকে বেশী। পারাই যাদের কাম্য ও লক্ষ্য তা'রা না-পারার ভিতর-দিয়েও পারার লওয়াজিমা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত থাকে। না-পারাটাও তাদের wiser (বিজ্ঞতর) ও more determined (অধিকতর সঙ্কল্পবদ্ধ) ক'রে তোলে। আমার চাহিদা-পূরণ যদি primary (প্রাথমিক) হয় তোমাদের কাছে, তাহ'লে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা' করতে পারবে অনেকখানি করবেই, না-ক'রেই ছাড়বে না। কিন্তু নিজেদের চাহিদাগুলিকে যদি মুখ্য ক'রে চল, তাহ'লে হয়তো আমার চাহিদা-পূরণের

জন্য উপরসা-উপরসা চেষ্টা করবে, আর তাতেই মনে হবে, 'যথেষ্ট করেছি', আর আমার কাছে ও লোকের কাছে ব'লে বেড়াবে—ঢের চেষ্টা করেছি, হ'লো না। হ'লো না, পারলাম না—এ-কথা বলায় তোমারই বা সার্থকতা কী, আর আমারই বা সার্থকতা কী? আমার যদি কোন একটা হাউসই থাকে, আর সেই কথাই যদি তোমার কাছে ব্যক্ত করি—যাতে তার পূরণ হয়, সেই ব্যবস্থাই তো করবে, না আর কিছু? এর জন্য ঘৃণা, লজ্জা, মান, অভিমান, অহঙ্কার, আলস্য, স্বার্থপরতা—এক কথায় সব রকম প্রবৃত্তির দাবী তোমাকে অস্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। অতোখানি একাগ্র ও একান্ত হ'য়ে যদি লাগ, তাহ'লে পরমপিতা তোমার সহায়, বিশ্বপ্রকৃতি তোমার সহায়, সমগ্র পরিবেশ তোমার সহায়। তখন তোমাকে রোখে কে?

একটি দাদা বললেন—নানারকম সাংসারিক দুশ্চিন্তায় আমার কিছু ভাল লাগে না। অথচ সেগুলি তাড়াতেও পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাড়ান দিয়ে কি কাম? ইষ্টচিন্তা, ইষ্টকর্ম্ম বাড়ায়ে দাও। তখন ওগুলি অতোখানি দৌরাত্ম্য করতে পারবে না। বাস্তব সমস্যা যেগুলি আছে, সেগুলির সমাধানের চেষ্টাও করা লাগে। দরদী ইষ্টপ্রাণ সেবায়, ব্যবহারে মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে হয়। তখন দেখবে, তারাই তোমার জন্য ভাববে। আর যে-ব্যাপারে যখন যা' করণীয় তা' কিন্তু করবেই। সাংসারিক করণীয়গুলি ক্রমপর্য্যায়ে ক'রে গেলে, সংসার নিয়ে অত বিব্রত হ'তে হয় না। ধর, তোমার ছেলেটা আজ হয়তো বেয়াড়া হ'য়ে গেছে, সেজন্য তোমার মন খারাপ। কিন্তু এই অবস্থাটা একদিনে হয়নি। ছেলের উপর দিনের পর দিন যে নজর রাখা দরকার তা' না-রাখায় আজ হয়তো এমনটা দাঁড়িয়েছে। তুমি হয়তো ঋণের দায়ে জর্জ্জরিত, কিন্তু গোড়া থেকেই যদি সঙ্কল্প থাকতো, কষ্ট হয় সেও ভাল, কিন্তু ঋণের মধ্যে যাব না, বরং দায়-বেদায়ের জন্য কিছু-কিছু সঞ্চয় করতে চেষ্টা করব, তাহ'লে সঞ্চয় হোক-না-হোক ঋণটা না-ক'রে হয়তো চলতে পারতে, কিছু সঞ্চয় হওয়াও অসম্ভব ছিল না। সব দিকে খেয়াল রেখে সুচিন্তিত, দূরদর্শী চলনে চলা লাগে। Methodical habit (প্রণালীসম্মত অভ্যাস) না-হ'লে, মানুষের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। এই সব habit (অভ্যাস) ছেলেবেলা থেকে form (গঠন) করা লাগে। তাই home (বাড়ী)-গুলি যদি reformed (সংস্কৃত) না-হয়, তবে কোন educational reform-এই (শিক্ষা-সংস্কারেই) কাজ হবে না।

জিতেনদা (মুখোপাধ্যায়)—আপনি প্রায় সব প্রসঙ্গেই ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্ট-প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, সব ব্যাপারেই কি এটা প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐটেই হ'লো ভবসমুদ্রের compass (দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্র)। প্রতিপদক্ষেপে ঐ দিয়ে মেপে-মেপে চলতে হয়। বুদ্ধদেব বলেছেন সম্যক্ দৃষ্টির কথা। আমার মনে হয়, সেও ঐ ইষ্টস্বার্থ, ইষ্টপ্রতিষ্ঠার কথা। ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার মধ্যে আছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার সমন্বয় এবং তা' বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে। তাই এতে কোন অন্ধ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। সুবিধার পথ এন্তার খোলা—তা' নিজের ও পরের। আবার সব-কিছুর সার্থকতার একটা জীবন্ত কেন্দ্র থাকে। তাই দানা বেঁধে ওঠে, রূপ নেয়। নইলে মঙ্গল বা কল্যাণ-প্রচেষ্টা যে কত অনির্দ্দিষ্ট ও অবান্তর পথে বিভ্রান্ত ও বিলীন হ'য়ে চলে, তার কোন ঠিকানা নাইকো। বাদ-বিবাদেরও অন্ত থাকে না। হাজারো রকম philosophy (দর্শন)-এর আমদানী হ'তে থাকে। আমি যে Ideal (আদর্শ বা ইষ্ট), individual (ব্যষ্টি) ও environment (পারিপার্শ্বিক)-এর concordance (সঙ্গতিসাধন)-এর কথা বলি—তা' করতে গেলেও চাই প্রতিপ্রত্যেকের ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে চলা। একটা মানুষ এই চলনে চলতে সুরু করলে, তার যে কতখানি শুভ প্রভাব হয়, তার ইয়ত্তা নাই। কেউ যদি দেশের-দশের জন্য কিছু করতে চায় তার আদিও এখানে, মধ্যও এখানে, অন্তও এখানে।

তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমি দেখেছি, কবিগানের ভিতর-দিয়ে বেশ যাজন হয়। একসঙ্গে বহুলোক ভাবধারা জানতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা, কবি, কথকতা, কীর্ত্তন, নাটক, নভেল, গল্প, খবরের কাগজ, রেডিও, ছড়া, গান, শ্লোগান, textbook (পাঠ্যপুস্তক), সভাসমিতি, আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি যতকিছুর ভিতর-দিয়ে জীবনীয় ভাবধারাগুলি চারিয়ে দেওয়া যায়, ততই ভাল। এই সব কাজ ভালভাবে করতে গেলে কর্ম্মী চাই, অর্থ চাই। দেশে বহু জোতদার আছে। তাদের দীক্ষা দিয়ে, তাদের কাছ থেকে এই সব কাজের জন্য যদি অর্ঘ্যস্বরূপ জমি সংগ্রহ কর, তাহ'লে কাজের পক্ষে সুবিধা হয়। প্রত্যেককে এই কথাটা ভাল ক'রে বোঝাতে হয় যে, যে যতই হোমরা-চোমরা হোক-না-কেন, একক কেউ দাঁড়াতে পারবে না। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যই চাই ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য, ইষ্টানুগ লোকবর্দ্ধনার জন্য যার-যার সাধ্যমত উৎসর্গ করা। এগুলি অবশ্য-করণীয়। ধর্ম্মের মধ্যে কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধের স্থান নেই, এ-কথা বিশেষভাবে মনে রেখো। ইসলাম-প্রসঙ্গের ভাবধারা যাতে হিন্দু-মুসলমান উভয়-সম্প্রদায়ের মধ্যেই চারিয়ে যায়, তার ব্যবস্থা করবে। আমি যে ঋত্বিকীর কথা বলেছি, সেই ঋত্বিকীটাও চারান লাগে। যজমান ইষ্টভৃতি যেমন

করবে, ঋত্বিকের ভরণ-পোষণের জন্য ঋত্বিকীও তেমনি করবে। ঋত্বিকীটা হ'য়ে গেলে, ঋত্বিকদের মধ্যে আজ যারা চাকরী-বাকরী বা অন্য কাজ করছে, তাদের আর তা' করা লাগবে না। অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে ঋত্বিকতা করতে পারবে। এখানকার যারা আমার কাছ থেকে নিতে বাধ্য হ'চ্ছে, তারাও তা' থেকে free (মুক্ত) হ'য়ে যাবে। এতে কাজের পক্ষে খুব ভাল হবে। আমার কাছ থেকে নেওয়ার বুদ্ধি থাকলে দম ক'মে যায়। আবার ভিতরে-ভিতরে অনুযোগ, অভিযোগ ও অসন্তোষের ভাবও মাথা-তোলা দিতে থাকে। কারণ, মানুষের প্রত্যাশা ও প্রয়োজনের কোন সীমারেখা নেই। তা' কেবল বেড়েই চলে। যেখানেই অপূরণ সেখানেই ক্ষোভ। প্রকারান্তরে ক্ষোভটা হয় আমার উপর। এর চাইতে সর্ব্বনাশা ব্যাপার আর নেই। ঋত্বিকীর উপর দাঁড়াতে যদি চেষ্টা করে, তাহ'লে চাকা ঘুরে যাবে, নিজের যোগ্যতা বাড়াবার দিকে ঝোঁক যাবে। আর একটা কথা, সৎসঙ্গ ইঞ্জিনীয়ারিং এ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের শেয়ার যাতে বিক্রী হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রেখো। খেপুর কাছ থেকে শুনে যেও। এ কেবল তোমাকে কচ্ছি না, সকলকেই কচ্ছি।

একটি ছেলে সংস্কৃতে বেশ ভাল আবৃত্তি করতে পারে। তার বাবা এসে বললেন—দয়াল! আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহ'লে আজ নববর্ষের দিনে আমার খোকা আপনার সামনে একটা সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ ক'রে শোনাবে। আপনি যখন আদেশ করেন, তখনই করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আমার সময়ের মালিক তো তোমরা। ফুরসুত ক'রে নিও এক সময়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে ছেলেটি যেন একটু দমে গেল। তার ইচ্ছা—এখনই শোনায়। তাই লক্ষ্য ক'রে বললেন—ইচ্ছা করলে এখনও শোনাতে পারিস্।

ছেলেটি খুশিতে উচ্ছল হ'য়ে বলল—শোনাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর (উৎসাহ-সহকারে)—হ'। লাগাও।

ছেলেটি শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে, হাত জোড় ক'রে, আবেগের সঙ্গে, সুললিত কণ্ঠে, উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি সুরু করল—

প্রভুমীশমনিশমশেষগুণং
গুণহীনমহীশগণাভরণম্।
রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।

এইভাবে সমগ্র শিবাষ্টক স্তোত্রটি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করল। চতুর্দ্দিক্‌কে তার

অপূর্ব্ব অনুরণন ছড়িয়ে পড়ল।

আবৃত্তির পর ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—খুব ভাল। সংস্কৃত খুব ভাল ক'রে শেখ। সংস্কৃতকে বলে দেবভাষা। সত্যিই তাই। উচ্চতর ভাবের স্পন্দন জাগাতে এ ভাষার জুড়ি নেই। তবে তুমি যেমন ক'রে শিখেছ, এই রকম শুদ্ধ উচ্চারণ হওয়া চাই। কোন ভাষা ভাল ভাবে আয়ত্ত করতে গেলে শুধু সেই ভাষা শিখলেই হয় না। তা'ছাড়া আরো দুই-একটা ভাষা শিখতে হয়। তাই সংস্কৃতের সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজী-বাংলাও ভাল ক'রে শিখবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অমৃতদাকে (হালদার) বললেন—চোখে-মুখে রোদ পড়ছে, স'রে বসলে হয়।

অমৃতদা স'রে বসলেন।

সুশীলদা (বসু)—মাদ্রাজের দিকে এবং অন্যান্য স্থানেও এখনও কিছু-কিছু পরিবার পাওয়া যায়, যারা বাড়ীতে নিজেদের মধ্যে সংস্কৃতে কথা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ঐ যে বলে dead language (অপ্রচলিত ভাষা), তার কোন মানে হয় না। ইচ্ছা করলে আবার চালু করা যায়। সংস্কৃতের বহুল চর্চা যদি হয়, সংস্কৃত ভাষায় নিহিত ভাবসম্পদের উদ্‌ঘাটন ও প্রচার যদি হয়, তাহ'লে cultural conquest (কৃষ্টিগত পরাজয়) অনেকখানি counteracted (নিরাকৃত) হ'তে পারে। শুনেছি, আমাদের দেশ থেকে কত manuscript (পাণ্ডুলিপি) বিদেশে নিয়ে গেছে। আমরা তো ঘরের জিনিসের কদর বুঝি না। ওরা হয়তো ঐসব জিনিস থেকে কত কি বের করছে। হারাণ কবিরাজের গুরু ছিলেন গঙ্গাধর কবিরাজ, গঙ্গাধর কবিরাজের গুরু ছিলেন জগন্নাথ কবিরাজ। এই হেমায়েতপুরের লোক। কবিরাজী সম্বন্ধে কত মূল্যবান্ manuscript (পাণ্ডুলিপি) ছিল তাঁর বাড়ীতে। তাঁর পরবর্ত্তী বংশধররা সেগুলি হেলায় নষ্ট ক'রে ফেলল।

১০ই বৈশাখ, সোমবার, ১৩৫২ (ইং ২৩।৪।৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। আজ শুক্লা-একাদশী তিথি। স্নিগ্ধ চাঁদের কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। এমন সময় কেষ্টদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার কাছে কাজ-কর্ম্মের খবর জিজ্ঞাসা করলেন।

কেষ্টদা বললেন—চিঠি লেখার তো লোক ক'মে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোক থাকতে-থাকতে অন্য লোক জোগাড় করতে হয়। ওদের

যে সময়-মত লোক জোগাড়ের দিকে নজর থাকে না। ভাবে, লোক যোগান দাও তো পারব, নচেৎ আমরা কি করব? সবটুকু দায়িত্ব মাথায় থাকে না।

এমন সময় সুশীলদা সেদিকে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুশীলদা, শোনেন!

সুশীলদা কাছে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখানকার ও বাইরের কাজের জন্য লোক অনেক দরকার। ভাল দেখে লোক জোগাড় করেন। তা' না-হ'লে কিন্তু সামাল দিতে পারবেন না। কিছু পাবে না, কষ্টের জন্য রাজী থাকবে, ভাল instinct (সংস্কার)-ওয়ালা—এমনতর শিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবক দরকার।

সুশীলদা—বাইরে গেলে চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর দূর-দিগন্তের পানে চেয়ে আনমনে ব'সে আছেন। হঠাৎ বললেন—আমেরিকান ফার্মগুলি দেখবেন, মনে হবে, লোকগুলি ব'সে আছে, কিছুই করছে না। অথচ দশ-পনর দিন অন্তর যেয়ে হিসাব নিয়ে দেখবেন, এই সময়ের মধ্যে কি huge (বিরাট) কাজ তারা ক'রে ফেলেছে। এর কারণ এই যে, যখন যেটা করবার, then and there (তৎক্ষণাৎ) promptly (দ্রুতবেগে) তারা সেটা ক'রে ফেলে—কখনও কাজ ফেলে রাখে না। তাই সব সময়ই তাদের যেন প্রচুর অবসর। তাদের habit (অভ্যাস)-ই অমন, আমাদের সে habit (অভ্যাস) গ'ড়ে ওঠেনি। তাই সবসময় লেজে-গোবরে হ'য়ে থাকি—always behind time (সর্ব্বদা সময়ের পিছনে)। যখন যা' বলেছি, তখন-তখনই যদি তা' ক'রে ফেলার তালে থাকতেন, তাহ'লে যে-কোন storm (ঝড়) combat (প্রতিরোধ) করবার ক্ষমতা হ'তো আপনাদের।

কেষ্টদা—আপনি যে ক্রমাগত ব'লে চলেছেন। একটা হ'তে-না-হ'তেই আর একটা বলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Motor-sensory co-ordination ও কাজের speed (কর্ম্মপ্রবোধী ও বোধপ্রবাহী স্নায়ুর সঙ্গতি ও কাজের বেগ) আরো বাড়ান লাগবে। এবং তা' শুধু আপনার একলার নয়, অন্যান্যদেরও। কতকগুলি লোকের মধ্যে এই ধাঁজ এসে গেলে মন্ত্রের মত কাজ হ'য়ে যাবে। যে সময়ের মধ্যে যা' চাই, তা' যদি না হয়, তাহ'লে দেশ, কাল, পাত্র ও পরিস্থিতি বুঝে যখন যেমন প্রয়োজন, তখন তেমন করতে হয়। একটা না-হ'লে লক্ষ্য ঠিক রেখে আর একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা ছাড়া আর উপায় কি? আপনারা যে করেন না, তা' নয়, কিন্তু যে সময়ের মধ্যে যতজনে মিলে যতখানি করলে কাজ হাসিল হয়, তা' হয়তো সব সময় করা হ'য়ে ওঠে না। কিন্তু যতটা করা হয়,

তা' কখনও ব্যর্থ হয় না। আর ব্যাপারও যে বড় কঠিন। পরিবেশ যে অপকর্ম্ম করে, তার ফলও তো আপনাকে ভুগতে হয়। তাই সপরিবেশ আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে লেগেই থাকতে হয়। দোষ দেবেন কা'র? স'রে দাঁড়াবেন কোথায়? কা'রও যদি কোন দোষ থাকে, তা' শোধরাবার দায়িত্ব তারও যেমন, আপনারও তেমনি—অন্ততঃ যতক্ষণ আপনি নিজের ভাল চান।

২৫শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ৮।৫।৪৫)

বেলা প'ড়ে এসেছে। আন্দাজ ছ'টা হবে। আকাশটা একটু মেঘলা-মেঘলা—রৌদ্র-মেঘের মিলিত লীলায় একটা রঙ্গীন আভা ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর বুকে। শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি সৎসঙ্গ-প্রাঙ্গণে প্রশস্ত বেঞ্চখানির উপর এসে বসেছেন। পরণে একখানি কালোপেড়ে ধবধবে সাদা ধুতি, খালি গা, পায়ে কালো চটিজুতো। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বঙ্কিমদা (রায়) প্রভৃতি কাছে আছেন। গত দুর্ভিক্ষ-সম্বন্ধে তদন্তের বিবরণ কাগজে যা' বেরিয়েছে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। সরকারের অব্যবস্থা ও অপব্যবস্থা সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এখানে যা', সারা বাংলায় তা'ই। Microcosm ও macrocosm (অর্থাৎ পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড)।

কেষ্টদা—সে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এখানে ভালটা বাদ দিয়ে খারাপ যা' সেই দিক থেকে বলছি। আবার নিজেদের মধ্যে সততা, ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতার অভাব থাকলে নিজেদের দুর্ব্বলতার দরুন অধীনস্থদের গলদ ও দুর্নীতি দূর করা যায় না।

এরপর পঞ্চাননদা (সরকার) আসলেন, পঞ্চাননদাকে সস্নেহে কাছে ডেকে শ্রীশ্রীঠাকুর আস্তে-আস্তে কি বলতে লাগলেন। এমন সময় রাজসাহী-বিভাগের সহকারী সেলট্যাক্স-কমিশনার খান-বাহাদুর এ, হক পাবনা জিলা-ম্যাজিস্ট্রেটের জ্যেষ্ঠ পুত্র এম, কবীর-সহ আশ্রম-পরিদর্শনান্তে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে প্রকাশদা (বসু), রাজেনদা (মজুমদার), ভোলানাথদা (সরকার) এবং আরো অনেকে ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করলেন, তাঁরা পাশের বেঞ্চে বসার পর বসলেন। ধীরে-ধীরে বহু লোকের ভিড় জ'মে গেল—প্রমথদা (দে), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (মিত্র), উমাদা (বাগচী), ঈশদাদা (বিশ্বাস), মণি ভাই (সেন), লোচনাদা (ঘোষ), হারান ভাই (চক্রবর্ত্তী), ননীদা (লাহিড়ী), শিশিরদা (চৌধুরী), অবন্তীদা (লাহিড়ী), মাণিকদা (মৈত্র), নগেন (দে) প্রভৃতি অনেকেই এসে হাজির হলেন।

মিঃ হক্‌—আপনার আশ্রমের সব দেখে ভাল লাগল, কিন্তু municipal arrangement (নাগরিক ব্যবস্থা) দেখে খুশি হ'তে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্মিত বদনে চুপ ক'রে রইলেন। তারপর মিঃ কবীরকে প্রীতিভরে জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা ভাল আছেন?

মিঃ কবীর—হ্যাঁ!

মিঃ হক্‌—আমার মনে হয়, মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়—সে মানুষ। ধর্ম্ম মানুষেরই জন্য। জগতে বহু ধর্ম্মমত থাকতে পারে, সে বৈচিত্র্য বিধাতারই নিয়ম। কিন্তু সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র যদি ঘাঁটা যায়, তাহ'লে আমরা দেখতে পাব, সব জায়গায় আছে এক কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! সে তো ঠিক কথা। তাই তো একে বলে বিজ্ঞান। ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক, প্রেরিতপুরুষরাও একই সত্যের উদ্গাতা। ধর্ম্মের দুটো দিক আছে—একটা divine (ভাগবত) আর একটা discrete (বৈশিষ্ট্যসম্মত)। Divine (ভাগবত) যা', তার কোন পরিবর্ত্তন নেই, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে তা' এক। কিন্তু অন্যটার বেলায় তা' নয়—যেমন, কোনস্থানে হয়তো লঙ্কা বেশী খাওয়া জীবনের জন্য প্রয়োজন, কারও স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ অবস্থায় হয়তো একটু মদ দরকার। তাই দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বাঁচা-বাড়ার স্বার্থে discrete (বিশিষ্টতা)-এর বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী।

মিঃ হক্‌—আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে—খোদাতালা কি আমাদের স্তুতি চান? তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বগুণের আধার, তবে এটা কেমন কথা যে তিনি মানুষের মুখে নিজের গুণগান শোনার জন্য এত ব্যাকুল!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি চান না, আমরা চাই; আর এতে আমরাই লাভবান হই। আমরা যতই তাঁর গুণমুগ্ধ হই, তাঁর স্তুতি করি, ততই তাঁর গুণগুলি আমাদের মধ্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে। আমাদের এই বিবর্ত্তনটা তিনি চান। তাই তিনি যদি আমাদের স্তুতি চান, সেও আমাদের মঙ্গলের জন্য। এতে তাঁরও সুখ, আমাদেরও সুখ। দেখেননি, নিন্দুক যারা তারা মানুষের কু ছাড়া দেখে না, কয় না। তারা নিজেরাও দুষ্ট হয়, সমাজকেও দূষিত করে। আবার অনেকে আছে তারা মানুষের সু দেখে এবং সুখ্যাতি ছড়ায়। তারা নিজেরাও সুখী হয়, পারিপার্শ্বিককেও সুখী করে।

মিঃ হক্‌—মুখে বার-বার বললে, প্রার্থনা করলে কী হবে? বিশেষতঃ আমাদের আরবীভাষার পদগুলির অর্থই তো অনেকে বোঝে না। এমনতর আওড়ানিতে কি কোন ফল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী। আবৃত্তি চালাতে

থাকলে ধীরে-ধীরে বোধও ফুটে ওঠে। ওগুলি বাদ দিতে নেই—অবশ্য অর্থের ব্যুৎপত্তি না হ'লে চলা, করা ঠিক-ঠিক ফুটে ওঠে না। প্রার্থনা মানে, করার ভিতর-দিয়ে প্রকৃষ্টভাবে কোন-কিছু অধিগত বা আয়ত্ত করা। যেটাকে প্রার্থনা বলেন, ওটা হ'লো auto-suggestion (স্বতঃ অনুজ্ঞা) বিশেষ। প্রার্থনার মধ্যে আছে বাস্তব করা। প্রার্থনা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা যা' করি, ওটা প্রার্থনানুযায়ী চলার পূর্ব্বকৃতি। প্রার্থনানুকূল কর্ম্মের সম্বেগ এতে গজিয়ে ওঠে। মৌখিক বলাটাই সব নয়। করার ভিতর-দিয়ে আয়ত্ত করাটাই প্রার্থনা।

মিঃ কবীর—আমার মনে হয়, যদি কোন শক্তি থাকে, তাকে জয় করার চেষ্টা করাই ভাল, নচেৎ না জেনে-শুনে গোড়াতেই নতি স্বীকার করলে আমরা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রদ্ধা না থাকলে কিছুই জানা যায় না, বোঝা যায় না। আমাদের অহমিকা জ্ঞাতব্য বস্তু বা সত্তা এবং আমাদের মাঝে একটা অজ্ঞতার পর্দ্দা খাড়া ক'রে দেয়, আমাদের অগ্রগতি, উন্নতির পথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। আর উন্নতি মানে—ঊর্দ্ধে নতি। এই নতি ও শ্রদ্ধা ছাড়া কল্যাণ নেই।

মিঃ হক্—ক্রিয়া-সম্বন্ধে আপনার মত কী? ক্রিয়াগুলি না করলে কি হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—ভাত-রান্নার একটা ক্রিয়া আছে। সেই ক্রিয়াগুলি যথাযথভাবে করলে তবে ভাত রান্না হয়, তা' না করলে ভাত রান্না হয় না। যে উদ্দেশ্যে যে ক্রিয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া আছে, সেই ক্রিয়া না করলে সে উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হবে না—এই তো বিধি।

মিঃ হক্—আপনার মতবাদের মধ্যে ক্ষমার স্থান কোথায়? ধরুন, আমি যদি একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে খুন করি, আমাকে কি আপনি ক্ষমা করবেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষমা করতে হবে এমনভাবে যাতে ক্ষতির পথ রুদ্ধ হয়। নরহন্তাকে যদি ক্ষমা করতে হয়, তবে তাকে এমনভাবে অনুতপ্ত ক'রে তোলা লাগবে যাতে তার দ্বারা পুনরায় নরহত্যা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। ততটুকু না ক'রে ক্ষমা করলে অর্থাৎ তাকে তার মত চলতে দিলে সমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধন করা হবে। পুণ্য তাই, যা' সপারিপার্শ্বিক আত্মসত্তাকে পালন ও পোষণ করে এবং পাপ তাই, যা' মানুষকে এ থেকে পতিত করে। তাই তার নিরাকরণ করাই লাগে। আপনার ছেলে যদি আফিং ধরে, সে অবস্থায় তাকে কিছু না-ব'লে কি আপনি পারেন? প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না-ক'রে, নিষ্ক্রিয়ভাবে ক্ষমা করলে সে তার সর্ব্বনাশ!

পঞ্চাননদা—ক্ষমার মধ্যে সক্ষম ক'রে তোলার ভাবটা আছে না কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর (উল্লসিত হ'য়ে)—ঠিক কইছেন! প্রকৃত ক্ষমা মানুষকে সমর্থ করে তোলে।

মিঃ হক্—আমার মনে হয়, ধর্ম্ম হওয়া উচিত dynamic (গতিশীল), তা' না হ'লে আর দশজনের উন্নতির ধার ধারব না—কোনভাবে নিরিবিলি একটা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটাব, সে ধর্ম্ম আমার পছন্দ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি insincerity (কপটতা) না থাকে, তবে তা' dynamic (গতিশীল) হবেই। আপনার প্রতি আমার যদি সত্যিকার টান থাকে, তবে তা' শুধু কথায় পর্য্যবসিত হবে না। আপনার প্রীতিজনক বাস্তব কর্ম্ম করি না, আপনার comforts (সুখ-সুবিধা)-এর দিকে চাই না, আপনাকে একটা ফুলও দিই না, তেষ্টার সময় একগ্লাস জল ভ'রেও দিই না, অথচ আপনাকে ভালবাসি, আপনার নাম ক'রে কাঁদি, এ হয় না। টান থাকলেই করা ও দেওয়ার বুদ্ধি আসে। আপনার থেকেই ক্রিয়াশীলতা ও গতিশীলতা ফুটে ওঠে।

মিঃ হক্—আপনি এই সংঘ গড়েছেন—এর উদ্দেশ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুদ্ধি ক'রে কিছু করিনি। লোকজন এসেছে, র'য়ে গেছে, তাদের নিয়ে ধীরে-ধীরে এ সব গজিয়ে উঠেছে। আর আমাদের উদ্দেশ্য খোদা—মাঝখানে যাই হো'ক না কেন।

মিঃ হক্—সন্ন্যাস কী? সন্ন্যাসের কি দরকার আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্ন্যাস চাই-ই, তবে সন্ন্যাস আপনি আসে। সন্ন্যাস মানে ভগবানে পরিপূর্ণরূপে সমর্পিত হওয়া। প্রথম হ'লো ব্রহ্মচর্য্য—বৃদ্ধির পথে চলা। তারপর গার্হস্থ্য, তারপর বানপ্রস্থ—বিস্তারে গমন, সর্ব্বশেষে আসে সন্ন্যাস—ঈশ্বরে সম্যক্ মনের ন্যস্ততা। পাঁচ বছর বয়সে ষাট বছরেরটা আসে না; ষাট বছর হ'লে সেই বয়সেরটা আসে। ইষ্টনিষ্ঠ স্বাভাবিক জীবনের চরম পর্য্যায়ে সহজেই আসে সন্ন্যাস।

মিঃ হক্—তবে ঘর-দোর, কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে চ'লে যেতে হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা তো ফাঁকিবাজী। সন্ন্যাসীকে নিজের ঘর ছাড়তে হ'তে পারে, কিন্তু সে সকলের ঘর সামলাবার জন্যে। এ-কাজ থেকে তার ছুটি কোথায়?

মিঃ হক্—সর্ব্বমানবের যোগাযোগ, মেলামেশা, পারস্পরিক অন্নপান-গ্রহণ, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা কিন্তু ঐক্য বলতে বুঝি না যে প্রত্যেককে প্রত্যেকের হাতে খেতে হবে। স্বাস্থ্যবিধির দিক থেকে তা' ঠিক নয়। সদাচারী না হ'লে তার হাতে খেতে নেই। সদাচার আবার আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক।

শ্ুনেছি, আমাদের আঙ্গুলের ডগায় এমন লক্ষ-লক্ষ ব্যাক্টেরিয়া থাকতে পারে যার একটিই আমাদের জীবন নাশের পক্ষে যথেষ্ট। একটা মেথর ময়লা ঘেঁটে গিয়ে কাপড়ের কোঁচায় মুড়ি নিয়ে বেশ হয়তো খাচ্ছে, তার কিছু হচ্ছে না, কারণ তা'র immunity form করেছে (অনাক্রম্যতা সংঘটিত হয়েছে), কিন্তু আমরা যদি সে মুড়ি খাই, তাহ'লে সাবাড় হ'য়ে যাব। কত লোক আছে যক্ষ্মার বাহক। তারা নিজেরা বেঁচে আছে, কিন্তু অন্যের মধ্যে মৃত্যুর বীজ ছড়াচ্ছে। তাই যার-তার হাতে খেতে নেই। কিন্তু সুস্থ, সদাচারী ও বিহিত সংস্কারশুদ্ধ হ'লে সে যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হো'ক না কেন, তার হাতে খেতে বাধা নেই—অবশ্য যেখানে যার হাতে যেমন ক'রে যা' খাওয়া চলে—কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যকে উল্লঙ্ঘন না ক'রে। শরীর-মনের স্বাস্থ্যের জন্যই এসব পালা দরকার। আর দেখুন, আইনকে বাঁচিয়ে চললে আইনও আমাদের বাঁচায়। আপনি তো কত বড় হাকিম মানুষ। আপনি কী বলেন এ কথার?

মিঃ হক্—তা' তো ঠিক। কিন্তু কি ক'রে বোঝা যাবে একজন সদাচারী কিনা। তাহ'লে তো ব্যক্তিগত পছন্দের উপর গিয়ে দাঁড়াল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি এই নিয়ম-কানুন মেনে চলুন। আপনার চোখ খুলে যাবে, নিজেই তখন বুঝতে পারবেন, কে কী।

মিঃ হক্—আরো পরিষ্কার করে বলি—ধরুন, আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করলাম—আপনি কি খাবেন? যদি না খান, তাহ'লে তো আমার মনে ব্যথা লাগবে, ভাবব—ঠাকুরমশায় মুখে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের কথা যতই বলুন, ভিতরে-ভিতরে গোঁড়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে যে খেতেই হবে সে কথা আপনি জোর ক'রে বলেন কি ক'রে? আমার অভ্যাস, রুচি ও পছন্দের কথাটাও তো আপনি ভাববেন। আবার আমার যদি আপনার হাতে খেতেই ইচ্ছা করে এবং আপনি খেতে দিতে না চান, তাই বা আমি শুনব কেন? প্রার্থনা ক'রে চেয়ে খাব।

মিঃ হক্—আমি তো পাঁচ ফরেজ ইত্যাদি করি না, আমাকে আপনি কী বলবেন? আমাকে কি নাস্তিক বলবেন, না অধার্ম্মিক বলবেন? নাস্তিক বলতে পারেন না, কারণ আমি খোদাতালায় বিশ্বাস করি, তবে অধার্ম্মিক বলতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' আপনি করেন না, আমি কি বলতে পারি যে তা' আপনি করেন? তবে অধার্ম্মিকও বলতে পারি না—ধর্ম্ম মানে তাই, যা' ধ'রে রাখে—বাঁচা-বাড়ায় অক্ষুণ্ণ রাখে। আপনার ভিতর আদৌ ধর্ম্ম না থাকলে আপনি বেঁচে আছেন কী-ভাবে? যতখানি ধর্ম্ম অনুসরণ করছেন—পরিবার, পরিবেশ-

সহ ততখানি বাঁচা-বাড়ার অধিকারী হয়েছেন, হচ্ছেন। ধর্ম্ম বাদ দিয়ে মানুষ টেকে না, খরচ হ'য়ে যায়।

মিঃ হক্—হিন্দু-মুস্লিম ঐক্যের কথা আমি খুব ভাবি। মানব-মিলনের এই আদর্শ বৃহত্তর সমাজে বাস্তব হ'য়ে ওঠা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুই-এক লাখ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পারশী, সাঁওতাল, গারো, নাগা, বার্ম্মিজ, গুর্খা, শিখ, মায় চিনেম্যান পর্য্যন্ত যারা এখানকার ভাবে ভাবিত হয়েছে, তাদের মধ্যে এটা গজিয়ে উঠছে।

এরপর মিঃ হক্ বিদায় নিলেন। যাবার বেলায় বললেন—খুব ভাল লাগল। আবার এদিকে আসলে আসবার ইচ্ছা রইল।

শ্রীশ্রীঠাকুরও উঠে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে বললেন—যখনই আসেন, ফাঁক পেলেই দয়া ক'রে আসবেন। (মিঃ কবীরের দিকে চেয়ে সস্নেহে বললেন)—তুমি তো এখানেই আছ। মাঝে-মাঝে দেখতে পেলে খুশি হব।

এরপর প্রমথদা ঐ দুজনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘরের দিকে গেলেন কিছু জলযোগ করাতে।

১৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ৩১।৭।৪৫)

বেলা আন্দাজ পাঁচটা, খানিকটা আগে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। আকাশটা এখনও মেঘলা। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় চৌকিতে ব'সে কথাবার্ত্তা বলছেন। কাছে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), পরেশভাই (ভোরা) প্রভৃতি।

বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় বিধানের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আলোচনা হ'চ্ছে।

কেষ্টদা কথায়-কথায় বললেন—যেখানে আমরা আজ দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকে সেই আদর্শে উপনীত হওয়া এক দুস্তর ব্যাপার। বাধা-বিঘ্ন ও বিরুদ্ধতাও যে কত অতিক্রম করতে হবে, তারও কোন অন্ত নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পট ক'রে কোন বিরাট পরিবর্ত্তন আনতে গেলে resistance (বাধা) বেশী আসে। কিন্তু যাজনের সাহায্যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি ক'রে ঝোপ বুঝে কোপ দিলে এক ঠেলায় কাজ অনেকখানি এগিয়ে যায়। যেটা সকলের পক্ষে বাস্তবে মঙ্গলকর, সে-সম্বন্ধে সমাজের লোক যদি উপযুক্তভাবে যাজিত হয়, তাহ'লে ঐ বিষয়ে organised opposition (সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতা) না হবারই কথা। কতকগুলি দুষ্টপ্রকৃতির লোক থাকে, তারা দেশের দশের মঙ্গলামঙ্গলের ধার ধারে না। তাদের প্রবৃত্তির পক্ষে রুচিকর না হ'লেই, তারা

তাতে বাধা দেয়। নিজেদের প্রস্তুতি ও কুশলকৌশলী দক্ষতা এমনতর বাড়িয়ে তোলা লাগে, যাতে ঐসব বাধা আপনাদের লোকমঙ্গলব্রতকে ব্যাহত করতে না পারে। বর্ণধর্ম্মের কথা বললে হয়তো মানুষ শুনতে চাইবে না, কিন্তু যদি বলেন—social life-planning according to individual instincts (ব্যক্তিগত সংস্কারানুপাতিক সামাজিক জীবনের পরিকল্পনা)—তাহ'লে কিন্তু অতো আপত্তি করবে না। আশ্রমধর্ম্মকে যদি বলেন—individual life-planning according to different stages of unfoldment of life (জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর-অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবনের পরিকল্পনা), তাহ'লে তাল ঠুকে বলবে—এ তো ঠিক কথা, এ তো চাই-ই। তাই, যাজন করতে জানা চাই। যার কাছে যেভাবে পরিবেষণ করলে তার মাথায় জিনিসটা ধরে, তার কাছে সেইভাবে পরিবেষণ করতে হয়। আমার আন্দোলনের মূল জিনিস হ'লো ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক। তারা তাদের আচরণ দিয়ে দেখাবে—ধর্ম্ম ও কৃষ্টি কাকে বলে, সেবা-সম্পোষণে, আলাপে-আলোচনায় প্রত্যেকটি মানুষকে এই ভাবধারায় সিক্ত ক'রে তুলবে। সঙ্গে-সঙ্গে চলবে—দেশের মাটিতে উন্নত ধরণের কৃষি, মানুষের মধ্যে সুপ্রজনন, কৃষি এবং স্বাস্থ্যের জন্য বেণ্টলী এবং উইলকক্সের plan (পরিকল্পনা) অনুযায়ী নদীসংস্কার, কৃষির উপর দাঁড়িয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং তারই অনুকূলে বৈদ্যুতিক শক্তির নিয়োগ। আর সব-কিছুর সুসমাধানের জন্য আচার্য্যনিষ্ঠ, বৈশিষ্ট্যপোষণী, চৌকষ শিক্ষা। আর চাই কৃষ্টি-অনুগ আইন-প্রণয়ন। এসব নিয়ে ঠিক-ঠিক মত অনেকদূর অগ্রসর হ'লে লোক-কল্যাণের জন্য আরো যা'-যা' প্রয়োজন, কায়দামত এক ঝাঁকিতে ক'রে ফেলা যায়। মূল জিনিসগুলি যদি দেশের লোকের মাথায় একবার ভাল ক'রে ধরিয়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে আর ভাবনা নেই। আমাদের মত এমন organisation (সঙ্ঘ) আর নেই, হ'তে পারে না—আপামর সাধারণ এত responsive (সাড়াপ্রবণ)! কিন্তু puzzling point (হতবুদ্ধিকর সমস্যা) হ'লো কর্ম্মী—মানুষ। অন্ততঃ পাঁচজন ব্রাহ্মণ আমার চাই—তা' না হ'লেই নয়। আদিশূর যেমন পঞ্চব্রাহ্মণ এনেছিলেন, তোমরাও তেমনি খুঁজে বের কর। তেমন ক'টিমানুষ হ'লে আর কোন ভাবনা নেই। ব্রাহ্মণ মানে necessarily (অপরিহার্য্যভাবে) বিপ্র নয়, Brahminical temperament (ব্রহ্মণ্য-প্রকৃতি)-ওয়ালা মানুষ। Physics বা physical chemistry (পদার্থবিদ্যা বা পদার্থবিদ্যাসম্মত রসায়নশাস্ত্র)-র এম-এস-সি হ'লে ভাল হয়। Physics (পদার্থবিদ্যা)-এর student (ছাত্র)-দের commonsense (সাধারণ জ্ঞান)-টা ভাল থাকে। (কেষ্টদাকে লক্ষ্য ক'রে) আমি যেমন ক'রে আপনাদের পিছনে খেটেছি, তাদের পিছনে আবার

আপনাদের ঐ ভাবে খাটা লাগবে। তাদের মাথায় ঢুকতে আবার কতদিন লাগবে কি জানি? আর সে-মানুষই বা কোথায়?

কেষ্টদা—মহারাষ্ট্রে হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তা' যদি পানও, বাংলার soil-এ (মাটিতে) তারা কতদূর কার্য্যকরী হবে জানি না। প্রথমতঃ বাংলার জন্য বাংলার ভেতর-থেকেই পাঁচ জন দরকার। পরে আরো বহু লাগবে। (একটু থেমে বললেন)—Weak conviction (দুর্ব্বল প্রত্যয়) হ'লে কোন big move (বড় আলোড়ন) দিতে পারে না, ভয়-ভয় করে, ভাবে—পাছে লোকে কি মনে করে।

কথা হ'চ্ছে এমন সময় ছোড়-দা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর শরীর ভাল আছে তো?

ছোড়-দা—আজ্ঞে হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়-খোকার?

ছোড়-দা—দাদাও ভাল আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়-খোকার সঙ্গে আমার একটু কথার দরকার আছে।

ছোড়-দা—ডাকব না কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনই ডাকার দরকার নেই। তোর সঙ্গে যখন দেখা হবে—কো'স—ফাঁকমত একবার আসে যেন।

ছোড়-দা—আচ্ছা!

প্রফুল্ল—আপনি বললেন, conviction (প্রত্যয়) কম থাকলে মানুষ বিরাট আলোড়ন তুলতে সাহস পায় না, এটা conviction (প্রত্যয়)-এর কমতির দরুন, না মানুষের জন্য আমাদের করা কম ব'লে? অর্থাদি সংগ্রহের ব্যাপারে কা'রও কাছে বেশী কিছু চাইতে গেলে তো মনে হয়—আমি এর জন্য করেছি কতটুকু? আপনার ব্যাপারে চাইতে গেলেও এ-কথা স্বভাবতঃই মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করা কম, তার মূলেও তো conviction (প্রত্যয়) কম—conviction (প্রত্যয়) তো অভ্যাস-ব্যবহারে ফুটে ওঠা চাই! Conviction (প্রত্যয়) আছে, অথচ ইষ্ট ও পরিবেশের জন্য সাধ্যমত করে না, indolent (অলস) ও unprofitable (অনুপচয়ী)—এমনতর হয় না। আদত কথা হ'লো—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।"

নিরাশী, নির্ম্মম হ'লে ধার বেড়ে যায়, তখন সব অসুবিধা ও অন্তরায়

কচাকচ কেটে বেরিয়ে যেতে পারে। এমন অবস্থা কমই হয়, যা' তাকে আটকে রাখতে পারে। ভিতরের বাধা দূর হ'য়ে গেলে বাইরের বাধা মানুষকে কাবু করতে পারে কমই। কিন্তু টাকার প্রত্যাশা নিয়ে কাজ করলে ব্যবসাদারীর মত হয়। মানুষ, টাকা, পরিস্থিতি—কিছুর উপর আধিপত্য আসে না। A servant for money is generally disqualified to master the same, hence wealth mourns away with an insignificant glow (অর্থের দাসত্ব যে করে, সাধারণতঃ সে অর্থ আয়ত্ত করতে পারে না, এই জন্য অর্থ সেখানে শোকসন্তপ্ত চিত্তে নিষ্প্রভতায় বিলীন হ'য়ে যায়)। নিরাশী, নির্ম্মমের কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

"সম্মুখের বাণী নিক্ তোরে টানি
মহা স্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে, অকূল আলোতে।"

নিরাশী, নির্ম্মম জীবনের কথা ভাবতে গেলে প্রথমটা মনে হয়—অতল আঁধার, কিন্তু সেই অনিশ্চয়তাময় অতল আঁধারের পারেই আছে অকূল আলো। সব অবস্থায় রাজী থাকাটা যখন স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে, এবং তার ভিতর সর্ব্বক্ষণ ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ধান্দাই প্রবল ও প্রধান হ'য়ে থাকে, তখন তো আলোয় আলোময়—আঁধার আর কোথায়? ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার সক্রিয় তন্ময়তায় আত্ম-স্বার্থের ধান্দা যার ঘুচে যায়, সেই তো রাজা। মানুষ তাকে দেবার জন্য পাগল হ'য়ে ওঠে, আর বুনো রামনাথের মত সে বলে—আমার কোন প্রয়োজন নেই। যখন দেখে—না নিলে খুবই ক্ষুণ্ণ হয়, তখন হয়তো সামান্য কিছু নেয়। পাওয়ার লোভ যখন না থাকে, অথচ পাওয়ার মত করা থাকে, তখনই পাওয়া অঢেল হ'য়ে ওঠে। এই-ই প্রকৃতির নিয়ম। পাওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠি হ'লো অযাচিত পাওয়ার পরিমাণ।

প্রফুল্ল—আমরা মানুষকে উচ্ছল ক'রে তুলবার জন্য ভাবধারা সঞ্চারের সঙ্গে-সঙ্গে বাস্তবে কেমন-ভাবে কী করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহু মানুষ যদি তোমার হাতে থাকে, তাদের মধ্যে পারস্পরিকতা গজিয়ে দিয়ে, তাদের ও আরো অনেকের জন্য অনেক কিছুই করতে পার—যেখানে যেমন যা' প্রয়োজন। সেবা নিতে পরাঙ্মুখ, কিন্তু দিতে উন্মুখ ও উদগ্র—এমনতর লোকের সংখ্যা যত বাড়িয়ে তুলতে পারবে, ততই সমাজের বাস্তব উপকার হবে তোমাকে দিয়ে। সেবা দিতে চায় না—নিতে চায়, এটা হ'লো pauperism (দারিদ্র্য ব্যাধি)-এর লক্ষণ। Pauperism (দারিদ্র্য ব্যাধি)-এর

নিরাকরণ করতে না পারলে, pauper (দারিদ্র্য ব্যাধিগ্রস্ত)-রা মিলে শক্ত-সমর্থ যারা, তাদেরই সাবাড় ক'রে দিতে উদ্যত হবে। ফলে সমস্ত সমাজই বিধ্বস্তির পথে চলবে। তাই প্রত্যেকের যোগ্যতা যাতে বাড়ে তা' করাই চাই। নচেৎ তোমার লাখ করায়ও কা'রও কোন উপকার হবে না। আবার তোমার যদি character (চরিত্র) ও conviction (প্রত্যয়) থাকে, তোমার কথাতেই কত লোকের জীবন বদলে যাবে। বাক্‌ই ব্রাহ্মণের অস্ত্র। নিষ্ঠাবান, আচার-বান, সিদ্ধসম্বেগী লোকের কথার ভিতর-দিয়ে spirit (আত্মিকতা)-এর ভল্‌কা ঠিক্‌রে বেরোয়, তাতেও মানুষের মস্ত কাজ হয়—বিশেষতঃ যারা শ্রদ্ধাবান, তাদের।

এর পর আপনা থেকে বললেন—শুনি, বিয়ে করলে মানুষের urge (আকূতি) বাড়ে, কিন্তু আমি দেখছি, সেটা অন্য জায়গায় সত্য হ'লেও বাংলার soil-এ (মাটিতে) বেশীর ভাগ মানুষ যেন বিয়ে ক'রে deteriorate ক'রে যায় (অপকৃষ্ট হ'য়ে যায়)।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর নীচে নামলেন প্রস্রাব করতে যাবার জন্য। উঠানে একটা জায়গায় বক্‌রীর নাদি দেখে প্যারীদাকে বললেন—এটা ফেলে দেবার ব্যবস্থা কর্‌—তা' না হ'লে লোকে এসে পাড়াবে। (কাছে এসে ভাল ক'রে দেখে বললেন)—বক্‌রীটার পেট খারাপ করেছে। প্যারী! তুমি ওর ভাল ক'রে চিকিৎসা কর। কি খায়, কি করে—কিছুর ঠিক নেই।

পুনে—কাঁঠালের পাতা আজ খুব খাইছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই দেখ কাণ্ড!

১৬ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৫২ (ইং ১।৮।৪৫)

আজ সকালে গ্রামের কয়েকজন মুসলমান তাদের নানা প্রয়োজনের কথা জানিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অনেক টাকার জন্য চাপ দিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐজন্য আশ্রমের সাত জন কর্ম্মীর উপর টাকা সংগ্রহের ভার দিয়েছেন। সবাই ভিক্ষায় বেরিয়ে পড়েছেন। দুপুরের ভিতর টাকা দেওয়া প্রয়োজন। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্বিগ্ন হ'য়ে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় অপেক্ষা করছেন। এমন সময় খেপুদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ক্লান্তভাবে বললেন—আমি আর পারি না। দিনের পর দিন চাহিদার চাপে আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ ক'রে তুলল।

খেপুদা—আশ্রমের লোকগুলিও তো পেরে ওঠে না। আর তুমি যত দিতে থাকবে, ঐসব লোকের চাহিদাও ততো বেড়ে যাবে। কোনদিন যদি

চাহিদা পূরণ করতে না পার, তখন ক্ষিপ্ত হ'য়ে যা'-তা' করতে কসুর করবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবস্থা যে আমি না বুঝি তা' তো না। তবে তোমাদের যদি তেমনতর পরাক্রম ও প্রস্তুতি থাকতো, আমি বহুদিন থেকে যেগুলি বলছি সেগুলি যদি তেমন-তেমন ক'রে করতে, তাহ'লে আজ এ অবস্থার সৃষ্টি হ'তো না। আবার এই পরিস্থিতির মধ্যে নিরাপত্তা ও আত্মমর্য্যাদা বজায় রেখে কিভাবে চলা লাগে, তা' অনেকেই বোঝে না। যারা বীরত্ব দেখাতে যায়, তাদের অনেকেও বাড়াবাড়ি করে, যারা বিনয় দেখাতে যায়, তাদের অনেকেও বাড়াবাড়ি করে। শ্রদ্ধা ও সমীহ-সন্দীপী চলনেরই অভাব। বীর্য্যবান্, ধীমান, সংযত ব্যক্তিত্ব না-থাকলে যা' হয় আর কি! এই তোমাদের নিয়ে আমার চলা। তোমরা যাতে বিপন্ন না হও, সেইজন্য আমার এই সব করা লাগে। যারা এইভাবে কলে ফেলে নেয়, তাদের যে কোন উপকার হয়, তা' কিন্তু নয়। কিন্তু যারা কষ্ট ক'রে দিচ্ছে, তারা এর ভিতর-দিয়ে বেড়ে উঠবে ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে না—তা' আপাততঃ যত অসুবিধাই হো'ক। আমি যে কৃষ্টিপ্রহরীর কথা বলেছি, সেটা বিশেষভাবে মাথায় রেখো।

খেপুদা—সতু সান্যাল নাকি কৃষ্টিপ্রহরী সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়েছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তাকে বলেছি। সেও সাড়া দিয়েছে—এতটুকু তো অন্ততঃ ভাল। তারপর দেখা যাক—বাস্তবে কি করে। কিন্তু তাই ব'লে তোমরা ঢিলে দিও না। কেউ কিছু করুক বা না করুক, তোমাদের যা' বলেছি তা' তোমাদের করাই চাই।

খেপুদা—দাদা! তুমি তো আমাদের কাছ থেকে কতই আশা কর, কিন্তু আমরা তো তার কিছুই করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারবি না কেন? খুব পারবি, যদি করিস্। যেটাকে failure (অসাফল্য) মনে করছিস্, সেটা হয়তো failure (অসাফল্য) নয়, সেটা হয়তো একটা বিরাট success (সাফল্য)-এর পূর্ব্বাভাস। তবে সেই success (সাফল্য) আনবার জন্য যা'-যা' করণীয়, তা' করবার ও অন্যকে দিয়ে করাবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে তোমাকে। অন্যের উপর প্রত্যাশা বা নির্ভর ক'রে ব'সে যদি থাক বা অনুযোগ, অভিযোগ বা অভিমান যদি কর, তাহ'লে কিন্তু ঠকে যাবে। পরমপিতার কাজ করতে হয় পরমপিতার চাহিদা পূরণের জন্য—নিজের কোন চাহিদা পূরণের জন্য নয়। নিজের কতকগুলি চাহিদা থাকলে দ্বন্দ্ব আর যায় না।

খেপুদা—এ তো বড় কঠিন কথা—নিজের কোন চাহিদা থাকবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার চাহিদা থাকবে তাঁর চাহিদা পূরণ করবার। প্রবৃত্তিকে

যদি ভগবানের সেবায় লাগাতে চাও, তাহ'লে সেইটেই সহজ। কিন্তু ভগবানকে যদি প্রবৃত্তির সেবায় লাগাতে চাও, সেইটেই বরং কঠিন।

এরপর খেপুদা উঠে গেলেন। ইতিমধ্যে আরো অনেকে এসে বসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গোপেনদাকে (রায়) বললেন—দেখ্‌তো ওদের জোগাড় হ'লো নাকি!

গোপেনদা বেরিয়ে গেলেন।

পদাভাইকে (দে) বললেন—চিত্ত (মণ্ডল) যদি না পারে, ওকে সাহায্য করিস্।

পদাভাই—কত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কতদূর পারে দেখ্। আমার কথামত ওকে সাহায্য করছিস্ এটা যেন না বোঝে। তাহ'লে ওর মন খারাপ হ'য়ে যাবে। ভাববে—আমি পারলাম না।

একটি দাদা বললেন—ঠাকুর! জগতে ন্যায়-বিচার কোথায়? অন্যায়কারী-রই তো অনেক সময় জয় হয়। হরেন ভদ্রকে দিনেদুপুরে হাটের মধ্যে জলজ্যান্ত খুন করলো, সাক্ষ্যপ্রমাণও যথেষ্ট ছিল, তা' সত্ত্বেও তো জুরির বিচারে আসামী বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবেশ যদি অসৎ হয়, তবে তারা অসৎকেই জয়যুক্ত ক'রে তুলতে চায়। তাই তাদের কাছ থেকে ন্যায়-বিচার আশা করা যায় না। কিন্তু অসৎকে নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ না ক'রে উৎসাহিত করে যারা, তারা নিজেরাও কিন্তু তাদের আক্রমণ এড়াতে পারে না। মানুষের জগতে সব সময় ন্যায়-বিচার না-থাকলেও প্রকৃতির রাজ্যে কিন্তু চুলচেরা ন্যায়-বিচারের অভাব নেই। কর্ম্মফল কাউকে ছাড়ে না, তা' যে যতই শক্তিমান্ হো'ক। সে যাই হো'ক, এমনতর অবস্থা সৃষ্টি করা লাগে, যাতে প্রত্যেকেই justice (ন্যায়-বিচার) পায়। এটা শুধু মুখে-মুখে চাইলেই হবে না। ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ভিত্তিতে বিরাট সংহতি ও শক্তি গজিয়ে তুলতে হবে। মনে রেখো—তোমার উপর অবিচার হ'লে তোমার যেমন কষ্ট লাগে, অন্যেরও কিন্তু তাই। আবার কেউ culprit (অপরাধী) ব'লে প্রমাণিত হ'লেও তার দণ্ড এমনতরভাবে হওয়া উচিত, যাতে সে corrected (সংশোধিত) হওয়ার পথে চলে। অবশ্য সবাই corrected (সংশোধিত) হবার নয়। যারা তেমনতর, তাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করা লাগে—তাদের এমনভাবে রাখা লাগে, যাতে তাদের দিয়ে দশজনের ক্ষতি হ'তে না পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভোলানাথদাকে বললেন—কলেজটা যাতে সামনের বছর থেকে start (আরম্ভ) করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করেন। আর-দশটা কলেজের মত

এটা যেন একটা মামুলী কলেজ না হয়। এখান থেকে যারা বেরোবে, তারা যেন একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ নিয়ে বেরোয়। উল্টো চাপের মধ্যে প'ড়ে তারা যেন গুলিয়ে না যায়, বরং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে তারা যেন যে-কোন পরিবেশকে mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে। ঐখানেই হ'লো চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের মেকদার। বেশীর ভাগ কর্ম্মীর driving power (চালনী শক্তি) কম, তাই organisation (সঙ্ঘ) বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু hand recruited (কর্ম্মী-সংগ্রহ) হ'চ্ছে না। ভাল ক'রে কলেজটা যদি করতে পারেন, তাহ'লে এর ভিতর থেকে ভাল-ভাল hand (কর্ম্মী) পাওয়া অসম্ভব না। নিজেদের ছেলেপেলেগুলি যদি গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আশ্রমের স্কুল-কলেজে পড়াশুনো করার সুযোগ পায়, তাহ'লে খুব ভাল হবে। আর পরীক্ষা-পাশের সঙ্গে-সঙ্গে হাতে-কলমে এমন কিছু শেখান লাগে, যাতে পেটের ভাতের জন্য পরের দ্বারস্থ হ'তে না হয়। স্বাধীনভাবে স্বাচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারে।

ভোলানাথদা—আপনার দয়ায় কলেজ হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু কলেজ করলে হবে না। কালে-কালে নিজেদের ইউনিভার্সিটি করতে হবে। আর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির দিকেও নজর রাখবেন।

এবার কলকাতায় উৎসব হবার কথা। সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কলকাতায় ভাল ক'রে নাড়া দিতে পারলে সারা ভারতে তার সাড়া পড়ে। যাতে লোকে ভাল ক'রে আমাদের ভাবধারাগুলি সম্বন্ধে জানতে পারে, তার ব্যবস্থা করা লাগে।

শরৎদা (কর্ম্মকার)—ক্রমাগত যেমন বাধা-বিঘ্ন, তাতে কাজে অগ্রসর হওয়াই কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিনা বাধায় success (সাফল্য) আসলে, বাধার সম্মুখীন হ'য়ে সেই success (সাফল্য) maintain (রক্ষা) করা কঠিন হয়। কিন্তু ভিতরে রোখ থাকলে বাধায় তা' আরো বেড়ে যায়। তাই চলতে জানলে সবটাই পরমপিতার blessing (আশীর্ব্বাদ)। উদ্দেশ্যে যে আমোঘ, বাধাকেও সে বান্দার মতন খাটিয়ে নেয় নিজ উদ্দেশ্য পূরণে। বাইরে লাখ বাধা থাক, তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনাদের ভিতরে যেন কোন বাধা না থাকে। ভিতরের বাধা হ'লো—কর্ম্মবিমুখতা, স্বার্থপরতা, অহমিকা, পারস্পরিক দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, অপ্রীতি। প্রীতি না থাকলে পরাক্রমের জাগরণ হয় না। তাই তাতে শক্তিও হয় না। আমাকে খুব ভালবাসেন অথচ আমি বা আমার যারা, তারা বিপন্ন হ'লে আপনার প্রাণ কেঁদে ওঠে না বা নিজেকে বিপন্ন ব'লে বোধ করেন না এবং তার প্রতিকারের জন্য আপনার শক্তি-সরঞ্জাম নিয়ে

যথাসাধ্য চেষ্টা করেন না, এটা কিন্তু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। এই রকম গলদ থাকলে, বাইরের লোকেরও তা' টের পেতে দেরী হয় না, এবং যার যেমন প্রকৃতি, সে সেইভাবে তার সুযোগ নিতেও ত্রুটি করে না। তাই 'দোষ কারো নয় মা শ্যামা, আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি।'

শরৎদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমাদের কর্ম্মীর সংখ্যা কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎসঙ্গীদের মধ্যে যারা অন্য কাজ-কর্ম্ম করে, তারা নিজেদের কাজ-কর্ম্ম সেরে বাদবাকী যতটুকু সময় পায়, তা' যাতে যাজনকাজে লাগায়, সেইভাবে তাদের মাতিয়ে তুলতে হয়। আর প্রত্যেকটি দীক্ষিত পরিবারকে ক'রে তুলতে হয় এক-একটা radiating centre of culture and service (কৃষ্টি ও সেবা-বিকিরণী আলোককেন্দ্র)। এতে অনেকখানি পুষিয়ে যায়।

প্রমথদার (দে) কাছে একজন কয়েকটি ব্যক্তিগত সমস্যার বিষয় জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন, যাতে ঐ সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ জেনে তিনি জানান।

তিনি ঐ চিঠির মর্ম্ম ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ জেনে গেলেন।

বোস-মার শরীর খারাপ করেছে শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর লোক পাঠিয়ে খবর নিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বোস-মা আমাকে ছেলেবেলায় কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছে।

কৃষ্টিপ্রহরী অর্ঘ্য-সম্পর্কে বললেন—কৃষ্টিপ্রহরীর প্রতিশ্রুতি বাইরের লোকের কাছ থেকেও সংগ্রহ করা যায়। যারাই আর্য্য-কৃষ্টি সম্বন্ধে interested (অন্তরাসী), তাদের কাছ থেকেই নেওয়া যায়। এর ভিতর-দিয়ে public (জনসাধারণ)-এর সঙ্গে আমাদের একটা যোগাযোগ হয়। প্রত্যেক জেলায় সৎসঙ্গী ও সৎসঙ্গের বান্ধব যারা আছে, তাদের নাম, ধাম, পেশা, বিশেষ গুণপনা ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির উল্লেখ সহ list (তালিকা) একটা জায়গায় লিপিবদ্ধ থাকা দরকার। আমাদের যা' asset ও resources (সম্পদ্) আছে, তাই যদি ভাল ক'রে সাজিয়ে তুলতে পারি, তাহ'লে বিরাট কাণ্ড হ'য়ে যায়। একটা মানুষ হাতে পাওয়া মানে, একটা বিরাট শক্তি ও সৌভাগ্যের সৌধ আয়ত্ত করা, আর এতগুলি মানুষকে আপনার ক'রে পাওয়া যে কী দেবদুর্ল্লভ সৌভাগ্য, তা' তো ভেবেই পাই না। এর উপর দাঁড়িয়ে সারা দুনিয়াকেই আপন ক'রে তোলা যায়, প্রতিটি সত্তারই সর্ব্বাঙ্গীণ সেবা করা যায়। তবে যাই কর, গোড়ায় চাই প্রতিটি ব্যষ্টির ভিতর ইষ্টানুপ্রাণতা সঞ্চারিত করা, নইলে বহু কখনও ঐক্য-বিধৃত হ'য়ে পারস্পরিক স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠবে না।

একদল ছেলেপেলে আশ্রম-প্রাঙ্গণে খেলা করছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় কৌতূহলভরে সেইদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখলেন। তারপর বললেন—সাধারণতঃ

এই সময়টা মানুষের কাটে বড় ভাল। আমরাও ছেলেবেলায় দল বেঁধে কত খেলেছি। খেলার সাথীদের মধ্যে একজন ছিল ফুটু। সেই ফুটু যখন মারা গেল, কী কষ্ট যে পাইছিলাম, তা' আর কওয়ার না।

পঞ্চাননদা (সরকার) কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আজকাল অনেক প্রকৃত ভাল লোককে আমরা সমাদর করি না, কিন্তু বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে আমরা বহুস্থানে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কে কা'র প্রতি মুগ্ধ হয়, তাই দেখে বোঝা যায়, সে লোক কেমন। যার normal demonstrated ability (সহজ প্রতিপাদিত যোগ্যতা) যত বেশী লোকের becoming (বিবর্দ্ধন)-কে fulfil (পরিপূরণ) করে, তার recognition (গুণের স্বীকৃতি) তত বেশী হওয়া উচিত। Literation (লেখাপড়া), eloquence (বাগ্মিতা) ও অন্যান্য চটকদার গুণগরিমা যা'-কিছু, সেগুলি শুধু ঐ fulfilling demonstrated ability (পরিপূরণী প্রতিপাদিত যোগ্যতা)-রই অলঙ্কার। ঐ demonstrated ability (প্রতিপাদিত যোগ্যতা)-টাই compulsory (আবশ্যিক), আর ঐগুলি additional (অধিকন্তু)। ঐ fulfilling demonstrated ability (পরিপূরণী প্রতিপাদিত যোগ্যতা)-কে বাদ দিয়ে মানুষ যখন বাহ্যিক জলুসে enchanted (মুগ্ধ) হ'য়ে চলতে থাকে, বিপর্য্যয় ও বিপাক তখন প্রায়ই রেহাই দেয় না।

ভগবানের সৃষ্ট জগতে মন্দের অস্তিত্ব সম্ভব হ'লো কি ক'রে, সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান্ আমাদের যে free will (স্বাধীন ইচ্ছা)-টুকু দিয়েছেন, তাই দিয়ে আমরা যখন প্রবৃত্তির অধীন হ'য়ে পড়ি, তাঁর সেবা না-ক'রে প্রবৃত্তির সেবা করি, তখনই হয় মন্দের সৃষ্টি। তাঁর রাজ্যে সবই আছে, কিন্তু মন্দ হ'য়ে কিছু নেই। মন্দ ক'রে তুলি আমরা প্রয়োগ-দোষে। তাঁর প্রতি আমাদের অমোঘ অচ্যুত টানটা যখন কৃশ হ'য়ে যায়—তাঁ' থেকে পাতিত যখন হই, তখন ভালটাও আর ভাল থাকে না। ভ্রান্তি এলো সেই, উৎসবিমুখ চলন-বলন বসলো পেয়ে যেই। তাই মন্দ আমরা সৃষ্টি করি। ভগবান্ তার স্রষ্টা নন। আমরা অনেক সময় অকৃতকার্য্য হ'য়ে বলি—তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু তিনি যদি জীবন-স্বরূপ, চেতনা-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, বিজ্ঞান-স্বরূপ হন, আর আমরা যদি তাঁর অনুগত, অনুরক্ত সন্তান হই, পারা আমাদের আছেই। আমরা পারি না তখনই, যখন তাঁ'-থেকে চ্যুত হই, বিযুক্ত হই।

অভয়দা (সরকার) প্রত্যেকেই কি প্রত্যেক কাজ পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবাই সব কাজ পারবে—আমি এমন কথা বলি না। কিন্তু ইষ্টানুরাগ যদি থাকে এবং বৈশিষ্ট্যসম্মত কাজে আত্মনিয়োগ যদি করে, তা'হলে কৃতকার্য্যতার সম্ভবনাই বেশী থাকে—অবশ্য যদি বিধিমত করে। অকৃতকার্য্যতা এড়াইবার জন্যই তো inborn instinct (জন্মগত সংস্কার)-অনুযায়ী বৃত্তির বিধান। কোন নূতন কাজ মানুষকে ধরাতে গেলেও তার instinctive channel (সহজাত সংস্কারগত খাত)-এর সঙ্গে সেটাকে link up (যুক্ত) ক'রে দিতে হবে। নইলে, কাজে energy (শক্তি)-র supply (জোগান) পাবে না। তাই কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা কমের দিকেই চলবে।

খগেনদা (ঘোষ)—দুর্য্যোধন দুরাত্মা হ'য়েও স্বর্গে গেলেন, এবং তা'ও যুধিষ্ঠিরের থেকেও আগে গেলেন—এ ব্যাপারটা কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাপের স্বর্গ, মন্দের স্বর্গ, ফাঁকি দিয়ে যে স্বর্গ, তা' ক্ষণস্থায়ী, তা' আশু ভোগ হ'য়ে খতম হ'য়ে যায়। যুধিষ্ঠির অর্থাৎ যুদ্ধে স্থির যারা, ধার্ম্মিক যারা, তাদের কঠোর সংগ্রামের ভিতর-দিয়ে ধীরে-ধীরে স্বর্গকে পেতে হয়। এবং তারা যে-স্বর্গ পায়, সে-স্বর্গ থেকে তাদের চ্যুত হ'তে হয় না। মন্দের যে স্বর্গ, তার সম্বন্ধে বলা যায়—আলোর বিপুল ঝরার মত, ঝকঝকে তার পতন তত। তার কোন স্থায়িত্ব নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে বকুল গাছের তলায় একখানি বেঞ্চিতে এসে বসেছেন। অনেকেই উপস্থিত আছেন। এমন সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাতে ওটা কী?

কেষ্টদা—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল খবর কিছু আছে নাকি?

কেষ্টদা—নূতন খবর তেমন বিশেষ কিছু নেই। তবে শ্রীমোহনলাল সকসেনার রচিত ভারতের পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনাটা আজ বেরিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী লিখেছে?

কেষ্টদা তখন গোটা পরিকল্পনাটা প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সব শুনে বললেন—যতই যা' করা হো'ক, ভারতের ২৫০ জেলার জন্য প্রয়োজন অন্ততঃ ২০০০ ঋত্বিক্। তাদের চাই from the Divine Unity through the Principal of Divine Unity eugenic culture, agriculture, irrigation এবং industry (ভাগবত ঐক্যের প্রতিভূকে কেন্দ্র ক'রে সুপ্রজনন, কৃষি, পূর্ত্তকর্ম্ম এবং শিল্প) নিয়ে বৈশিষ্ট্যপালী সংবর্দ্ধনী সংহতির পথে অগ্রসর হওয়া। এ বাদ দিয়ে

কিছু হবার নয়। আর আমি যে বলেছি—

বিঘা প্রতি আড়াই কাঠা
রুজির আড়াই আনা,
ইষ্টসেবায় অর্ঘ্য দিয়ে
বৃদ্ধিতে চল্ টানা—

তা' চালু করা ছাড়া এ সব বিরাট পরিকল্পনার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়।

১৯শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৫২ (ইং ৪।৮।৪৫)

আজ আসাম মেলে কলকাতা থেকে আসামের ভূতপূর্ব্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলই এবং Hon. রোহিণীকুমার চৌধুরী আশ্রমে এসেছেন। প্রমথদার বাড়ীতে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে উঠে একটু বিশ্রাম নিয়ে তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাঁধের ধারে চৌকিতে বসেছিলেন—ওরা সেখানে এসেই বসলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, কৃষ্ণ পক্ষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মুখ না দেখলে কথা কওয়ার সুবিধা হয় না।

তাই আলোটা জ্বালিয়ে দেওয়া হ'লো। এই আলোচনার সময় কাছে ছিলেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার), চক্রপাণিদা (দাস), প্রমথদা (দে) প্রভৃতি। শ্রীযুত বরদলই ধর্ম্ম, রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম জিনিসটাই এমন যে ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই ধর্ম্ম হয়নি—তাই একে বলে বিজ্ঞান। বিলাতের কোকিল, সাহারার কোকিল, যেখানকার কোকিল হো'ক না কেন, কোকিল হ'লে ডাকে 'কু'-ই। ধর্ম্ম সর্ব্বত্র অভিন্ন এবং ধর্ম্মেই সব। কেষ্ট-ঠাকুরের মধ্যে দেখবেন, তিনি ধর্ম্মের কথাই বলেছেন। রাজনীতির কথা আলাদা ক'রে বলেননি, ধর্ম্মের সঙ্গেই রয়েছে রাজনীতি। ধর্ম্মের প্রাণপুরুষ এবং ধর্ম্মকে কেন্দ্র ক'রে যেখানে বিরাট মানবসঙ্ঘ দানা বেঁধে ওঠে—সেখানেই জেগে ওঠে রাজনীতি। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'—ধর্ম্মের সঙ্গে-সঙ্গে আছে বুদ্ধ এবং সঙ্ঘ—তাই ধর্ম্মের মধ্যেই আছে রাজনীতি।

এর পর অহিংসা-সম্বন্ধে কথা উঠল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—অহিংসার সঙ্গে-সঙ্গে আছে হিংসাকে হিংসা করা। হিংসাকে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রেখে অহিংসার প্রতিষ্ঠা হয় না। হিংসার প্রতি অহিংস হওয়া মানে—হিংসাকে প্রশ্রয় দিয়ে পুষ্ট করা।

শ্রীযুত বরদলই আসামের উপজাতি-সমস্যার বিষয় উল্লেখ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মকে কেন্দ্র ক'রে তাদের ভিতর ব্যাপ্ত হ'তে হবে, তাদের সেবা দিতে হবে, তাদের উপযোগী ক'রে কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলতে হবে, তাদের যোগ্য ক'রে তুলতে হবে এবং যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে—তবেই তারা আপন বোধ করবে এবং একযোগে বৃহত্তর সমাজকে শক্তিশালী ক'রে তুলতে চেষ্টা করবে। পারস্পরিক শিষ্ট অনুচর্য্যাই মানুষকে powerful (শক্তিমান্) ক'রে তোলে।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর আপন-মনে বলতে লাগলেন—ধর্ম্মের মধ্যে আছে দুটো জিনিস—একটা divine (ভাগবত অর্থাৎ সার্ব্বজনীন)—আর একটা discrete (দেশকালপাত্রানুযায়ী)—divine যা' তা' চিরন্তন—সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে তা' এক, তার পরিবর্ত্তন নেই, কিন্তু স্থানকালপাত্রভেদে discrete-এর পরিবর্ত্তন হয়—যেমন মাদ্রাজে বেশী লঙ্কা খাওয়া প্রয়োজন। তাই ব'লে এখানে বেশী লঙ্কা খেতে গেলে আমাশা ধ'রে যাবে। এমন শীতপ্রধান স্থান আছে, যেখানে মাত্রামত গাঁজা খাওয়াটা হয়তো স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেই প্রয়োজন, তাই সেখানে গাঁজা খাওয়াটাই ধর্ম্ম। তাই ব'লে সর্ব্বত্র সেটা খাটবে না। অনিবার্য্য প্রয়োজন হ'লে গোমাংস পর্য্যন্ত খাওয়ার বিধান আছে, কিন্তু প্রবৃত্তির বশে আমরা যদি সেইটে হরদম চালিয়ে দেই, তাহ'লে আমাদের সে অপকর্ম্মের জন্য তো ধর্ম্ম এবং শাস্ত্র দোষী নয়। বিধি অমান্য করলে প্রকৃতির ফল ফলবেই। আমরা শাস্ত্র মানি কই? যেমন ধরুন, কোরাণে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে—'জীবের রক্তমাংস আল্লায় পোঁছায় না'। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ধর্ম্মানুষ্ঠানের নাম ক'রেই করা হয় এর ঠিক উল্টো। সত্যিকার হিন্দু, সত্যিকার মুসলমান, সত্যিকার খৃষ্টান—এদের মধ্যে কোন difference (প্রভেদ) থাকতে পারে না—If there is difference, there is no Dharma (যদি প্রভেদ থাকে, তাহ'লে ধর্ম্ম নেই)—অন্ততঃ কোথাও ধর্ম্মের ব্যত্যয় বা বিশৃঙ্খলা আছে। এই আমি বুঝি সোজা কথা। আমি ইংরেজী জানি না, তবে এদের কাছে শুনে-মিলে যা' দু-চার কথা বলি।

কেষ্টদা—এখন সব-কিছুর solution (সমাধান) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে solution (সমাধান) সব solution (সমাধান) আনে—সবটাকে fulfil (পরিপূরণ) করে—সেই-ই solution (সমাধান)। আজ দেশে কত tax (কর)-এর প্রবর্ত্তন করছে, কিন্তু আমাদের দেশে যে ঈশ্বরবৃত্তি এবং ব্রহ্মোত্তরের প্রথা ছিল, সেইটে যদি আবার নূতন সম্বেগে চারিয়ে দেওয়া যায়, কত কিছু গ'ড়ে তোলা যায় তার ভিতর-দিয়ে—আবার সোণার ভারতবর্ষ ফিরে পেতে ক'দিন লাগে? এটা ভাল ক'রে push করুন (চারিয়ে দিন), organise (সংগঠিত) করুন। এ বড় জবর জিনিস—কৃতার্থ হয় প্রাণের

দান—যারা দেয় তারা শুদ্ধ সারা দেশ বেড়ে ওঠে। হ'য়েই আছে, করলেই হয়—'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্'। যতই যা' করি, করব বৈশিষ্ট্যপালী সংবর্দ্ধনী সংহতি নিয়ে towards the Ideal (আদর্শাভিমুখে)। Ideal (আদর্শ) মানে আচার্য্য--in flesh and blood (রক্তমাংসসঙ্কুল নরদেহে)। যিনি ক'রে জেনেছেন, লোককল্যাণই যাঁর সত্তা—এমনতর আচার্য্য যিনি, তিনিই আমাদের আদর্শ। আর একটা মজা, আমাদের দেশে এত ঋষি ছিলেন—প্রত্যেকে প্রত্যেককে মানতেন--যেন সবাই মিলে একটা মানুষ। প্রত্যেকটা community (সম্প্রদায়) প্রত্যেকটা community-রই (সম্প্রদায়েরই) interest (স্বার্থ) দেখতো, প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা মানুষের interest (স্বার্থ) ছিল, প্রত্যেকটা institution (প্রতিষ্ঠান) ছিল প্রত্যেকটা institution-এর (প্রতিষ্ঠানের) interest (স্বার্থ)। এবং এর ফলে যে কী হয়েছিল, তা' মেগাস্থিনিস্ ইত্যাদির report-এই (বিবরণেই) আপনারা পান। যখন এই সংহতি ভাঙ্গলো, তখনই নৌকোয় জল ঢুকলো।

শ্রীযুত বরদলই—আমরা আসামে গৌহাটিতে একটা University (বিশ্ববিদ্যালয়) করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করো—immediately (অবিলম্বে) করো, নাম দাও বশিষ্ঠ University (বিশ্ববিদ্যালয়)। গৌহাটি ইউনিভার্সিটি নাম দিয়ে কী হবে? আমাদের পূর্ব্ব গৌরব—সেই আদর্শ চারিয়ে দাও। বাইরের conquest (বিজয়) কোন conquest (বিজয়) নয়—cultural conquest-ই (কৃষ্টিগত বিজয়ই) আদত গলদ নিয়ে আসে। আর আনে eugenic dislocation (প্রজননগত বিশৃঙ্খলা)। এ দুটো দিক ঠিক করো। Agriculture (কৃষি), irrigation (পূর্ত্তকর্ম্ম), agricultural industry (কৃষিগত শিল্প) গ'ড়ে তোলো। আর চাই জাতটাকে একটা integrated mass (সংহত জনসঙ্ঘ) ক'রে তোলা—যেখানে প্রত্যেক community-র (সম্প্রদায়ের) জন্য প্রত্যেক community (সম্প্রদায়), প্রত্যেক party-র (দলের) জন্য প্রত্যেক party (দল), প্রত্যেক province-এর (প্রদেশের) জন্য প্রত্যেক province (প্রদেশ)। আমি বলি, কোন বিদ্বেষের দরকার নেই। যে-কোন bacteria-ই (জীবাণুই) তোমার শরীরে ঢুকুক, তোমার vital power (জীবনীশক্তি) যদি বাড়াও, সে কিছু করতে পারবে না। আমি ইংরাজ-বিদ্বেষের কথা বুঝি না, আমি ভাবি নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির কথা—দাশদাকেও (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন) আমি একথা বলেছিলাম। আর একটা জিনিস—pact (চুক্তি) ক'রে কিছু হয় না, compromise (আপোষ)

জিনিসটা ভাল নয় এবং সমাজের মধ্যে একটা idea (ধারণা) ভাল ক'রে চারান লাগবে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান জানি না—কথা হ'লো—vox expletori vox dei—অর্থাৎ সর্ব্বপরিপূরণী শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, যে-সম্প্রদায় ভুক্তই হউন না কেন, তাঁর বাণীই ভগবানের বাণী ব'লে আমরা মানব। ভাল ক'রে লাগলে এক্ষুণিই সব-কিছু হয়।

কে জানি বললেন—এ অবস্থায় immediately (এখনই) কি-ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! এক্ষুণই হয়—তবে খাটা লাগবে—'নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ'।

শ্রীযুত বরদলই—ছোট্ট scale-এ (আকারে) যদি সাফল্য লাভ করা যায়—সেটা ব্যাপকভাবে করা কঠিন কথা নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! ঠিক বলেছ। একটা zygote form (জীবকোষ তৈরী) হ'লে, তা' থেকেই একটা body-system (শরীর-বিধান) হ'য়ে যায়। Nucleus (বীজকেন্দ্র) ঠিকমত গড়তে পারলে ভাবনা নাই, তখন একেবারে সুলতান সাহেবের চাটাই-এর মত সারা দেশ ছেয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাতোয়ারা হ'য়ে ব'লে চললেন—তিনটে জিনিস আছে—Ideal (আদর্শ), individual (ব্যষ্টি), environment (পারিপার্শ্বিক)—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। প্রত্যেক individual-কেই (ব্যক্তিকেই) Ideal (ইষ্ট) এবং environment-এর (পারিপার্শ্বিকের) দিকে চেয়ে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ক'রে চলতে হবে—এর ভিতর-দিয়েই তার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে। আবার গীতায় এ কথাও আছে—'যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্'—অর্থাৎ যে আমার যাজন করবে, সে আমাকেই পাবে। অর্থাৎ যাজনটা এমনই জিনিস যে একমাত্র যাজনেই তাঁকে পাওয়া যায়, অবশ্য প্রকৃত যাজনের সঙ্গে যজন এবং ইষ্টভৃতি এসে পড়ে। আমাদের ভয়ের কারণ নেই, একটু প'ড়ে গেছি, তাতে এসে যায় না। এখনও আমাদের instinct (সহজাত সংস্কার)—যাকে বলে immortal necklace of germ-cells (জীবকোষের অবিনশ্বর মালা)—ঠিক আছে। একটু alert eye (সতর্ক দৃষ্টি) নিয়ে push ক'রে (চালিয়ে) যেতে পারলেই হয়।

কেষ্টদা—এত চেষ্টা সত্ত্বেও হ'চ্ছে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কই! চেষ্টা তো করিনি। চল্তি আন্দোলনের সূত্রপাত, কার্যক্রম, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পরিচালনাটাই বিশ্লেষণ ক'রে দেখুন না কেন? এ'রা সনাতন ভারতবর্ষকে এখনও আবিষ্কার করতে পারেননি। মূল সমস্যার সঙ্গে এদের পরিচয় নেই। যা' সমস্যা নয়, তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে নূতন সব উদ্ভট প্রাণান্তিক সমস্যার সৃষ্টি করছেন।

আর্য্য ভারতের বৈশিষ্ট্যের বিষয় উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এমন সুন্দর ব্যবস্থা আমাদের ছিল। প্রত্যেক বর্ণের best (উৎকৃষ্ট) যাঁরা, তাঁরা যেন সব সময়ই নিরূপিত হ'য়ে সবার চোখের সামনে বিরাজ করতেন। এদের মধ্যে best (শ্রেষ্ঠ) যিনি, তিনি হ'তেন রাষ্ট্রপতি—Premier with his cabinet (সপারিষদ প্রধান মন্ত্রী)—সব সময়ই যেন প্রাকৃতিক বিধানে স্থিরীকৃত হ'য়ে থাকত। কোন দিনই লোকের অভাব হ'তো না—next best (পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ) সব সময়ই মোতায়েন থাকতেন। আর এই ভালর বিচার experience (অভিজ্ঞতা), ability (সামর্থ্য) ও service (সেবা) দিয়ে, যে people-এর (লোকের) জন্য যতখানি করেছে—যার demonstrated ability (সামর্থ্যের পরিচয়) যত বেশী, সেই তত বড়। Small sphere-এ (সামান্য ক্ষেত্রে) যাদের ability demonstrated (যোগ্যতা প্রমাণিত) হ'তো, তাদেরই higher and better scope (আরো উন্নত ও উৎকৃষ্ট সুযোগ) দেওয়া হ'তো। এখনও U. B.-তে (ইউনিয়ন বোর্ডে) demonstrated ability (সামর্থ্যের পরিচয়) দেখে উপযুক্ত যারা তাদের D. B.-তে (জেলা বোর্ডে) এবং ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে chance (সুযোগ) দেওয়াই আমাদের উচিত। বর্ণ-বৈশিষ্ট্যটা বজায় রাখা উচিত, নচেৎ বৈশিষ্ট্যবান মানুষের অভাব হয়। বর্ণানুমোদিত কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে ছাড়া মানুষ ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হ'তে পারে না। এই ব্রাহ্মণ হ'লো সর্ব্বপূজ্য এবং তাঁরাই normal representative of men (মানুষের সহজ প্রতিনিধি)—যাকে বলে বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ একজন নয়, বহু বশিষ্ঠ ছিলেন। বশিষ্ঠ মানে perfect controller of his passions and people (বৃত্তিনিচয় এবং জনগণের সুসম্পূর্ণ নিয়ন্তা)। আমাদের সমাজ-বিধান এমন ছিল যাতে বশিষ্ঠের অভাব হ'তো না। শম্বুক মানুষের উন্নতির নিয়ামক এই বর্ণাশ্রমকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল—মানুষের বুদ্ধিবিভ্রম জন্মিয়ে, তাদের বিপথে পরিচালিত ক'রে সমাজে বিশৃঙ্খলা আনছিল। কিন্তু গীতায় আছে—'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্'। তাই শম্বুকের জন্য অত বড় কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরা একতরফা কথা শুনি, তাই শম্বুকের অপরাধ আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু শাস্ত্র বলছে—রাজার প্রধান কাজ হ'লো বর্ণাশ্রম রক্ষা। এটা এতই মুখ্য জিনিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে পরে বলতে লাগলেন—ইষ্টপ্রাণতা হ'লো মূল কথা। সেবামুখর ইষ্টপ্রাণতাকে অবলম্বন ক'রে চললে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তাকে আলিঙ্গন করবেই। Christ (যীশুখৃষ্ট)-এর মত বড় লোক—রামকৃষ্ণ-ঠাকুর,

চৈতন্যদেব, কেষ্ট-ঠাকুর, মহম্মদ, বুদ্ধের মত বড় লোক দুনিয়ায় কয়টা আছে? ইহকালে-পরকালে সার্থক হবার এই একমাত্র পথ। এই ইষ্টপ্রাণতা ছাড়া নেতৃত্ব একটা বিড়ম্বনা। একটা মানুষের সামনে তার complex-এর (বৃত্তির) ঊর্দ্ধ্বে বাস্তব Ideal (আদর্শ) যদি না থাকে, তবে তো তার complex-ই (বৃত্তি) তার কাছে revealed (প্রকাশিত) হয় না। নেতা যদি এমন অনিয়ন্ত্রিত হয় তবে সে নিজে চুরমার হ'য়ে পাগারে তো পড়বেই, আর সবাইকেও চুরমার ক'রে পাগারে ফেলবে। দক্ষ প্রজাপতির কথা আপনারা জানেন, শুধু দক্ষতায় কিছু হয় না—দক্ষতাও পতনের কারণ হ'তে পারে যদি কিনা Ideal (আদর্শ)-রূপ controlling agent (নিয়ামক) না থাকে। Ideal (আদর্শ) না-থাকলে, যত যাই থাক, chaos (বিশৃঙ্খলা)-এর সৃষ্টি করে। যেমন ধরুন, দক্ষ হিটলারের কথা। মহাদেব যদি secrificed (বলিপ্রদত্ত) হয়, মঙ্গলবিহীন যজ্ঞ যদি সুরু হয়, সবাই মিলে সাবাড় হয়। এটা জানবেন, ষ্ট্যালিন যে আজ দাঁড়িয়েছে সে লেনিনের উপর। মার্ক্স, লেনিন থেকে ষ্ট্যালিন পর্য্যন্ত একটা আনতির পারম্পর্য্য বজায় আছে ব'লে। এই যে কথায় বলে পতিত—পতিত মানে মাটি থেকে—আকাশ থেকে পতিত নয়। Ideal (আদর্শ) না-থাকলে তাকেই বলে পতিত।

কেষ্টদা—অনেকে তো Ideal (আদর্শ) বলতে একটা ভাব ব'লেই বোঝেন। এই Ideal (আদর্শ)-টা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ideal (আদর্শ) একটা ভাব হ'লে সব ভাবেই পর্য্যবসিত হয়। Ideal (আদর্শ) মানেই embodied Ideal (জীবন্ত আদর্শ), embodied Ideal (জীবন্ত আদর্শ) না-হ'লে কোন conflict (সংঘাত) বাধে না। এই যে ঠাকুর বলে, তার মানে যিনি ঠক্কর দেন। তুমি হয়তো ঠিক করেছ, পুব দিকে যাবে—তিনি বললেন, সেটি চলবে না, তোমাকে যেতে হবে পশ্চিমে। এইভাবে চলতি পথে আমাদের complex-এর (বৃত্তির) সঙ্গে conflict (দ্বন্দ্ব) বাধিয়ে দেন তিনি। তাঁর প্রতি অনুরাগের দরুন সেই complex (বৃত্তি)-গুলিকে complex (বৃত্তি) ব'লে চেনা যায় এবং সেগুলি ধীরে-ধীরে adjusted (বিন্যস্ত) হয়, এই ভাবে মানুষ grow করে (বেড়ে ওঠে)। Ideal-এর (আদর্শের) প্রতি attachment-এ (অনুরাগে) মানুষ যে কী হ'তে পারে তার কূলকিনারা নেই। দেখুন, শিবাজী রামদাসের প্রেমে পাগল হ'য়ে মোগল কাত ক'রে ফেললো, রাণা প্রতাপ কিন্তু egoistic ambition (অহংকেন্দ্রী উচ্চাকাঙ্ক্ষা)-এর দরুন কিছু করতে পারল না—তার সব ভেস্তে গেল। কোন্ glowing point (দীপন কেন্দ্র) থেকে

এক-একটা life (জীবন) glow ক'রে (দীপ্ত হ'য়ে) ওঠে, সেটা ধরা চাই। ছেলেবেলা থেকে ছেলেপেলেদের ঠিকমত training (শিক্ষা) দেওয়া লাগে। বাপ দেখবে, যাতে ছেলে মাকে service (সেবা) দেয়, মা দেখবে, যাতে ছেলে বাপকে service (সেবা) দেয়। হয়তো ছেলে মাকে একটা টমেটো এনে দিল। মা'র তখন সেটা নিয়ে বলা উচিত—'তোমার বাবাকে একটা দেবে না?' সে হয়তো তখন বলবে, 'হ্যাঁ! বাবা! বাবা! বাবাকে নিশ্চয়ই দেব'—এই ব'লে ছুটলো। ছেলের বাপের সম্বন্ধে মায়ের গল্প করা উচিত, বাপের উচিত মায়ের সম্বন্ধে গল্প করা। বাপ-মায়ের উভয়ের উচিত—ছেলেপেলের সঙ্গে পূর্ব্ব-পুরুষদের সম্বন্ধে এমন ক'রে গল্প করা, যাতে তারা তাঁদের admiration-এ (শ্রদ্ধায়) একেবারে ফুলে ওঠে, উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে history-র analogy (ইতিহাসের তুলনা) টেনে দেশের শ্রেষ্ঠ বীরদের কাহিনী প্রাণময় ভঙ্গিতে বলতে হয়। এতে এক-একটি সূর্য্য-বগলে-করা হনুমান হ'য়ে দাঁড়াবে। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ এমন ক'রে চলি, যাতে ছেলেপেলেদের মধ্যে না-মানা এবং disintegration-এর (ভাঙ্গনের) বীজ উপ্ত হ'য়ে যায়। বাপ-মা'র নিজেদেরই নেই superior-এর (শ্রেষ্ঠের) প্রতি active (সক্রিয়) আনতি, আর কি হবে বলুন? তারা হয়তো ছেলেকে ঠাকুর-দেবতার কাছে নিয়ে বলছে, 'প্রণাম কর', কিন্তু নিজেরা প্রণাম ক'রে দেখাচ্ছে না—এমন কত অসঙ্গতি বাসা বেঁধে আছে। বাপ-মা ঠিকভাবে চললে ছেলেপেলেদের বৈশিষ্ট্য আপনা থেকেই গজিয়ে ওঠে, character building (চরিত্র গঠন) হয় অটুট। আর তা' না-হ'লে libido-র urge (সুরতের টান) বিপর্য্যস্ত হ'য়ে গিয়ে এক-একজন হয়তো হ'য়ে দাঁড়ায় চোর-ডাকাত। আর-একটা বিদ্যে আমাদের জাতের জানা ছিল, সেটা হ'লো বিয়ে কিভাবে ফলপ্রসূ করতে হয়। বিয়েটা সেইভাবে reform (সংস্কার) করা লাগে। বৈশিষ্ট্যবান পুরুষদের যদি ২।৩ বিয়ে হয়, তবে দেশে শক্তিমান মানুষের আধিক্য হয়, নিকৃষ্ট মানুষের জন্ম কম হয়, এবং তাদের চালনা করার লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি হয়। এর জন্য প্রধানতঃ চাই সবর্ণে সদৃশ-ঘরে উপযুক্ত বিবাহ এবং সঙ্গে-সঙ্গে বিধিমাফিক অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ। অনুলোম ধর্ম্মদ, আর এটা বিজ্ঞানসম্মতও বটে। Animal world-এ (পশু-জগতে), plant world-এ (উদ্ভিদ্-জগতে) আমরা এর application (প্রয়োগ) দেখতে পাই। গরু, ঘোড়া, কুকুরের genealogy (বংশাবলী) pedigree (কুলজী) আমরা দেখি, তাদের ধরণ উন্নত ক'রে তুলতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আমরা এত চেষ্টা করি, কিন্তু উন্নততর মানুষের অভ্যুত্থান যে কিভাবে হবে, সে-বিষয়ে আমাদের খেয়াল নেই। তারপর যে উপজাতির সমস্যা আপনি

বলছিলেন—অনুলোম বিবাহের সাহায্যে ওসব absorb ক'রে (অঙ্গীভূত ক'রে) নেওয়া যায়। ঘটোৎকচ, বভ্রুবাহনের কথা তো জানেন, এই প্রথা যে একদিন প্রচলিত ছিল তা' এ থেকেই বোঝা যায়। আজ সারা দেশের দিকে চেয়ে দেখছেন? বলুন তো ক'টা মানুষ আছে? Helmsman type-এর (চালক ধরণের) মানুষ আজ কোথায়? একজন রবীন্দ্রনাথের তিরোধান হয়েছে, কিন্তু সেই ধরণের কিংবা তার কাছাকাছি প্রতিভা কি দেশে আর একটা দেখা যাচ্ছে? এই সমস্যার সমাধানের জন্য আদর্শ সবর্ণ ও অনুলোম বিয়ের প্রবর্ত্তন করতে হবে। 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'—অনুলোমের support (সমর্থন) সর্ব্বত্র। বীজেরই গাছ—মাটীর গাছ নয়—বীজের অনুপাতিক মাটী তৈরী করা এই পর্য্যন্ত। কাঁঠালের বীচি থেকে আমগাছ হয় না। তাই উন্নত বীজ যা' আছে তার সদ্ব্যবহার চাই। অনুলোম হ'তে গেলেও প্রথমে বিধিমাফিক সবর্ণে সমান ঘরে বিয়ে হওয়া দরকার, নইলে বংশের মূল ধারা ও ধাঁজ ঠিক থাকে না। সদৃশ ঘরে উপযুক্ত বিয়ের ফলে সাধারণতঃ সন্তানের প্রকৃতি হয় সাম্যসঙ্গত (balanced)। অনুলোমে সন্তান হয় ঝাঁঝাল, যেমন ছিলেন ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিদুর, নারদ। তবে বেশী difference (পার্থক্য) খারাপ। ফলকথা, newer blood (নূতন রক্ত) সব সময় প্রয়োজন, নচেৎ মানুষগুলি ধীরে-ধীরে হয়—dwarf (খর্ব্বাকৃতি), dull (মূঢ়), weak in body and mind (শরীর-মনে দুর্ব্বল)।

চক্রপাণিদা—Physiology-র (শরীরবিদ্যার) সঙ্গে psychology-র (মনোবিজ্ঞানের) কোন সম্পর্ক আছে নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! Co-ordination (সংযোগ) তো আছেই। তুমি হয়তো একটা ছেলেকে পড়াতে গিয়ে খুব মারলে, দুই দিন পরে তোমার ক্লাসে তার হয়তো আপনা থেকেই ঘুম আসতে চাইবে। আবার ধরো, অভিনয় করতে-করতে মহাসাধু হ'য়ে গেছে, রাগের ভান করতে-করতে রাগী হ'য়ে যায়।

এরপর শ্রীযুত চৌধুরী বললেন, ওঁকে (বরদলইকে দেখিয়ে) নিয়ে আসলাম একবার দেখাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! এতে আমার খুব স্ফূর্ত্তি হয়েছে। আগের দিন হ'লে আমি জড়িয়ে ধ'রে মাটিতে পাড়াপাড়ি করতাম।

শ্রীযুত চৌধুরী—ও'র সব ব্যাপার জানা থাকলে ও'কে দিয়ে আমাদের অনেক সাহায্য হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! আমাদের সাহায্য মানে পরস্পরের সাহায্য।

এরপর মিঃ বরদলই জানালেন, আসামের নূতন ইউনিভার্সিটিতে তারা

economic, cultural (অর্থকরী, কৃষ্টিগত) ও practical side-এর (হাতে-কলমে কাজের) কি ব্যবস্থা রাখবেন এবং cultural side-এর (কৃষ্টিগত শিক্ষাধারার) প্রসঙ্গে বললেন—অবশ্য culture-এর (কৃষ্টির) মূল ধারা চারাতে পারবেন মহাত্মা, গুরুদেব—আপনাদের মত লোক।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের এখানেও এরা একটা কলেজ করবে, আপনাদের সাহায্য কিন্তু চাই। আর অতদূর আগে বলা ভাল নয়, তবে আমার বড় ইচ্ছা, এখানে কালে-কালে যাতে একটা University (বিশ্ববিদ্যালয়) গ'ড়ে ওঠে। ভেবেছি সে ইউনিভার্সিটির নাম দেব 'শাণ্ডিল্য ইউনিভার্সিটি'। অবশ্য আপনারা বেঁচে যদি থাকেন, উন্নতিপরায়ণ যদি থাকেন, আদর্শপরায়ণ যদি থাকেন—খুব হবে—খুব হবে—সব হবে—এ ঠিক কথা।

শ্রীযুত বরদলই—আমরা যে স্কুল-কলেজে ঠিকভাবে শিক্ষাই পাইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন তো education (শিক্ষা) হয়নি, educated (শিক্ষিত) হয়েছেন কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে। এর পর ছেলেরা গোড়া থেকে যাতে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে, যে education (শিক্ষা) আপনারা পেয়েছেন সেই education (শিক্ষা) পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আসামের Government Agriculture Department (সরকারী কৃষিবিভাগ)-সম্বন্ধে কয়েকটা কথা হ'লো।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—২৫০০০ জন হাজার-বিঘা-ওয়ালাকে দিয়ে বিঘা প্রতি আড়াই কাঠা সমাজসেবায় উৎসর্গ করার ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলেন। আর উইলকক্স, বেণ্টলী যে irrigation plan (পূর্ত্তকার্য্যের পরিকল্পনা) দিয়েছে, আমি বাঁচি বা মরি, এটা আপনাদের করাই চাই। এতে climate, production (আবহাওয়া, উৎপাদন) সব-কিছু ভাল হবে। শুধু বাংলা নয়, সব province-এই (প্রদেশেই) করা চাই এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি পারেন ততই ভাল। বেঁচে থাকতে-থাকতে করতে পারলে উন্নতির বান এসে যাবে।

এরপর শ্রীযুত বরদলই এবং শ্রীযুত চৌধুরী উদ্দীপ্ত মুখশ্রী নিয়ে গাত্রোত্থান করলেন।

এঁরা চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—receptive mood (গ্রহণেচ্ছু ভাব) ছিল ব'লে অনেক কথা বেরিয়েছে। শিশুর মত সরল ভাবে আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—বেফাঁস কিছু বলিনি তো? ওরা রাগ-টাগ করবে না তো?

২০শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৫২ (ইং ৫।৮।৪৫)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছিলেন। আজ আবার শ্রীযুত বরদলই এবং শ্রীযুত চৌধুরী এসে তাঁর কাছে গেলেন। ধীরে-ধীরে বহুলোক জড় হ'লো।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন movement-এ (আন্দোলনে) compatible eugenic aspect (সুসঙ্গত সুপ্রজননের দিকটা) যদি ignored (উপেক্ষিত) হয়, সব ব্যর্থ হ'য়ে যায়। Caste system (বর্ণ-বিধান) কি চমৎকার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা! Caste মানে pedigree (বংশ)। Caste (বর্ণ) দেখে বোঝা যায়, কা'র breeding capacity (সুপ্রজনন-শক্তি) বা instinct (সহজাত সংস্কার) কতখানি উন্নত। একটা ভাল বংশের ছেলে খারাপ হ'লেও উপযুক্ত nurture (পোষণ) পেলে তার ভাল হ'তে কতক্ষণ! আর যদি কোন রকম interpolation (প্রতিলোম সংমিশ্রণ) না হয়, তবে দেখা যাবে, একজন নিজে হয়তো বাহ্যতঃ তেমন কিছুই নয় কিন্তু তার ছেলে হ'য়ে গেল বিরাট কিছু। দেখে মনে হয়, গোবরে পদ্মফুল। কিন্তু আদত কথা হ'লো, সেই লোকটির acquisition (অর্জ্জন) আশাপ্রদ না-হ'লেও তার superior breeding capacity (উন্নত প্রজনন-ক্ষমতা) intact (অটুট) ছিল। বিবাহ-সংস্কার না-হ'লে বৈশিষ্ট্যহীন মানুষের সংখ্যাই বেড়ে যায়। আর অনুলোম বিবাহের ফলে সমাজে lower strata-য় (নিম্নস্তরে) মেয়ে যত কম হয় ততই ভাল। তাদের চাইতে lower (নিম্নতর) থেকে তখন টান পড়ে—সমাজের পরিধি উন্নতির অনুকূলে বেড়েই চলে। আমাদের বাপ, বড় বাপ ঋষি, তাঁরা সব রকম experiment (পরীক্ষা) ক'রে গেছেন। সেই রকমটা ধ'রে চালাও, দেখো কী হয়! তখন তোমরা কেবল বাড়তে বাড়তেই চলবে।

এরপর হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে কথা উঠলো—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি চাই balance (সামঞ্জস্য) এবং integration (সংহতি)। কেউ যেন কারও সর্ব্বনাশ না-করতে পারে—প্রত্যেকে যেন নিজের বৈশিষ্ট্যে অটুট থেকে অপরকে তার বৈশিষ্ট্য-রক্ষায় সাহায্য করে। এর মধ্যে কিন্তু কোন বিরোধের স্থান নেই—আছে পরিপূরণ। কেউ যেন তার সত্যিকার গৌরব এবং মর্য্যাদা থেকে চ্যুত না হয়, সেটা assert (সগৌরবে ঘোষণা) করাই ঠিক। আদর্শনিষ্ঠা দুর্ব্বল হ'লেই compromise-এর (আপোষের) বুদ্ধি আসে—যেন ধর্ম্মের মধ্যে সত্যিকার গলদই কিছু আছে। কিন্তু অমনভাবে মিট-মাট করতে গিয়ে মিটমাট হয় না—উভয়েরই ক্ষতি হয়। আর এক রকম আছে—principle sacrifice ক'রে (আদর্শ বলি দিয়ে) উদারতা দেখান—ভিতরের

দুর্ব্বলতার জন্য সর্ব্বশাস্ত্রবিগর্হিত ন্যক্কারজনক কর্ম্মগুলিকে অনুমোদন ক'রে যাওয়া—স'য়ে যাওয়া। এ উদারতা মানে প্রবৃত্তির অধীনতায় being-কে (অস্তিত্বকে) sacrifice করা (বিসর্জ্জন দেওয়া)।

কৃষ্টিবিরোধী, জীবনবিরোধী, সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর কাজগুলি কিছুতেই সহ্য করা উচিত নয়। ওতে public safety (জন-নিরাপত্তা) নষ্ট হয়। দেশে যদি militia form (সৈন্যবাহিনী গঠন) করতে হয় কিংবা martial spirit (ক্ষাত্র শক্তি) জাগাতে হয়—সে ধর্ম্ম, কৃষ্টি এবং লোককল্যাণের গভীরতর প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই আমি বলি কৃষ্টিপ্রহরী বা ধর্ম্মগুণ্ডার কথা—তারা খাবে-দাবে স্ফূর্ত্তি ক'রে বেড়াবে। আর কোথাও অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, শাশ্বত ধর্ম্মবিরোধী আচরণ হ'তে দেবে না—বলিষ্ঠ হস্তে তা' প্রতিরোধ করবে। এমন অবস্থার সৃষ্টি করা দরকার যাতে অকল্যাণকর চলনায় চলা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়। আমরা মরার কর্ম্ম করতে পারি কিন্তু মরতে চাই না কেউ। ধরুন, আমাদের দেশের মুসলমান ভাইরা একাদর্শ মানার দরুন অনেকখানি সংহত ও শক্তিমান। কিন্তু এত বিদ্যাবুদ্ধি নিয়েও এককে মেনে চলার বুদ্ধি নেই ব'লে হিন্দুরা আজ শতধা-বিচ্ছিন্ন, দুর্ব্বল। কিন্তু আমরা তো সত্যি-সত্যি দুর্ব্বল থাকতে চাই না—আমরা চাই সবল হ'তে। কিন্তু চলছি উলটো চলনায়। এই উলটো চলনার পথ রোধ করাই ভাল। আমাদের দোষ অগাধ, প্রত্যেকেই দোষের কথা কই। প্রত্যেকের কথা শুনলে মনে হয়, সে ছাড়া আর সবাই দোষী—সেই একমাত্র ভাল। প্রতিপ্রত্যেকে এই ভাবে চলছে। একজন আর-একজনকে দোষারোপ করছে—নিজের দোষ আর কেউ দেখছেও না, শোধরাচ্ছেও না। মাতালের বৈঠকের 'চুপ চুপ' শব্দ নিয়ে হল্লা করার মত। কিন্তু আমি বলি, দোষ দেখে আর দোষ ক'য়ে কি হবে—যার-যার করাটা সুরু করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

কে জানি ত্যাগ-সম্বন্ধে কথা তুললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ত্যাগের জন্য ত্যাগ নয়—বাঁচা-বাড়াই কথা। প্রকৃতির বিধানই এমন যে খেতে গেলে হাগতে হয়। তাই সত্যিকার জীবনবৃদ্ধিদ উপভোগ যা' তা' পেতে গিয়ে মানুষ তার বিরুদ্ধ আকর্ষণ সহজেই জয় করে, কিন্তু ত্যাগের অহমিকা সেখানে থাকে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কতগুলি লেখা তাঁদের প'ড়ে শোনান হ'লো। এই পড়া আরম্ভ হওয়ার আগে ভারতদা (পাট্টাদার) মাঝখানে আর্য্যকৃষ্টি সম্পর্কিত তাঁর research-এর (গবেষণার) বিষয় শ্রীযুত বরদলইকে বুঝিয়ে বলছিলেন।

ভারতদার সঙ্গে কথা বলবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে শ্রীযুত বরদলইয়ের

দিকে তাকিয়ে বললেন—রাজা হওয়া সোজা কিন্তু নেতা হওয়া ভারি কঠিন। বশিষ্ঠ না হ'লে নেতা হওয়া যায় না। গভর্ণর হওয়া সোজা কিন্তু স্কুলমাষ্টার হওয়া কঠিন।

কেষ্টদা যখন Message প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন তখন একটা জায়গায় 'religion' এই শব্দটি প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—religion এবং ধর্ম্ম এক কথা নয়—religion মানে দ্বিজত্ব লাভ করা—উপনীত হওয়া যাকে বলে তাই।

এরপর economic emancipation (অর্থনৈতিক স্বাধীনতা), রাশিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কথা অবিনাশদা (অধিকারী) এবং শ্রীযুত বড়দলইর মধ্যে আলোচিত হ'লো। শ্রীযুত বড়দলই রাশিয়া সম্বন্ধে বললেন—They are creating a Ravanic civilisation (তারা আসুরিক সভ্যতার সৃষ্টি করছে)—যেন মানুষের ঊদ্ধর্ব কিছুর প্রতি অনুরাগ বা আনুগত্যের প্রয়োজন নেই—সে নিজেই সর্ব্বেসর্ব্বা।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথা শুনে বললেন—এমন যদি হয়, there lies the seed their of decay and ruin (ঐখানেই তাদের ক্ষয় এবং ধ্বংসের বীজ নিহিত)।

এরপর শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কি কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, জমিদারের power (ক্ষমতা) যত বেশী হয় ততই ভাল। Right type-এর (ঠিক ধরণের) জমিদারদের যদি administrative power (শাসন-ক্ষমতা) দেওয়া যায় তাতে integration (সংহতি) বেশী হয়। জমিদারী Government system-টা (জমিদারী সরকার-প্রথা) আমার ভাল লাগে। ওতে জমিদারী পরিচালনা ব্যাপারে প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি থাকবে, জমিদারেরও প্রতিনিধি থাকবে। তারা সমবেতভাবে চেষ্টা করবে যাতে প্রত্যেকটি প্রজা তাদের পরিচালনায় যথাবিহিত পোষণপুষ্টি পেয়ে জীবনে দক্ষ, কৃতী ও উচ্ছল হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। জমিদার দেখবে প্রজার স্বার্থ, প্রজা দেখবে জমিদারের স্বার্থ—যাতে জমিদার সুস্থ ও দীপ্ত থেকে তার সেবা করতে পারে। প্রজার দৈন্যের জন্য জমিদার নিজেকে দায়ী করবে এবং তা' দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হবে। এই ভাবে মানুষগুলির পিছনে সুদক্ষ, দরদী, অন্তরঙ্গ অভিভাবকের মত যদি জমিদাররা তাদের উন্নতির নিয়ামক ও প্রহরী হিসাবে দাঁড়ায় এবং প্রয়োজন মত শাসনে সংযত ক'রে যদি তাদের উন্নতির পথে পরিচালিত করার অধিকার তারা পায়—তাতে কি সবাই লাভবান হয় না? আর সরকার এবং জনসাধারণের মাঝখানে শুভবুদ্ধি-প্রবুদ্ধ হ'য়ে জমিদাররা যদি থাকে তবে তারা উভয়দিকের অনেকখানি ধাক্কা বা চোট সামলাতে পারবে। সরকারের চাপ এবং জনসাধারণের

ধাক্কা এই দ্বটোর কোন একটার আতিশয্যে যে বিপর্য্যয় আসে—তার অনেকখানি জমিদাররা সওয়া-বওয়ার দর্ন সকলেই উপকৃত হবে।

এরপর আসামের ইউনিভার্সিটি গঠন সম্পর্কে গণতান্ত্রিক কর্ম্ম-পদ্ধতির বিষয়ের কথা উঠলো। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সবার যে মত নিতে যাবেন—যারা ভোট দেয়—তারা নিজেদের ভাল বোঝে কতটুকু? তাদের দর্শন এবং বোধের পাল্লাই বা কতখানি! আদত কথা হ'লো, আপনার চাই principle (আদর্শ)। Principle-এর (আদর্শের) উপর keen urge (তীব্র টান) থাকলে তা' প্রত্যেকটা চলা, বলা, চাউনি, ভাবা, করা সবটার ভিতর-দিয়ে glow ক'রে (দীপ্ত হ'য়ে) উঠবে। এই একম্বখীনতা থেকে grow করবে (গজাবে) personality (ব্যক্তিত্ব)। এই personality evolve ক'রে (ব্যক্তিত্ব উদ্ভিন্ন হ'য়ে) দাঁড়ায় demo-personality-তে (সমষ্টি ব্যক্তিত্বে) অর্থাৎ ব্যষ্টিব্যক্তিত্বেই স্ফ্বরণ হয় সমষ্টিব্যক্তিত্ব। সে তখন জানে, কেমন ক'রে সবাইকে পরিপ্রণ করতে হয়, আর করেও তাই অবিকৃত ভাবে। ইউরোপ এবং এদেশে এত movement (আন্দোলন) চলছে—আমি বলি আমাদের প্র্বর্ব পিতা, পিতামহরা যে movement (আন্দোলন) ক'রে গেছেন—সেই movement (আন্দোলন) একবার ক'রে দেখ্ন তো! পরের কথা কথা—ঘরের কথা ব্বঝি আর কথা ব'লে মনে হয় না!

২২শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ৭।৮।৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের পিছনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। পাবনার এগ্রিকালচারাল ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স অফিসার এবং আরো দ্বইজন ভদ্রলোক সামনে আর-একখানি বেঞ্চিতে ব'সে কথাবার্ত্তা বলছেন। কাছে আশ্রমের অনেকেই আছেন।

অফিসার—আপনার এখানে যে ব্যবস্থা করেছেন, তাতে কালে-কালে একটা মহানগরী গ'ড়ে উঠবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—দেশে মহানগরীর তো অভাব নেই, অভাব হ'লো মহৎ নাগরিকের। মান্বষই আসল কথা, মান্বষ দিয়েই সব। মান্বষের মত মান্বষ থাকলে, তাদের আওতায় জীবনীয় সওয়াজিমা যা'-কিছ্ব গজিয়ে ওঠে। ....নানারকম accident (দ্বর্ঘটনা) গেল। আমাদের আগের সেক্রেটারী শ্যামাচরণ ম্বখোপাধ্যায় ছিল একজন বিরাট কর্ম্মী। সে অকালে চ'লে যাওয়াতে বড় ক্ষতি হয়েছে। Able hands (দক্ষ কর্ম্মী)-এরই বড় অভাব। শ্বধ্ব

able (যোগ্য) হ'লেই হয় না, devoted (অনুরক্ত) ও self-less (নিঃস্বার্থ) হওয়া লাগে। অনেক ভাল মানুষ আছে যারা ভাবালু, হাতে-কলমে বিশেষ কিছু করতে পারে না। তাদের দিয়েও কাজ হয় না। Constructive (সংগঠনমূলক) কোন কাজে নামলেই বোঝা যায়, দেশে আজ কাজের লোকের কত অভাব।

অফিসার—এখন তো যুদ্ধের বাজারে লোক মেলাই ভার, আর demand (চাহিদা)-ও খুব বেশী, তবে যুদ্ধের পর অপেক্ষাকৃত অল্প টাকায় নানারকম trained hands (শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক) পাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Helmsman (কর্ণধার) যারা, তারা পয়সার মানুষ হ'লে অর্থাৎ পয়সা নিয়ে কাজ করলে মুশকিল। নীচেওয়ালারা তাহ'লে চলতে পারে, কিন্তু helmsman (কর্ণধার)-দের পয়সা interest (স্বার্থ) হ'লে institution grow করে না (সঙ্ঘ বাড়ে না)।

অফিসার—অবশ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য ত্যাগী কর্ম্মীর প্রয়োজন। রামকৃষ্ণমিশন, ভরাত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, students' home (ছাত্রাবাস), অনাথ-আশ্রম ইত্যাদি ক'রে কত অসহায় গরীব ছেলেকে পড়িয়ে-শুনিয়ে মানুষ করে। কিন্তু মানুষ হ'য়ে ঐ কাজে আত্মনিয়োগ করা দূরে থাকুক, তাদের অনেকেই মিশন বা সঙ্ঘের জন্য বিশেষ কিছু করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এখানেও অমন কত হয়েছে। জন্ম থেকে না হ'লে হয় না। এসব কাজ যারা করে, তাদের থাকে birthright অর্থাৎ জন্মগত অধিকার। পরমপিতার কাজে, লোকমঙ্গলের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করবার উদগ্র ঝোঁক নিয়েই জন্মে তারা। ঐ না-করতে পারলে তাদের সোয়াস্তি নেই। ভোগ, সুখ, ঐশ্বর্য্য ও আরামের মধ্যেও তারা তৃপ্তি পায় না। তাদের একমাত্র সুখ, সাধ ও তৃপ্তি হ'লো নিজেকে ইষ্টার্থে ও ইষ্টার্থী লোকসেবায় উজাড় ক'রে দেওয়ায়। আত্মস্বার্থ বা আত্মপ্রতিষ্ঠার ধারই ধারে না তারা। ওসব বালাই দিয়ে তাদের হবে কি? প্রাণে কি তাদের কোন খাঁকতি আছে? এমনতর মেজাজ না হ'লে এসব কাজ continuity (ক্রমাগতি) নিয়ে করতে পারে না। কোন প্রত্যাশা নিয়ে যদি আসে, সেই প্রত্যাশা পূরণ না হ'লে continuity (ক্রমাগতি) break ক'রে (ভেঙ্গে) যায়। ঐ যে-সব রাজলক্ষণের কথা বললাম, ওগুলি হ'লো ঈশ্বরকোটি পুরুষের জন্মগত সম্পদ্‌। রকম-রকম মানুষ আছে—একরকম general type (সাধারণ শ্রেণী), একরকম special type (বিশেষ শ্রেণী)। Special type (বিশেষ শ্রেণী) জন্মে কম। তাদের পাঁচ-দশজন যদি সারা ভারতে খুঁজে পান, সেই-ই যথেষ্ট। পাঁচ-দশজন মিললে তারাই নিজেদের

ইষ্টনিষ্ঠ চলনচরিত্রের সঞ্চারণায় সারা দেশকে সব দিক দিয়ে অনেকখানি উন্নত ক'রে তুলতে পারে। Special type (বিশেষ শ্রেণী) হ'লো পয়সার মাষ্টার, অর্থাৎ তারা পয়সার পেছনে ছোটে না, ছোটে মানুষের পেছনে—মানুষেরই মঙ্গল চেয়ে, আর মানুষ ছোটে তাদের পেছনে শ্রদ্ধাপূত অর্ঘ্য নিয়ে। এককথায় তারা পয়সার তোয়াক্কা করে না, লোকসেবা ও লোকসম্বর্দ্ধনার ধান্ধা নিয়েই চলে, আর পয়সা তাদের সেবায় লেগে ধন্য হয়। কিন্তু general type (সাধারণ শ্রেণী) হ'লো পয়সার চাকর। অর্থপ্রত্যাশা-নিরপেক্ষ হ'য়ে পরার্থপরতায় স্বার্থান্বিত হ'য়ে চলতে পারে না তারা। পয়সার মাষ্টার যারা, তারাই সব-কিছু সৃষ্টি করে—পয়সার চাকররা তা' পারে না।

এক ভদ্রলোক বললেন—আপনি যেমন লোকের কথা বলছেন, এই রকমের লোক আজকাল বড় একটা চোখে পড়ে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইরকমের লোক চোখে পড়া তো একটা ভাগ্যের কথা। কিন্তু এই ধরণের আদর্শজীবন একটা অবাস্তব ব্যাপার নয়। ব্রাহ্মণের এই তো ছিল কাম্য। লোকপোষণাই ছিল তাদের মুখ্য কর্ম্ম। তারা কোন সর্ত্তে আবদ্ধ হ'য়ে এই কাজ করত না। নিজেদের করণীয় হিসেবে করত। আর মানুষ খুশি হ'য়ে যা' দিত, তাই নিয়েই তারা জীবনধারণ করত। লোকপোষণী ধান্ধাকে প্রবল ক'রে তুলব না, আত্মপোষণী ধান্ধাকে মুখ্য ক'রে ধরব—এই যে বর্ব্বর মনোবৃত্তি, এর নিরসন না হ'লে আমরা কখনও সুখসমৃদ্ধির মুখ দেখতে পাব না।

কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে এমন সময় আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখে ওরা সহরে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আকাশের অবস্থাটা একটু দেখে যান। মাঝ-রাস্তায় যদি বৃষ্টি এসে পড়ে তাহ'লে অসুবিধা হবে।

অফিসার—টম্‌টম্‌ দাঁড়িয়ে আছে, যেতে অসুবিধা হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের হয়তো অসুবিধা হবে না, কিন্তু বৃষ্টির মুখে ছেড়ে দিলাম ব'লে আমার মন খুঁত-খুঁত করবে। ওর চাইতে টম্‌টম্‌ ছেড়ে দিয়ে প্রমথদার ঘরে যেয়ে ব'সে গল্প-টল্প করেন। প্রমথদা গাড়ী ক'রে আপনাদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে। তাতে আমারও কোন উদ্বেগের কারণ থাকবে না, আপনারাও তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারবেন।

ওঁরা বললেন—আপনি যদি তাতে খুশি হন, তাই করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে বললেন—আপনি দাদাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় একখানি চৌকিতে ব'সে আছেন।

নরেনদা (মিত্র), প্রকাশদা (বসু), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), গোপেনদা (রায়) প্রভৃতি কয়েকজন উপস্থিত আছেন। পুরাণের দক্ষযজ্ঞ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওর মধ্যে বিরাট truth (সত্য) আছে। একটা মানুষ যতই দক্ষ হো'ক না কেন, সে যদি অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে শিব অর্থাৎ মঙ্গল—এককথায় ইষ্টকে বাদ দিয়ে নিজের খেয়ালখুশিমত দক্ষতার অভিযান চালাতে চায়, তাহ'লে ক্রমেই তার বুদ্ধিবিভ্রম ঘটতে থাকে, সে unbalanced (সাম্যহারা) হ'য়ে পড়ে এবং তার পতন অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। তাই শুধু দক্ষতার সাধনা করলে হবে না। দক্ষতা চাই, কিন্তু তা' যদি ইষ্টানুগামী ও ইষ্টানুসেবী না হয়, তবে তা' ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনাকেই ডেকে আনে। অনেক শক্তিমান পুরুষ এই ভুল ক'রে বসে। এতে শুধু তারা নিজেরা বিধ্বস্ত হয় না, আরো অনেককে বিধ্বস্ত ক'রে তোলে। তাই নেতা হ'তে গেলেই চাই ইষ্টানীতি। একজনের যত ক্ষমতাই থাক না কেন, তার যদি ইষ্টের প্রতি নীতি না-থাকে, সে কখনও নেতা হ'তে পারে না।

রত্নেশ্বরদা—রাজনৈতিক নেতা যাঁরা, তাঁরা তো প্রায়ই ইষ্টগ্রহণের ধার ধারেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টের যারা ধার ধারে না, অনিষ্ট তাদের পাছে-পাছেই ঘোরে। ....সদ্‌গুরু গ্রহণ প্রত্যেকের পক্ষে যে অনিবার্য্য প্রয়োজন, সে-সম্বন্ধে যাজন ক'রে ক'রে সারা দেশের মধ্যে একটা সংস্কার গজিয়ে দিতে হয়। প্রত্যেকটি সৎসঙ্গীকে যদি যাজনমুখর ক'রে তুলতে পারেন, তাহ'লে দেখতে পাবেন, দেশের আবহাওয়া কত উন্নত হ'য়ে উঠছে। একটা মানুষ যদি ইষ্টকে নিয়ে মেতে ওঠে, সে যে তার পরিবেশের কতখানি মঙ্গল করতে পারে, তা' ভেবে পাওয়া যায় না। এই রকম বহু মানুষ সৃষ্টি করতে হয় এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিকতা ফুটিয়ে তুলতে হয়, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে তারা তখন না-পারে এমন কাজ নেই। নানা আবিলতা সত্ত্বেও মানুষের ভিতর মঙ্গলের ক্ষুধা আছেই। স্থান, কাল, পাত্র-অনুযায়ী তা' পরিবেষণ করতে জানা চাই। এই পরিবেষণ যত অতন্দ্র, ব্যাপক ও সুষ্ঠু হবে, পরিবেশও তত সুস্থ হ'য়ে উঠবে। তখন তারা যাকে-তাকে নেতা ব'লে মেনে নিয়ে বিধ্বস্তিকে আলিঙ্গন করবে না। ইষ্টকৃষ্টিহীন লোকের কলকে পাওয়াই দায় হবে।

গোপেনদা—অনেকে আপনার জিনিসগুলি বোঝে, বিশ্বাসও করে, কিন্তু মুখ খোলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের সলজ্জ ভাবটা ভেঙ্গে দিতে হয়। কায়দা ক'রে মুখ খোলাতে হয়। যাজন করার সময় তাদের সঙ্গে রাখতে হয়। যাজন করাচ্ছ-করাচ্ছ

হঠাৎ হয়তো বললে—'তুমি সেইবার একটা সমস্যায় প'ড়ে ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলে, ঠাকুর তোমাকে কী বলেছিলেন বল তো। কথাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। বার-বার তোমার মুখে শুনতে ইচ্ছে করে।' সে হয়তো উৎসাহিত হ'য়ে বলবে। বললে তারও ভাল লাগবে। ভাল লাগলে আরো বলতে ইচ্ছা করবে। এইভাবে নিজের আনন্দের নেশাতেই সে ইষ্টকথা বলতে অভ্যস্ত হবে। ....সহকর্ম্মীরা মিলে যাজন ক'রে এসে নিজেদের মধ্যে আবার বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়—কোন্ প্রসঙ্গে কোন্ কথাটা কি-ভাবে কতটুকু বলা উচিত ছিল ইত্যাদি। স্থান, কাল, পাত্র সব-সময় বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। যাজন যাজক ও যাজিত উভয়ের কাছে উপভোগ্য হওয়া চাই। মানুষের প্রাণ-স্পর্শ করতে না-পারলে শুধু বুদ্ধির কসরতে কাজ হয় না। নিজের বা অপরের ইতর অহংকে উত্তেজিত হ'তে দিলে সেখানেই যাজন পণ্ড হ'য়ে যায়। প্রীতির ভিতর-দিয়ে, হৃদ্যতার ভিতর-দিয়ে মানুষের ভিতরে অনুপ্রবেশ করতে হবে। প্রীতি ও হৃদ্যতা সবারই কাম্য, তাই মানুষ তাকে resist (প্রতিঘাত) করে না।

২৪শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ (ইং ৯।৮।৪৫)

সকালে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে হরেনদা (বসু), কাশীদা (রায়চৌধুরী), শচীনদা (গঙ্গোপাধ্যায়), শরৎদা (হালদার) প্রভৃতি অনেকে ব'সে আছেন। বাইরে আশ্রম-প্রাঙ্গণে অনেকে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছেন। ফিলান্থ্রপি অফিসে কাজকর্ম্ম চলছে। অনেকে এসে ইষ্টভৃতি জমা দিচ্ছেন। আশ্রমের বাজারে অল্প-অল্প কেনাবেচা চলছে। ডিস্পেন্সারিতে ভগীরথদা (সরকার) ওষুধপত্র দিচ্ছেন। প্যারীদা (নন্দী), জিতেনদা (চট্টোপাধ্যায়) ও কালীদার (সেন) কাছে রোগীদের আনাগোনা চলছে। একদল কর্ম্মী ঋত্বিগাচার্য্যের বাড়ীতে তাঁর কাছে কাজকর্ম্মের নির্দ্দেশ নিচ্ছেন। অনেকে পূজনীয় বড়দার বৈঠকখানায় ব'সে তাঁর কথাবার্ত্তা শুনছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেও ধীরে-ধীরে আলাপ-আলোচনা জ'মে উঠলো।

হরেনদা জিজ্ঞাসা করলেন—খারাপ মানুষ নিয়ে চলতে হবে কি-ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার জন্য চাই sympathetic psychological tackling (সহানুভূতিপূর্ণ মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার)। অপরের bad qualities deal (দোষ নিয়ে নাড়াচাড়া) করার ক্ষমতা দেখেই বোঝা যায়, একজনের psychological tackling (মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার)-এর capacity (ক্ষমতা) কতদূর। আর এই যে একটা মানুষের bad qualities deal

(দোষ নিয়ে নাড়াচাড়া) করতে হবে—সে তাকে একজন patient (রোগী) মনে ক'রে অসীম ধৈর্য্যে। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলেই তুমি হেরে গেলে। যে যত বেয়াড়া, তার বেলায় তত সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় লাগবে। সঙ্গে-সঙ্গে চাই কুশলকৌশলী তেজ, বীর্য্য ও পরাক্রম। প্রয়োজন-মত এমন মেজাজও দেখাতে পার, যাতে সে ভয়ে সংযত হয়। কিন্তু তুমি যদি নিজের উপর control (অধিকার) হারিয়ে ফেল, তাহ'লে কিন্তু তাকে আর control (সংযত) করতে পারবে না। Out of love for Ideal (ইষ্টপ্রীতি থেকে) যতখানি passion (প্রবৃত্তি)-এর above-এ (ঊর্দ্ধে) থাকতে পারবে, ততই successful (কৃতকার্য্য) হবে এই কাজে। চিকিৎসকের মনোভাব নিয়ে চলতে হবে। জ্বরটা বা রোগটা কিন্তু মানুষটা নয়। রোগ আর মানুষ কিন্তু আলাদা। রোগ তাড়াতে হবে, মানুষটাকে সুস্থ করতে হবে। তার রোগ তোমার ভিতর যেন সংক্রামিত না হয়। ডাক্তারই যদি রোগাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে, তবে রোগীর রোগ চিকিৎসা করবে কে? দোষ দেখে তাই কিছুতেই দুষ্ট হ'তে নেই। যে নিজেই দুষ্ট হ'য়ে পড়েছে, সে অন্যকে শিষ্ট ক'রে তুলবে কি-ভাবে?........... জগতে অনেক রকমের খেলা আছে তো! ধ'রে নিতে হয়—এ-ও এক-রকমের খেলা। সঙ্কল্প করতে হয়—আমি মানুষের দোষ দেখে দুষ্ট হব না, বরং তাকেই দোষমুক্ত ক'রে তুলতে চেষ্টা করব। এই খেলা যদি একবার খেলতে আরম্ভ কর, তাহ'লে দেখবে—সব ক্ষেত্রে অন্যকে ভাল করতে পার বা না পার, নিজে কতখানি ভাল হ'য়ে উঠবে। চারিদিকের খারাপ যা', তা'ও কিন্তু আমাদের ভালয় সুদৃঢ় হ'তে কম সাহায্য করে না—অবশ্য আমরা যদি সেই সাহায্য নিতে জানি। ঘাবড়াবার কিছু নেই। পরমপিতা পরমদয়াল। আমাদের মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্য তিনি কত বিচিত্র ব্যবস্থাই ক'রে রেখেছেন। পথ আমাদের এন্তার খোলা।

হরেনদা—মানুষের জন্মগত ভাল সম্পদ্ না-থাকলে কি তাকে ভাল করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! জন্মগত ভাল জিনিস থাকলে সহজে হয়। নচেৎ কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়, কিন্তু পারা যায়। কারণ, মানুষের আছে passion (প্রবৃত্তি) ও passionate hankering (প্রবৃত্তিপরায়ণ আকাঙ্ক্ষা)। তোমার যদি থাকে fanatic inclination for your principle (আদর্শের প্রতি উন্মত্ত অনুরাগ), আর থাকে তদনুপাতিক character, habits and behaviour (চরিত্র, অভ্যাস এবং ব্যবহার), তবে তুমি তার কোন-একটা passion (প্রবৃত্তি)-এর সূত্র ধ'রে যে তার ভিতর ঢুকে গিয়ে ধীরে-ধীরে তাকে

বাগে এনে ফেলতে পারবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্য্য চাই। ধ'রেই নিতে হবে যে সে মাঝে-মাঝে বেগড়াবেই। মাঝে-মাঝে বেগড়াবে ব'লে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। তীক্ষ্ম নজর রেখে তাকে ভালর দিকে আকৃষ্ট ক'রে রাখতে হবে। এ যে কী পরিশ্রমের ব্যাপার, যে না-করেছে, সে বুঝবে না। মাঝে-মাঝে মনে হবে, পণ্ডশ্রম করছি। অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ এটা পণ্ডশ্রমই বটে। কিন্তু নাছোড়বান্দা হ'য়ে বরাবর লেগে থাকতে পারলে তার ফল ফলেই—সে অদ্যবর্ষে শতান্তে বা। তবে খুব সাবধানে থাকতে হয়, যাতে নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হ'য়ে না পড়ে।

শচীনদা—আমি একটা কথা ঠিক বুঝতে পারিনি। আপনি বলেছেন—শব্দজ্যোতির অনুভূতি হওয়া সত্ত্বেও যদি একজনের চারিত্রিক পরিবর্ত্তন না হয়, তবে কিছুই হ'লো না। কিন্তু দর্শনশ্রবণাদি হওয়া সত্ত্বেও চারিত্রিক পরিবর্ত্তন হবে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শব্দ-জ্যোতির অনুভব nerve (স্নায়ু)-এর sensitiveness (সাড়াশীলতা) এবং receptiveness (গ্রহণক্ষমতা)-এরই পরিমাপক। তা' দিয়ে বোঝা যায়, আপনি কতখানি জিনিস নিজের brain-এ (মস্তিষ্কে) impinge (বিদ্ধ) করতে পারবেন এবং কতখানি impression (ছাপ) receive (গ্রহণ) ক'রে, কতটা pursue (অনুসরণ) ক'রে আপনি কি নূতন habits, behaviour (অভ্যাস, ব্যবহার) মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারবেন। এটা আপনার সূক্ষ্ম শক্তিমত্তা ও চেতনার স্তর নির্ণয় করে। কিন্তু সে জিনিসটাকে আপনি কোন্‌ভাবে নিয়োগ করবেন, সে তো আপনিই জানেন। এ নিয়ে আপনি যে-দিকে নজর দেবেন, সেই দিকেই এগিয়ে যাবেন। চারিত্রিক পরিবর্ত্তনের তাগিদ মানুষ তত সময় ভাল ক'রে বোধ করে না, যত সময় পর্য্যন্ত সে ইষ্টে interested (স্বার্থান্বিত) না হয়। ইষ্টের প্রতি ভালবাসা হ'লেই বুদ্ধি হয়, তাঁর মনোমত ক'রে নিজেকে গ'ড়ে তোলবার এবং নিজের আচার-আচরণ ও সেবা-ব্যবকারকে মনোজ্ঞ ক'রে মানুষকে ইষ্টে অনুরঞ্জিত করবার। মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবার লোভে কেউ যদি আচার-ব্যবহার মার্জ্জিত ক'রে তোলে, তার ভিতর কিন্তু কৃত্রিমতা থাকে এবং তাতে প্রকৃত চারিত্রিক পরিবর্ত্তন হয় না।

শচীনদা—অনেকের দেখেছি, নানাপ্রকার অনুভূতি সত্ত্বেও কামক্রোধাদি যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কামক্রোধাদি থাকা যে খারাপ তা' নয়। কাম নাই নয়, ক্রোধ নাই নয়, লোভ নাই নয়, মদ নাই নয়, মোহ নাই নয়, মাৎসর্য্য নাই নয়—এগুলি

থাকবেই—কিন্তু with a meaningful adjustment to fulfil the principle (আদর্শপূরণী সার্থক সামঞ্জস্য নিয়ে)। এগুলি না-থাকলেই যে একটা মানুষ superman (অতিমানব) হ'য়ে গেল, তা'ও নয়—সে subman (অবমানব)-ও হ'তে পারে। আদত কথা হ'লো—বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা। কোন কসরৎ কিছুই নয় যদি libido (সুরত)-এর extreme hankering (আকুল চাহিদা) না-থাকে বাঞ্ছিতের জন্য—প্রিয়-পরমের জন্য। এবং তা' যদি থাকে তবে character (চরিত্র) magnetised (চুম্বকীকৃত) হ'য়ে ওঠে, personality grow ক'রে (ব্যক্তিত্বদীপ্ত হ'য়ে) ওঠে, passion (প্রবৃত্তি)-গুলি powerful (শক্তিমান) হ'য়েও perfect control-এ (পূর্ণ আয়ত্তে) থাকে এবং সপারিপার্শ্বিক মঙ্গল বৈ অমঙ্গল আনে না।

শচীনদা—বরাবরই কি ওঠানামার ভিতর-দিয়ে চলতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওঠানামা মানে পিছটানের প্রলোভন। এ রাজ্যে পড়া ব'লে কিছু নেই। Fall (পতন) হ'লে বুঝতে হবে, আমরা তাঁতে weakly attached (দুর্ব্বলভাবে যুক্ত)। তিনি ভগবান—ষড়ৈশ্বর্য্যময়, তাঁর প্রতি অনুরাগে সর্ব্বশক্তি মুখর হ'য়ে ওঠে, সমস্ত বিরুদ্ধতা নিরস্ত হয়। ভক্তের ভাষার মাপ, চোখের ভঙ্গী, কথার কায়দা, প্রাণগলান চালচলন ও হাবভাবে বনের পশু পর্য্যন্ত adhered (অনুরক্ত) হয়। সবই তার কাছে অনুকূল হ'য়ে ওঠে। প্রতিকূল যদি কিছু থাকে, তার ভিতর-দিয়েও সে আনুকূল্য আহরণ করে। তার পতনের কারণ হ'য়ে কেউ থাকে না, কিছু থাকে না।

কথাগুলি বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ এক অপরূপ লাবণ্য ও মাধুর্য্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। মুগ্ধ অন্তরে চেয়ে রইলেন সবাই সেই অপূর্ব্ব প্রেমমূর্ত্তির পানে।

২রা ভাদ্র, শনিবার, ১৩৫২ (ইং ১৯।৮।৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চিতে বসেছিলেন। এমন সময় দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত) এসে একজনের বিরুদ্ধে কতক-গুলি অভিযোগ জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সব কথা শুনে বললেন—সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, কোন ব্যাপারে আমার নিজের দোষ কতখানি। এই দিকে খেয়াল থাকলে ব্যাপার অনেকখানি সরল হ'য়ে আসে। আমরা স্বাধীন চলনার অধিকারের বড়াই করি বটে, কিন্তু ঐ অধিকার আছে ব'লে যদি এমন চলায় চলি যাতে পরিবেশের divine

sentiment (ভাগবত ভাবানুকম্পিতা) wounded (আহত) হয়, তাহ'লে তারা কিন্তু আমাদের রেহাই দেবে না। এই রেহাই না-দেওয়ার অধিকারও কিন্তু তাদের আছে। সেখানে এ অনুযোগ করা খাটে না যে, আমাকে অসম্মান করা হ'লো বা আমার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হ'লো। কারণ, আমিই ঐ ব্যবহার invite (আমন্ত্রণ) করেছি। আমি যদি কোন ভুল করি এবং পারিপার্শ্বিক যদি তার তীব্র প্রতিবাদ করে, তাহ'লে পারিপার্শ্বিকের প্রতি আমার বরং কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমার তাদের তারিফ করা উচিত যে তারা অতোখানি সচেতন ও হিতকামী। এতেই বরং নিজের মর্য্যাদা বাড়ে। সৎ-সংহতিতে ভাঙ্গন ধরে এমন কিছু করা বা বলা ভাল না, এমন-কি রহস্যছলেও না। সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হ'য়েও যদি কোন সমালোচনা করেন, তা'ও এমনভাবে করা ভাল, যেটা চারিয়ে গিয়ে ক্ষতির কারণ না হয়। আপনার ও আপনার আশ-পাশে যাতে ভাল হয়, তাই তো আপনি চান। আপনি যদি কা'রও কাছে আশ্রয় না পান, কেউ যদি আপনার কাছে আশ্রয় না পায়, সে অবস্থাটা কি ভাল? তাহ'লে মানুষ বাঁচবে কি-ক'রে? যে দাঁড়ার উপর সবাই দাঁড়াবে, সেই দাঁড়াটাকে শক্ত ক'রে তোলেন। কেউ যেন নিরাশ্রয় না হয়। আপনারা প্রবীণ, প্রধান। আপনারা যা' দেখাবেন, তাই তো সবাই শিখবে।

একটু পরে শচীনদা (গঙ্গোপাধ্যায়) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে শচীনদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আপনার কাছে একজন এসে দক্ষিণাদার দোষের কথা ব'লে যদি দক্ষিণাদার থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতে পারে, দক্ষিণাদার অনুপস্থিতিতে দক্ষিণাদার হ'য়ে একটা কথা ভাবার বা বলারও প্রবৃত্তি যদি আপনার না হয় এবং যে দোষের কথা বলছে, তাকে যদি নির্ব্বিচারে পুরোপুরি গ্রহণ করেন, ঐ সম্পর্কে তার নিজস্ব দোষত্রুটি কিছু আছে কিনা সে-সম্বন্ধে তাকে যদি অবহিত করতে চেষ্টা না করেন, তাহ'লে বুঝতে হবে, আপনি উভয়ের প্রতি অবিচার করলেন। যে দোষের কথা বললো তার প্রতি অবিচার করা হ'লো এই দিক দিয়ে যে, তাকে আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন-সম্বন্ধে অবহিত করা হ'লো না। বিশেষ ক্ষেত্রে তার আদৌ কোন ত্রুটি নাও থাকতে পারে, সে হয়তো দক্ষিণাদার একটা বাস্তব দোষের কথা আপনার কাছে যথাযথভাবে বলেছে—প্রতিবিধানের আশায় বা আপনাকে তার সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু আপনি যদি তাকে ঐ অবসরে নিজের সম্ভাব্য দোষত্রুটির দিকে চাইতে না শেখান, তাহ'লে সে নিরখপরখের প্রয়োজন বোধ না ক'রে অপরের সংশোধন বা উপকারের অছিলায় ধীরে-ধীরে দোষদর্শন ও লোকনিন্দায়

encouraged (উৎসাহিত) হ'য়ে উঠবে। আপনি যদি কা'রও সত্যি ভাল চান, তাহ'লে তাকে আত্মবিশ্লেষণ-তৎপর ক'রে তুলতে চেষ্টা করা উচিত। নইলে কিন্তু তার ভাল করা হবে না। সহানুভূতির সঙ্গে-সঙ্গে নিয়ন্ত্রণী বল্গা হাতে রেখে চলা চাই। এ তো গেল একদিকের কথা। আর দক্ষিণাদাকে আপনার বর্জ্জন করা হ'লো। দোষ দক্ষিণাদার বহু থাকতে পারে, আপনি হয়তো তা' জানেনও, কিন্তু দোষ তো মানুষটা নয়, মানুষটা আলাদা এবং আপনার দরকার মানুষটাকে, মানুষটাই আপনার আপন। তাই ইষ্ট ও কৃষ্টিদ্রোহিতা ছাড়া একজনের অপর কোন দোষের জন্য যদি আপনি তাকে ত্যাগ করেন, তাহ'লে কিন্তু তার প্রতি চরম অবিচার করা হ'লো। এটা শুধু অবিচার নয়, এ একরকমের বিশ্বাসঘাতকতা। পরস্পর পরস্পরকে স'য়ে-ব'য়ে চলব, এই তো বিধাতার বিধান। তা' না-হ'লে আপনি-আমি দাঁড়াই কোথায়?

শচীনদা—ইষ্ট ও কৃষ্টিদ্রোহী যদি কেউ হয়, তাহ'লে তাকে ত্যাগ করায় দোষ নেই তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যদি ইষ্টগ্রহণ ক'রে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার পিছনেও আপনি লেগে থাকতে পারেন, তাকে ফেরাবার জন্য। কিন্তু এতবড় অপরাধ সত্ত্বেও আপনি যদি তার সঙ্গে মাখামাখি সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন, তাহ'লে বুঝতে হবে, আপনার ইষ্টের প্রতি কোন sentiment (ভাবানুকম্পিতা) নেই, কিংবা সামান্য একটু যদি থাকেও, তা'ও ঐ সংসর্গে উবে যাবে। আত্মরক্ষার একটা দিক আছে। তা'ছাড়া, সামাজিক শাসন ব'লেও একটা জিনিস আছে। লোকে যদি জানে যে ইষ্টকৃষ্টির against-এ (বিরুদ্ধে) গেলে সমাজে পাত্তা পাওয়া যাবে না, সবাই ত্যাগ করবে, তাহ'লে ঐ ভয়েও মানুষ অনেকখানি শায়েস্তা হয়। আজকাল প্রতিলোম বিয়ে ক'রেও সমাজে কতজন বেশ মর্য্যাদার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগে এমনটা হবার জো ছিল না। ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য যাতে বিপর্য্যস্ত না হয়, সেদিকে খুব কড়া নজর রাখা লাগে। ইষ্টনিষ্ঠাই হ'লো মানুষের শুভদ মস্তিষ্ক-কেন্দ্র, যা'-দিয়ে সে সৎপথে চালিত হয়। সব-কিছুকে বিনিয়ে চলার, ভাল হওয়ার, ভাল থাকার মূল ওখানে। এই spine (মেরুদণ্ড)-টা ভেঙ্গে গেলে কিছুতেই কিছু হবে না। সব চেষ্টা ফক্কা হ'য়ে যাবে। ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে সংহতি যা'তে সুদৃঢ় হ'য়ে ওঠে, সেদিকে শ্যেনদৃষ্টি রেখে চলতে হবে। পারস্পরিক নিন্দাবাদ এই সংহতিকে সাবাড় করার এক পরম গুরুঠাকুর। এ ওর দোষের কথা কয়, সে তার দোষের কথা কয় এবং যার বা যাদের কাছে কয়, সে বা তারাও খুশি মনে শোনে, উৎসাহ দেয়, উপভোগ করে। এই আত্ম-

বিশ্লেষণহীন পরনিন্দার প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করে না। এই যে অবস্থা, এতে কিন্তু কেউই লাভবান হয় না। প্রত্যেকে প্রত্যেককে হারিয়ে একক ও নিঃস্ব হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমাদের পরস্পর প্রতিপ্রত্যেকে যদি বোধ করতে না-পারে যে তার পিছনে তার হ'য়ে লাখো মানুষ আছে, তাহ'লে সাহস, আত্মপ্রসাদ বা সংঘশক্তির অভ্যুদয় হয় কি ক'রে?

১লা কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ (ইং ১৮।১০।৪৫)

আজ ৩০তম ঋত্বিক্ অধিবেশন সুরু হ'লো আশ্রমে। সম্প্রতি ই, জে, স্পেন্সার এবং আর, এ, হাউসারম্যান প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট আমেরিকান এবং দেলওয়ার হোসেন নামক মুর্শিদাবাদের একজন বিশিষ্ট মুসলমান দীক্ষিত হয়েছেন। এঁদের ভক্তিপূত আবেগ, আগ্রহ ও যাজনমুখরতা দেখে সবাই খুব উদ্দীপ্ত বোধ করছেন। বিজয়ার পর পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে সকলের সঙ্গে দেখাশুনা। তাই আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে প্রণম্যকে প্রণাম ও পরস্পর আলিঙ্গনাদি করছেন। আশ্রমে আনন্দের হাট বসেছে আজ। সকলেই উচ্ছল, উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত। পদ্মায় যেমন জলের ঢল নামে, তেমনি শ্রদ্ধা-প্রীতির ঢল নেমেছে সবার বুকে। এই একৈক লক্ষ্য সুখচ্ছবি না-দেখলে বোঝাও যায় না, বোঝানও যায় না।

সকালে ফিলান্থ্রপি অফিসের ছাদের উপর জিলা-তত্ত্বাবধায়ক ও কেন্দ্রীয় কর্ম্মী-সম্মেলন হ'লো। সম্মেলনের পর অনেকেই মাতৃমন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সমবেত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন হ'লো?

মণীন্দ্র ভাই (কর)—খুব ভাল। যতীনদার (দাস) কথাগুলি খুব প্রাণস্পর্শী লাগলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাহেবদের সঙ্গে সব সময় যাজনের উপর আছে—তাই খুলে গেছে। Actively (সক্রিয়ভাবে) ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় engaged (নিরত) থাকলে, বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠযাজী হ'লে মানুষ তখনকার মত উচ্চতর ভাবভূমিতে উন্নীত হ'য়ে ওঠে। তার কথাবার্ত্তা, চালচলনে অন্যে যেন স্বর্গের স্পর্শ পায়। ঐ mood (ভাব)-টা maintain করা (বজায় রাখা) লাগে all through life (সারা জীবন)। ইষ্টপ্রতিষ্ঠার ধান্ধা ঢিল পড়লো তো সঞ্জীবনী শক্তিই ঢিলে হ'য়ে গেল।

প্রফুল্ল—অনিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়) তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বললেন—কেমন

ক'রে তিনি ঋত্বিকতার উপর দাঁড়িয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনিল কী বললো?

প্রফুল্ল—অনিলদা বললেন, প্রত্যেক জায়গায় স্থানীয় কর্ম্মী সৃষ্টি ক'রে, অধিবেশন কেন্দ্র ক'রে সৎসঙ্গীদের আচারবান্, যাজন ও সেবামুখর ক'রে তুলেছেন। তাদের তিনি ঋত্বিক্-অধিবেশনের সময় আশ্রমে নিয়ে আসেন এবং বাড়ীতে রেখে আপনজনের মত সেবাযত্ন করেন। সৎসঙ্গীরা তাঁর বাড়ীতে থাকলেও তিনি তাদের আনন্দবাজারে অর্ঘ্যাদি দেওয়ার কথা বলেন। এতে তারা আনন্দবাজারে যা' পারেন তা' তো দেনই। স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহে ঋত্বিকের পরিবারের জন্যও করেন এবং যথেষ্টই করেন। দীক্ষার সময় ঋত্বিককে ভোজ্য-দানপ্রথা ওদের এলাকায় প্রায় স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। তা'ছাড়া জিলা-সংগঠন-তহবিল একটা করেছেন—বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে আপনাকে যেমন অর্ঘ্য পাঠায়, ঐ তহবিলেও তেমনি দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকের সেবা ক'রে তাদের শ্রদ্ধার অবদানের উপর কেউ দাঁড়িয়েছে শুনলে আমার খুব ভাল লাগে।...........আর কী হ'লো ক'। তোদের কীর্ত্তির কথা, কৃতিত্বের কথা শুনতে আমার বড় সাধ।

প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়)—স্পেন্সার সাহেব গান করলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সহাস্যে)—গান করলো? সবাই বুঝতে পারলো? খুশি হ'লো?

প্রফুল্লদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্পেন্সার নিজে?

প্রফুল্লদা—ও তো খুশিতে টগ্‌বগ্ করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। এইবার 'রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাও রে।'

বিকালে পূজনীয় বড়দার ব্যবস্থাপনায় ছোরাখেলা, ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, যুবসম্মেলন, পুরস্কার-বিতরণ ইত্যাদি হ'লো। অনুষ্ঠানের বিবরণ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে বললেন—বড়খোকা সামনে এগোয় না, কিন্তু পেছনে থেকে সব দিকে লক্ষ্য রেখে যখন যেখানে যাকে দিয়ে যা' করবার সুষ্ঠুভাবে করিয়ে নেয়। ছাওয়ালের ক্ষমতা আছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পেছনদিকে এসে বসলেন। কর্ম্মীরা সবাই এসে সমবেত হলেন। এইবার শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে কর্ম্মী-বৈঠক সুরু হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী), রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কানাইদা (গঙ্গোপাধ্যায়), হরিচরণদা (গঙ্গোপাধ্যায়), ভোলানাথদা (সরকার), সুশীলদা

(বসু), সুশীলদা (দাস), স্মরজিৎদা (ঘোষ), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (মিত্র), রাজেনদা (মজুমদার), শ্রীভূষণদা (মিত্র), নেপাল ভাই (পাল), বিশু ভাই (মুখোপাধ্যায়), জগৎদা (চক্রবর্ত্তী), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), শরৎদা (হালদার), পরেশ ভাই (ভোরা), ফণীদা (মুখোপাধ্যায়), করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), ইন্দুদা (বসু), হীরেনদা (ঘোষ), প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়), হরিদাসদা (সিংহ), মদনদা (দাস), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), সুরেনদা (বসু), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), সুরেনদা (বিশ্বাস), প্রফুল্ল প্রভৃতিকে (যাঁরা উৎসবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন) লক্ষ্য ক'রে বললেন—তোমরা অল্প ক'দিনের চেষ্টায় উৎসবটা কলকাতায় যেমন সুন্দরভাবে করলে, তাতেই বোঝা যায়, তোমরা পার কতখানি। শুধু উৎসব করনি, আমার এবং আমার যারা, সবার জন্য কত কি এনেছ। তাই বলি, তোমাদের অসাধ্য কান্ড নেই। চাই continuity (ক্রমাগতি) ও co-ordination (সঙ্গতি)। আমরা যদি auspicious (মঙ্গললিপ্সু) না হ'য়ে ambitious (উচ্চাকাঙ্ক্ষী) হই, তাহ'লে সবাইকে নিয়ে বড় হওয়ার পথে এগিয়ে যাবার বুদ্ধি হয় না—অন্যকে দাবিয়ে নিজে বড় হওয়ার বুদ্ধি হয়। তাতে সুখ হয় না। আমার দেখতে ইচ্ছা করে যে আপনারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে বড় ক'রে তুলতে চেষ্টা করছেন এবং সবাই মিলে বড় হ'য়ে উঠছেন। আপনারা যদি ঠিকভাবে চলতে পারেন, তাহ'লে এটা factually demonstrated (বাস্তবে প্রমাণীকৃত) হ'য়ে যাবে যে India (ভারত) আজও world (জগৎ)-এর life and light (জীবন ও আলো) হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। শক্ত কিছু না। Pilot-man (চালক) কম, তাই মুশকিল। তবে responsive, sincere, untottering, responsible adherence (সাড়াপ্রবণ, আন্তরিক, অটুট, দায়িত্বশীল অনুরাগ) থাকলে সাধারণ মানুষই অসাধারণ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। আপনারা কম না। কিন্তু আপনাদের আরো more (আরো) হ'তে হবে—both in quality and number (গুণ এবং সংখ্যায়)। শ্রেষ্ঠযাজী হ'তে হবে।

শ্রেষ্ঠযাজী হ'লেই বাড়ে
ব্যক্তিত্বটা প্রজ্ঞা নিয়ে,
নিম্নযজায় বুদ্ধি মোটা
নিষ্ঠা বেড়ায় ফাঁকি দিয়ে।

গতানুগতিক চলনে চললে হবে না। অনন্যমনা হ'তে হবে। আপনারা ইচ্ছা করলে, এই আপনাদের দিয়েই 30 times (তিরিশ গুণ) বেশী work (কাজ) হ'তে পারে। এক ফুঁতে হয়। একজনের inertia (জড়তা) কেটে গেলে

সবার inertia (জড়তা) কেটে গেছে। একজন তেড়েফুঁড়ে উঠলে আর পাঁচ-জন উৎসাহে নেচে ওঠে—সঙ্গে এসে জড় হয়। সমবেত প্রিয়-প্রীণন-তৎপরতা থেকেই দেশে আসে freedom বা স্বাধীনতা। Free (স্বাধীন) কথাটা এসেছে প্রিয় কথা হ'তে, dome মানে house (বাড়ী)। ইষ্টপ্রীতি-কামনায় প্রীতিমুখর সেবা নিয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রিয় হ'য়ে আমরা যখন ইষ্টস্থানে বসবাস করি তখনই freedom (স্বাধীনতা) enjoy (উপভোগ) করি। ইষ্টস্থান বলতে শুধু ইষ্ট বা প্রিয়পরমের বসতবাটিই নয়। ইষ্টস্থান মানে, যেখানে থেকে আমরা মঙ্গল-অভিগমনে চলি। সে-হিসাবে পরমপিতার এই সারা দুনিয়াটাই ইষ্টস্থানে পরিণত হ'তে পারে।

কেষ্টদা—কিভাবে চললে আমরা তাড়াতাড়ি আপনার ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Strong adherence (প্রবল অনুরাগ) হ'লেই হয়। ইষ্ট যা' চান, যাতে খুশি হন, তাই বাস্তবে materialise (মূর্ত্ত) করাকে বলে সাধনা। ওতে inner life-এ (অন্তর্জীবনে) corresponding spiritual and psychical materialisation (অনুরূপ আধ্যাত্মিক ও মানসিক মূর্ত্তনা) যা' হবার তা' হ'তে থাকে। কাজ করা চাই অধ্যাত্ম চেতনা নিয়ে অর্থাৎ সব বৃত্তির সমাহার ক'রে, সমগ্র সত্তার সম্বেগ নিয়ে। আধ্যাত্মিকতা মানে, ইষ্টকে অবলম্বন ক'রে সম্যক গমন বা চলন। এর ভিতর-দিয়েই আসে আত্মোপলব্ধি বা ব্রহ্মোপলব্ধি। আত্মার প্রকৃতি হ'লো গতিশীলতা, ব্রহ্মের প্রকৃতি হ'লো বৃদ্ধিপ্রাণতা। ইষ্টের প্রতি অনুরক্ত হ'লে বৃদ্ধিমুখী চলন তার স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। এই স্বভাবগত চলনই হ'লো কর্ম্মীর মানদণ্ড। এতে সপরিবেশ যা' হবার আপনিই হয়। এই mood (ভাব) সৃষ্টি করা লাগে। কোন কাজ করতে গিয়ে তার anti-thought (বিরুদ্ধ চিন্তা)-কে প্রশ্রয় দিলে, পরে তা' হটাতে গিয়ে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়। ওই anti-thought (বিরুদ্ধ চিন্তা)-ই কাজের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এইভাবে কাজের অন্তরায় আমরাই সৃষ্টি ক'রে রাখি। তাই অন্তরায়ের চিন্তা আসলে পরেই, অন্তরায়কে কিভাবে অতিক্রম করা যায়, বিহিতভাবে তা' ঠিক ক'রে রাখতে হয়। আমি লাখবার বলছি—ভালটা যা' দেখা যায় আপনাদের ভিতর, আপনারা তাই; মন্দটা যা' দেখা যায়, তা' আপনারা নন। আপনাদের সত্তা ভাল, ভালই চান আপনারা, নইলে এখানে আসতেন না।

কেষ্টদা—এখন আমাদের কী-কী কাজ বিশেষভাবে করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা, কৃষ্টিপ্রহরী, কর্ম্মী-সংগ্রহ তো আছেই, তার সঙ্গে

কলেজ, মটর ট্রান্সপোর্ট, কাপড়ের কল এবং ইংরেজী দৈনিকের জন্য প্রস্তুত হওয়া। আর-একটা কথা—আগামী নির্ব্বাচনে সব জায়গা থেকে লোককল্যাণকামী, সৎ, সেবাপ্রাণ, দক্ষ লোকগুলি যাতে নির্ব্বাচিত হয়, এখন থেকে সেইদিকে নজর দেওয়া লাগে—যাতে জনমঙ্গল কিছুতেই ব্যাহত হ'তে না পারে।

সুশীলদা (বসু)—শ্রীমন্দিরের জন্যও তো সংগ্রহ করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ব্যাপার আপনাদের। আমার সঙ্গে সে কথা আলোচনা করার দরকার নেই। আর-একটা কথা—বিজ্ঞান-কলেজ যদি করেন, তার সঙ্গে technological ও industrial section (কারিগরী ও শিল্পবিভাগ) রাখবেন, যাতে প্রত্যেকেই পরীক্ষা পাশের সঙ্গে-সঙ্গে স্বাধীনভাবে কিছু ক'রে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ মাথাওয়ালা যারা, তারা যাতে research (গবেষণা) করার সুযোগ পায়, সে ব্যবস্থা রাখবেন। সাধারণে বুঝতে পারে এবং দৈনন্দিন জীবন-চলনায় কাজে লাগে এমন কতকগুলি বিজ্ঞানের popular (জনপ্রিয়) বই বের করতে হয়। শিক্ষক ও ছাত্ররা মিলে এটা করবে। এর জন্য ভাল-ভাল লোক এখন থেকেই জোগাড় করতে হয়। ভারতের মধ্যে কৃষ্টি ও শিক্ষার পীঠস্থান যেগুলি, সুযোগ-সুবিধামত সে-সব জায়গা ঘুরে দেখতে হয়—কোথায় কিভাবে কি করে। আপনারা করবেন আপনাদের ধাঁজে, আপনাদের বৈশিষ্ট্য মতন, কিন্তু পাঁচটা দেখা থাকলে সে অভিজ্ঞতাও কাজে লাগে। কালে-কালে একটা University (বিশ্ববিদ্যালয়) করতে হবে। তার নাম হবে 'শাণ্ডিল্য University' (বিশ্ববিদ্যালয়)। তেমন ক'রে করতে যদি পারেন, বিলেত, আমেরিকা থেকেও হয়তো ছেলেরা আসবে সেখানে পড়তে।

এরপর কর্ম্মীরা উঠে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও একবার বাড়ীর ভিতর থেকে ঘুরে আসলেন।

তপোবনের ধরণী (রায়) এসে বললো—একটা নতুন গান শিখেছি, আপনাকে এক-সময় শোনাতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাঁকমত শোনাস্। সবাই তো তোর গানের খুব সুখ্যাতি করে। গানে যেমন নাম করেছিস্, পড়াশুনায়ও অমনি নাম করা চাই। সব দিক দিয়ে ভাল হবি। তাহ'লে বাড়ী যখন যাবি, সবাই ধন্য-ধন্য করবে। বলবে- দেখ, আশ্রমে থাকলে কেমন হয়।

এরপর লোকজন সরিয়ে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সুরেনদা (বিশ্বাস) ও মৃগাঙ্ক-দাকে (বেরা) ডেকে নিভৃতে কথা বলতে লাগলেন। কাশীদাকে (রায়চৌধুরী) বললেন—কান্তিদা (বিশ্বাস) ও ব্রজেনকে (দাস) একবার ডেকে দে।

কথাবার্ত্তার পর যোগেনদা (হালদার), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), ত্রৈলোক্যদা

(হালদার), অনন্তদা (ঢালি), অন্নদাদা (হালদার), উপেনদা (সেন), বিধুদা (রায়চৌধুরী), গুরুদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি কর্ম্মীরা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমরা আগামীবার খুলনায় উৎসব ডাকতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা নিজেদের মধ্যে ব'সে সাব্যস্ত করেন। পারেন তো ভালই হয়। খেপু, কেষ্টদা—এদের সঙ্গেও কথা বলেন। উৎসব যদি করতে চান, জেলার সৎসঙ্গী ও general public (জনসাধারণ)-এর বিশেষতঃ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের actively interested (সক্রিয়ভাবে অন্তরাসী) ক'রে তোলা লাগে। অন্যান্য জায়গার কর্ম্মীদের, বিশেষতঃ আশপাশের জেলার active support (সক্রিয় সমর্থন) আছে কিনা তা'ও sound ক'রে (তলিয়ে) দেখেন। অবশ্য যার যত support (সমর্থন)-ই থাকুক না কেন, নিজেরা mainly responsible (প্রধাণতঃ দায়ী) হ'য়ে চলবেন।

যোগেনদা—খুলনার সৎসঙ্গী এবং জনসাধারণের মধ্যে বিশিষ্ট লোকদের সাহায্য আমরা খুবই পাব।

সতুদা (সান্যাল) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুই আগে আসলি না! কতজনের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিতাম। নিজের বাড়ীর কাজ ফেলে বাইরে ঘুরে বেড়ালে হয় নাকি? এ কয়দিন এইখানে প'ড়ে থাকা লাগে।

সতুদা—আপনি ভাববেন না। আমি নিজেই সবার সঙ্গে পরিচয় ক'রে নেবো নে। আর যত বেশী সময় পারি, এই দিকেই থাকবো।

১৪ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ৩০।১০।৪৫)

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের পাশে চৌকীতে ব'সে আছেন। বিজলী বাতি জ্বলছে। কৃষ্ণারজনীর কালোছায়ায় সম্মুখের বিরাট প্রান্তর যেন মুছে গেছে। সামনের দিকে এখন লোকজনের আনাগোনা বিশেষ নেই। আশ্রমভূমি নিস্তব্ধ। ঝাড়ঝোপ থেকে ভেসে আসছে একটানা ঝিল্লীরব। শ্রীশ্রীঠাকুর দূর দিগন্তের পানে চেয়ে চুপচাপ ব'সে আছেন। এমন সময় যতীনদা (দাস), হাউসারম্যানদা এবং স্পেন্সারদা আসলেন। একখানি বেঞ্চিতে বসলেন ওঁরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ওদের খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধা হ'চ্ছে না তো?

যতীনদা কথাটা ওঁদের কাছে বুঝিয়ে বললেন।

ওঁরা উভয়েই একযোগে বললেন—না, না। এত ভাল খাবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে কমই খেয়েছি।

ধীরে-ধীরে নানা কথা উঠলো।

কথাপ্রসঙ্গে স্পেন্সারদা জিজ্ঞাসা করলেন—বৃত্তি আসে কোথা থেকে? বৃত্তি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের আছে libido (সুরত), tendency towards unification (মিলিত হবার ঝোঁক)। এর দরুন আসে sexual inclination (যৌন আনতি)। পুরুষ, নারী তাই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। Positive (ঋজী), negative (রিচী) মিলিত হ'তে চায়। উভয়ের মিলনের ফলে অর্থাৎ sperm (শুক্র) দ্বারা ovum (ডিম্বকোষ) fertilised (গর্ভাধান-সমন্বিত) হ'য়ে একটা zygote (জীবনকণিকা) form করে (গঠিত হয়)। এই zygote (জীবনকণিকা)-এর ভিতর instincts ও temperament (সংস্কার ও ধাতু) থাকে—সুরতসমাহিত হ'য়ে। Instincts ও temperament (সংস্কার ও ধাতু)-সমন্বিত এই zygote (জীবনকণিকা)-কেই বলা চলে জীবাত্মা। আত্মা অত্ ধাতু থেকে এসেছে, তার অর্থ গমন। Tendency towards unification (মিলনপ্রবণতা) থেকে এ স্বতঃই গতিশীল এবং জীবাত্মার সেই গতিটা নিয়ন্ত্রিত হয় তার instinct ও temperament (সংস্কার ও ধাতু) অনুযায়ী। Instinct ও temperament (সংস্কার ও ধাতু)-এর সমবেত প্রেরণায় তখন zygote (জীবনকণিকা)-এর cell-divition (কোষ-বিভাজন) সুরু হয়। এর ফলে হয় instinct ও temperament (সংস্কার ও ধাতু) অনুযায়ী body-formation (শরীর গঠন)। তাই প্রত্যেকের চেহারা স্বতন্ত্র হয়। কারণ, কোন দুইজনের instinct ও temperament (সংস্কার ও ধাতু) অবিকল এক নয়। এখন জীবাত্মার আদিম আকাঙ্ক্ষা হ'লো আত্মসংরক্ষণ, আত্মপোষণ ও আত্মবিস্তার এবং এর পরিপন্থী যা'-কিছু তার নিরসন। আর একেই বলা চলে, জীবনক্ষেত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিশক্তির অভিব্যক্তি। এর থেকে আসে আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, অস্মিতা—এই পঞ্চ-প্রয়োজন। এদের প্রতি-পরস্পরের সংঘাতে গজিয়ে ওঠে রকমারি বৃত্তি। তার আছে অনন্তরূপ, তবে তাদেরকে মোটামুটি ছ'টা বিশিষ্টভাগে ভাগ করা যায়, যাকে বলে—কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য। এদের প্রত্যেকেরই আছে এক-একটা watertight compartment (দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠ)। মানুষের যদি Ideal-এ (আদর্শে) attachment (অনুরাগ) থাকে, তার প্রবৃত্তিগুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে 'সূত্রে মণিগণা ইব' গ্রথিত হ'য়ে তাকে শক্তিমান অখন্ড ব্যক্তিত্বের অধীশ্বর ক'রে তোলে। একেই বলে বৃত্তিভেদ। তখন বৃত্তিগুলি interfulfilling

(পরস্পর-পরিপূরণী) হ'য়ে being and becoming (জীবন ও বৃদ্ধি)-কে fulfil (পরিপূরণ) করে। তাকেই বলে মুক্তি। মুক্তি মানে মুছে যাওয়া নয়। যার ঐ ইষ্টানুরাগ নেই, সে এক-এক সময় এক-এক বৃত্তির obsession-এ (অভিভূতিতে) এক-এক মানুষে পরিণত হয়, যাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সঙ্গতি নেইকো। তাই তার ব্যক্তিত্ব ব'লে কিছু থাকে না, সে হ'য়ে যায় pulverised into psycho-microspic personalities (মানস-আণু-বীক্ষণিক বহু ব্যক্তিত্বে চূর্ণীকৃত)। একজনের বৃত্তিগুলি জানলে astrologer (জ্যোতিষী)-এর মত ব'লে দেওয়া যায়—সে কী, কেমন এবং কিই বা হ'তে বা পেতে পারে। মানুষ প্রতিপদক্ষেপেই জানিয়ে দেয় সে কী!

হাউসারম্যানদা প্রশ্ন করলেন—পুরুষ ও নারীর সহশিক্ষা-সম্বন্ধে আপনার মত কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে ভাল হয় না। অতিনৈকট্যে relishing indulgence of weakness (তৃপ্তির সঙ্গে দুর্ব্বলতার প্রশ্রয়)-এর দরুন উভয়ের প্রতি উভয়ের আমন্ত্রণী আকর্ষণে প্রত্যেকে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে জগাখিচুড়ী পাকিয়ে maso-effeminacy (পুরুষালী নারীসুলভতা)-এর এক-একটি উদ্ভট সংস্করণ হ'য়ে দাঁড়ায়। ঐকান্তিক মোহে পুরুষ তার চিন্তচলন, হাবভাব, পোষাক-পরিচ্ছদে নারী-সারূপ্য লাভের সাধনায় মস্গুল হয়। নারীও হয় তেমনিভাবে অস্বাভাবিক রকমের masculine air, attitude and pose (পুরুষোচিত হাব, ভাব ও ভঙ্গী)-ওয়ালা। ওই হিসাবে সবগুলি factors or faculties (উপাদান ও শক্তি) deranged nature (বিকৃত প্রকৃতি) ধরে। এতে chastity of complexes (প্রবৃত্তির পবিত্রতা) loosened (স্খলিত) হ'য়ে পড়ে, eugenic product (সন্তান-সন্ততি)-গুলি fall করে (নিকৃষ্ট হয়), generation (বংশ)-গুলি generally (সাধারণতঃ) weak and distorted (দুর্ব্বল ও বিকৃত) হয়—ইত্যাদি অনেক কিছুই কুফল ফলে। সেজন্য আমার মতে mother (মা)-এর domestic tutorial class (পারিবারিক শিক্ষা-স্তর)-এর পরে co-education (সহ-শিক্ষা) হওয়া উচিত না। Co-education (সহ-শিক্ষা)-এর কুফল অনন্ত। এতে নারী-সম্বন্ধে prolonged, unnecessary, abnormal, futile, sex-imagination (ক্রমাগত, নিষ্প্রয়োজন, অস্বাভাবিক, নিষ্ফল যৌন-কল্পনা)-এর ফলে পুরুষের psychological impotency (মানসিক পুরুষত্ব-হীনতা) দেখা দেয়, এবং নারী masculine nature (পুরুষোচিত প্রকৃতি) imbibe (আয়ত্ত) করার ফলে দাম্পত্যজীবনে পুরুষের মত adoration (পূজা)

চায়, এবং তার ফলে স্বতঃই inferior (নিকৃষ্ট)-এর প্রতি inclined (আনত) হয়, যে কি-না তার হুকুমের গোলাম হ'য়ে চলবে। এতে অগণিত inferior perverted issue (নিকৃষ্ট, বিকৃত সন্তান) জন্মায় দেশে। নারী-পুরুষের মধ্যে যদি honourable distance (সম্মানযোগ্য ব্যবধান) না থাকে, উভয়ের healthy, normal sex-propensity (সুস্থ, স্বাভাবিক যৌন-সম্বেগ) die out করে (লোপ পায়)। Lifeless, artificial, debilitated sex-life (প্রাণহীন, কৃত্রিম, দুর্ব্বল যৌন-জীবন) থেকে vigorous life (শক্তিমান জীবন) গজায় না। Nation fall করে (জাতি প'ড়ে যায়)। আমার মনে হয়, এতজ্জাতীয় নৈতিক দুর্ব্বলতাই ফরাসীদের পতনের অন্যতম কারণ। সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা আজও যদি এ বিষয়ে সাবধান না হয়, অদূর-ভবিষ্যতে সে তার বিষময় ফল বুঝতে পারবে। ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য-বিধ্বংসী বুদ্ধি এবং co-education (সহ-শিক্ষা)—এই দুটো জিনিস আমাদের দেশের মেরুদণ্ড অনেকখানি ভেঙ্গে দিয়েছে। যে আঘাত হেনেছে তা' সামলে ভারত কবে যে আবার সুস্থ, স্বচ্ছ হবে, পরমপিতাই জানেন। এ দুটি জিনিস ভারতের বুকে যে মারণ-প্রভাব বিস্তার করেছে, তার কালকবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব কি-না, তা'ও বলতে পারি না।

প্রসঙ্গক্রমে নারী-নির্য্যাতন-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নারী দুর্ব্বল হ'লেও ভগবান তার হাতে এমন রক্ষাকবচ দিয়ে দিয়েছেন যে পুরুষ যতই কামোন্মত্ত হ'য়ে তার সর্ব্বনাশ-সাধনে অগ্রসর হো'ক না কেন, সে যদি জোর তাড়া দিয়ে কোনভাবে তাকে একটা mental shock (মানসিক আঘাত) দিতে পারে, তখনই সে নিরস্ত হ'তে বাধ্য—আর এগুতে সাহস পায় না।

যতীনদা—যে-সব ক্ষেত্রে নারীর অনিচ্ছাসত্ত্বে, কাঁদাকাটি, অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও দুর্ব্বৃত্তেরা বলপূর্ব্বক অত্যাচার করে, সেখানে কি একথা খাটে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাঁদাকাটি করুক আর যাই করুক, যদি mental shock (মানসিক আঘাত) দিয়ে নিরস্ত করতে না পারে, তবে বুঝতে হবে, ভিতরে সতীত্বের সেই unyielding (অনমনীয়) তেজ নেই—যা' শয়তানের শয়তানীকে ঝলসে দিতে পারে। পরাক্রম হ'লো নিষ্ঠার দোসর। পরাক্রমে খাঁকতি থাকলে নিষ্ঠায়ও খাঁকতি আছে বুঝতে হবে। তাই ব'লে আমি এ-কথা বলছি না যে নারীদের মর্য্যাদা রক্ষার ব্যাপারে পুরুষের কোন দায়িত্ব নেই। প্রাণপণে করতে হবে তা'।

কথা বলতে-বলতে অনেক রাত হ'য়ে গেল। এইবার যতীনদা ওঁদের নিয়ে উঠে পড়লেন। যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কথায় ওরা দুঃখিত

হ'লো না তো?

প্রফুল্ল—তা' তো মনে হ'লো না।

প্যারীদা বললেন—ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। বাইরে আর না-বসা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তথাস্তু। তাহ'লে চল, উঠি।

১৫ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৫২ (ইং ৩১।১০।৪৫)

হেমন্তের সুন্দর, মধুর, উজ্জ্বল প্রভাত। জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে, পল্লী-প্রকৃতির অন্তরে-বাহিরে নির্ম্মল প্রশান্তি। ছায়াচ্ছন্ন বাবলাগাছের তলায় এসে একখানি বেঞ্চিতে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—মুখে তাঁর প্রসন্ন পরিতৃপ্তি, চোখে করুণাকোমল ললিতদৃষ্টি। ঈষৎ-আন্দোলিত বাবলাডালের ফাঁক দিয়ে-দিয়ে তাঁকে ঘিরে চলেছে সোনার আলোর আনন্দ-নাচন। গতরাত্রের আলোচনায় আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে আছেন স্পেন্সারদা ও হাউসারম্যানদা। সেই নেশায় আজ আবার ছুটে এসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), যতীনদা (দাস) প্রভৃতিও এসে জুটেছেন। কথায়-বার্ত্তায়, আলাপে-আলোচনায় ধীরে-ধীরে আসর জমজমাট হ'য়ে উঠল। ক্রমেই লোকের ভিড় বাড়তে লাগল।

হাউসারম্যানদা জিজ্ঞাসা করলেন—কোন ছাত্রের বাড়ীর পরিবেশ যদি শিক্ষার অনুকূল না হয়, স্কুলের ভিতর-দিয়ে কি তার প্রতিকার করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা পারা যায় শিক্ষকের তরফ থেকে ছাত্রদের ভিতর অনুরাগ ও দক্ষতার সঞ্চারণের ভিতর-দিয়ে। শিক্ষক দেখবে, কেমন ক'রে ছাত্রদের মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, গুরুজনের প্রতি ভক্তি বাড়তে পারে। শিক্ষক প্রয়োজনমত অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে।

অর্জ্জনে পটু, সাশ্রয়ী কাজে
সুন্দরে সমাপন,
এই দেখে তুই বুঝবি লোকের
দক্ষতা কেমন।

—এই হ'লো দক্ষতার মাপকাঠি। বাস্তব কাজের মধ্যে ফেলে এই অভ্যাস ও গুণগুলি ফুটিয়ে তুলতে হবে ছাত্রদের চরিত্রে। আমার মনে হয়, সাধারণ স্কুল করার চাইতে pauper reformatory school with arrangement for literacy (লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থাসহ দারিদ্র্যব্যাধি-নিরাকরণী বিদ্যালয়) যত বেশী হয়, ততই ভাল। সব দেশেই এর প্রয়োজন আছে। তথাকথিত শিক্ষা মানুষকে অক্ষম করে, অলস করে তার প্রকৃতিপ্রদত্ত সদভ্যাস নষ্ট ক'রে

দেয়। এতে সেবা দেওয়ার চাইতে প্রতারণার কলাকৌশল সে বেশী ক'রে শেখে, তার ব্যবহারের গোড়ায় হাত পড়ে না। ইংরাজী behaviour (ব্যবহার) কথার মানে হ'লো, be and have (হও এবং পাও)। অর্থাৎ যা' পেতে চাও, তদনুপাতিক যোগ্যতা অর্জ্জন কর, নিজের চরিত্রকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত কর। Pauper reformatory school (দারিদ্র্যব্যাধি-সংশোধনী বিদ্যালয়) ঠিক-ঠিক মত চালাতে পারলে যোগ্যতাহীন দাবী-দাওয়া বা পোষণহীন শোষণের বালাই থাকে না। টাকা থাকলে যে মানুষ pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত) হবে না, আর দরিদ্র হ'লেই যে সে pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত) হবে—তার কোন মানে নেই। Pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত)-দের সাধারণতঃ করা ও দেওয়ার আবেগের চাইতে পাওয়ার আবেগ বেশী। কাজে আনন্দ পায় না, কাজে মন বসে না, সেবা করার সম্বেগ নেই, যাকে দিয়ে পায়, তাকে উচ্ছল করার বুদ্ধি নেই—কেবল পয়সার দিকে নজর। গরীবের মধ্যেও এ-রকম লোক আছে, ধনীর মধ্যেও এ-রকম লোক আছে। শিক্ষার ভিতর-দিয়ে তাদের মধ্যে করা ও দেওয়ার আবেগ ফুটাতে হয়, তাদের অভ্যাস, ব্যবহার এস্তামাল ক'রে দিতে হয়। এতে উন্নতধরণের শিক্ষকই সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন। শিক্ষক জুটলে স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় যা'-কিছু এবং ছাত্র সংগ্রহের সমস্যা তাকে কেন্দ্র ক'রে সুবিন্যস্ত সমাধান লাভ করবেই। Pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত)-দের নিয়ে যে-সব শিক্ষক নাড়াচাড়া করবে, তারা নিজেরা যদি আদর্শে অটুটভাবে যুক্ত না হয়, তাদেরই মধ্যে দারিদ্র্যব্যাধি সংক্রামিত হবার ভয় থাকে কিন্তু। তাই অটুট আদর্শানুসরণে নিরত থেকে তাদের নিজেদেরকে হীনত্ব-অধ্যুষিত পারিপার্শ্বিকের প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে।

হাউসারম্যানদা—স্কুলের বাইরে ছেলেদের দায়িত্ব কা'র উপর থাকবে। রাষ্ট্র কি সে দায়িত্ব গ্রহণ করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন তাদের দায়িত্ব সমবেতভাবে ন্যস্ত থাকবে পরিবার, পরিবেশ, শিক্ষাগার এবং রাষ্ট্রের উপর। শুধু আমার বাড়ীর ছেলেপেলেদের জন্যই যে শুধু আমি দায়ী, তা' নয়, আশপাশের ছেলেপেলেদের ভালর জন্যও আমাকে সাধ্যমত দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তার সঙ্গে আমার স্বার্থও জড়ান আছে। তারা যদি ভাল হয়, আমার বাড়ীর ছেলেপেলেদেরও তাতে মানুষ ক'রে তোলার পক্ষে সুবিধা হয়। রাষ্ট্র দেশের মধ্যে এমন একটা উন্নত আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে তুলতে চেষ্টা করবে, যেখানে প্রত্যেকটি ছেলে সৎ হওয়ার প্রেরণা পায়। তা'ছাড়া সৎকে তারা পুরস্কৃত করবে, মর্য্যাদার আসন দেবে, অসৎকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না। রাষ্ট্রের কাছে যদি সতের সমাদর ও সম্মান থাকে,

তাহ'লে প্রত্যেকে সৎ হবার incentive (প্রেরণা) পায়। তাই রাষ্ট্র যদি ধর্ম্ম ও কৃষ্টির উপাসক হয়, সৎ ও সুধীজনের উৎসাহদাতা হয়, তাতে সকলেরই মঙ্গল।

স্পেন্সারদা—স্কুলের আয়ব্যয় এবং পরিচালনা কিভাবে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Semi-government school (আধা-সরকারী স্কুল) হ'লে ভাল হয়। State ও public (রাষ্ট্র ও জনসাধারণ)-এর financial backing (আর্থিক সাহায্য) থাকবে, কিন্তু internal administration (আভ্যন্তরীণ পরিচালনা) teacher (শিক্ষক)-রাই করবেন। State (রাষ্ট্র)-এর উচিত government (সরকার)-এর সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীদের চাইতেও শিক্ষকদের বেশী ক'রে মর্য্যাদা দেওয়া এবং শিক্ষকদের সহিত আচরণে এবং তাঁদের প্রতি ব্যবহারে সে শ্রদ্ধাভিনন্দনার ভাব বাস্তবে দশজনের সামনে প্রকাশ্যভাবে ফুটে ওঠা চাই। যেমন governor (রাজ্যপাল)-এর কাছে বা premier (প্রধানমন্ত্রী)-এর কাছে একজন teacher (শিক্ষক) গেলে তাঁর তক্ষুণই দাঁড়িয়ে উঠে গভীর শ্রদ্ধায় তাঁকে অভ্যর্থনা করা উচিত (উঠে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে হাত জোড় ক'রে রকমটা দেখালেন)। State (রাষ্ট্র) যদি শিক্ষককে এতখানি মান্য দেয়, তাঁকে গৌরব-গরীয়ান ক'রে দশজনের সামনে তুলে ধরে, তখন ছাত্রদেরও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা, সমীহ, আনুগত্যের ভাব বেজায় বেড়ে যায়। শিক্ষককে এতখানি শ্রদ্ধা, মূল্য, মর্য্যাদা দিতে হবে, তার কারণ, তাঁরা হ'লেন কৃষ্টি, জীবন এবং আলোকের দেবদূত। ব্রাহ্মণরা হ'লেন normal teacher (স্বাভাবিক শিক্ষক), তাই তাঁদের এত সমাদর। শিক্ষক তথা ব্রাহ্মণকে অতিমান্য দেওয়া মানে—কৃষ্টি, জীবন এবং আলোককে জাতীয় জীবনে তার যথাযোগ্য গৌরবের আসনে আপ্রাণ আবাহনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

আমেরিকান সাহেবরা এতখানি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ-সহকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনছেন দেখে গ্রামের অনেক লোক কৌতূহলী হ'য়ে ডিস্‌পেন্সারীর পাশে এসে জড় হয়েছে। বালকদের মধ্যে এক-একজন সবার অলক্ষিতে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ ক'রে কি যেন দেখাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার সূত্র ধ'রে কেষ্টদা বললেন—শিক্ষকরা যদি তেমন হন, তবে রাষ্ট্র তাঁদের শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হবে। তাঁদের যোগ্যতার উপর সেটা নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Character (চরিত্র) থাকলেও state (রাষ্ট্র) যদি তা' recognise (স্বীকার) না করে, তা'হলে হয় না। Christ (যীশুখ্রীষ্ট)-এর কতখানি করা ছিল, কিন্তু state (রাষ্ট্র)-এর তা' ধরা ছিল না, অর্থাৎ state

(রাষ্ট্র) তা' recognise (স্বীকার) না ক'রে বরং উল্টো colour (রং) দিয়ে দিল, এতে state (রাষ্ট্র) এবং জনসাধারণ সবাই বঞ্চিত হ'ল। রাজশক্তি প্রবৃত্তিশাসিত হ'লে যে লোকের কী দুর্দ্দশা হয়, তা' ব'লে শেষ করা যায় না। মানুষের অস্তিত্ব নিরাপদ ও সুদৃঢ় হয় রাজশক্তির সহায়তা ও সমর্থনে। তাই state (রাষ্ট্র) যা' recognise (স্বীকার) করে, সাধারণ মানুষ তা' আয়ত্ত করার জন্য একটা আগ্রহ বোধ করে। ভাল মানুষদের তাই state (রাষ্ট্র)-এর যথোপযুক্ত সমাদর এবং সম্মান দেখান উচিত, তাদের সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত। তাতে স্বার্থের খাতিরেও মানুষ ভাল হবার তাগিদ বোধ করে। দুঃখ, কষ্ট, নিপীড়নকে উপেক্ষা ক'রে ভালকে আঁকড়ে ধ'রে থাকবে, তেমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। যদিও ঐটেই নিষ্ঠার মানদণ্ড।

স্পেন্সারদা—স্কুল এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক কী থাকবে? অনেক সময় তো দেখা যায়, রাষ্ট্রের সাহায্য নিতে গিয়ে রাষ্ট্রের তরফ থেকে অনেক অবাঞ্ছনীয় হস্তক্ষেপ হ'তে থাকে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আভ্যন্তরীণ পরিচালনাভার থাকবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর—আর state (রাষ্ট্র) হ'ল পরামর্শদাতা। State-help (রাষ্ট্রের সাহায্য) নেবার দরুন সেখান থেকে যদি আদর্শবিরোধী অবাঞ্ছনীয় হস্তক্ষেপ হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে জনসাধারণের কাছ থেকে জমিজমা এবং আর্থিক দান সংগ্রহ ক'রে স্কুলকে বরাবরের মত আত্মনির্ভরশীল ক'রে তুলতে হবে, যাতে state (রাষ্ট্র)-এর সাহায্যের প্রয়োজন না থাকে। শিক্ষকদের স্বাধীনতা থাকা চাই। শিক্ষা পরিচালনা বা পরিকল্পনা ব্যাপারে university-রও (বিশ্ববিদ্যালয়েরও) state (রাষ্ট্র)-এর মত আত্মকর্তৃত্ব থাকা দরকার, state (রাষ্ট্র)-এর uncharitable whims and interference (অনুদার খেয়াল ও হস্তক্ষেপ) কখনও বরদাস্ত করা উচিত নয়। সমাজ ও শিক্ষামন্দিরের সাধু স্বাতন্ত্র্য যদি থাকে, তবে তাদের দিয়ে প্রয়োজনমত রাষ্ট্রযন্ত্রের সংশোধন করা যায়, কিন্তু সবই যদি রাষ্ট্রের পোঁ-ধরা ও কুক্ষিগত হ'য়ে যায়, তবে রাষ্ট্রের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করবে কে? সেইজন্য ব্রাহ্মণরা কখনও রাষ্ট্রের মাইনের চাকর হ'ত না। মনে রাখতে হবে, মানুষের বাঁচা-বাড়ার জন্য রাষ্ট্র—বাঁচা-বাড়ার অপলাপী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আধিপত্য মানবার জন্য মানুষ নয়। সেইজন্য রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য হ'চ্ছে, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তাকে বাঁচা-বাড়ার পোষণ সরবরাহ করা।

স্পেন্সারদা—আজকাল দেখা যায়, প্রত্যেকটা রাষ্ট্র তার শিক্ষাব্যবস্থার ভিতর-দিয়ে তার-মত ক'রে একটা অসম্পূর্ণ রাজনৈতিক মতবাদ বা জীবনদর্শনকে

অভ্রান্ত ব'লে চালিয়ে দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে তদনুযায়ী একটা চিন্তাপ্রণালী ও ঝোঁক সৃষ্টি ক'রে ছেড়ে দিচ্ছে, এর-প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিক্ষার পিছনে যদি ধর্ম্ম না থাকে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি না হয় ধর্ম্মকে পরিপূরণ করা, তবে এমনতর অস্বাভাবিক ঝোঁক তো গজিয়ে উঠবেই। ধর্ম্ম যদি চাই, সঙ্গে-সঙ্গে চাই আদর্শ—যাঁর মধ্যে ধর্ম্মের চেহারা দেখা যায়। আর এটাও ঠিক যে, যে রাজনীতি ধর্ম্মকে পরিপূরণ করে না, তা' কিছুই নয়। কারণ, ধর্ম্ম হ'ল তাই যা' আমাদের জীবন ও বৃদ্ধিকে সর্ব্বতোভাবে ধ'রে রাখে।

হাউসারম্যানদা—কায়িক শাস্তিপ্রদান-সম্বন্ধে আপনার মত কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর পাশ ফিরে ব'সে বললেন—শিক্ষক এতখানি ভালবাসাময় অথচ গুরুগরীয়ান হবেন যে তিনি যদি ছাত্রের সঙ্গে একদিন কথা না বলেন, সেইটে তার কাছে কায়িক শাস্তির বাড়া হ'য়ে যাবে। কায়িক শাস্তি সেখানেই অনুমোদন করা চলে, যেখানে ছাত্রকে কোন অসংশোধনীয় বা অপূরণীয় আশু-পতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার অনিবার্য্য প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। তবে এটা মানতেই হবে যে এই প্রয়োজনের আবির্ভাব যদি হয়, সেটাও শিক্ষকের পক্ষে পরম অগৌরবের। এর মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটেছে, বলি। বড়খোকার একটি চাকর, সে মণখানেক ধান চুরি করেছে। তারপর বড়খোকা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করাতে সে সব কথা স্বীকার করে। পরে সে অনুতপ্ত হ'য়ে বলে—"বাবু! আমার চুরি করাই অভ্যেস, চাকরী করলি হয়তো আবার চুরি করব, তাই আর আমি আপনার চাকরী করব না।" এই ব'লে সে বাড়ী চ'লে যায়, আর কাজ করতে আসে না। এর কয়েকদিন পর বড়খোকা ১০।১৫ মণ ধান একটা গাড়ীতে ক'রে লোক দিয়ে তার বাড়ীতে পাঠায়ে দেয়। ধান দেখে ও জিজ্ঞাসা করে—'কিসের ধান? কেন?' তখন যা'রা ধান নিয়ে গিয়েছে তারা বড়খোকার নির্দ্দেশমত বলে—"বড়বাবু পাঠায়ছেন তোমার বৌ-ছাওয়াল-পাওয়ালের জন্যি। তোমার অপরাধের জন্যি তারা তো দায়ী না। তারা কেন কষ্ট পাবে? তুমি কাজ কর না, তারা খাবে কী? তাই বড়বাবু এই ধান পাঠায়ে দেছেন।" সে তখনই অনুতাপে মাটিতে ঠুস হ'য়ে পড়ল। বুকের জ্বালা জুড়োতে না পেরে গামছা কাঁধে ক'রে কোথায় যেন চ'লে গেল! সেখানে ক'দিন ছিল—কেবল কাঁদে—খায় না, কথা কয় না, কাঁদে। এখন এখানে এসেছে। বড়খোকা যতই ভাল ব্যবহার করে, ততই ও মরমে ম'রে যায়। কি করবে, ভেবে পায় না। সেদিন দেখলাম, শরীর একেবারে শুকায়ে গেছে। কত যেন অপরাধী, আমার দিকেও ভাল ক'রে মুখ তুলে চাইতে পারে না। তাই মনে

হয়—মনোবিজ্ঞানসম্মত ভালবাসাময় ব্যবহারে মানুষের complex-এর core (বৃত্তির মর্ম্মদেশ) একবার penetrate (ভেদ) করতে পারলে তবেই মানুষ গলে, মানুষ বদলায়।

স্পেন্সারদা—রাষ্ট্র এবং পিতামাতারও তো কায়িক শাস্তিদান-সম্বন্ধে ঐ মনোভাব হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারিবারিক ব্যাপারে তো ঐ রকমই, তবে আমার মনে হয়, state (রাষ্ট্র)-এর শাস্তিবিধান এমন হওয়া উচিত যে যদি কেউ গুরুতর অপরাধ করে, তবে তার বিচারের পর তাকে ক্ষমা করার প্রাথমিক অধিকার হবে—যার প্রতি সে অন্যায় করেছে সেই ব্যক্তি নিজে। অবশ্য অভিযোক্তা ক্ষমা করলেই যে রাষ্ট্র সবক্ষেত্রে ক্ষমা করতে পারবে, তা' নয়। কারণ, এমন সমস্ত ব্যাপার থাকতে পারে, যেখানে অন্যায়কারীকে ক্ষমা করা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক। সেখানে অভিযোক্তা ক্ষমা করলেও রাষ্ট্রের পক্ষে তা' করা সমীচীন হবে না। সে-সমস্ত ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে কঠোর দণ্ডাজ্ঞার পরও যদি বিক্ষুব্ধ, অত্যাচারিত, ক্ষতিগ্রস্ত যে, তার ক্ষমাদানই state (রাষ্ট্র) কর্ত্তৃক বহাল থাকে, তবে অনেক কিছু সুফল ফলার সম্ভাবনা আছে। তার মার্জ্জনা পেতে গেলে তখন দোষীকে তাকে খুশি করতে হবে, তৃপ্তি দিতে হবে—আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তার প্রাণ স্পর্শ ক'রে। তার বুকের ক্ষত মুছে দিয়ে তাকে নিজের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ ও মমতা-আনত ক'রে তুলতে হবে। প্রাণের দায়ে এই কঠিন সাধনায় ব্রতী হ'তে গিয়ে তার মধ্যে destructive habit (ধ্বংসাত্মক অভ্যাস)-এর বদলে benign constructive habit (কল্যাণকর সংগঠন-মূলক অভ্যাস)-এর সৃষ্টি হবে। সে শুধরে উঠবে ভিতর-থেকে। উভয়ের মধ্যে তিক্ত বিজাতীয় সম্পর্কের পরিবর্ত্তে প্রীতিমধুর সম্পর্ক গ'ড়ে উঠবে। পরস্পরের মধ্যে এমন হ'তে হ'তে সারা দেশময় একটা শান্তিময়, সুখকর আবহাওয়া উথলে উঠবে। এই কৌশলের বিহিত ও সুচারু প্রয়োগ ও প্রসারে সারা জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার পথ অনেকখানি পরিষ্কার হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শান্তি কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখতে বললেন।

চুনীদা (রায়চৌধুরী) দেখে এসে বললেন—শান্তি এসেছে শম্ ধাতু থেকে। শম্ ধাতু মানে দর্শন, শ্রবণ, উপশম, আলোচনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অপরাধীর দোষ এবং যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে তার ক্ষতি ও বেদনার উপশম যখন হয়, তখনই শান্তির মলয়হাওয়া বইতে থাকে।

কেষ্টদা—Born incorrigible (জন্মগতভাবে অসংশোধনীয় লোক)

আছে কি? না, প্রত্যেককেই শোধরান যায়? এবং কী ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—The word 'impossible' is found in the dictionary of fools ('অসম্ভব' কথাটি বোকাদের অভিধানে পাওয়া যায়)। তেমন ক'রে পিছনে খাটতে পারলে—এক-একজনকে নিয়ে লেগে-প'ড়ে থাকতে পারলে প্রত্যেককেই বেশ কিছুটা শোধরান সম্ভব, কিন্তু তা' সব সময় কার্য্যতঃ করা যায় না।

জন্মগত ভ্রষ্ট যারা
সৎ বা দয়ায় হয় না বশ,
ভয়েই কেবল অনুগত
শুভের পথে পায় না রস।

প্রথমে ভয় দেখিয়ে বাগে আনতে হয়, পরে ভালবাসা দিয়ে স্নিগ্ধ করতে হয়। তবে বরাবর সজাগ থাকতে হয়।

প্রফুল্ল—একটা খারাপ লোকের পাছে অফুরন্ত চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম ক'রে গভীর অধ্যবসায়ে সুদীর্ঘ দিনে তাকে ভাল ক'রে তোলা কি সমাজের পক্ষে লাভজনক? ওই চেষ্টাটা বহু ভাল লোকের পিছনে যদি দেওয়া যায়, তাহ'লে তো অনেক বেশী কাজ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একদল আলাদা লোক রাখা লাগে—যারা এই-সব লোককে শোধরাবার সহজ এবং সহজতর বিজ্ঞানসম্মত পন্থা আবিষ্কার সম্বন্ধে বাস্তব-ভাবে গবেষণা করবে। এমন একটা লোককে পরিবর্ত্তন করতে গিয়ে একজনের যে শক্তি গজিয়ে উঠবে এবং সে যে অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তাই-ই হয়তো জগতে শত-শত দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের পরিবর্ত্তনের সহজ পথ উন্মুক্ত ক'রে দেবে। তবে এ-কাজ সবার জন্য নয়। কিন্তু এদিকটা অবহেলাও করবার নয়। কারণ, সবাইকে নিয়েই সমাজ। সমাজদেহের যেখানেই ক্ষত থাক, সময়মত তার উপযুক্ত চিকিৎসা যদি না হয়, তবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তা' বিস্তারলাভ করবে।

কথা বলতে-বলতে বেলা হ'য়ে গেল। কখনও কেষ্টদা, কখনও যতীনদা, কখনও প্রফুল্ল দোভাষীর কাজ করছিলেন। অনুবাদের মাধ্যমে কথাগুলির পরিপূর্ণ রসটা ওঁরা (স্পেন্সারদা ও হাউসারম্যানদা) হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলেন না। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিটি অভিব্যক্তিই গভীর অভিনিবেশ-সহকারে লক্ষ্য করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাচ্ছলে বললেন—আমি মূর্খ, কথা বলতে জানি না।

স্পেন্সারদা—কথা আপনি খুব ভাল বলতে পারেন। কথা বলার সময়

আপনার সমস্ত সত্তাই সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। তাই আপনার অভিব্যক্তি দেখে আমরা অনেকখানি অনুভব করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তা'ছাড়া আমার উপায় কী? বোবারা দেখ না, মানুষকে মনের ভাব বোঝাতে কত চেষ্টা করে! (ঠারে-ঠোরে ভঙ্গী ক'রে দেখালেন)।

সকলে হো-হো ক'রে হাসতে লাগলেন।

২৮শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ১৩।১১।৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে নাট্য-মণ্ডপের ভিতর একখানি চেয়ারে এসে বসেছেন। একটু-একটু শীত পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে একখানি আর্দ্দি'র চাদর। কালো চটিজুতা-জোড়া সামনে রেখে চেয়ারের উপর পা-দু'খানি গুটিয়ে বসেছেন। পাশে গাড়ু, গামছা, তামাক, সুপারি, টিকে, গড়গড়া, দাঁতখোঁটা ইত্যাদি। বেলা প'ড়ে এসেছে। অনেকে কাশীপুরের হাট সেরে জিনিসপত্র নিয়ে কেমিক্যালের মাঠের ভিতর-দিয়ে ত্বরিতপদে বাড়ী ফিরছে। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহলদৃষ্টিতে সে-দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। চুপচাপ ব'সে আছেন। ধীরে-ধীরে দিনের আলো অলক্ষিতে করুণ ও ম্লান হ'য়ে উঠছে। তপোবনের পাশে বাঁশবনে পাখীর দল সবিতৃদেবকে বিদায়-অভিনন্দন জানিয়ে শর্ব্বরী-সুন্দরীকে আবাহন করছে। খচ ক'রে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালার শব্দ হ'লো। কাশীদা (রায়চৌধুরী) লণ্ঠন ধরিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার আশেপাশে চেয়ে দেখলেন। কাছে ব'সে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), পঞ্চাননদা (সরকার), প্যারীদা (নন্দী)। একটু দূরে থেকে টালার মা, তপোবনের শৈল মা, সুবোধের (বন্দ্যোপাধ্যায়) মা, মিনু মা ও তাঁর মা, সুরবালা মা, মঙ্গলদার মা প্রভৃতি প্রণাম ক'রে ফিরে যাচ্ছেন।

পঞ্চাননদা—স্বয়ম্ভু মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' নিজে থেকে sprout করেছে (গজিয়ে উঠেছে)। অবশ্য তার ভিতর সেই সম্পদ্ থাকে যাতে গজিয়ে উঠতে পারে। Positive (ঋজী) থাকলে negative (রিচী) থাকে, এই দুইয়ের ভিতর আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া চলে। তা'-থেকে আসে energy (শক্তি)। Condensed energy (ঘনীভূত শক্তি) হ'লো matter (বস্তু)। Energy (শক্তি)-হিসাবে যখন তা' থাকে, তখন তার কোন রূপ বা আকার থাকে না, তাই মনে হয়, কিছুই নেই। ঐ নিরাকার energy (শক্তি) যখন আকার লাভ করে, তখন তাকে মনে

হয় স্বয়ম্ভু। কিন্তু কিছুই causeless (কারণহীন) নয়। স্থূলের পিছনে আছে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের পিছনে আছে কারণ। কারণ আছে ব'লেই সূক্ষ্ম ও স্থূল আছে। কারণের মধ্যেই আছে কারণের sprouting agent (উদ্গময়ক শক্তি)। তাই তাকে বলা যায় স্বয়ম্ভু।

কেষ্টদা—একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বলেছেন, জগতের যা'-কিছু wave (তরঙ্গ)-এর different frequency (বিভিন্ন পৌনঃপুন্য) ছাড়া আর কিছু নয়। Matter (বস্তু) annihilated (বিনষ্ট) হ'য়ে যে প্রভূত energy (শক্তি) হয়, বর্ত্তমান বিজ্ঞানে তা' প্রমাণিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Energy (শক্তি), matter (বস্তু) ও life (জীবন) এই তিনের মধ্যেই সৎ, চিৎ ও আনন্দ অর্থাৎ অস্তিত্ব, সাড়া দেওয়া-নেওয়ার ক্ষমতা ও বৃদ্ধি পাওয়া—এই তিনটে factor (উপাদান) আছে ব'লে আমার মনে হয়। তবে degree (মাত্রা)-র তফাৎ। আমি এমনতরই বোধ করি। Converging energy (একমুখী শক্তি) matter-এ (বস্তুতে) evolve করে (বিবর্ত্তিত হয়)। Matter (বস্তু)-এর বিহিত converging combination (একমুখী সমাবেশ)-এর ফলে গজায় life (জীবন)। Life (জীবন) আবার superior tension-এ (উন্নত টানে) যত concentrated (একাগ্র) হ'য়ে ওঠে, ততই becoming (বৃদ্ধি)-এর দিকে এগিয়ে যায়। মানুষের মনটা হ'লো একটা bundle of complexes (প্রবৃত্তির পুঁটুলি)। মনকে অনুসরণ করতে গেলে সত্তা disintegrated (বিশ্লিষ্ট) হবার সম্ভাবনা থাকে। সেই জন্য চাই Ideal (আদর্শ)। Libidoic adherence (সুরতের টান) নিয়ে Ideal (আদর্শ)-কে অনুসরণ করতে হয়। তবেই জীবন গ'ড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে।

কেষ্টদা—আপনি যা' অনুভব করেন তা' সত্য হ'লেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে যত সময় তা' অন্যকে দেখিয়ে দেওয়া না যায়, তত সময় তা' বৈজ্ঞানিক সত্য ব'লে স্বীকৃত হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের মস্তিষ্ক-যন্ত্রে যা' ধরা পড়ে, তদনুরূপ সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে তা' দেখিয়ে দেওয়া অসম্ভব না।

Perfection (পূর্ণতা) সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Perfection (পূর্ণতা)-এর মধ্যে আছে thoroughly (পূর্ণভাবে) করা। আমরা যা-ই করি, তা' thoroughly (পূর্ণভাবে) করতে হবে। এই নিখুঁত করার ভিতর-দিয়ে perfection (পূর্ণতা)-মুখী habit (অভ্যাস) formed (গঠিত) হয়। Thorough (পূর্ণ) হ'তে

গেলে through-তে (মাধ্যমে) যেতে হবে। যেখানে যে বিধি সেই বিধি-অনুযায়ী করতে হবে। জীবনে যদি পূর্ণতা পেতে হয় তবে পূর্ণ কাউকে ধরতে হবে। He must be beyond jurisdiction of our complexes (তিনি হবেন আমাদের প্রবৃত্তির এলাকার ঊর্দ্ধে)। Complex (প্রবৃত্তি)-এর যে কোন impulse (প্রেরণা)-ই আসুক না কেন, তাকে direct (পরিচালিত) করতে হবে তাঁর দিকে। তাঁর fulfilment (পরিপূরণ) ছাড়া নিজের fulfilment (পরিপূরণ) ব'লে আলাদা কিছু থাকবে না। এইভাবে না চললে, complex (প্রবৃত্তি)-এর সঙ্গে identified (একাকার) হ'য়ে থাকলে becoming (বৃদ্ধি) ব'লে কিছু হবে না। Becoming is always dependent on attachment to Superior Beloved (বৃদ্ধি সব সময় প্রেষ্ঠের প্রতি টানের উপর নির্ভরশীল)। এর ভিতর-দিয়ে হয় meaningful adjustment of the universe (দুনিয়ার সার্থক নিয়ন্ত্রণ)। সাক্ষী-স্বরূপ থেকে সব দেখা যায়, বোঝা যায়, উপভোগ করা যায়। হরেকরকমে life (জীবন)-টাকে enjoy (উপভোগ) করা যায়। প্রবৃত্তিগুলি যদি আমাদের কানে দড়ি দিয়ে লাখ নাচনে নাচায়, তখন আর উপভোগ থাকে না। একটা মুহূর্তও যদি আমি আমাতে না থাকি, তাহ'লে উপভোগ করবে কে? একেই বলে পরাধীনতা। স্বাধীন আমরা তখনই হ'তে পারি যখন আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রেষ্ঠের অধীন হই। Being (সত্তা) জিনিসটাই dependently independent (পরাধীনভাবে স্বাধীন)। জন্ম নিতেই লাগে মা আর বাবা। বাবাও মা ছাড়া পারে না, মা-ও বাবা ছাড়া পারে না। তাই প্রেষ্ঠ ছাড়া perfection (পূর্ণতা)-এর ধান্ধা বাতুলতা। 'যতই মাকু ঘোরো-ফেরো চরকি ছাড়া নও।'

একটু থেমে হাসতে-হাসতে বললেন—দেখেন কেষ্টদা! বৈষ্ণবদের ঐ-যে কথা 'জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস', ও বড় জবর কথা! দাস মানে দান। Man is the gift of the eternal cohesive attraction (মানুষ চিরন্তন সংযোজনী সঙ্কর্ষণের দান)। Cohesive urge (সংযোজনী আকূতি) সবারই আছে। সেই urge (আকূতি) নিয়ে যুক্ত হ'তে হবে—সর্ব্বসত্তাকর্ষক কৃষ্ণ অর্থাৎ তাঁর মূর্ত্তবিগ্রহ গুরুর সঙ্গে। তবেই আমরা স্বস্থ থাকব, প্রকৃতিস্থ থাকব। নচেৎ আলাই-বালাই আর ছাড়বে না। আবার ঐ যোগনিরতি কা'র কতখানি অটুট তা' বোঝা যায় তা'র চলা, বলা, করা কতখানি thorough ও unblundering (নিখুঁত ও নির্ভুল)—তাই দেখে।

অশোগ্যুত্যুরহস্য-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মৃত্যুর সময় মানুষ একটা ভাব বা চিন্তার ভিতর লয় পেয়ে যায়। ঐ ভাব বা চিন্তার ভিতর তার যা'-কিছু deeper impression ও inclination (গভীরতর ছাপ ও ঝোঁক) concentrated (একাগ্র) হ'য়ে থাকে। কোন দম্পতির মিলনকালে ঐ ভাবের সঙ্গতি যেখানে সৃষ্টি হয়, সেখানে তার আসা সম্ভব হয়। জন্মের পর প্রত্যেকের ভিতরই বিশেষ-বিশেষ সংস্কার বা ঝোঁক দেখা যায়। সেগুলি জন্মজন্মান্তরে অর্জ্জিত বলা চলে। ঐ সংস্কারের সঙ্গে তার পিতৃপুরুষের সংস্কারের সাধারণতঃ যোগ থাকে। তাই সে সেখানে আসতে পারে।

পঞ্চাননদা—মৃত্যুর পর এবং পুনর্জ্জন্মের আগে এই অবস্থায় কি জীবাত্মার কোন বোধ থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকে।

কেষ্টদা—বোধ করতে গেলে তো চাই মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়। তখন তো দেহই থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সূক্ষ্ম ভাবদেহ থাকে, আর তার মধ্যে সবই থাকে সূক্ষ্মভাবে। প্রত্যেকটা ভাবেরই রূপ আছে।

৩০শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ (ইং ১৫।১১।৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের পিছনদিকে বকুলগাছের তলায় বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী), যোগেনদা (বসু), ইন্দুদা (মিত্র), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), কুমুদদা (বল), মহিমদা (দে), বীরেনদা (মিত্র) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত। নানাস্থানে নবান্নে কি-রকম সমারোহ হয়, সেই সম্বন্ধে গল্প হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশ্ন ক'রে ক'রে উৎসাহভরে শুনছেন। তাঁর সহজ, সুন্দর, আগ্রহদীপ্ত প্রিয়বচনে প্রীত হ'য়ে প্রত্যেকে প্রাণ খুলে ঐ সম্পর্কে স্ব-স্ব গ্রামঘরের নানা কাহিনী বর্ণনা করছেন। শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর আক্ষেপের সুরে বললেন—যত আমরা এই সব healthy custom ও tradition (কল্যাণকর প্রথা ও ঐতিহ্য) ভুলে up-to-date (আধুনিক) হচ্ছি, ততই আমাদের সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে।

কথাপ্রসঙ্গে ধীরেনদা নানাস্থানে সেবা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানাদি গঠনের যুক্তি-যুক্ততা-সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মী না-বাড়িয়ে ওসব কাজে নিজেরা হাত দিতে যাওয়া ভাল নয়। ঐ ধরণের কাজ সুরু ক'রে যদি continuity (ক্রমাগতি) বজায় রাখতে

না পার, তাতে হিতে বিপরীত হয়। উপযুক্ত যজমানদের দিয়ে বরং করাতে পার। নিজেই ঐ-কাজে হাত দিলে চোরাবালিতে আটকে পড়ার মত অবস্থা হয়। আদৎ কাজের scope (সুযোগ) পাওয়া যায় না। তুমি ঋত্বিক্, তোমার fundamental work (মূল কাজ) হ'লো to recruit initiates (মানুষকে দীক্ষিত করা), তাদের grow করান (বাড়িয়ে তোলা), আর তাদের ভেতর-থেকে nurture (পোষণ) দিয়ে worker (কর্ম্মী) সৃষ্টি করা। Worker (কর্ম্মী) বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কাজ expand (বিস্তার) করা ভাল।...... আর দেখ, মানুষের সঙ্গে খুব সাবধানে চলা লাগে। অনেক মানুষ inferiority-তে (হীনত্ববোধে) ভরা। Inferiority (হীনম্মন্যতা) যাদেরই আছে তাদের বলতে নেই 'অমুক কর' 'তমুক কর'। বরং বলতে হয়—এইরকম করলে কেমন হয়? এইভাবে বুঝে-বুঝে চলতে হয়।

ধীরেনদা—দুই-একজন graduate (বি-এ পাশ) part-time assistant (আংশিক ব্রতী-সহকারী) পেলেও হ'তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই হয়, তুমি ঢিল দিলে কিছু হবে না। তেমনভাবে লাগলে চাকরী করা লাগে না। নিজেই লেগে পড়, তখন তুমিই পাঁচ জন whole-time graduate assistant (সর্ব্বকালীন ব্রতী বি-এ পাশ সহকারী) পেয়ে যাবে এবং চালিয়েও নিতে পারবে তাদের। অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ, ধীমান্, প্রিয়পর্শন সব কর্ম্মী জোগাড় করতে হয়।

প্রফুল্ল—শোনা যায় যে, বাঙ্গালী ছাত্রেরা ভাল ক'রে শৃঙ্খলা মেনে চলতে জানে না। কিন্তু তারা সৈন্যবিভাগে যোগ দিয়ে সেখানে পট করে শৃঙ্খলা আয়ত্ত করলো কি-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Trainer (শিক্ষক) disciplined (সুশৃঙ্খল), তাই সে জানে কেমন ক'রে discipline (শৃঙ্খলা) impart (সঞ্চারিত) করতে হয়। আবার ওখানকার পরিবেশও সাহায্য করে। অভ্যাস আয়ত্ত করার জন্য ধারাবাহিক একটা করার ক্রমের মধ্য-দিয়ে চলতে হয়। সেই করার ধারার মধ্যে ফেলতে পারলে nerve (স্নায়ু) দুরস্ত হয়, মনের থেকেও তখন ঝোঁক হয়। ভালবাসি-ভালবাসি ব'লে rehearsal (মহড়া) দিয়ে ভালবাসলে যেমন করে, বলে, ভাবে—জোর ক'রেও তেমন-তেমন করতে থাকলে ভালবাসা গজিয়ে যায়। এই সম্ভাবনা আছে ব'লেই বলি—মানুষের ভরসা আছে সব সময়ই। Seek, ye will find and knock, it will open (সন্ধান কর, পাবে; টোকা দাও, দরজা খুলবে)। লোকে যা' (যাহার পিছনে) ধায় (ধাবিত হয়), তাই পায়—বিধি কা'রও বাম নয়।

এমন সময় একটা বিড়াল গাছে উঠতে চেষ্টা করছিল। একজন নিজে ব'সে থেকে বললেন—বিড়ালটা তাড়িয়ে দে তো! সকলে যার-যার জায়গায় ব'সে একটু হু-হাঁ করলেন, কেউ আর উঠলেন না। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে বললেন—তুমি যদি উঠতে, তাহ'লে আর কেউ হয়তো উঠে তাড়াতে যেত। যা' করাতে চাও মানুষকে দিয়ে, তা' করতে হয় নিজে—সাধ্য ও শক্তিমত।

ধীরেনদা—মানুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কি-ভাবে বললে ভাল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার সঙ্গে যে-কথাই বল, তার মধ্যে একটা elating interestedness (উদ্দীপনী অন্তরাস) ও loving inquisitiveness (ভালবাসাময় অনুসন্ধিৎসা) থাকাই লাগে। যে-ব্যবহার তোমার ভাল লাগে, অন্যেরও তা' সাধারণতঃ ভাল লাগার কথা—এটা স্মরণ রেখো।

কাশীদা (রায়চৌধুরী)—দীর্ঘসূত্রতার অভ্যাস কাটান যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের প্রবৃত্তি-আসক্তি ভাল কিছু করার পথে অনেক সময় একটা resistance (বাধা) সৃষ্টি করে। বলে—এখন থাক, পরে করিস্। ওতে সায় দিতে অভ্যস্ত হ'লে সর্ব্বনাশ। সদিচ্ছা ও motor nerve (কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ু)-এর response (সাড়া) এই দুইয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হ'য়ে যায়। আমি যে স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটা নীতির কথা বলেছি, ব্রত-হিসাবে সঙ্কল্প নিয়ে ঐগুলি পালন করতে সুরু করলে অনেক দোষের মূলে যেয়ে হাত পড়ে, তাতে সংশোধনের সুবিধা হয়। মানুষের যত সদভ্যাসই থাক, তার একটা complex (প্রবৃত্তি)-ও যদি ইষ্টাথী হ'তে বাকী থাকে, তার ভিতর-দিয়ে মহা অনর্থ ঘটতে পারে। আবার তার যত বদভ্যাসই থাক, তার সবগুলি complex (প্রবৃত্তি) যদি ইষ্টাথী হ'য়ে ওঠে, ঐ বদভ্যাস কাটাতে বেশী দেরী লাগে না। তাই গীতায় আছে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। বিজলী-বাতি জ্ব'লে উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ওঠার কথা বলা হ'লো।

বললেন—বাইরেই বেশ ভাল লাগছে।

ধীরেনদা—জড়তা আসে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জড়তা শরীরের দরুনও আসে, মনের দরুনও আসে। শরীর অসুস্থ থাকলে মনেও স্ফূর্ত্তি থাকে না, উৎসাহ থাকে না। আবার অপ্রীতিকর দ্বন্দ্ব, বিফলতা, ব্যর্থতা, অপ্রত্যাশিত দুর্ব্যবহার ইত্যাদি থেকেও মন নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে। বৌ হয়তো রূঢ় ব্যবহার করলো, তখন মনে হ'লো—আমার কেউ

নেই সংসারে। কা'র জন্য খাটাখাটি, কা'র জন্য কী করি? দূর ছাই! এই রকম ক'রে nervous system (স্নায়ুবিধান) weak (দুর্ব্বল) হয়। তা' থেকে নানা রকম রোগেরও উৎপত্তি হয়।

প্যারীদা—এই সব আঘাত পেয়েও অক্ষত থাকার কোন উপায় কি নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর (ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে)—'একতরী করে পারাপার।' উপায় ঐ ইষ্টপ্রেম। তখন বোঝার ক্ষমতা হয়—কে কেন কী করে, এই বোঝার সঙ্গে-সঙ্গে আসে সহানুভূতি, সহানুভূতি আসলেই হজম করা যায়। তখন জব্দ করার বুদ্ধি হয় না—জয় করার বুদ্ধি হয়। কা'রও কাছে যদি কিছু চাহিদা থাকে আর সেই চাহিদার যদি পূরণ না হয়, তাহ'লেই মানুষ ক্ষুব্ধ হয়। তাই নিজের জন্য কোন চাহিদা না রেখে সাধ্যমত প্রত্যেকের ভাল করার চাহিদা ও চেষ্টা নিয়ে চলা ভাল।

ধীরেনদা—দুঃখদায়ক যা' তা' উপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব দুঃখব্যথাই যে উপেক্ষণীয়, তা' কিন্তু নয়। এমন অনেক দুঃখব্যথা আছে যা' জীবনকে মধুর ক'রে তোলে। মা নেই, মা'র জন্য অন্তরে যে ব্যথা, তাই-ই যেন মা হ'য়ে আছে আমার কাছে। তাকে ছাড়বার ইচ্ছা করে না। তা' ভুলে, থাকব কী নিয়ে? তেমনি পরমপিতার জন্য বিরহব্যাকুলতা ও তজ্জনিত কষ্টবোধ অন্তরে পোষণ ক'রে রাখাই ভাল।

৩রা অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৫২ (ইং ১৮।১১।৪৫)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার), প্রমথদা (দে) প্রভৃতি আছেন।

কর্ম্মী-সংগ্রহ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃত্তিতে তেল মালিশ ক'রে কর্ম্মী জোগাড় করতে নেই। একমাত্র লোভানি থাকবে ইষ্টার্থী লোক-সেবায় নিজেকে উজাড় ক'রে দেবার। এমন ক'রে রোখায়ে দিতে হয় যাতে ইষ্টের জন্য suffer (কষ্ট) ও sacrifice (ত্যাগ) করতে লালায়িত হ'য়ে ওঠে। কর্ম্মীর নিজের কাছে এই জীবন যদি পরম লোভনীয় ও আনন্দদায়ক মনে হয়, তবে তাকে দেখে ও তার কথায় অন্যেও উদ্বুদ্ধ হয়। আপনাতে মুগ্ধ না হ'লে pulled (আকৃষ্ট) হবে না। আপনার প্রতি ভালবাসা জাগাই চাই। আর এর ভিত্তি হবে আপনার superior character and conduct (উন্নত চরিত্র ও আচরণ)। প্রতিটি ব্যক্তির কাছে dignified appreciative approach (মর্য্যাদাসূচক গুণগ্রহণ-মুখর

অভিগমন) চাই with psychological handling (মনোবিজ্ঞানসম্মত পরিচালনা নিয়ে) যাতে সে elated (উদ্দীপ্ত) ও enchanted (মুগ্ধ) হ'য়ে ওঠে। Meeting (সভা) ক'রে এ কাজ হয় না। Meeting (সভা) করা যায় উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য, কিন্তু তারপর individually (ব্যক্তিগতভাবে) pursue (অনুসরণ) করতে হয়। যাজনের প্রধান জিনিস হ'লো অহংকার-অভিমানশূন্য, আপন-করা, মনমাতানো, উচ্চেতনী ব্যবহার। লোকে চায় তার ego (অহং)-কে crown করতে (রাজমুকুট পরাতে), তাকে যদি গোড়াতেই down (খাটো) করা হয়, তাহ'লে কাজ হয় না। Willing surrender to Superior Beloved (প্রেষ্ঠের কাছে ইচ্ছাসহকারে আত্মসমর্পণ)ই যে ego (অহং)-এর best display (সর্ব্বোত্তম প্রকাশ), তা' pleasantly (প্রীতিপ্রদ রকমে) বোঝাতে হয়।

পঞ্চাননদা—যাজনের মধ্যে miracle (অলৌকিক)-এর আশ্রয় নিলে কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Miracle (অলৌকিক)-এর প্রতি মানুষের ঝোঁক আছেই। সাধারণতঃ এর ভিতর থাকে ignorance (অজ্ঞতা)। Ignorance (অজ্ঞতা) যাতে removed (বিদূরিত) হয় তাই করা লাগে। Miracle (অলৌকিক)-এর idea (ধারণা) থাকলে clear (পরিষ্কার) করা ভাল, যদি পারা যায়। সম্ভব হ'লে cause and effect (কারণ ও কার্য্য) explain (ব্যাখ্যা) ক'রে দেবেন। Ideal-centric active adjustment of character (আদর্শকেন্দ্রিক সক্রিয় চারিত্রিক নিয়ন্ত্রণ)-এর ভিতর-দিয়েই যে ignorance (অজ্ঞতা)-কে অতিক্রম ক'রে ভাল যা'-কিছু স্বতঃই গজিয়ে ওঠে তা' ধরিয়ে দিতে হয়।

খগেনদাকে (তপাদার) দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—কোনে গিছিলু?

খগেনদা—বাগানে বেড়া দিতে হবে, তাই বাঁশের খোঁজ করতে গিয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাগানে কি লাগালি?

খগেনদা—আলু, কপি, মুলো, পালংশাক, ধনেপাতা, বেগুন, টমেটো এই সব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোফা মাল করা চাই! ভাল ক'রে সার-টার দিবি।

খগেনদা—করব তো, কিন্তু সব সময় ভয় করে—বানর কখন কী করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যদি না ঠেকাবার পার, তাহ'লে তোমার কেরামতি কী? বানরের উপরে তো নর!

খগেনদা হাসতে-হাসতে চ'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—রামশঙ্কর বেশ চতুর আছে। নাড়ে-চাড়ে দেখেন ওকে কাজে লাগাতে পারেন নাকি। ৩০০ ভাল কর্ম্মী যদি পান, আর তারা যদি ভাল ক'রে কাজ করে, দেখবেন—কা'রও বিরুদ্ধে কিছু বলা লাগবে না। দেশের পক্ষে ক্ষতিকর যারা তারা তখন পাত্তা পাবে না।

বহিরাগত একটি দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—আর্ত্ত ও অর্থার্থী হ'য়ে যদি কেউ আসে, সে কি কখনও কর্ম্মী হ'তে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারে—যখন তার কাছে নিজের স্বার্থের থেকে ইষ্টের স্বার্থ বড় হ'য়ে ওঠে—তাঁর ইচ্ছা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য আর্ত্ত ও অর্থার্থী হয়। লোহা যেমন চুম্বকের প্রতি আকর্ষণের ভিতর-দিয়ে একদিন magnetised (চুম্বকীকৃত) হ'য়ে ওঠে, তার চরিত্রও তেমনি ইষ্টের প্রতি টানের ভিতর-দিয়ে magnetic (আকর্ষণী) হ'য়ে ওঠে। তার কথা, চাল, চলনের ভিতর এক নূতন glow (দীপ্তি) ফুটে ওঠে। মানুষের যত গুণই থাক, যতদিন সে ভিতরে-বাহিরে বাস্তবে surrendered (আত্মসমর্পিত) না হয়, ততদিন সে শান্তি পায় না। যে নিজে শান্তি পায়নি, তার কাছে অন্যেও শান্তি পায় না, তাই তার ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে তার কাছে মানুষ ভেড়ে কমই। মানুষের সত্তার ক্ষুধা মেটাবার মত ব্যক্তিত্ব না-থাকলে পরমপিতার কাজ বিশেষতঃ ঋত্বিকতা করা যায় না।

উক্ত দাদা—একজন হয়তো নিজে শান্তি পায়নি। কিন্তু সে হয়তো খুব ভাল গান করে। তার গান শুনে তো মানুষ শান্তি পায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাময়িক গানের মধ্যে যখন তন্ময় হয় তখন হয়তো কিছুটা শান্তি পায়—তাই ঐ গান শুনে অন্যেও শান্তি পায়। কিন্তু অমনতর মানুষের ব্যক্তিত্ব অন্যকে শান্তি দিতে পারে কমই।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৫২ (ইং ১৯।১১।৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে নাট্যমণ্ডপে এসে একখানি চেয়ারে বসেছেন। কারখানায় ও প্রেসে তখনও কাজকর্ম্ম চলছে, তাই ইঞ্জিনের ঘর্ঘর শব্দ আসছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সস্মিত বদনে বললেন—চালু কল-কারখানার আওয়াজ আমার কাছে গানের মত মিষ্টি লাগে।

সুশীলদা (বসু), ভোলানাথদা (সরকার), পঞ্চাননদা (সরকার), রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কাশীদা (রায়চৌধুরী), রাজেনদা (মজুমদার), প্যারীদা

(নন্দী), গোপেনদা (রায়) প্রভৃতি যাঁরা কাছে ছিলেন, তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে একটু হাসলেন।

সুশীলদা—এই সব শব্দে আপনার একাগ্রচিন্তার ব্যাঘাত হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো হয়ই না, বরং সহায়ক হয়। শব্দের গতি চিন্তার গতিকে তীব্রতর ক'রে তোলে। মানুষ যাকে বাধা ব'লে মনে করে, তাই-ই তার পরম বান্ধব। বাধাকে অতিক্রম বা অনুকূল করতে গিয়েই শক্তি জাগ্রত থাকে আর তাতেই জীবন চালু থাকে। কোন সাড়া, কোন বাধা না-থাকলে মানুষ নিথর হ'য়ে যায়। তাই আমি বুঝি না—লোকালয় ও কাজকর্ম্ম ছেড়ে নিভর্জনে শুধু নামধ্যান নিয়ে থাকলে মানুষ সাধনার স্তরে কতখানি এগোতে পারে।

খবরের কাগজের একটা সংবাদকে কেন্দ্র ক'রে সাম্রাজ্যবাদ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Environment (পারিপার্শ্বিক)-কে না দেখলে, তার উন্নতিবিধান না করলে কেউ টেকে না। প্রত্যেক দেশ যেমন নিজের জন্য, তেমনতরভাবে তার পারিপার্শ্বিক দেশগুলির জন্য বিশেষতঃ যাদের কাছ থেকে সে পোষণ সংগ্রহ করে তাদের জন্য যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে downfall (পতন) invite (আমন্ত্রণ) করে সেই পরিমাণে। Imperialism (সাম্রাজ্যবাদ) থাকলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য। অন্যকে দাবিয়ে রাখার বুদ্ধিই খারাপ। তার চাইতে হওয়া উচিত World United States (বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র), যেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্র তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী অন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে nurture (পোষণ) দেবে। Nurture (পোষণ) দেওয়া বলতে আমি বুঝি, being and becoming (জীবন এবং বৃদ্ধি)-এর allround uplifting welfare (সর্ব্বতোমুখী উন্নয়নী মঙ্গল) যাতে হয় তাই করা। আমরা বৃত্তিস্বার্থের জন্য জীবন-স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিই, there lies our ignorance (সেখানেই আমাদের অজ্ঞতা)। জীবন-স্বার্থ বজায় রাখতে লাগে দীক্ষা, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। প্রত্যেকেরই এর দরকার আছে—তা' যে নামই দিক তার। এটা যে যত ignore (উপেক্ষা) করবে, heaven (স্বর্গ)-ও তার ভিতর তত ill-dignified (নীচস্থ) হ'য়ে থাকবে। আর এই ignoring attitude (উপেক্ষার মনোবৃত্তি) ব্যাপক হ'য়ে kingdom of heaven (স্বর্গরাজ্য) আমাদের নাগালের বাইরে থেকে যাবে।

বলতে-বলতে কথার মোড় ফিরিয়ে বললেন—কিন্তু তা' হ'তে দেওয়া কি ঠিক? কি বলেন সুশীলদা?

সুশীলদা—তা' ঠিক হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে আড়েহাতে লেগে counter-act (প্রতিবিধান) করা লাগে। তার জন্য চাই মানুষ—যারা পরমপিতার প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ত সংগ্রাম করবে।

সুশীলদা—মানুষেরই যে অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর (বিস্মিত ভঙ্গীতে)—মানুষকে মারার জন্য এত soldier (সৈন্য) জোটে, আর মানুষকে বাঁচাবার জন্য—মানুষের অন্তরে heaven (স্বর্গ)-এর upheaving (উত্তোলন)-এর জন্য soldier (সৈন্য) জুটবে না?

সুশীলদা—সৈন্যবিভাগে লোক যায় টাকা পাবার আশায়। যারা টাকার ধান্ধায় ঘোরে, তারা এখানে আসবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকা চায়, কিন্তু কেমন ক'রে টাকা আসে, তা' দেখে না। টাকা আসে সেবার ভিতর-দিয়ে। সেবাস্বার্থী না হ'লে মানুষের activity (কর্ম্ম) unfurled (বিস্তৃত) হয় না, efficiency (দক্ষতা)-ও evolve করে না (বিবর্ত্তিত হয় না)। Selfish obsession (স্বার্থান্ধ অভিভূতি) থাকলে তার জীবন রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মত হয়। সেই জন্য লাগে surrender (আত্মসমর্পণ)। যেখানেই integrated making (সংহত গঠন) কিছু হয়েছে, সেখানেই আছে surrender (আত্মসমর্পণ)। একটা ডাকাতের দলও যে ফেঁদে ওঠে, তারও পিছনে থাকে সর্দ্দারের কাছে surrender (আত্মসমর্পণ)। যে-সব দেশ আজ জগতে বড় হয়েছে, তাদের মধ্যেও দেখা যায় জাতীয় আদর্শ, উদ্দেশ্য ও স্বার্থের প্রতি আনুগত্য কতখানি প্রবল। জাতিগত স্বার্থ বিক্ষুব্ধ হয়, জাতিগত মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এমন কিছু করতে চায় না তাদের বেশীর ভাগ লোক। নিজের স্বার্থ এতখানি উৎসর্গ করার বুদ্ধি থাকে ব'লে অল্পবিস্তর প্রত্যেকের স্বার্থ-পরিপূরণের উপযোগী field (ক্ষেত্র) সেখানে তৈরী হয়।

পঞ্চাননদা—প্রবৃত্তির তাড়নায় ভীমকর্ম্মা হ'য়েও তো অনেকে যথেষ্ট বড় হয় জীবনে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের ঐ বড় হওয়াটা rocket-like (হাউইবাজীর মত)। তা' স্থায়ী হয় না। চরিত্রে বড় না হ'লে সে বড় হওয়ার দাম কী? আবার দুরাগ্রহ লালসা অনেকের চরিত্রে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে তারা সুস্থভাবে কাজ করতে পারে না—পাওয়ার অবাস্তব, অবান্তর ও অলস জল্পনা-কল্পনাতেই তাদের সময় কেটে যায়। লম্বা-লম্বা গল্প দেয়, আর কৃতী যারা তাদের নিন্দা ক'রে বেড়ায়।

এরপর কথাপ্রসঙ্গে একটা ছড়া দিলেন—

দুরাগ্রহ করার বুদ্ধি
সাশ্রয়ী সুন্দর,
প্রাপ্তিরাণী কৃতীর মালায়
পূজে নিরন্তর।

তারপর বললেন, ইষ্টানুরাগ থাকলেই থাকবে অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি, কর্ম্ম-সম্বেগ, দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা, কুশলকৌশলী চলন। এগুলি থাকলে তার success (সাফল্য) ঠেকাবে কে বলেন? এসব ফাঁকিফুঁকির কারবার না। স্বয়ং মা-লক্ষ্মীও তাকে সমীহ ক'রে চলেন।

৫ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ২০।১১।৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজও বিকালে নাট্যমণ্ডপে এসে বসেছেন। সুশীলদা (বসু), যতীনদা (দাস), কাশীদা (রায়চৌধুরী), গোপেনদা (রায়), অপূর্ব্বদা (মুখোপাধ্যায়), উপেনদা (বসু), কালীদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কালুদা (আইচ), সুরেনদা (দাস), প্রেসের মোহিনীদা, তারাপদদা (রায়), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি অনেকেই আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—এখানে আসার যেন একটা নেশা হ'য়ে গেছে। বিকাল হ'লেই বেরোব-বেরোব মন করে।

সুশীলদা—তা' তো খুব ভাল। একটু হাঁটা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা থাকেন, তাই ভাল লাগে। একলা কিন্তু বেরোতে ইচ্ছা করে না। একেবারে গোড়ার আমলের সাথী ছিল কিশোরী, তারপর অনন্ত, গোঁসাইদা, নফর ইত্যাদি। গোঁসাইদা ছাড়া আর কয়জন চ'লে গেছে। আশ্রমের প্রথম যুগের থেকে আপনি আছেন। তারপর কেষ্টদা এসেছে। এইভাবে কতজনের সঙ্গে জীবনটা যেন জড়ায়ে গেছে।...........মা যাওয়ার পর থেকে মনে হয়, আমি যেন শূন্যের 'পর আছি, কোন অবলম্বন নেই (এই ব'লে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন)।

সুশীলদা কম্যুনিজম্-সম্বন্ধে কথা ওঠালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো জানি না কম্যুনিষ্টরা কী বলে। তবে এইটুকু বুঝি, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য যখন আলাদা তখন একঢালা ব্যবস্থায় কাজ হবার নয়। যেখানে যে বৈশিষ্ট্যের বিকাশের জন্য যে ব্যবস্থা উপযোগী, সেখানে তাই করতে হবে। বর্ণগত বৈশিষ্ট্য, কুলগত বৈশিষ্ট্য ভাল যা'—পরস্পর আপূরয়মাণ যা' তা' ভাঙ্গতে নাই। ওর উপরেই মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে, ঐটেই ভিত্তি। পিতৃ-

পূর্বপুরুষের স্মৃতি ও সংস্কার যাতে ভিতরে জাগ্রত থাকে, তা' করাই লাগে। হিন্দুদের যে পিতৃতর্পণের বিধি, সে-ও ঐ উদ্দেশ্যে।

যতীনদা—ওতে কি কিছু হয়? স্বর্গগত আত্মা কি কিছু বোধ করতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Tuning (একতানতা) থাকলে আমার তাঁর জন্য করা-জনিত তৃপ্তি তাঁতে গিয়ে অর্ষে—তিনি নন্দিত হন। আবার আমার চলনচর্য্যা যা'-কিছু পরিবেশের তৃপ্তি সম্পাদন ক'রে নিজেকে যত নন্দিত ক'রে তোলে, সেই নন্দনায় আমার অন্তর্নিহিত স্বর্গস্থ পিতৃলোকও তত নন্দিত হ'য়ে ওঠেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তর্পণ যেমন করতে হয়, সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হয়—আমার প্রতিটি চলা-বলা যাতে প্রতিটি সত্তার ও পিতৃলোকের তৃপ্তিপোষণী হ'য়ে ওঠে। এই tendency (প্রবণতা)-টা জাগিয়ে রাখবার জন্য আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণেরও দরকার আছে। অপরকে তৃপ্তি ও আনন্দদানে উভয়েরই লাভ হয়। মানুষের থেকে-থেকে খামাকা আনন্দ হয়, তৃপ্তিতে বুক ভ'রে যায়। এর পেছনে ঐ-সব আচরণের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। কেউ যদি আপনার জন্য আন্তরিকভাবে শুভকামনা করে, তাতেও অজ্ঞাতভাবে আপনার মনের উপর একটা elating effect (উদ্দীপনী ক্রিয়া) হয়। আর যে শুভকামনা করে সে-ও শুভে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে।

জীবাত্মা-পরমাত্মা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমাত্মা মানে, supreme (পরম) বা prime (প্রধান) চলায়মান urge (সম্বেগ)। জীবাত্মা মানে, জীবন ধ'রে যে চলে সেই।......... মানুষ যদি জানতো, কত কষ্ট ক'রে সে জন্মাতে পেরেছে, তাহ'লে আর মরতে চাইতো না। কোন sexual congress (যৌন মিলন)-এর সময় লাখ-লাখ জীবাত্মা এসে জন্মগ্রহণের জন্য চেষ্টা করে। ভাগ্যক্রমে একটা হয়তো জায়গা পায় বা পায় না, আর সবগুলি বিফল-মনোরথ হ'য়ে ফিরে যায়। কত জায়গায় ব্যর্থ হ'য়ে যে শেষটা কৃতকার্য্য হয় তার কি ইয়ত্তা আছে? এ বড় কষ্ট। স্মৃতি থাকে না তাই বুঝি না। বুঝলে হেলায়-ফেলায় জীবন নষ্ট করা যায় না। অগম্যাগমন যে মহাপাপ বলে তার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও নৈতিক দিক ছাড়াও আরো একটা দিক আছে। আপনার মৃত পিতা হয়তো আপনার ঔরসে জন্ম-গ্রহণ করবার জন্য ঘুরছেন, আপনি হয়তো তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন এক মেথরাণীর কোলে। কি বীভৎস ব্যাপার দেখেন তো!

সুশীলদা—সদ্‌গুরু লাভ হ'লে নাকি ত্রিকোটিকুল উদ্ধার হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকের সঙ্গে তার পূর্ব্বপুরুষের connection (সম্পর্ক)

থাকেই। সব সময় impulse (সাড়া) carried (বাহিত হয়)। Affinity (সঙ্গতি)-ওয়ালা সত্তাগুলির মধ্যে এইটে বেশী ক'রে হয়। Electric current (বৈদ্যুতিক স্রোত) যেমন pass করে (চলে) from one passable point (একটা চলার উপযোগী বিন্দু থেকে) to another passable point (আর একটা চলার উপযোগী বিন্দুর দিকে), ইঞ্জিনের পিছনে-পিছনে যেমন চলে ইঞ্জিনের সঙ্গে জোড়া-লাগান গাড়ীগুলি—এইভাবে ত্রিকোটিকুল উদ্ধার তো হ'তেই পারে, তবে যাঁকে বলে সদ্‌গুরু তাঁকেও চাই, আর যাকে বলে তাঁকে লাভ করা তা-ও চাই। তাঁতে love (ভালবাসা) না হ'লে তাঁকে লাভ করা যায় না।

যতীনদা—ব্রহ্মচর্য্য-সম্বন্ধীয় বইতে বিন্দুধারণের কথা আছে, ঊদ্ধর্বরেতা হওয়ার কথা আছে—সে ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিন্দু মানে centre (কেন্দ্র) অর্থাৎ Ideal (ইষ্ট)। বিন্দুধারণ মানে Ideal (ইষ্ট)-কে ধ'রে চলা, concentrated run (একাগ্র চলন)। এমনতর চলনে যে চলে সে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কামের প্রশ্রয় দেয় না, অনর্থক রেতঃপাত করে না। অনর্থক রেতঃপাত শরীর-মনের অপকর্ষ নিয়ে আসে, তাই তা' জীবনের পক্ষে হানিকর।

যতীনদা—অনর্থক রেতঃপাত মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ধরেন masturbation (হস্তমৈথুন)। ওটা বিশ্রী জিনিস। আমার মনে হয়, প্রত্যেকটা sperm (শুক্রকীট)-ই এক-একটা সত্তা—মানুষ—আপনার-আমার মত মানুষ। Ovum (ডিম্বকোষ) যদি ধরিয়ে দেওয়া যেত, তাহ'লে অতগুলি মানুষ হ'তে পারতো। টেষ্টটিউব বেবী (শিশু)-র কথা তো শুনেছেন। দ্রোণাচার্য্যের কথা তো জানেন। কত আচার্য্যের সর্ব্বনাশ করে মানুষ, তার কি ঠিক আছে? আবার দাম্পত্য-জীবনেও অসংযম ভাল না।..............ঊদ্ধর্বরেতা হওয়ার কথা বলে। তার মানে ঊদ্ধর্বদিকে অর্থাৎ শ্রেয়ের প্রতি টান নিয়ে তদভিমুখী গতিতে চলা। ঊদ্ধর্বরেতা হ'লে অশিষ্ট কাম শিষ্ট হয়। মানুষ ঊদ্ধর্বগতিসম্পন্ন হ'লে যে সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না, তা' কিন্তু নয়। বরং অমনতর না হ'লে সন্তানের জন্মদানের যোগ্যতা হয় না। যেমন-তেমন ভাবে বিয়ে করে, যেমন-তেমন ভাবে সন্তানের জন্ম দেয়, তাইতো মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষ যদি বাস্তবে শ্রেয়োনিষ্ঠগতিসম্পন্ন না হয়, তাহ'লে ঊদ্ধর্বরেতা হয় না।

অনিয়ন্ত্রিত কামের থেকে কত রকমারি বিকৃতি ও ব্যাধি হয়, সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যোগেন সেন ছিল satirisis (কামোন্মাদ)-এর রোগী।

তাকে দেখলে বড় কষ্ট হ'ত। দাঁত কিড়মিড় করতো, চুল ছিঁড়ত। অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতো। মা ব'লে ডাকতে পারত না কাউকে। অনেক খেটে, অনেক কষ্ট ক'রে তাকে খানিকটা ভাল করতে পেরেছিলাম। আর ছিল হরিদাসী। Nymphomania (কামোন্মাদ)-এর রোগী। বাইরে দেখলে মনে হ'ত মহাযোগিনী। আদতে কামযোগিনী। ঘটা ক'রে ধ্যানে বসত। কতরকম শয়তানী যে জানত, তার কোন অবধি ছিল না। আমাকে কী উৎপাতই করেছে! এ ছিল যোগেন সেনের থেকেও খারাপ। ভাল হওয়ারই ইচ্ছা ছিল না। পারলে ওঝারই ঘাড় মটকায়—এমনতর রোখ্। শেষটা কিশোরীর শাসানিতে ভয় পেয়ে এখান থেকে পালাল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। অনেকে চ'লে গেছেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। অতিথিশালা থেকে বিনতি-পাঠের শব্দ ভেসে আসছে। একটু আগে ভোলানাথ-দা এসেছেন। এইবার স্পেন্সারদা আসলেন। তাঁকে একখানি নীচু বেঞ্চ এনে বসতে দেওয়া হ'ল। বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছ?

স্পেন্সারদা (হাসতে-হাসতে)—বা-লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই তো বেশ হ'চ্ছে। বাংলা শিখলে আমার খুব সুবিধা হয়।

এরপর স্পেন্সারদাকে আমাদের করণীয় সম্পর্কে বললেন—যুদ্ধের ফলে লোকের কি অবস্থা হয় তা' তো দেখলে। এখন World United States (বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র) না হ'লে কা'রও নিস্তার নেই। Picturesque (ছবির মত) ক'রে আমাদের programme (কর্ম্মপদ্ধতি)-টা সবার কাছে ধরা লাগবে। যেখানেই যাব, তাদের complex (প্রবৃত্তি)-এর working (ক্রিয়া) কী-ভাবে হ'চ্ছে তা' দেখতে হবে। Unfulfilled cry (অপূর্ণ প্রার্থনা) ও passionate hankering (প্রবৃত্তির চাহিদা) যেগুলি আছে, সেগুলিকে tactfully (সুকৌশলে) being (সত্তা)-এর fulfilling (পরিপূরণী) ক'রে দিতে হবে। যাজনের সাথে character (চরিত্র) থাকলে নানা জায়গায় crystal form করবেই (দানা বেঁধে উঠবেই)। এইগুলি আবার বাড়তে থাকবে। কালে-কালে সারা পৃথিবী ছেয়ে যাবে। যত বেগে করব, তত তাড়াতাড়ি হবে। যে-কালে Being-এর (বাঁচার) hankering (ইচ্ছা) সবার আছেই, সে-কালে ধ'রে নেওয়া যায়, ধর্ম্মের hankering (চাহিদা)-ও সবারই আছে। Some are complex-prominent (কিছু লোক প্রবৃত্তি-প্রবল) এই যা'। কিন্তু বাঁচার প্রয়োজনে মানুষ, মানুষ কেন, ইতর

প্রাণীও যে অন্ততঃ সাময়িকভাবে complex (প্রবৃত্তি)-এর কামড় উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে, তার example (দৃষ্টান্ত) আমাদের জানা আছে। Flood (বন্যা)-এর সময় সাপ, বাঘ, মানুষ, গরু একসঙ্গে থাকে হিংসা ভুলে। ভাল সবাই চায়, কিন্তু ignorance (অজ্ঞতা) আছে। এই ignorance (অজ্ঞতা) দূর ক'রে দিতে হবে। Devil (শয়তান)-এর prey (শিকার) যে, তার মধ্যে devil (শয়তান)-সম্বন্ধে ভীতিও জাগাতে হবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে God (ঈশ্বর)-এর প্রতি attraction (আকর্ষণ)-ও বাড়াতে হবে। তাই devoted (ভক্ত) হওয়া লাগে।

ষড়রিপুর প্রকৃতি সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ষড়রিপু যেন ছয় রং-এর ছয়খানি আতসী কাঁচ। যেটার ভিতর-দিয়ে যে impulse (সাড়া) যায়, চিৎ-এ তা' তদনুপাতিক তরঙ্গ তোলে।

পঞ্চাননদা (সরকার)—মহাপুরুষরা তো যুগে-যুগে এসে জীবনের পথ দেখিয়ে দিয়ে যান। কিন্তু মানুষ যে তার বিকৃত ব্যাখ্যা করে, আর ঐ বিকৃত ব্যাখ্যা শুনতে-শুনতে সবাই সেইটেকেই স্বাভাবিক মনে করে। মহাপুরুষদের আসল শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পারে না। তার ফলে বিভ্রান্ত হয়। এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এবার তিনি চাবিকাঠি দিয়ে দিয়েছেন। ইচ্ছা ক'রে না-হ'লে কা'রও বিপথে বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই। তিনি দয়া ক'রে ঘোমটা খুলে দিয়েছেন। Science (বিজ্ঞান) আর ধর্ম্ম merge ক'রে (মিশে) গেছে।

'কথাপ্রসঙ্গে' তৃতীয় খণ্ডের ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজস্ব অনুভূতির যে বিশদ বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে, পঞ্চাননদা সেই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু-সময় শোনার পর বললেন—ওসব কথা আপনারা কইতে লাগলে আমার কেমন জানি ওতেই ডুবে যেতে ইচ্ছা করে। সত্তাটা fade করতে (মিলিয়ে যেতে) চায় যেন। কথা-টথা আসে না। ঐ সব glimpse (ঝলক) আসতে থাকে।

প্রফুল্ল—সেই দিন রজত-ভাই (দত্তরায়) বল্‌ছিলেন—সংস্কৃতে একটা কথা আছে—'ন দেব চরিতং চরেৎ'। এ কথার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝলাম না। দেবতুল্য ব্যক্তিদের আচরণই তো আমাদের আচরণীয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—কোন্ প্রসঙ্গে কোন্ কথা সেটা বুঝতে হয়। আদত কথা, নিজের ওজন বুঝে চলা লাগে। কেষ্টঠাকুর হয়তো শত-শত গোপিনীদের নিয়ে অবাধে চলাফেরা করেছেন, নিজে অচ্যুত থেকে তাদের

নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য কত-রকমের রং-ঢংও করেছেন। কিন্তু তাঁর দেখাদেখি সাধারণ লোক যদি অমনতর করতে যায়, তাহ'লে তো বিপদের কথা। তবে ঐ অজুহাতে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী যে-সব জীবনীয় নীতি ও আচরণের নিদর্শন তাঁরা দেখান, সেগুলির অনুষ্ঠান যদি না করা হয়, তাহ'লেও বঞ্চিত হ'তে হয়।

ব্রজগোপালদার (দত্তরায়) লেখা শ্রীশ্রীঠাকুরের বড় জীবনী-সম্বন্ধে কথা উঠল। কয়েক জনে অভিমত প্রকাশ করলেন—ব্রজগোপালদা খেটেছেন খুব, লিখেছেনও ভাল। কিন্তু কিসের যেন অভাব আছে, যার দরুন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশকে গভীরভাবে নাড়া দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রজগোপালদা তার সাধ্যমত করেছে। চেষ্টার ত্রুটি করেনি। ওতে যা' material (উপাদান) আছে, তা' পরবর্ত্তীদের কাজে লাগবে। সেই হিসাবে এর সার্থকতা আছে। আমার জীবনী-সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহ নেই, কিন্তু আমার mission (আদর্শ ও উদ্দেশ্য)-সম্বন্ধে আগ্রহ অশেষ। সেই mission (আদর্শ ও উদ্দেশ্য) চারাতে জীবনীর প্রয়োজন আছে। তা' যত যথাযথ-সমন্বয়ী ও বাস্তব তাৎপর্য্য-সমন্বিত হয় ততই ভাল। ভাল জীবনী থাকলে আমার কথাগুলিও লোকের বুঝতে সুবিধা হবে। কারণ, আমি এমন কোন কথা কইনি বা কই না, যা' আমার বাস্তব অনুভব বা অভিজ্ঞতার মধ্যে নেই। আমি তো আর পণ্ডিত লোক না, করা কুড়িয়েই আমার যা'-কিছু পাওয়া ও কওয়া।

১০ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৫২ (ইং ২৫।১১।৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যান্য দিনের মত আজও সন্ধ্যার দিকে নাটমণ্ডপে এসে বসেছেন। এখানে সাধারণতঃ লোকের ভিড় কম থাকে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর খোলামেলা-ভাবে নানা বিষয়ের আলাপ-আলোচনা করবার সুযোগ পান। আজ কাছে আছেন পাগলু-ভাই, (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সতুদা (সান্যাল), রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কাশীদা (রায়চৌধুরী), আশুভাই (ভট্টাচার্য্য), গোপেনদা (রায়), প্যারীদা (নন্দী)।

পাগলু-ভাইয়ের কাছে পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কথা-প্রসঙ্গে বললেন—সব সময় বুঝতে চেষ্টা করবি, কেন কী হয়। Theory (তত্ত্ব) ও practice (অভ্যাস) দুদিকেই সমান তালে নজর রাখা লাগে। নতুন কিছু বের করার বুদ্ধি সব সময় মাথায় রাখতে হয়। এমন ইঞ্জিনীয়ার হওয়া চাই,

যেন যাদুকর। দেখে-শুনে মানুষের তাক লেগে যাবে। অথচ একটা অজান মানুষকেও তুমি বুঝিয়ে দিতে পারবে, কী ক'রে কী হয়। ভাল লোক পেলে এখানকার এই কারখানা থেকে কত কি বের ক'রে ফেলতে পারতাম। নিজেকে expert (দক্ষ) ভাবলে মানুষের receptive capacity (গ্রহণ-ক্ষমতা) ক'মে যায়। অটল বহুদিন পর্য্যন্ত আমার কোন কথায় আমলই দিত না। ওর পিছনে আমি কি কম খেটেছি? বিভিন্ন বিষয়ে আমার মাথায় যেগুলি খেলে, সেই অনুযায়ী যে experiment (পরীক্ষা) করাব, তার সুযোগ আর পাই না। একে তো লোকের অভাব, তারপর কাজকর্ম্মের ভিতর-দিয়ে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে এমনতর যোগ্যতা বড় দেখি না।

সতুদা—এখানকার বেশীর ভাগ লোকই তো highly qualified (খুব উপযুক্ত)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ qualified (উপযুক্ত) কিনা, তা' বোঝা যায় সে সৎ, সাধু ও স্বাধীনভাবে অর্জ্জনী কিনা তাই দেখে। যে-কোন অবস্থায় একজন মানুষকে ফেলে দাও, তার ভিতর-দিয়েই যদি সে অনুসন্ধিৎসু ও উদ্ভাবনী সেবায় আত্মপোষণী উপকরণ আহরণ করতে পারে, তাহ'লে বোঝা যাবে, তার কিছু যোগ্যতা হয়েছে।

সতুদা—আপনার কাজ নিয়েই যদি একজন বেশীর ভাগ সময় ব্যস্ত থাকে, তাহ'লে সে আলাদা আহরণ করবে কিভাবে, নিজের দিকে নজর দিতে গেলে তো আপনার কাজের ক্ষতি হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার কাজ নিয়ে সত্যিই যদি কেউ এত thoroughly (পূর্ণভাবে) engaged (ব্যাপৃত) থাকে যে তার আর নিজের দিকে চাইবার অবকাশ নেই, তাহ'লে প্রকৃতিই তাকে ভ'রে দেয়। তাদের কথা স্বতন্ত্র। কর্ম্মীদের অনেকে যে সময় ও শক্তির অপব্যয় করে, তার লাভজনক সদ্ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে অনেক কিছু করতে পারে। তোমাকে দিয়ে যদি অন্যের প্রয়োজন পূরণ হয়, অন্যকে দিয়েও তোমার প্রয়োজন পূরণ হবার সম্ভাবনা। যার-যার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সাধ্যমত পরিবেশের সেবা করা প্রতিটি মানুষের নিত্যকর্ম্ম। এই নিত্যকর্ম্ম যার অব্যাহত থাকে, তার পেটের ভাবনা ভাবতে হয় না। প্রত্যেকের সাধ্যের মধ্যে অনেকখানি আছে। যত বাড়ান যায়, তত বাড়ে।

সতুদা—অর্জ্জনের ক্ষমতা বাড়ে কী-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, আমি তোমাকে তামাক সাজতে বললাম। এখানে তামাক, টিকে আছে, দেশলাই নেই। 'দেশলাই নেই, তামাক সাজব কী ক'রে?' ইত্যাদি কথা ঘ্যানঘ্যান না-ক'রে তুমি যদি তাড়াতাড়ি মাথা-খাটিয়ে পাশের এক

বাড়ী থেকে টিকেটা ধরিয়ে আন, তাহ'লে তোমার আগুনটা অর্জ্জন করা হ'ল। এইভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে, শরীর খাটিয়ে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করতে হয়। অসুবিধার ভিতর-দিয়ে যারা যত সুবিধার সৃষ্টি ক'রে নিতে পারে, তাদের তত অর্জ্জনক্ষম হবার সম্ভাবনা থাকে। Psychical ও physical inertia (মানসিক ও শারীরিক জড়তা) থাকলে অর্জ্জনপটুতা খোলে না।

মুনি ও ঋষির পার্থক্য সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুনি মানে thinker (মননশীল ব্যক্তি), আর ঋষি মানে seer (দ্রষ্টা) and materialiser (বাস্তব রূপদানকারী)। ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ, তার মানে, ঋষিরা হলেন inventor of clue and skill as to how to build life and all that is necessary for life (জীবন ও জীবনের প্রয়োজনীয় যা'-কিছু গঠন করার সূত্র ও কৌশলের উদ্ভাবক)।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়-হয়। রসিকদা (রায়) বাবলুসহ এসেছেন প্রণাম করতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর গায় ঠাণ্ডা লাগবি। তাড়াতাড়ি বাড়ী চ'লে গেলি হয়।

রসিকদা—এই যাই!

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—আপেলের আচার করা যায় না?

কেষ্টদা—জ্যাম, জেলী ইত্যাদি তো হয় শুনেছি। আচারও হ'তে পারে মনে হয়।

সতুদা কথায়-কথায় বললেন—সংসারে অকৃত্রিম ভালবাসা তো বড় একটা দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কম্বলের লোমা বাছতে গেলে মা ছাড়া আর কেউ টেকে না। যাজ্ঞবল্ক্য মাকে খুব উঁচু আসন দিয়েছেন। আর আছেন সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরুর স্বার্থই হ'ল শিষ্যের সব-দিককার উন্নতি ও কল্যাণ। শিষ্যকে যদি বিশ্ব সম্মান করে, সদ্‌গুরু মনে করেন—'আমিই যেন সম্মানটা পেলাম।' তিনি ভাবেন—'আরো আরো হো'ক', আর সেই ভাবেই goad (পরিচালনা) করেন। মায়ের অফুরন্ত শুভকামনা থাকে ছেলের প্রতি, কিন্তু সাধারণতঃ জ্ঞানসম্পদ্ সীমাবদ্ধ। তাই চরম বিকাশের জন্য লাগে সদ্‌গুরু, যাঁর গুণ, জ্ঞান ও ভালবাসার অন্ত নেই এবং যিনি প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী বাড়িয়ে তুলতে পারেন। শুধু তাঁর প্রেরণা হ'লেই হবে না, ঐ প্রেরণাকে সার্থক ক'রে তোলার মত সক্রিয় আগ্রহ চাই শিষ্যের। তবেই মণিকাঞ্চন-যোগ হয়। সদ্‌গুরুর প্রতি অনুরাগে মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তিও সার্থক হ'য়ে ওঠে। সদ্‌গুরুর প্রতি টান হ'লে মানুষ মা-বাবার মহিমা ভাল ক'রে বুঝতে পারে। আবার বাপ-মার প্রতি নিষ্ঠা-নিপুণ

ভক্তি থাকলে সদ্‌গুরুর প্রতি ভক্তি লাভ করা সহজ হয়। মা-বাপের প্রতি ভক্তি যতই থাক, তা' যদি ইষ্টানুগ না হয়, তাতে কিন্তু life and liberty (জীবন ও স্বাধীনতা) পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

বিভিন্নস্থানে ভাষার রকমফের কেন হয়, সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে অমনতর হ'য়ে থাকে। একই জায়গায় আবার জীবিকা ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ভাষার টান-টোন আলাদা হয়। একই গ্রামে জেলেরা একরকম ভাষা ব্যবহার করে, তাঁতীরা আর একরকম ভাষা ব্যবহার করে। কিছু-কিছু পার্থক্য থাকেই। Temperament ও complex (প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি)-অনুযায়ী একই পরিবেশে লালিত-পালিত একই পরিবারের বিভিন্ন লোকের ভাষার ভোলও একটু-একটু আলাদা হয়। ভাষা ও বাচন-ভঙ্গিমা দেখে তাই মানুষটা কেমন তা' অনেকটা বোঝা যায়। ছোটখাট অনেক ব্যাপার থেকেই মানুষের চরিত্র ধরা পড়ে। অনেক গণৎকার আছে, তারা হঠাৎ একটা ফল বা ফুলের নাম করতে বলে। আর বলার সঙ্গে-সঙ্গে ভূত-ভবিষ্যতের অনেক কথা ব'লে দেয়। এটা যে একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার, তা' নাও হ'তে পারে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা রুচি ও পছন্দের সঙ্গে যে কার্য্যকারণ-সম্পর্কে অনেক কিছু জড়িত থাকে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একটু minutely observe (সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ) করলে অনেক কিছুই ধরা পড়ে। যাজন করতে গেলে এই observation (পর্য্যবেক্ষণ) চাই-ই।

কথা হ'চ্ছে এমন সময় একটি ছেলে এসে প্রণামীসহ প্রণাম ক'রে উঠে বলল—Guest-house-এ (অতিথিশালায়) সৎসঙ্গ আছে। তারপর চ'লে গেল।

ছেলেটি চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই ছেলেটার একটা রকম আছে, প্রায়ই আমাকে পয়সা-টয়সা এনে দেয়। চক্‌চকে পয়সা। যেমন দেওয়ার urge (আকূতি) আছে, তাতে মনে হয়, ওকে কোন কঠিন কাজ করতে বললেও খুশি মনে করবে। কষ্ট স'য়েও খুশি করতে চায় ও খুশি ক'রেই খুশি হয় যারা, তাদের নিয়ে চ'লে সুখ আছে। নইলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ego (অহং)-কে excite (উদ্দীপ্ত) ক'রে ছাড়া কাজ পাওয়া ভার। দিয়ে-থুয়ে-ক'রে প্রেষ্ঠকে প্রীত করার urge (আকূতি) যার যত প্রবল, জীবনও তার তত উজ্জ্বল। ঐ উন্মাদনা থেকেই আসে driving power (চালনী শক্তি), যা' spirit (সত্তা)-কে up (উদ্যত) ক'রে রাখে এবং অচলকেও সচল ক'রে তোলে। কত ভক্তের কথা শুনি, কিন্তু হনুমানের মত একজনও দেখি না। আমার

পরাক্রমের জেল্লা কী! রামচন্দ্র রাবণকে ক্ষমা করেন তো হনুমান ক্ষমা করে না। বেশী কথাও কয় না, ঘাপটি মেরে থাকে। 'যা করবে সাঁই, কারও মনে নাই।' মা সীতাকে যে কষ্ট দিচ্ছে, তার সঙ্গে আবার খাতির কী? তার ভিটেয় ঘুঘু না চরান পর্য্যন্ত তার শান্তি নেই, অন্ততঃ মা সীতার উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত।

কেষ্টদা—যে মায়ের উদ্ধারের জন্য এত করলো, সেই মায়ের দেওয়া হারের দানাগুলি আবার চিবিয়ে-চিবিয়ে দেখলো, তার মধ্যে রামচন্দ্র আছেন কিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে লাখো মালা, সোনা-দানা কিছু না, যদি তার ভিতর রাম না থাকেন। Conscience (বিবেক)-ই ওই কয়, conscience (বিবেক)-ই ওই হ'য়ে যায়। ওই হ'লো love (ভালবাসা)। Love (ভালবাসা) মানে 'সখি আমায় ধর ধর' এমনতর ভাব নয়। গদগদ হ'য়ে হাপুস কান্না কাঁদছে, অথচ কয়েকটা তুলসীপাতা জোগাড় ক'রে এনে দিতে বললে মন বেজার—একে ভক্তি কয় না। আর হনুমানকে বিশল্যকরণী আনতে বলা হ'লো, বিশল্যকরণী চেনে না, তাই মন্দ একেবারে গন্ধমাদন পর্ব্বত ঘাড়ে ক'রে নিয়ে এসে হাজির। সূর্য্য ওঠার আগে আনতে হবে। তাই সূর্য্যকে পর্য্যন্ত সময়মত উঠতে দেয় না। বগলের তলায় চেপে রাখে। কান্ড কি বোঝ একবার! এ সব আজগবী কথা নয়। ভাল ক'রে study (পাঠ) করলে হয়তো দেখা যাবে, এই সব অসম্ভব সম্ভব করার মত scientific knowledge ও skill (বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কৌশল) তার আয়ত্তে ছিল।

উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ থেমে গেলেন। চুপচাপ ব'সে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। নীরবতার মাঝে বাঁশবনে শেয়ালের ডাক নিকটতর ও বিকটতর মনে হ'তে লাগলো।

কিছু সময় পরে আক্ষেপের সুরে বললেন—আমি এক-একজনকে কত বড় ক'রে পেতে চাই, সেইজন্য কত ক'রে উস্কাই। কিন্তু আমার কপালদোষে উতরায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শেষের কথাগুলি সকলের মনের তারে গভীর ক'রে ঘা মারতে লাগলো।

২১শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ৬।১২।৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় এসে বসেছেন। চারিদিক্ রোদে ছেয়ে গেছে। আশ্রম-প্রাঙ্গণে অনেকেই রোদপিঠ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বচ্ছ-

উদার আকাশ এবং শস্যহীন উন্মুক্ত প্রান্তর সবাইকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ; ডাকছে ঐ উড়ন্ত শ্বেতশুভ্র বলাকার দল। ডাকছে ঐ পেঁজাতুলোর মত তুষার-ধবল যাযাবর মেঘমালা। গাঁয়ের পাখীরা মোহন তান তুলে বারে-বারে ডাক দিয়ে যাচ্ছে আপন মনে। মেঠো হাওয়া তার অপার দাক্ষিণ্য বিস্তার ক'রে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বিশ্বজনে। এই খুশির মেলায় শ্রীশ্রীঠাকুরও খুশিতে ভরপুর। অমৃতসত্র খুলে ব'সে আছেন জনে-জনে বিতরণের জন্য।

পিরোজপুর থেকে বিশ্বেশ্বরদা (দাস) ও উপেনদা (এতবর) এসেছেন। উপেনদা আগামী নির্ব্বাচন-সম্পর্কে কতকগুলি কথা আলোচনা করতে চান।

বিশ্বেশ্বরদা বললেন—উপেনদা খুব কর্ম্মী লোক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মী হওয়া তো একান্ত দরকার। তবে কর্ম্ম করতে হয় ইষ্টের জন্য, ধর্ম্মের জন্য। নইলে আবোল-তাবোল কর্ম্মে ফয়দা হয় না। আমাদের move (চলন) হয় rocket-like (হাউইবাজীর মত)। কর্ম্মের দাঁড়া হ'লো ধর্ম্ম—যাতে সবাই বাঁচে-বাড়ে। বাঁচা-বাড়ার নীতি-বিধি লঙ্ঘন ক'রে যতই কর্ম্ম করা হো'ক না কেন, তাতে পতনই progressive (প্রগতিমুখর) হ'য়ে ওঠে। তাই রাজনীতির খাতিরে ধর্ম্মনীতি ভুলে প্রবৃত্তিনীতির দিকে ঢ'লে পড়া ভাল নয়। পারশবের কাজ হ'লো, ইষ্টকৃষ্টির বিরোধী যা' তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান।

স্পেন্সারদা কাছে ছিলেন। তিনি স্বাধীনতা-সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে তৃপ্ত থাক, সেবা ও ব্যবহারে তোমার ইষ্ট ও অন্য সবার প্রীতি অর্জ্জন কর, প্রিয় হও—তাঁতে অচ্যুত থেকে। আর এইটেই হ'লো seed of freedom (স্বাধীনতার বীজ)। প্রিয়পরমকে যারা choose (নির্ব্বাচন) করে, তারাই হ'লো chosen people (নির্ব্বাচিত লোক)। তাদের নিয়েই গ'ড়ে ওঠে স্বাধীনতার ভিত্তি। তারা প্রবৃত্তির অধীনতা ত্যাগ ক'রে প্রিয়পরমের অধীনতা, পরমপিতার অধীনতা স্বীকার করে। তাই প্রকৃত স্বাধীনতা তারাই উপভোগ করে। Hindrance and persecution-এ (বাধা এবং নির্যাতনে) তারা টলে না। তারা চায় মানুষ। 'চিকীর্ষু লোক-সংগ্রহম্' হ'য়ে—fishers of men (মানুষের জেলে) হ'য়ে তারা দ্বারে-দ্বারে ঘোরে। কারণ, তারা জানে—মানুষ ছাড়া মানুষ বাঁচে না। Independence (অনধীনতা) কথার কোন মানে হয় না, তার চাইতে freedom বা liberty (স্বাধীনতা) কথা ভাল। স্বাধীনতার মধ্যেই আছে mutual dependence (পারস্পরিক অধীনতা)। একটা মানুষকে বাঁচতে গেলে কত মানুষের সেবার উপর তাকে দাঁড়াতে হয়। একটা দেশ ও জাতিকে বাঁচতে হয় নিজ আদর্শ ও

ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে, নিজেদের পারস্পরিক অনুবন্ধন অটুট রেখে, অন্য দেশ ও জাতির সঙ্গে সাহায্য ও সহযোগিতার আদান-প্রদানের ভিতর-দিয়ে। যে যতই শক্তিমান হো'ক না কেন, সমগ্র পরিবেশ যদি প্রতিকূল হয়, তার অস্তিত্ব কখনও নিরাপদ হ'তে পারে না। তাই পারস্পরিকতার অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকতেই হবে আমাদের—অসৎকে প্রশ্রয় না দিয়ে। When we spurn that connection (যখন ঐ সম্পর্ককে আমরা ঘৃণা করি), তখন দুঃখ আমাদের গ্রাস করে। কেউ যদি self-centric (স্বার্থপর) হয়, সে মানুষকে দীপ্ত করতে পারে না, পুষ্ট করতে পারে না, তার enthusiasm (উৎসাহ) দিনের দিন weaker (দুর্ব্বলতর) হয়, এমনি ক'রে সে নষ্টের পথে চলে। ইংরেজও স্বার্থপরতা ও অজ্ঞতার বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। সেও বোঝে না, তার স্বার্থ কিসে অক্ষুণ্ণ থাকে। তার দৃষ্টির দৈন্য নিয়ে আত্মপ্রসাদে দিন কাটাচ্ছে। আমার বলতে ইচ্ছা করে ইংরেজকে—তোমাদের বাঁধন যদি খুলতে চাও, আমাদের বাঁধন খুলে দাও। আমরাও চেষ্টা করি, তোমাদের বাঁধন খুলতে পারি কিনা। তুমি যে বন্ধনে আছ, সেটা যদি না জান এবং না খোল, তবে সেই বন্ধনই তোমাকে জর্জ্জরিত ক'রে তুলবে। বন্ধন খোল, আমাদের growth (বৃদ্ধি)-এর check (বাধা) সরিয়ে দাও, যাতে তোমাদের growth (বৃদ্ধি)-এর check (বাধা) সরিয়ে দিতে পারি। নইলে প্রকৃতি-প্রসূত পাথর-চাপা resistance (বাধা) তোমাকে pulverise (গুঁড়ো) ক'রে দেবে, অবশ্য তাতে আমাদের কোন interest (স্বার্থ) নেই। কারণ আমাদের বাঁচার জন্যই তোমাদের দরকার। সেই জন্য বাইবেলে আছে, প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসার কথা। এই প্রতিবেশী-সম্বন্ধে বোধ যত বিস্তার লাভ করে, ততই দেখা যায় যে, জগতের প্রতিটি অস্তিত্বই আমার প্রতিবেশী ব'লে পরিগণিত হবার যোগ্য। এই বোধ যতই সঙ্কীর্ণ হবে, ততই বঞ্চিত হব আমরা।

স্পেন্সারদা—জগতে ঐক্য ও প্রীতির প্রতিষ্ঠা হবে কি-করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Out of surrender to God and good i.e., out of surrender to a common Ideal who fulfils the being and becoming of every individual according to his instincts (ঈশ্বর এবং সৎ তথা এক আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণের ভিতর দিয়ে যে আদর্শ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তির জীবনবৃদ্ধিকে পরিপূরণ করেন)। Surrender মানে to give oneself up over again to an Ideal beyond himself (আত্মসমর্পণ মানে, নিজের ঊর্দ্ধে কোন আদর্শের কাছে নিজেকে পুনর্ব্বার উৎসর্গ করা)।

প্রমথদা (দে) কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—প্রতিলোম সন্তান বিশ্বাসঘাতক হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাপ-মা sexual propensity (যৌন প্রবৃত্তি)-এর জন্য Ideal, cult, clan (ইষ্ট, কৃষ্টি এবং বংশ)-কে গোড়াতেই অস্বীকার করে। তার থেকেই তো জন্ম। বিশ্বাসঘাতক হবে না কেন তা-ই তো বোঝা যায় না। এরা সমস্ত সমাজকেই দূষিত ক'রে তোলে। এদের সংখ্যা বাড়লেই সর্ব্বনাশ।

উপেনদা—যে-কোন জগতের মধ্যেই তো গুণী ও চরিত্রবান্ লোক দেখা যায়। অনুন্নত জাতির মধ্যে যদি কেউ উন্নত হয়, সে উন্নত জাতির মেয়ে বিয়ে করায় দোষ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জাতি না ব'লে বর্ণ বলা ভাল। বর্ণ মানে grouping of varieties of similar instincts (সমজাতীয় সংস্কারের বৈচিত্র্যের গুচ্ছ)। একজন পুরুষের inborn instinct (জন্মগত সংস্কার) দেখে বোঝা যায়, সে কত উন্নত instinct (সংস্কার)-ওয়ালা সন্তানের জনক হ'তে পারে। সে যে-মেয়েকে বিয়ে করবে তার instinct (সংস্কার) যদি তার নিজের instinct (সংস্কার)-এর থেকে richer (সমৃদ্ধতর) হয়, তবে ঐ poorer genetic wealth (দীনতর জননসম্পদ্)-ওয়ালা sperm (শুক্র) ঐ richer genetic wealth (সমৃদ্ধতর জনন-সম্পদ্)-ওয়ালা ovum (ডিম্বকোষ)-এর impregnating factor (গর্ভাধানকারী উপাদান) হিসাবে misfit (অযোগ্য) হ'য়ে দাঁড়ায়। Biologically (জীববিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে) এটা একটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ মিলন হয়। Sperm (শুক্র) ও ovum (ডিম্বকোষ) উভয়েই দিশেহারা ও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ে। Ovum (ডিম্বকোষ) feel (অনুভব) করে যে, তার উপর একটা satanic tyranny (শয়তানী অত্যাচার) হ'চ্ছে। এইরকম বিধিবিরুদ্ধ মিলনের ফল কখনও ভাল হয় না। সন্তান বাবা-মা কা'রও ভালটা পায় না। সৎ যা', সত্তা-পোষণী যা' তা' ধ্বংস করার উদগ্র ঝোঁক নিয়েই জন্মে তারা। মনে রেখো, instinct (সংস্কার) ও acquisition (অর্জ্জিত বিদ্যা) কিন্তু এক নয়। একজন শূদ্র যদি ব্রহ্মজ্ঞ হয়, তাকে তুমি গুরু হিসাবে গ্রহণ করতে পার, কিন্তু তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে পার না। কারণ, সে breeder (জন্মদাতা) হিসাবে তোমার rank (পর্য্যায়)-এর নীচে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রামশঙ্করদাকে রকমারি কয়েকপ্রস্থ পোষাক তৈরী করতে বললেন। তাতে রামশঙ্করদা বললেন—অতো দিয়ে কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শয়তানের হাতে যতরকম ভেল আছে, তার চাইতে বেশী ভেল

না থাকলে শয়তানকে delude (বিভ্রান্ত) করা যাবে না। শয়তানকে delude (বিভ্রান্ত) করতে হবে। শয়তান যেমন মানুষগুলিকে delude (বিভ্রান্ত) ক'রে তার সেবায় লাগায়, আমরা তেমনি শয়তানকে delude (বিভ্রান্ত) ক'রে পরমপিতার সেবায় লাগাব।

২২শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৫২ (ইং ৭।১২।৪৫)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। কাছে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার), স্পেন্সারদা, রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), নরেনদা (মিত্র) প্রভৃতি। হেমপ্রভামা, সৌদামিনীমা, রেণুমা, রাণীমা, সেবামা প্রভৃতিও আছেন।

স্পেন্সারদা—মানুষের যদি ইষ্ট না থাকে, অথচ সে যদি পরিবেশকে ভালবাসে ও পরিবেশের সেবা করে, তাহ'লে ক্ষতি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যদি superior (শ্রেয়)-এর প্রতি টানে আবদ্ধ না থাকে, তাহ'লে পরিবেশকে ভালবাসতে গিয়ে সে হারিয়ে যায়, passion and complex (বৃত্তি-প্রবৃত্তি)-এর prey (শিকার) হ'য়ে পড়ে। ভালবাসার কোন মূল কেন্দ্র যদি থাকে, তবে সেখান থেকে তা' ছড়িয়ে পড়ে, sublimated (ভূমায়িত) হয়। শ্রেয়ের প্রতি ভালবাসা না হ'লে মানুষ complex (প্রবৃত্তি)-এর above-এ (ঊর্দ্ধে) উঠতে পারে না। আর complex-pervading love (প্রবৃত্তিভেদী ভালবাসা) না হ'লে sublimation (ভূমায়িতি)-এর সম্ভাবনাও কম থাকে। একজনের পুত্রস্নেহও ব্যাপকতা লাভ করতে পারে, যদি তার মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি বা গুরুভক্তি অটুট থাকে। যে নিজের মা-বাপকে শ্রদ্ধা করে, সে প্রত্যেককেই শ্রদ্ধা করতে শেখে। কা'রও কোন কষ্ট দেখলে তা' লাঘব করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। উৎসকে বাদ দিয়ে যে সেবাবুদ্ধি, তার মধ্যে গোল আছে।

কেষ্টদা—যে-সমাজে বাপ-মা'র প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি অটুট আছে, সেখানে আদর্শের প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ideal the man (আদর্শ মানুষটি)-এর উপর যদি সমাজের ব্যক্তিগুলির attachment (অনুরাগ) না থাকে, তাহ'লে becoming (বিবর্দ্ধন) থাকে না, তা' না থাকলে ধীরে-ধীরে downward (নিম্নমুখী) tendency (প্রবণতা) আসে সমাজে, normal condition (স্বাভাবিক অবস্থা) বজায় থাকে না। একটা common thread (সাধারণ সূত্র) না

থাকায় society (সমাজ) মিছরির মত দানা বেঁধে ওঠে না।

স্পেন্সারদা—পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি যদি থাকে এবং প্রত্যেকের ভিতর ভগবান আছেন, এই বোধে পরস্পর পরস্পরকে যদি ভালবাসে ও সেবা করে, তাহ'লে ঈশ্বরের অবতরণের প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর সুললিত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—'জাগ্রত ভগবান্ হে, জাগ্রত ভগবান্', তারপর বললেন—The divine love dwindles in man due to obsession of complexes (প্রবৃত্তি-অভিভূতির দরুণ মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশ্বরিক ভালবাসা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়), আর তাকে revive (পুনরুজ্জীবিত) করবার জন্যই incarnation (অবতার)-এর দরকার হয়। কারণ, God glows in the incarnate (অবতারের মধ্যে ঈশ্বর দীপ্ত থাকেন)। তিনি যে সম্পদ্ দিয়ে যান, তাই নিয়ে মানুষ চলতে থাকে। বিকৃতি যখন আসে, মানুষের প্রাণে হাহাকার যখন ওঠে, তখন তিনি আবার আসেন।

স্পেন্সারদা—যাদের ভিতর ভালবাসার বিশেষ ঐশ্বর্য্য দেখা যায়, তাদের কি আমরা ছোটখাট অবতার ব'লে মনে করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—God becomes awake in man through unrepelling love (অচ্যুত ভালবাসার ভিতর-দিয়ে মানুষের ভিতর ভগবান্ জাগ্রত হন)। 'একভক্তির্বিশিষ্যতে'। একাগ্র সক্রিয় নিষ্ঠা চাই। একেই বলে sincerity (আন্তরিকতা)। যার যে বিষয়ে sincerity (আন্তরিকতা) আছে, সে সেই বিষয়ে উন্নতি করবেই। কিছু-কিছু লোকের sincerity (আন্তরিকতা) আছে ব'লেই এত আবিল্য সত্ত্বেও জগৎ চলছে। Sincere lover of God (ভগবানের প্রতি আন্তরিকভাবে অনুরক্ত) যারা, তারা sincere lover of men (আন্তরিকভাবে মানবপ্রেমিক) হবেই। এহেন মানুষদের বলে ঈশ্বরকোটি পুরুষ। ঈশ্বরকোটি মানুষ অবতার নন, তবে অবতারের অনুগামী। অবতারের জীবদ্দশায়ও তাঁরা আসেন, আবার অন্য সময়ও আসেন ঐ যুগ-প্রতিভূর mission (উদ্দেশ্য) fulfil (পরিপূরণ) করতে, কখনও বা আসেন আগামীর আগমনের উপযোগী ক'রে field (ক্ষেত্র) prepare (প্রস্তুত) করতে।

স্পেন্সারদা—একই সময়ে দুইজন পূর্ণ-অবতারের আবির্ভাব হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কি হয়?

স্পেন্সারদা—একজন পূর্ণ-অবতারকে তাঁর ভক্ত কিভাবে পূর্ণ-অবতার ব'লে বুঝতে পারে, যদি উভয়ের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত ঐক্যসেতু না থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা'-কিছু এসেছে সেই ঈশ্বর থেকে, তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই

সৃষ্টি হয়নি। ঐক্যসেতু সেই পরমপিতা, সে হিসাবে প্রত্যেক যা'-কিছুই তাঁর incarnation (অবতার)। তবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছেন—আমারও বহুজন্ম গত হয়েছে, তোমারও বহুজন্ম গত হয়েছে। প্রভেদ এই—আমি সেগুলি জানি, তুমি সেগুলি জান না। অবতার-মহাপুরুষের মধ্যে পরমপিতার স্মৃতিচেতনা জ্বলজ্বল করে, সাধারণ মানুষের ভিতর সেই স্মৃতি-চেতনা নিভুনিভু। তিনি ইষ্টাভিধ্যানতৎপর, উৎস-ঝোঁকা ও আত্মারাম। সাধারণ মানুষ বৃত্তি-অভিধ্যান-তৎপর, উৎসবিমুখ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত। সেদিক দিয়ে দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। বাইবেলে আছে—I come from above, ye from below (আমি ঊর্দ্ধলোক থেকে আসি, তোমরা নিম্নলোক থেকে আস।)

কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কোন এক সাহেবের কথামত একদিন গয়ায় পিণ্ড না দেওয়ায় নাকি বিষ্ণুপাদপদ্ম চড়চড় ক'রে ফাটতে আরম্ভ করেছিল, সেই অবস্থায় পিণ্ড দেবার পর নাকি আর ফাটেনি। এ কথা কি সত্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল কথা বিশ্বাস করাই ভাল।

কেষ্টদা—রামকৃষ্ণদেব নাকি বলতেন, গয়ায় গেলে তাঁর দেহ থাকবে না, এ কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে গেলে হয়তো বিষ্ণুবোধের এত প্রবল উদ্দীপন হ'তো যে সত্তাটা তাতে merge ক'রে (ডুবে) যেত। আমার পুরি যাওয়ার আগে মনে হ'তো, ওখানে গেলে অজ্ঞান হ'য়ে যাব। ছোট্ট আমিটা কোথায় যেন হারিয়ে যাবে।

কেষ্টদা—অবতার-পুরুষদের তো কোনই বন্ধন নেই, তবে কী-দিয়ে তাঁদের জগতে বেশীদিন আটকে রাখা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁরা যত love (ভালবাসা) পান, love-service (ভালবাসাময় সেবা) পান, তত তাঁদের longevity (আয়ু) বাড়ে। Love-এই (ভালবাসাতেই) আছে life (জীবন)।

কেষ্টদা—অবতার-মহাপুরুষ যখন জাগতিক নানা চিন্তা ও কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন, তখনকার অবস্থা এবং ভাবদীপ্ত অবস্থা—এই দুই অবস্থায়ই কি তিনি সমানভাবে অচ্যুত থাকেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অচ্যুত তিনি সর্ব্বদাই, এমন-কি বিক্ষোভের মধ্যেও। বিষ্ণুচিন্তা অর্থাৎ ঈশ্বরচিন্তা তাঁর লেগেই থাকে। তবে নাম-ধ্যান-কীর্ত্তন, ঐ-বিষয়ক আলাপ-আলোচনা ইত্যাদিতে একটা exalting emotional outburst (উদ্দীপনী ভাবোচ্ছ্বাস) হয় এবং অন্যে তখন তাঁকে বেশী ক'রে feel (অনুভব) করতে পারে।

কেষ্টদা—পুণ্যপুঁথির মধ্যে দেখা যায়, সমাধিস্থ অবস্থায় অনেক জায়গায় বলছেন—যাই, যাই। এ কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ অবস্থায় মনে হয়, শরীরটার মধ্যে যে আটকা প'ড়ে আছি, সেইটেই painful (কষ্টদায়ক)।

কেষ্টদা—এখন কেমন মনে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাতন হ'য়ে প'ড়ে গেছি। মা যেয়ে এই অবস্থা—'কোন-মতে আছি এ জীবন ধরিয়া।'

কেষ্টদা—নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থায় ব্যাপারটা কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ অবস্থায় contrast (বৈপরীত্য) আছে। আকাশটা আমি হ'য়েও আমি নই। ফুলগাছটা আমি হ'য়েও আমি নই। সাড়া দেওয়া-নেওয়া আছে, তাই বোধ আছে। এর পরে আছে all-conscious state (সর্ব্বচেতন-অবস্থা), সে এই consciousness (চেতনা) নয়, সেখানে individuality (ব্যক্তিত্ব) ব'লে কিছু থাকে না, merge ক'রে (মগ্ন হ'য়ে) যায়। 'অবাঙ্মনসো গোচরম্'—বোঝে প্রাণ বোঝে যার। Incarnate (অবতার)-এর সব সময় একটা conscious sense of above (ঊর্দ্ধচেতনা) থাকে, তাই তাঁর প্রত্যেকটি সাড়া মানুষকে goad (পরিচালিত) করে towards becoming (বিবর্দ্ধনের দিকে)—অন্ততঃ শ্রদ্ধাবান্ যারা, তাদের। কারণ, শ্রদ্ধাহীন যারা, তাদের বিকৃত ক'রে দেখার বুদ্ধি হয়। এতে উল্টো ফল ফলে।

কেষ্টদা—পরমপিতা সব-কিছুর ভিতর কিরূপে আছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি সব-কিছুর ভিতর আছেন অস্তিত্বরক্ষণী সম্বেগরূপে। একেই বলে mercy (দয়া)। এই mercy (দয়া) একাধারে কোমল ও কঠোর। অস্তিত্বের বিনাশ আনে যা', তার প্রতি এই mercy (দয়া) রুদ্ররূপ ধরে। আবার তিনি সব-কিছুর ভিতর থাকেন love (ভালবাসা), regard (শ্রদ্ধা) বা affinity (টান)-রূপে। তাই গীতায় আছে—যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ। এই শ্রদ্ধার একটা প্রধান লক্ষণ হ'লো যাজন—গুণকথন। তাঁর যাজন ও গুণ-কীর্ত্তন যেখানে হয়, সেখানে তাঁর আবির্ভাব হয়। তাই আছে—'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ'।

কেষ্টদা—ভগবানই হউন আর যিনিই হউন, পারিপার্শ্বিকের সাড়া ছাড়া জ্ঞান বা চেতনা হয় কী-ক'রে? পারিপার্শ্বিকের সাড়ার উপর নির্ভরশীল নয়, এমন কোন জ্ঞান বা জ্ঞানীর কল্পনা কি করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা জ্ঞান-স্বরূপ—জ্ঞানের সত্তা বা মূর্ত্তি—যিনি বা যা' থাকার দরুণ জ্ঞানের উদ্ভব হ'তে পারে। তিনি স্বতঃ-জ্ঞান স্বতঃ-চেতন।

অন্য কথায়, একাধারে তিনি নিজেই নিজের জ্ঞাতা, তিনি নিজেই নিজের জ্ঞাতব্য, তিনি নিজেই জ্ঞান itself (জ্ঞানমূর্ত্তি)। আবার তিনি এ সবের ঊর্দ্ধে।

কেষ্টদা—অবতারের দেহাতিরিক্ত সত্তা কি all-conscious (সর্ব্ব-চেতন)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যা' বললাম—চৈতন্য-স্বরূপ বা চেতনাস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। তিনিই সব চেতনা, সব জ্ঞানের উৎস।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—অনেকে বলে, পাথরের ভিতর আগুন আছে, সেটা বলা যায় কি-ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগুন পাই ব'লে।

কেষ্টদা—বরং বলতে পারি, ঠোক্করে আগুন আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাথরের গায় যথাবিহিত ঠোক্কর দেওয়ারূপ নিখুঁত প্রক্রিয়ার মধ্যে আগুন আছে—এই কথা বলা চলে।

পানুদা (মুখোপাধ্যায়) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে গেলেন। প্রণাম ক'রে আশ্রম-প্রাঙ্গণে নামতেই কয়েকটি ছেলেমেয়ে তাঁর সঙ্গ নিল, যেন নিজেদের প্রিয় সাথী পেয়েছে একজন। তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কেমন মিষ্টি মানুষ। ছেলেপেলেরা যেন রসগোল্লা পেয়ে কাড়াকাড়ি করছে।

কেষ্টদা হেসে বললেন—ওকে পেলে সবাই খুশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কলেজের জন্য তৈরী হ'চ্ছেন তো?

কেষ্টদা—যাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা দরকার, তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উৎসাহভরে)—একটা ঢেউ তুলে দেওয়া লাগে। আর আগামী election-এ (নির্ব্বাচনে) ভাল-ভাল লোকগুলি যাতে দাঁড়ায় ও returned (নির্ব্বাচিত) হয়, তার ব্যবস্থা করতে হয়।

২৩শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৫২ (ইং ৮।১২।৪৫)

শীতের বেলা প্রায় গড়িয়ে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের নীচে মাঠের ভিতর গিয়ে রোদ পিঠ ক'রে চেয়ারে বসেছেন। কাছে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), পাঞ্জাবের শান্তিদা, ননীদা (চৌধুরী), কালিদাসী মা।

ঘরোয়া কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শান্তিদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—পাঞ্জাবী রুটি কেমন ক'রে তৈরী করে, তা' তুমি জান?

শান্তিদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে এখানে দুই-একজনকে শিখিয়ে দিও। অতো মোটা-মোটা রুটি অথচ নাকি খুব মোলায়েম হয় আর আটাগুলিও নাকি সুসিদ্ধ হয়। খেতেও ভাল।

শান্তিদা—হ্যাঁ।

এরপর বিনা-নুনের মুড়ি-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাংলায় যদি তেমন irrigation (নদীসংস্কার ক'রে সেচব্যবস্থা) হ'তো, বাঙ্গালীর ক্ষিদেও বেড়ে যেতো, খোরাকও বেড়ে যেতো, স্বাস্থ্যও বেড়ে যেতো, longevity (আয়ু)-ও বেড়ে যেতো। কয়েক কোটি টাকা খরচ করলে বাংলার সব নদীগুলি proper order-এ (যথাযথ অবস্থায়) আনা যায়।

এর পর কেষ্টদা খবরের কাগজের কথা তুললেন। প্যাথিক লরেন্সের একটা বিবৃতির বিষয় বললেন—'ভাষার বাহাদুরি আছে। তাঁর দিক্ দিয়ে যা' বলার বলেছেন, কিন্তু কা'রও চটার জো নেই। (একটু-একটু প'ড়েও শোনালেন।)

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—আমার বাংলার ধরণও কতকটা এইরকম আছে, তাই না?

কেষ্টদা—আমার মনে হয়, এই ভাষার মধ্যে বুদ্ধির চাতুর্য্য আছে, কিন্তু আন্তরিক দরদ নেই, কিন্তু আপনার ভাষার মধ্যে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের হরিহরাত্মা মিলন ঘটেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আপনি যখন তারিফ করেন, শুনে ভালই লাগে। কিন্তু আমি তো জানি, আমার দৌড় কতদূর। তবে লোকের পাতে দেওয়ার মত যদি কিছু হ'য়ে থাকে, সে কৃতিত্ব আপনার। আপনি জানেন, আমাকে কেমন ক'রে উস্কে দিতে হয়।

পশ্চিমের আকাশ লোহিত-রাগরঞ্জিত হ'য়ে উঠলো। ধীরে-ধীরে সন্ধ্যার করুণ ছায়া ঘনিয়ে এলো। খোলা মাঠে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগলো। শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্মার চর পিছনে ফেলে উঠে এসে বসলেন মাতৃমন্দিরের অলিন্দে। তাঁর আলো-করা রূপে আলো-ঝলমল পরিবেশ আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। ক্রমেই ভক্ত-সমাগম স্ফীত হ'য়ে উঠতে লাগলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির আচারনিষ্ঠা, রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে শান্তিদাকে জিজ্ঞাসা করলেন। শান্তিদা খুঁটিনাটি নানাবিষয় গল্পচ্ছলে ব'লে চললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনতে-শুনতে হঠাৎ বললেন—অজ্ঞতার দরুন অনেক জায়গায়

অনেক গোল ঢুকে গেছে। বিয়ে-থাওয়ার গোলমাল হ'লে কিন্তু খুব মুশকিল। তাই লোককে educate (শিক্ষিত) করা লাগে। তার জন্য চাই যাজন। আগে গোটাকয়েক whip of the country (দেশের পরিচালক-গোছের লোক) adhered (অনুরক্ত) ক'রে নিয়ে খুব জোরসে চালান লাগে। তোমাদের আর্য্য-কৃষ্টির movement (আন্দোলন) start (আরম্ভ) করা লাগে। বর্ণাশ্রম ও বিহিত বিবাহ-সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন ক'রে তুলতে হয়। খুব enthusiastic, loyal, ferocious whip (উৎসাহী, একনিষ্ঠ, পরাক্রমী পরিচালক) জোগাড় ক'রে vigorous push (প্রবল ধাক্কা) দিতে হয়। তা' না হ'লে বাঁচার জো নেই।

কথাপ্রসঙ্গে কৃষির মর্য্যাদা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Hindu top to toe cultivator (হিন্দু আগা-মাথা কৃষক)। বিপ্র, ক্ষত্রিয় যেই হো'ক, বর্ণোচিত কর্ম্মের সঙ্গে কৃষি, চাষবাস করলে কা'রও জাত যায় না।

শান্তিদাকে বললেন—কৃষ্টিপ্রহরী হবার উপযুক্ত লোক জোগাড় করতে পারলে ভাল হয়। তাদের হওয়া চাই meek as lamb and brave as lion (মেষের মত নম্র, সিংহের মত সাহসী)। তারা permanently (স্থায়ী-ভাবে) এখানে থাকবে, বাড়ীঘর ক'রে থাকলে আরো ভাল হয়। Cultivators (কৃষক) যদি পাই, নানা জায়গায় জমি রেখেছি, সে-সব জায়গায় এক-এক পল্লী বসাব। নিজেদের integration (সংহতি) যত বাড়ে, ততই ভাল। অন্যকে পর ব'লে ফেলে দিতে চাই না, কিন্তু নিজেরা strong (শক্তিমান) হ'তে চাই, যাতে devil (শয়তান) আমাদের—আমাদের কেন, কা'রও—destruction (ধ্বংস) আনতে না পারে। ঐ রকম যদি আড়াই শ' ঘর পাই, তাঁদের বাড়ী করার জমি দেব, কৃষি করার জমি দেব। হাল-লাঙ্গল-গরু তাদের করতে হবে, আমরা খানিকটা সাহায্য করতে পারি, তবে সে-কথা তাদের না বলা ভাল। বেশী condition (সর্ত্ত)-এর মধ্যে গেলে affair (বিষয়) complex (জটিল) হ'য়ে পড়ে—তবে আমাদের বুদ্ধি থাকবে যাতে তারা দাঁড়াতে পারে, আর তাদের বুদ্ধি থাকবে যাতে স্বাবলম্বী হ'য়ে আশ্রমের asset (সম্পদ্) হ'য়ে উঠতে পারে। প্রত্যেক জায়গায় একটা cluster (গুচ্ছ) ক'রে বসাতে পারলে ভাল হয়।

সবার দিকে চেয়ে বললেন—আমার তো ইচ্ছা করে, শান্তি আস্তে-আস্তে দল জোটায়ে নিয়ে লেগে পড়ুক। কিন্তু ও যদি suffer (কষ্ট) করতে না পারে! সব জেনে রাখা ভাল। কতলোক অযাচিতভাবে কত blow (আঘাত)

দেবে, wound করবে feelings (মনে ব্যথা দেবে)। অর্থকষ্ট ভীষণ, এখান থেকে হয়তো দিতে পারবে না, যা' প্রয়োজন জোগাড় ক'রে নিতে হবে—ঢের-ঢের অসুবিধা থাকবে। কিন্তু সে-সব জেনেও ঝাঁপ দেবে—এমন লোক খুঁজি। আমার খুব ইচ্ছা করে যে পরমপিতার কাজ like booming commotion (গর্জ্জরোলে) চলতে থাকুক।

একটু থেমে পরে আবার শান্তিদার দিকে স্নেহল দৃষ্টি মেলে মধুর-কণ্ঠে বললেন—কাজ যদি করতে চাও, আমাদের ideology (ভাববাদ), আমাদের philosophy (দর্শন), আমরা কী চাই, সেটা মাঝে-মাঝে এসে কেষ্টদার সঙ্গে আলোচনা ক'রে ঠিক ক'রে নেওয়া লাগে।

একটি দাদা বললেন—কামপ্রবৃত্তি আমাকে বড় কষ্ট দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকে indulgence (লাই) দিলেই পেয়ে বসে, তাই actively ignore (সক্রিয়ভাবে উপেক্ষা) করা লাগে। মেয়েছেলের প্রতি কামাবেগ মনে-মনে ignore (উপেক্ষা) করতে হয়, আবার বাইরে এমন environment (পরিবেশ) create (সৃষ্টি) করতে হয়, যাতে ওদিকে মন না যায়। সৎকর্ম্ম, পবিত্র দায়িত্ব ও ধান্ধায় নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে রাখতে হয়। Complex (প্রবৃত্তি)-এর তাঁবেদার হ'তে নেই কোনরকমে। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় টানছে, সেইজন্য surrender (আত্মসমর্পণ) করাই লাগে। মৌখিক surrender (আত্মসমর্পণ) হ'লে হয় না, বাস্তবে ইষ্ট-সেবায় নিয়োজিত করতে হয় নিজেকে—যার পক্ষে যখন যেখানে যেমন ক'রে সম্ভব, তেমনি ক'রে।

২৪শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৫২ (ইং ৯।১২।৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের সামনের বারান্দায় তক্তপোষের উপর বিছানায় ব'সে আছেন। বেশ ঠান্ডা পড়েছে। গায়ে চাদরটা জড়িয়ে বসেছেন। বিজলী-বাতির উজ্জ্বল আলোয় স্থানটি জ্বলজ্বল করছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চকচকে কপালে ঐ আলোর আভা যেন মাঝে-মাঝে চমক দিচ্ছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), মণিদা (বসু), স্পেন্সারদা, হেমপ্রভামা, ভেঙ্কু প্রভৃতি আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—Portable talkie machine (হাল্কা সবাক চিত্রের যন্ত্র)-এর কথা স্পেন্সারকে বলছিলাম। ও পেলে propagation (ভাবধারা বিস্তার)-এর সুবিধা হয়। ছোট-ছোট booklet (পুস্তিকা) লিখে, সেগুলি নিয়ে film (ছবি) করা লাগে। মানুষের ভিতর মন্বন্তর অর্থাৎ মনন-ধারার পরিবর্ত্তন আনতে গেলে আনা লাগে থিয়েটার, সিনেমা,

যাত্রা, কথকতা, যাজন, বক্তৃতা, নাটক, নভেল, গান এবং বাস্তব কর্ম্মদীপনার ভিতর-দিয়ে। সেই সব দেখে মানুষের brain (মস্তিষ্ক) adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয় এবং তারা তদনুযায়ী চলে। গানের সুরে বললেন—'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া'। ইষ্ট-কৃষ্টির হাওয়া এনে দেন দেশে, তাহ'লে দেখবেন, জাত কেমন তরতর ক'রে এগিয়ে যায়। জনসাধারণ নিজের থেকে পথ চিনে নিয়ে উন্নতির পথে চলতে পারে না, কিন্তু চালালে অনেকেই চলতে জানে। তাই আশ্রম বা monasteries (মঠ) অর্থাৎ centres to give the environment the impulse of Ideal and activity (পরিবেশকে ইষ্ট এবং সৎকর্ম্মের প্রেরণা জোগাতে পারে এমনতর কেন্দ্র) দরকার। Monasteries should be in piety and power to serve life and combat hindrances thereto (জীবনীয় সেবা পরিবেষণ করবার এবং তার বাধাগুলিকে বাধা দেবার মত ধর্ম্মপরায়ণতা এবং শক্তি থাকা চাই মঠগুলির), তাহ'লেই ধর্ম্ম জাগ্রত থাকে। Monastery (মঠ)-গুলিই আগে ছিল educational centre (শিক্ষাকেন্দ্র), research-centre (গবেষণাকেন্দ্র)। ঋষির আশ্রমকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে আর্য্যদের শিক্ষাব্যবস্থা। ঋষিরা কিন্তু বেশীর ভাগই গৃহী। ঋষিদের জীবন দেখেই বোঝা যায় গার্হস্থ্য আশ্রম কাকে বলে। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শিক্ষা সেখানে এক-সূতোয় গাঁথা। তাঁদের কথা হ'লো—Do and think, think and do to elevate yourself and your environment to the Ideal (নিজেকে এবং পারিপার্শ্বিককে আদর্শে উন্নীত করবার জন্য কাজ কর এবং চিন্তা কর, চিন্তা কর এবং কাজ কর।)

পঞ্চাননদা (সরকার), হরিপদদা (সাহা), ইন্দুদা (বসু), জিতেনদা (চট্টোপাধ্যায়), বীরেনদা (মিত্র) ও রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) আসলেন। কেষ্টদা বিশেষ কাজে অন্যত্র গেলেন।

স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি নীতি-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বস্ত্যয়নীর five pillars universal (পাঁচটি স্তম্ভ সার্ব্বজনীন)। আমার পক্ষে আলাদা, তোমার পক্ষে আলাদা, শ্যামের পক্ষে আলাদা—তা' নয়। উন্নতি করতে গেলে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যমাফিক তার এগুলি অনুশীলন করাই চাই। প্রথম চাই ইষ্টসেবার জন্য শরীরটাকে ঠিক রাখা। তারপর চাই প্রবৃত্তিগুলিকে suppress (অবদমন) না ক'রে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার সহায়ক ক'রে সেগুলির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া। তারপর চাই সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিকভাবে ভাল চিন্তাগুলিকে কাজে ফুটিয়ে তোলা। তারপর চাই সেবা

ও যাজনে পরিপার্শ্বিককে উন্নত ক'রে তোলা। আর চাই নিজের কর্ম্মশক্তি ও অর্জ্জনপটুত্ব বাড়িয়ে তা' থেকে ইষ্টকে নিত্য ব্রতার্ঘ্য নিবেদন করা। মানুষ করে না ঠিকমত, করলে চড়চড় ক'রে ঠেলে ওঠে।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যুক্তি ও বিশ্বাসে ঢের তফাৎ। Satan (শয়তান) যুক্তিকে delude (বিভ্রান্ত) করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস কিছুতেই টলে না, যতদিন নিঃশ্বাস বয় অর্থাৎ জীবন থাকে। বিশ্বাসের মধ্যে আছে শ্বস্ অর্থাৎ শ্বাস নেওয়া বা প্রাণন। বিশ্বাস জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। তাই তা' ইহ ও পরজীবন উভয় জীবনেরই পরম সম্বল।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদার দিকে চেয়ে সহাস্যে বললেন—বাইবেলের মত বইয়ের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে ব'লে যে western countries (পাশ্চাত্য দেশগুলি) কত উপকৃত হয়েছে, তার অবধি নেই। Missionary (ধর্ম্মযাজক)-দের যদি convert (ধর্ম্মান্তরিত) করার বুদ্ধি না থাকত, তাহ'লে আমাদের দেশের লোক Lord Christ (প্রভু যীশু) ও বাইবেলকে আরো অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারত। সমন্বয়ী দৃষ্টি নিয়ে নিজেও বাইবেল পড়বে এবং অন্যকেও পড়াবে। এ সব কথা লোকে যত জানে, ততই ভাল।

কথা হ'চ্ছে এমন সময় শৈলমা উদ্‌ভ্রান্তের মত এসে একজনের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একচোট হেসে ব্যাপারটা লঘু ক'রে দিয়ে বললেন—উয়ের কথা ছা'ড়ে দে, ও তোর কদর বুঝবি তার দেরী আছে। তুইও যেমন! নিজের মর্য্যাদা বুঝে চলবার জানিস্ না, আমি কাঁহাতক ঠেকাব?

শৈলমা খুশি হ'য়ে বললেন—ঠিকই বলেছেন ঠাকুর! আমার কদর বুঝবে তার ঢের দেরী আছে। ওরা আমার সঙ্গে শত্রুতা ক'রে করবে কী? দয়াল আমার সহায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা তো সব সময় সবার সহায় আছেনই। কিন্তু তুমি যদি নিজেই নিজের সঙ্গে শত্রুতা কর, তাহ'লে পরমপিতাও যে অসহায় হ'য়ে পড়েন।

ইন্দুদা—বাইরে বিশেষ কোন সমস্যার উদয় হ'লে তখন তো আপনাকে পাই না। তখন কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের স্বার্থচাহিদা, অহমিকা বা অন্য কোন obsession (অভিভূতি)-কে প্রশ্রয় না দিয়ে receptive mood-এ (গ্রহণমুখর মনোভাব নিয়ে) ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার compass-এ (দিগ্‌ নির্ণয় যন্ত্রে) দেখে নিতে হয় কী করণীয়। ভবসমুদ্রে সব সময় ঐ যন্ত্র সাথে ক'রেই চলা লাগে। নইলে

কত ঝড়ঝাপটা, বেতাল ঘূর্ণি আছে, তার কি ঠিক আছে? কোন ভাবনা নাই যদি নিজের সঙ্গে নিজে শয়তানি না কর।

ইন্দুদা—নিজের সঙ্গে নিজে শয়তানি করা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জেনেশুনেই প্রবৃত্তির পথে চলছ, অথচ নিজেকে ও লোককে যদি এই ব'লে বিভ্রান্ত করতে চাও যে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্যই ঐভাবে চলছ, তাহ'লে সেইটেকেই বলা যায় নিজের সঙ্গে নিজে শয়তানি করা। ঐভাবে চলতে-চলতে insincerity (কপটতা) শিকড় গেড়ে বসে। মানুষ নিজেকেই নিজে চিনতে পারে না। চিনলে তবে তো শোধরাবে। যারা weakness (দুর্ব্বলতা)-কে weakness (দুর্ব্বলতা) ব'লে জানে, বোঝে ও স্বীকার করে, তাদের বরং পার আছে।

ইন্দুদা—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যেমন ক'রে আমাকে ভজনা করে, আমিও তাকে সেইভাবে ভজনা করি। পরমপিতা বিধিস্বরূপ। মানুষ আগ্রহবিধুর কর্ম্ম ও সেবা নিয়ে যার অনুসরণ করে, প্রাপ্তি বা কর্ম্মফলও তদনুযায়ী অনুসরণ করে তাকে। বিধিমাফিক কর্ম্ম যে যেমন যতটা করে, বিহিত ফলও সে তেমন ততটা পায় তার মত ক'রে। এ-ব্যাপারে তাঁর পক্ষপাতিত্ব নেই।

ইন্দুদা—একটা ছেলে অল্প প'ড়ে হয়তো ভাল result (ফল) করছে, আর একজন হয়তো কঠোর পরিশ্রম ক'রেও পাশ করতে পারছে না, কারণ, তার মাথা নেই। তাই ভগবানের যে পক্ষপাতিত্ব নেই, তা' বলা যায় কি-ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল মাথাও সাধনা ক'রে পাওয়া লেগেছে। পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব যদি স্বীকার না-ও কর, তার পূর্ব্বপুরুষকে তো স্বীকার করবে। তার পূর্ব্বপুরুষ বংশপরম্পরায় অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে যে উৎকর্ষ লাভ করেছে, তাই-ই বর্ত্তেছে সন্তানে। শুধু intellectual culture (বুদ্ধিগত অনুশীলন) নয়, eugenic culture (সুপ্রজননগত অনুশীলন)-ও হয়তো তাদের ঠিক আছে। তাই সন্তান মেধার অধিকারী হ'তে পেরেছে। সুতরাং, পক্ষপাতিত্ব কোথাও নেই। যেমন করলে যা' হয়, তেমন করলে তা' হয়। তাই তো বলে বিধি। আজ যার মেধা নাই দেখছ, সেও যদি বিধিমাফিক চেষ্টা করে, তারও মেধা গজিয়ে উঠতে পারে।

ইন্দুদা—'ঊর্দ্ধমূলং অধঃশাখং' ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষেরও তো তাই। মানুষের মূলে অর্থাৎ মাথা উপরে, শাখা অর্থাৎ হাত-পা নীচের দিকে। হাত-পাকে চালায় কিন্তু মাথা। Brain (মস্তিষ্ক) যেমন impulse (প্রেরণা) দেয়, মানুষ তেমনি চলে, বলে, করে।

তাই মাথায় ভাল ক'রে ইষ্টকে set (বিন্যস্ত) করা লাগে, যাতে মাথা কখনও অনিষ্টের impulse (প্রেরণা) না দেয়। নামধ্যান করা লাগে এই জন্য—যাতে মস্তিকের deeper layer-এ (গভীরতর স্তরে) ইষ্টের ছাপ ভাল ক'রে পড়ে। সব region-এ (প্রদেশে) ইষ্টের ছাপ না পড়লে, subconscious region (অবচেতন প্রদেশ) যে-কোন্ সময় কোন্ ঠেলা দেবে তার কিন্তু কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। নামধ্যানের সঙ্গে-সঙ্গে চাই তীব্র কাজ। কাজ করতে গিয়ে নানা সংঘাতের মধ্যে প'ড়ে নিজের বৃত্তিপ্রবৃত্তিকে টের পাওয়া যায় ভাল ক'রে। টের পাওয়ামাত্র adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে হয়। এই ভাবে চলতে হয়। নিন্দা, অপমান, দুর্ব্যবহার ও দুঃখকষ্টের মধ্যেও পড়া ভাল। তার মধ্যে ইষ্টানুরাগ কতখানি অটল থাকে তাই দেখে বোঝা যায়, ঐ অনুরাগ সত্তাকে কতখানি স্পর্শ করেছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্পেন্সার economics (অর্থনীতি)-এর কথায় আনন্দ পায় না, এই aversion (বিরূপতা) কিন্তু ভাল নয়। জীবনের জন্য যা' প্রয়োজন তা' ignore (উপেক্ষা) করা মানে নিজেকে inefficient (অক্ষম) ক'রে রাখা।

দেশের যাবতীয় সম্পদের রাষ্ট্রীয়করণ ও সামাজিকীকরণ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি ওসব বুঝি না। রাষ্ট্র তো চালায় মানুষ। Personal ownership (ব্যক্তিগত মালিকানা) থাকলে মানুষ তা' দিয়ে মানুষের ক্ষতি করবে এইটেই যদি ধ'রে নেওয়া হয়, তাহ'লে সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদের পরিচালনা যারা করবে, তারা কি এমন কেষ্ট-বিষ্টু যে তাদের দিয়ে লোকের ভাল ছাড়া মন্দ হবেই না? তারা কি ঋষি না মহাপুরুষ? ঋষি বা মহাপুরুষরা তো কখনও মানুষের শিষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করেন না, বরং প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে পুষ্ট ক'রে তাকে চরিত্র-সম্পদ্ ও সেবাসম্পদে উচ্ছল ক'রে তুলতে চান। ঐ inner wealth (অন্তরের সম্পদ্) যার থাকে, external wealth (বাইরের সম্পদ্)-ও তাকে follow (অনুসরণ) করে। External wealth (বাইরের সম্পদ্) থাকলে মানুষ তা'দিয়ে লোকের আরো সেবা করতে পারে। তাই ব্যক্তিগত অধিকার খারাপ তো নয়ই, বরং তা' না থাকাই খারাপ। ওতে becoming (বৃদ্ধি) hampered (ব্যাহত) হয়। তবে প্রত্যেকের চরিত্র যাতে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেবাবুদ্ধি যাতে বাড়ে তেমনতর education (শিক্ষা) চাই। আর তার জন্য চাই দীক্ষা ও তার অনুশীলন। তা' সত্ত্বেও মানুষ যেখানে বেয়াড়া হবে,

সেখানে চাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাসন ও বিধিব্যবস্থা যাতে কেউ অপরের বাঁচা-বাড়ার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াতে না পারে। কিন্তু রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য যে-সব সম্পদ্ রাষ্ট্রের হাতে থাকা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজন, সেগুলি রাষ্ট্রের হাতে থাকায় দোষ নেই। Balance (সমতা) যাতে maintained হয় (বজায় থাকে) তাই করতে হবে। ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের দরুন বিপন্ন বা ক্লিষ্ট না হয় এবং সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বৈরাচারে ব্যাহত না হয়, তা' দেখতে হবে। স্বোপার্জ্জিত সম্পদের উপর ব্যক্তির অধিকার যদি না থাকে, সব অধিকার যদি রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত হয় এবং রাষ্ট্রের কর্ণধার যারা তারা যদি নিষ্ঠুর বা স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহ'লে কিন্তু সাধারণ লোকের দুঃখের সীমা থাকে না। তাদের ক্রীতদাসের মত জীবন-যাপন করতে হয়। বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে রাষ্ট্রের অন্নদাস হ'য়ে থাকা লাগে। ওর চাইতে অন্ন যদি অনিশ্চিতও হয়, মানুষ স্বাধীনভাবে আয়-উপার্জ্জন করতে যেয়ে যদি suffer (কষ্ট)-ও করে, তাও ঢের ভাল। তাতে তার experience, initiative, personality ও satisfaction grow করে (অভিজ্ঞতা, কিছু প্রবর্ত্তন করার ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রসাদ বেড়ে ওঠে)। আমাদের আর্য্যবিধানে সবটারই একটা সামঞ্জস্য ছিল—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং ইষ্টকৃষ্টির প্রতি আনুগত্য ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ ছিল, তাই ক্ষতির পথ ছিল সংকীর্ণ, বৃদ্ধির পথ ছিল বিস্তৃত।

আমাদের আগে কুলপতি, সমাজপতি, গ্রামাধিপতি, দশগ্রামাধিপতি, সহস্রগ্রামাধিপতি ইত্যাদি ছিল। এর মধ্যে প্রধান যিনি, তিনি হ'তেন রাষ্ট্রপতি, তাঁর সঙ্গে থাকতেন প্রত্যেক বর্ণের best man (সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি)। এঁদের নিয়ে cabinet (মন্ত্রিসভা) হ'তো। এঁরা হ'লেন real representatives of people (জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি)। এই নির্ব্বাচন তথাকথিত ভোটে হ'তো না। হ'তো service (সেবা) দিয়ে, activity (কর্ম্ম) দিয়ে, মানুষের সর্ব্বতোমুখী পালন-পোষণের জন্য বাস্তবে কে কতখানি করেছে তাই দিয়ে। স্বতঃদায়িত্বশীল কর্ম্মদক্ষতা ও সেবাপটুতাই তাঁদের উন্নততর পদে ঠেলে দিত। আত্মপ্রচার বা ভোট-ভিক্ষার বালাই ছিল না। পদের কাঙাল ছিলেন না তাঁরা। লোকেই তাঁদের আবাহন ক'রে ধন্য হ'তো। এইভাবে একটা ploughman (কৃষক)-এরও রাষ্ট্রপতি হবার বাধা ছিল না। যে-কোন বর্ণের মানুষই সেবাধর্ম্মের ভিতর-দিয়ে ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করতে পারত। ব্রাহ্মণত্ব মানে ব্রহ্মজ্ঞত্ব। বিপ্রত্ব কিন্তু আলাদা। বিপ্রেতর বর্ণের কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বিপ্রের গুরু হ'তে পারে, কিন্তু তার মেয়ে বিয়ে করতে পারে না।

রাত বেড়ে চলেছে। কেউ-কেউ কার্য্যান্তরে চ'লে যাচ্ছেন। আবার নূতন লোক আসছেন। সতুদা (সান্যাল) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন—

এসো, এসো মধ্যম পাণ্ডব!
দণ্ডীরে এনেছ সঙ্গে লয়ে?

সতুদা হাসতে-হাসতে বললেন—বীরেন আজ আসতে পারেনি।

স্পেন্সারদা কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—রাজনৈতিক দলের পরিচালককে whip (হুইপ) বলে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর সটান ব'লে গেলেন—He who leads the party into conception with rationalistic strokes to make them flock together is called a whip (যে দলের লোকদের একত্রে মিলিত করবার উদ্দেশ্যে যুক্তির সংঘাতে তাদের বোধের উদ্দীপন ঘটায়, তাকে বলা যায় হুইপ অর্থাৎ পরিচালক।)

সতুদা কথায়-কথায় বললেন—নিজে কতটুকু কি, তা' তো বুঝি, কিন্তু ego (অহং) তো যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ego (অহং) একেবারে না থাকলে attempt (চেষ্টা) আসে না। আমি না থাকলে করবে কে? হনুমান এ কথা কখনও ভোলেনি যে সে রামচন্দ্রের সেবক। আমি তাঁর—এ 'অহং' থাকাই ভাল। তাতে তাঁর অপযশ বা অখ্যাতি হয় এমনতর চলন-সম্বন্ধে মানুষ হুঁশিয়ার হয়। কিন্তু vanity (আত্মগরিমা) ভাল না, vanity (আত্মগরিমা) সব সময় self-centric (স্বার্থপর)।

মুকুল (শ্রীশ্রীঠাকুরের দৌহিত্রী, তখন দুবছর বয়স) গরম জামা ও মোজা-টোজা প'রে আলোর মধ্যে খুশিমনে ঘুরঘুর ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নৃত্যদোদুল ছন্দে আদরের ছড়া কাটলেন—

মুকুলরাণী যায় কোনে (কোথায়)?
নেচে নেচে ফুলবনে!

ছড়া শুনে মুকুল খলখল ক'রে হেসে উঠলো।

২৬শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ১১।১২।৪৫)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের নীচে মাঠের ভিতর এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুবোধদা (সেন) প্যারীনন্দদা (সরকার), যতীন্দ্রদা (নিয়োগী),

রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), কিশোরীদা (চৌধুরী) প্রভৃতি কাছে আছেন।

কিশোরীদার শরীরটা দুর্ব্বল, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবিত আছেন। বলছেন—রোজ মধুপর্ক (দধি, মধু, ঘৃত, জল ও শ্বেতচন্দন—জল কম, মধু একটু বেশী) বা পঞ্চামৃত (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি—প্রত্যেকটি এক চামচ ক'রে) খেলে হয়, আর থিসিন ও ক্যালসিয়াম ইনজেক্‌শন নিয়ে দেখলে হয়। প্যারীর সঙ্গে আলাপ করবেন।

কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমি যখন যে-কথা বলি সেটা যদি তখন-তখনই আপনার ক'রে নেন, তবে বুঝতে হবে, আপনার surrender (আত্মসমর্পণ) ঠিক হয়েছে। আপনার ক'রে নিলে তা' করবার আটঘাট ফন্দীফিকির মাথায় আসতে দেরী হবে না। সেইমত করতে সুরু করলে দেখবেন কঠিন কিছু না। Surrender (আত্মসমর্পণ) হ'লে যা' বলি, তা' তো করবেনই, আবার না বললেও বুঝে-বুঝে করার প্রবৃত্তি হবে। 'না বলিতে কাজ বুঝিয়া করিবে, সেই সে সেবক নাম'। Surrender (আত্মসমর্পণ) বলতে অনেকে বোঝে—'আমি কিছু না, দয়াল! তুমিই সব, আমার কোন শক্তি নেই, করার সাধ্যও কিছু নেই'—এমনতর ভাব। ওটা surrender (আত্ম-সমর্পণ) নয়, ওটা হ'লো hypocrisy of surrender that hurls down with drag to shatter (আত্মসমর্পণের ভণ্ডামি যা' বিধ্বস্তির দিকে নিক্ষেপ করে)। কাউকে ভালবাসলে স্বভাবতঃই তো তার জন্য করার বুদ্ধি হয়। গুরুকে ভালবাসলে কি ঐ tendency (প্রবণতা) উবে যাবে? শ্রেয়ের জন্য করার tendency (প্রবণতা) যার prominent (প্রধান), সেই-ই কাম দাগিছে।

একটু সময় চুপচাপ কাটলো। তারপর কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাতিবধ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর শ্রীকৃষ্ণ ও-ভাবে দিলেন কেন? শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে মনে হয়, স্বজন ও গুরুজনদের প্রতি অর্জ্জুনের যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা, সেটা যেন একটা দুর্ব্বলতা! সত্যিই কি তাই? মানুষের এই সব sentiment (ভাবানুকম্পিতা) যদি না থাকে, তাহ'লে সে বড় কাজ করবে কি-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মীয়-স্বজন ও গুরুজন অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু গুরু বা ইষ্টের তুলনায় কেউ কিছু নয়, বিশেষতঃ তারা যদি ঐ গুরু বা ইষ্টের শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়। সেখানে মমতার দ্বারা carried (চালিত) হওয়া মানে, গুরুভক্তিকে শিথিল করা। Primary (প্রাথমিক)

জিনিস হ'লো being and becoming (বাঁচা ও বাড়া)। এটা থাকে Ideal-এ (ইষ্টে)। তাই প্রয়োজন হ'লে তাঁর জন্য বাপ-মা ভাই-বন্ধু সবাইকে sacrifice (ত্যাগ) করা যায়। যাঁকে অবলম্বন ক'রে মানুষ জীবন-বৃদ্ধির পথে চলে, তিনিই মূল ও মুখ্য। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝিয়ে দিলেন যে devil (শয়তান) যদি রাজত্ব করে, তবে অর্জ্জুনের ঈপ্সিত ধর্ম্ম, জাতি, কুল, মান কিছুই রক্ষা পাবে না। তাই devil (শয়তান)-কে demolish (ধ্বংস) করা লোকমঙ্গলের জন্যই অপরিহার্য্য। এর মধ্যে দ্বেষ-হিংসার বালাই নেই। বরং অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধকে এড়িয়ে চলার বুদ্ধির পিছনে আছে দুর্ব্বলতা।

কেষ্টদা—যুদ্ধ না করলে তো অতো লোকক্ষয় হ'তো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব লোকই ক্ষয় হ'য়ে যেতো। যে ক'টা ছিল, তাও থাকতো না। কেষ্ট-ঠাকুরের একটা বুদ্ধি ছিল, সমাজে সৎ ও শিষ্টদের প্রভাব বাড়ান, যাতে সবারই উপকার হয়। যেমন শুনি, মনে হয় autocratic filthiness (স্বৈরাচারী কদর্য্যতা) ছিল দুর্য্যোধন, দুঃশাসনের বৈশিষ্ট্য। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর filthy autocracy (কদর্য্য স্বৈরাচার) আর ছিল না। কেষ্ট-ঠাকুর তো কতভাবে চেষ্টা করেছিলেন যাতে যুদ্ধ না ক'রে চলে। কিন্তু তা' তিনি পারলেন কই?

২৮শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ (ইং ১৩।১২।৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ঘুম থেকে উঠে বাঁধের পাশে তাসুতে বিছানায় ব'সে তামাক খাচ্ছেন। এখনও সূর্য্যোদয় হয়নি। আবহাওয়ায় শীতের জড়তা জড়িয়ে আছে। প্যারীদা (নন্দী), হরিপদদা (সাহা), সুশীলদা (বসু), ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে কয়েকজন উপস্থিত আছেন।

টুকটাক কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে। কথাপ্রসঙ্গে ধূর্জ্জটিদা জিজ্ঞাসা করলেন—একজনের ইষ্টের প্রতি সত্যিকারের টান যদি থাকে, সেটা তো সবার মধ্যে চারিয়ে যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। ইষ্টের প্রতি টান হ'লো real (খাঁটি) জিনিস। আর ওটা সত্যিই কা'রও ভিতর থাকলে পারিপার্শ্বিককে সংক্রামিত না হ'য়ে পারে না। তখন সে normally loving (স্বভাবতঃই ভালবাসাপ্রবণ) হয়, ভাল না-বেসে পারে না। কিন্তু ঐ ভালবাসা ও সেবার উৎসও ইষ্ট, গন্তব্যও ইষ্ট। 'যত যত নেত্র পড়ে, তত্র তত্র ইষ্ট স্ফুরে'—এমনতর হয়। ইষ্ট এবং পারিপার্শ্বিকের প্রতি তার স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধা দেখে পারিপার্শ্বিকের ভিতরও তার প্রতি এবং সেই

সঙ্গে-সঙ্গে তার ইষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা গজিয়ে ওঠে। তার চলনটাই মানুষের অন্তরের শ্রদ্ধা কেড়ে নেয়।

এমন সময় তপোবনের ছাত্র অংশুমান (গঙ্গোপাধ্যায়) এসে উপস্থিত হ'লো। অংশুমান বেশ ভাল ছাত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর অংশুমানকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—খুব ভাল ক'রে লাগ। এমন মার্ক পাওয়া চাই যা' ইউনিভার্সিটিতে এ-পর্য্যন্ত খুব কম ছেলেই পেয়েছে। নিজে ওঠা লাগে, সঙ্গে-সঙ্গে সহপাঠীদের সবাইকেও টেনে তোলা লাগে। দলকে দল brilliant result (খুব ভাল ফল) করতে হয়। 'যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে'। অন্যকে পড়াশুনার ব্যাপারে বোঝাতে ও সাহায্য করতে গিয়ে নিজেরই উপকার হয় বেশী। সবাইকে নিয়ে উন্নত হওয়ার চেষ্টায় integration (সংহতি) আসে। এই বুদ্ধি রাখা লাগে, তারা excel (উৎকর্ষ লাভ) করলে আমি excel (উৎকর্য লাভ) করব। তাদের বাদ দিয়ে আমার একার excellence (উৎকর্ষ) নিরর্থক—যেমন থিয়েটার, ক্রিকেট খেলা, ফুটবল খেলা ইত্যাদি ব্যাপারে। আর সকলকে নিয়ে যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করব, সে কৃতিত্ব সার্থক ক'রে তুলব ইষ্টে। শুধু পড়াশুনার ব্যাপারে নয়, অন্য সব ব্যাপারেও এই কথাগুলি মনে রেখো। তাহ'লেই দেখবে নিজের অজানিতে কত বড় হ'য়ে গেছ।

* * * * *

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। বঙ্কিমদা (রায়), প্রমথদা (দে), সতুদা (সান্যাল) এবং আশ্রমের মায়েদের মধ্যে কয়েকজন উপস্থিত আছেন। সতুদার সঙ্গে সতীশ বাবু (রায়) ব'লে একজন পুলিস-বিভাগের কর্ম্মচারী এসেছেন। সতুদা পরিচয় করিয়ে দিলেন। সবাই প্রণাম ক'রে আসন গ্রহণ করলেন। আস্তে-আস্তে কথাবার্ত্তা সুরু হ'লো।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের যতদিন বাঁচা-বাড়ার প্রয়োজন আছে ততদিন আদর্শের প্রয়োজনও তার স্বতঃসিদ্ধ।

সতীশবাবু—বাঁচা-বাড়া তো যে-কোনভাবে হ'তে পারে। ধরুন, আমি একটা industry (শিল্প) ভাল ক'রে করলাম, এর মধ্যে Ideal (আদর্শ)-এর প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের মনটা হ'লো bundle of complexes (প্রবৃত্তির পুঁটুলি)। Complex (প্রবৃত্তি) যতদিন আমাদের rule করবে, ততদিন ঠিক নেই আমরা কোন্ সময়ে কি ক'রে বসব। কারণ, complex (প্রবৃত্তি) কখন কোন্ ভাবে চালাবে তার ঠিক কী? তাই বিধিমাফিক কোন কাজ ক'রে

কৃতকার্য্য হ'তে পারব কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই কৃতকার্য্যতা যদি চাই, তবে complex (প্রবৃত্তি)-এর পারে যেতে হবে, যাতে সেগুলি আমাদের চালক না হ'য়ে আমরা ওদের চালক হ'তে পারি। এদের উপর প্রভুত্ব করতে গেলে নিজের ভিতর আবদ্ধ থেকে তা' পারব না। Above and beyond ourselves (আমাদের ঊর্দ্ধে) well-adjusted, integrated character (সুনিয়ন্ত্রিত, সংহত চরিত্র)-ওয়ালা আচার্য্য যিনি—যিনি ক'রে জেনেছেন, তাঁতে ligared, attached ও surrendered (বদ্ধ, যুক্ত, আত্ম-সমর্পিত) হ'তে হবে। তাঁকে fulfil (পরিপূরণ) করতে হবে সমস্ত complex (প্রবৃত্তি) দিয়ে, তাহ'লেই সেগুলি meaningfully adjusted ও integrated (সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সংহত) হবে। Being (সত্তা)-এরই complex (প্রবৃত্তি), being (সত্তা) না টিকলে complex (প্রবৃত্তি)-ও টেকে না। কিন্তু at the cost of being (সত্তার বিনিময়ে) complex (প্রবৃত্তি) নিজের উপভোগ খোঁজে, আর আমরাও সেই তালে মেতে উঠি। বুঝি না, কি করছি। টাকা উপায়ের কথাই ধর, টাকা উপায় তো বাঁচার জন্য। কিন্তু অনেকে টাকার লোভে এত দিশেহারা হ'য়ে পড়ে যে সৎ-অসৎ জ্ঞান থাকে না, আর এই চলনের ফলে being (সত্তা)-টাই হয়তো sacrificed (বলি) হ'য়ে যায়। কোন-একটা complex (প্রবৃত্তি)-এর obsession (অভিভূতি) থাকলে মানুষ unbalanced (সাম্যহারা) হবেই, মাত্রা ঠিক রাখতে পারবে না, এমন অবস্থায় যুক্ত আহার-বিহার বা প্রচেষ্টা সম্ভব হবে না। তাই বাঁচা-বাড়া বলতে যা', তা' আর হবে না। কিন্তু মানুষ আচার্য্যানুরাগ নিয়ে যাই করুক, তাতেই সোনা ফলে। আচার্য্যের নির্দ্দেশমত চলাটাই সাধন। তিনটে জিনিস লাগে—যজন—নিজে করা, যাজন—অন্যকে প্রবুদ্ধ ও প্রবৃত্ত করা আর ইষ্টভৃতি অর্থাৎ বাস্তবে ইষ্টকে ভরণ—এতে জীবনের বহুমুখী চিন্তা ও কর্ম্মের মধ্যে একটা converging co-ordination (একমুখী সমন্বয়) আসে। আর একেই বলে, আধ্যাত্মিক অনুশীলন অর্থাৎ যে অনুশীলনকে অবলম্বন ক'রে আমার জীবন-চলনা সুঠাম ও সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে।

সতীশবাবু—যদি ভগবানে বিশ্বাস রাখি এবং তাঁকে ডাকি, তাহ'লেই তো হ'তে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আকাশের ভগবানকে আমরা বোধ করতে পারি না। তিনি ভাল কাজেও উৎসাহ দেন না, মন্দ কাজেও বাধা দেন না। বিগ্রহের সামনে প্রণাম ক'রে যদি কেউ চুরি করতে যায়, বিগ্রহ ডেকে বলেন না—'সে কী! তুই চুরি করলি কেন?' জীবন্ত আচার্য্য বা গুরু লাগেই। তা' ছাড়া adjustment

(নিয়ন্ত্রণ) হয় না। গুরুপূজো বাদ দিয়ে তাই কোন পূজা হয় না। শাস্ত্রে বলে সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।

সতীশবাবু—স্রষ্টা তো infinite (অসীম)!

শ্রীশ্রীঠাকুর—Infinite (অসীম), finite (সসীম) আগে কও কেন? ভাতের আগে ফেন গাল কেন? আচার্য্য বা সদ্‌গুরুকে ধর। তাঁর নির্দ্দেশমত কর, চল। করার ভিতর-দিয়ে হও। ক'রে হওয়ার ভিতর-দিয়ে যে বোধ হয়, তাকে বলে অনুভূতি বা realisation (উপলব্ধি)। গীতায় আছে 'একভক্তির্বিশিষ্যতে'। তাই আচার্য্যে একাগ্র নিষ্ঠা চাই। Physique (শরীর), mind (মন) ও spirit (আত্মা)—এই তিনই একযোগে লাগাতে হয় তাঁর সেবায়, তাঁর ইচ্ছার পরিপূরণে। নইলে একভক্তি হয় না, খাঁক্‌তি থেকে যায়। ভক্ত মানে ইষ্টার্থে অক্লান্ত কর্ম্মী, এবং তা' যথাসম্ভব সত্তার সবখানি নিয়ে, সব দিক দিয়ে।

সতীশবাবু—Physical side (শারীরিক দিক) বাদ দিয়ে spiritual side (আধ্যাত্মিক দিক) নিয়ে থাকলে হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তার কোন-একটা দিককে জখম করলে অন্য দিকও জখম হবে সেই পরিমাণে। Spirituality (আধ্যাত্মিকতা) শরীর বাদ দিয়ে নয়। শরীর ঠিক না-রাখলে spiritual culture (আধ্যাত্মিক অনুশীলন)-ও হয় না। তাই বলে—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্', যা' যা' নিয়ে জীবন, তার সব দিককার সুসঙ্গতিসাধনই হ'লো ধর্ম্ম; কারণ, ঐ সুসঙ্গত চলনই সত্তাটাকে ঠিকভাবে ধ'রে রেখে বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। সেই জন্য ধর্ম্মের পূর্ণতার জন্য চাই Ideal (আদর্শ), individual (ব্যষ্টি) ও environment (পরিবেশ)—এই তিনের co-ordination (সমন্বয়)। Ideal (আদর্শ)-কে বাদ দিয়ে যেমন ধর্ম্ম হয় না, environment (পরিবেশ)-কে বাদ দিয়েও তেমনি ধর্ম্ম হয় না। সপরিবেশ বাঁচা-বাড়াই ধর্ম্ম।

ক্রমে আরো অনেকে আসতে লাগলেন।

সতীশবাবু—আপনি complex (প্রবৃত্তি)-এর কথা বলছিলেন, complex (প্রবৃত্তি) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রিপু—বৃত্তি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য—এই ছয় grouping (শ্রেণী)। প্রত্যেকটারই আবার অনেক রকমের অভিব্যক্তি আছে। নানা বৃত্তি আবার নানাভাবে জট পাকিয়ে যায়। বৃত্তির আবার বিকৃতিও হয় রকমারি। যত রকমারিই হোক, সে-সবগুলিই ঐ ষড়রিপুরই মধ্যে পড়বে। বৃত্তিগুলি বৃত্তাকার—গোল, watertight compartment

(নীরন্ধ্র কুঠুরি)-এর মত। প্রত্যেকের আলাদা universe (জগৎ)। এর কোনটা কোনটাকে fulfil (পরিপূরণ) করে না। মোহের তাড়নায় যাকে ভালবাসি, ক্রোধের তাড়নায় তারই মাথায় হয়তো লাঠি মারি। লোভের প্ররোচনায় যে জিনিস পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধ'রে প্রাণপাত চেষ্টা করি, মদ বা অহংকারের প্ররোচনায় হয়তো সেই চেষ্টার ফল মুহূর্ত্তে নষ্ট ক'রে দিই। ইষ্টানুরাগ যতসময় সমস্ত বৃত্তিগুলি penetrate (ভেদ) করতে না পারে, তত সময় মানুষের জীবনে প্রকৃত সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি আসে না। সেইজন্য যে ইষ্টপ্রাণ নয়, তাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ-পদে নিয়োগ করা চলে না।

একটি দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের দেশে তুলট করার প্রথা প্রচলিত আছে, অর্থাৎ নিজের শরীরের যা' ওজন সেই পরিমাণ কোন ধাতু দান করা হয়। এক-এক রকম ধাতু দান করায় নাকি এক-এক রকম বিশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া যায়। এ-কথা কি সত্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিধিমত যদি দান করা যায়, তাতে যে সুফল ফলে সে-বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? মহার্ঘ্য কিছু দান করতে গেলে তা' আহরণ করতে ক্ষমতা লাগে। আর দান করায় মনের একটা উদারতা ও আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। অবশ্য দান যত প্রত্যাশাশূন্য হয় ততই ভাল। আবার সৎলোককে শ্রদ্ধাভরে কিছু দান করলে, তাঁরা প্রীত হ'য়ে এমন প্রেরণা দেন যে তাতেও মানুষের কর্ম্মশক্তি বেড়ে যায়। এগুলি তো প্রত্যক্ষ ফল। প্রত্যক্ষের সঙ্গে-সঙ্গে পরোক্ষ ফলও অনেক কিছু এসে পড়ে।

পণ্ডিত আসতেই জিজ্ঞাসা করলেন—পড়াশুনো কেমন হ'চ্ছে।

পণ্ডিত—করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল ক'রে করো। পণ্ডিত নাম সার্থক করা চাই।

বর্ণধর্ম্ম-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জগতে একটার মত ঠিক আর-একটা দেখতে পাবে না। একটা গাছের মত আর-একটা গাছ নয়, একটা পাতার মত আর-একটা পাতা নয়, একটা মানুষের মত আর-একটা মানুষ নয়। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। আর এই বৈশিষ্ট্যের পিছনে আছে inborn instinct, trait ও temperament (সহজাত সংস্কার, গুণ ও ধাতু)। Temperament মানে ধাতু, ধাতু মানেই ধারণ করে যা'। ঐ ধাতুকে যেমনতর ব্যবহার করা হয় যে তালে, যেমন রকমে—ঐ ধাতু দিয়ে যাকে যেমনতর পরিচর্য্যা করা হয় অস্খলিত তৎপরতায়—ব্যক্তিত্বও হ'য়ে ওঠে তেমনি। ঐ বৈশিষ্ট্যের তারতম্য অনুযায়ী চারটে grand division (প্রধান ভাগ) করা হয়। মানুষ, অন্যান্য জীবজন্তু, পশুপক্ষী,

গাছপালা সব-কিছুর মধ্যেই এই division (বিভাগ) আছে। এই চারটে বিভাগ হ'লো বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। প্রত্যেকটি বর্ণই তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সমাজের সেবা করতো। যার বৈশিষ্ট্য যেমন উন্নত ধরণের, সে তেমন শ্রদ্ধা পেত। পরস্পরের মধ্যে ছিল অঙ্গাঙ্গী ভাব। কাউকে বাদ দিয়ে কা'রও চলার জো ছিল না। তাই কাউকে কা'রও অবজ্ঞা করার অবকাশ ছিল না। এদের মধ্যে আবার অনুলোমক্রমে বিয়ে-সাধি হ'তো। তাই সব বর্ণই আত্মীয়তা-সূত্রে জড়িত হ'য়ে পড়তো। সমাজব্যবস্থা এমন ছিল, যাতে নীচু উপরের দিকে উঠে যায়। তাই অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন থাকলেও প্রতিলোম-সম্বন্ধে কঠোর নিষেধ ছিল। কারণ, প্রতিলোমে পরিধ্বংসের সৃষ্টি হয়। মনু বলেছেন—যত্রত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ

রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি।

তপস্যা এবং বিহিত যৌন-সংশ্রব এই দুটো দিয়ে হয় মানুষের becoming (বৃদ্ধি)। তাই জাতিকে যদি বাড়তির পথে চলতে হয়, Ideal (আদর্শ) ও marriage (বিবাহ) এই দুটো bracket (বন্ধনী) ঠিক রাখা লাগে। এই দুটো bracket (বন্ধনী)-এর মধ্যেই জন ও জাতি বেঁচে থাকে ও বেড়ে চলে। আদর্শানুগ তপস্যার মধ্যে আবার বর্ণানুগ কর্ম্ম জড়ান আছে। বৈশিষ্ট্য-সম্মত কর্ম্মকে ignore (উপেক্ষা) ক'রে কেউ ব্রহ্মজ্ঞ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হ'তে পারে না, কারণ instinctive channel (সংস্কারগত পথ) বাদ দিয়ে অন্য পথে গেলে প্রকৃত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা হয় না, উপরসা-উপরসা কিছু হ'লেও তা' সত্তার সঙ্গে জোড়া লাগে না। আবার বর্ণগত কর্ম্ম নষ্ট করলে সমাজ-জীবনও বিক্ষুব্ধ ও বিশৃঙ্খল হ'য়ে ওঠে। বর্ণগত কর্ম্ম ঠিক থাকলে unemployment, undue competition, unrest, inefficiency (বেকার, অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা, অশান্ত অবস্থা, অযোগ্যতা) অনেক ক'মে যায়। তাই যে দিক দিয়েই যাও, বর্ণ না মেনে গত্যন্তর নেই। কাজকর্ম্ম ক'রে খেতে গেলে যার যেটা সাজে তার সেই কাজই করা ভাল, বিয়ে-থাওয়া ক'রে ঘর-সংসার করতে গেলেও এমন ভাবে বিয়ে করা ভাল, যাতে দাম্পত্য জীবনে সব দিক দিয়ে মিল হয় এবং সন্তান-সন্ততিও বংশের ধারাটা পায়, আবার সাধন-তপস্যা করতে গেলেও এমনভাবে করতে হয়, যাতে জন্মগত বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে further evolution (আরোতর বিবর্ত্তন)-এর দিকে হাত বাড়ান যায়। যাতে কোন দিক দিয়ে লোকসান নেই, সব দিক দিয়েই লাভ, এমন কোন্ পাগল আছে যে তা' ত্যাগ করতে চাইবে?

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অনুলোমজাত পুরুষ যারা, তারা কিন্তু মাতৃ-বর্ণের

উপরের বর্ণের কন্যা বিবাহ করতে পারে না। পারশবরা বিপ্রবর্ণের একটি থাক হ'লেও তারা কিন্তু ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করতে পারে না। আবার ক্ষত্রিয়-বৈশ্যও পারশবের মেয়ে বিয়ে করতে পারে না।

সতুদার রিক্সাওয়ালা এসে দাঁড়িয়েছে। তার গায়ে একটা চাদর আছে, কিন্তু আর কিছু নেই। তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বললেন—প্যারী! লক্ষ্মী বাবা আমার! এক দৌড়ে কালিষষ্ঠীর বাড়ী থেকে ওর জন্য ভাল দেখে একটা গেঞ্জী কিনে এনে দেও তো!

প্যারীদা ছুটে গেলেন।

সতুদা—উচ্চবর্ণ হ'লেই তো হ'লো না, তার তো আবার উচ্চবর্ণের মত চলা চাই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্ট-কৃষ্টি ধ'রে বর্ণোচিত আচার-আচরণ না করলে সে পতিত হ'য়ে যায়। পতিত হ'লে গুণগুলি মলিন হয়, অবগুণগুলি ভেসে ওঠে। Acquisition (অর্জিত গুণ) বংশপরম্পরায় যখন instinct (সংস্কার)-এ পরিণত হয়, তা' তাড়াতাড়ি ধুয়ে-মুছে যেতে পারে না, যদি বিয়ে-থাওয়ায় বিপর্য্যয় না হয়। Instinct (সংস্কার) হ'লে সেই পর্য্যায়ের breeding capacity (জনন-ক্ষমতা) হয়। Culture (অনুশীলন) না করলে মানুষ progressive (উন্নতিমুখর) হয় না, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত immortal necklace of germcells (বীজকোষের অবিনশ্বর মালা) বজায় থাকার দরুন, তখনও তার সুসন্তানের জনক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কোন বংশে undesirable marriage (অবাঞ্ছিত বিবাহ) হ'লে, তার থেকে যে উৎপাতের সৃষ্টি হয়, সহজে তার অপনোদন হয় না। তাই ব'লে culture (অনুশীলন)-কে ignore (উপেক্ষা) ক'রো না, তাহ'লে তুমিই ঠ'কে গেলে, তোমার কিছু হ'লো না; সঙ্গে-সঙ্গে hereditary excellence (বংশগত উৎকর্ষ) যাতে আরো excel (উৎকর্ষ লাভ) করে, সে দিকেও নজর রাখতে হয়। তাকেই বলে eugenics (সুপ্রজনন)। দেশী ষাঁড় যতই বড় হো'ক না কেন, তার breed (বাচ্চা), মুলতানী ষাঁড়ের breed (বাচ্চা)-এর মত হবে না। জেবরা দিয়ে ঘোড়ার breeding (সন্তানোৎপাদন) হ'লে Zebra instinct tempered by ঘোড়া-temperament (ঘোড়ার ধাতু দ্বারা প্রভাবিত জেবরার সংস্কার) —এই হবে, ঘোড়া হবে না। ফলের জগতে দেখ না কেন? এক জায়গার কমলা দুধে খাওয়া যায়, আর এক জায়গারটা গোড়া লেবুর মত। বীজ ও মাটির সঙ্গতি চাই। ভাল যদি চাই, ভাল হ'তে পারে যার ভিতর-দিয়ে এমনতর সম্মেলন ঘটাতে হবে। Anomalous interpolation (প্রতিলোম

সংশ্রব) থেকে জাত অথচ interpolluted (ভিতরে দূষিত) নয় এমন একটাও জগতে দেখাতে পারবে না। কিন্তু অনুলোম সন্তানের বেলায় তা' নয়। বেদব্যাস অনুলোম-সন্তান--আজও পূজা পান। এ্যটম্ বম্বের আবিষ্কারকের শুনেছি বাপ জার্ম্মান, মা ইহুদী। এও অনুলোম, একরকমের আঁখ আছে, বাপ ধলী, মা নটা, সানি বা কাশের মত। সেই আঁখের ভিতর নটা, সানি বা কাশের ধাঁজ আছে, কিন্তু ধলীর সব গুণ আছে। একটু টক, এমন শক্ত—শেয়ালে খেতে পারে না।

সতীশবাবু পারশব-বিপ্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—পারশবদের প্রধান গুণ হ'লো দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই আবার ক'রে তুলেছে তাদের কৃষ্টিরক্ষায় ও অসৎ-নিরোধে দুর্দ্ধর্ষ। বিপ্রদের নামের পিছনে থাকে শর্ম্মা। শর্ম্মা মানে অমঙ্গলকে হিংসা করে যে। হিন্দুদের সবার নামের গোড়ায় থাকে শ্রী, শ্রী মানে সেবক। প্রত্যেকেই সমাজের সেবক, পরমপিতার সেবক এই কথাটা মনে করিয়ে দেবার জন্য 'শ্রী' কথার প্রয়োগ। পারশবরা সমাজের সবার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, স্ববৈশিষ্ট্যে আবার যদি ইষ্টকৃষ্টি নিয়ে ফেঁদে দাঁড়ায়, তবে হিন্দুসমাজের মধ্যে বাইরের কা'রও দাঁত বসান কঠিন আছে। বাঘের পাছায় নলের খোঁচা দিয়ে কেউ অক্ষত থাকে কমই।

সাম্য-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ধর্ম্ম চায় equity (ন্যায়পরতা)। যার যেমন প্রয়োজন, তাকে তেমন দেওয়া লাগবে। তুমি যদি ভাত খেয়ে ভাল থাক, তাই খাও। আর একজন যদি রুটি খেয়ে ভাল থাকে, সে তাই খাক। প্রত্যেককে এমন খাদ্য দাও— যাতে তার বিধানের সাথে অসম্মিলন না হয়। পেটে সো'ক না সো'ক, পছন্দ হো'ক না হো'ক সবাইকে রুটি বা ভাত খেতে হবে—এমনতর এক-ঢালা ব্যবস্থা করতে যেও না। সাম্যের নামে মানুষের বৈশিষ্ট্যকে বরবাদ ক'রে তার জানের উপর জবরদস্তি ক'রো না। তুমি যে কাম কর, একখানা মোটরকার হ'লে তোমার সুবিধা হয়। তোমাকে তা' দেওয়া হ'লো। তাই দেখে, প্রয়োজন থাক বা না থাক, সবাই যদি রাউ তোলে তাদেরও মোটরকার দিতে হবে, তাহ'লে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? যার যা' করতে হবে তা' করতে যা' লাগে, তাকে তাই দাও according to activity and calibre (কর্ম্ম ও শক্তি-অনুযায়ী)। তবে মানুষের সামর্থ্য বা যোগ্যতার প্রধান পরখ হ'লো—সে অযোগ্যকে কতখানি যোগ্য ক'রে তুলতে পারে, অক্ষম যারা তাদের পালন-

পোষণের দিকে তার নজর কতখানি। যাদের এমনতর tendency (প্রবণতা) ও যোগ্যতা আছে, তাদের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও সনুযোগ বেশী দিলে দশজনের ভাল ছাড়া মন্দ হয় না। লক্ষ্য রাখতে হবে কেউ যাতে পড়তে না পারে, নষ্ট হ'য়ে যেতে না পারে। সেই দিকে নজর রেখে রাখালি করা লাগে। অনেকে আছে, suffering (কষ্ট)-এর মধ্যে থাকলে তা' overcome (অতিক্রম) করার জন্য activity (কর্ম্ম) বাড়ায়, কিন্তু আরাম পেলে ঢিল মারে। আবার অনেকে আছে ভোগের উপকরণ থাকলেও তা' তাদের মজিয়ে রাখতে পারে না, তপস্যা-রত থাকাটাই তাদের কাছে পরম উপভোগ ব'লে মনে হয়। বৈশিষ্ট্য বনুঝে যার যাতে becoming (বৃদ্ধি) হয়, তার জন্য তেমন ব্যবস্থা করা লাগে। কোন দনু'টো মাননুষের চেহারা একরকম নয়। একটা গাছের দনুটো পাতা, তাও দনুই-রকম—এ জায়গায় equality (সাম্য) চলবে কি-ক'রে? যেমন independence (অনধীনতা) হ'তে পারে না, তেমনি equality (সাম্য)-ও হ'তে পারে না। তবে যেমন হ'তে পারে interdependence (পারস্পরিক নির্ভর-শীলতা), equability (বৈশিষ্ট্য-অননুযায়ী)-ও তেমনি হ'তে পারে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Politics (পনূর্ত্তনীতি) শব্দটা এসেছে পনুর থেকে, পনুরের মধ্যে আছে পৃৃ অর্থাৎ পালন-পনূরণ। ব্যক্তি যেখানে থেকে পালিত-পনূরিত হয় সেইটি হ'লো পনুর, এবং যে ব্যবস্থিতির ফলে পালন-পনূরণ অব্যাহতভাবে চলতে পারে, তাই politics (পনূর্ত্তনীতি)। ভক্তির মত এত বড় পালক-পনূরক আমি আর দেখি না। তাই ভক্তির কথা এত ক'রে কই! যারাই মাতৃভক্ত হয়, পিতৃভক্ত হয়, তারাই গনুরনুভক্ত হয়। এই ভক্তির মনূলধন নিয়ে যারা জীবন সনুরনু করে, তারা প্রকৃত বড় হয়ই। মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি essential (অতি প্রয়োজনীয়), তবে যে ভক্তিই হো'ক, তা' যদি ইষ্টাননুগ না হয়, তবে তা' becoming (বৃদ্ধি)-কে accelerate (ত্বরান্বিত) করে না।

ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী)—ইষ্টাননুগ কী রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টের দিকে lead (চালনা) ক'রে নিয়ে যাওয়া চাই। Sublimated (ভূমায়িত) হওয়া চাই।

Responsive (সাড়াশীল) হওয়া বড় qualification (গনুণ)। গনুরনুজন যখন যা' বলছেন, তার জন্য একপায়ে খাড়া, এমনতর রকম। Untottering, tenacious, responsive adherence (অটুট, নাছোড়-বান্দা, সাড়াশীল অননুরাগ) থাকলে মাননুষ inquisitive, alert, agile ও active (অননুসন্ধিৎসনু, সতর্ক, তৎপর ও কর্ম্মঠ) হ'য়ে ওঠে with intelligence (বনুদ্ধিমত্তাসহ)। এগনুলির শৈথিল্য যেখানে যত, অননুরাগ সেখানে

তত হত। যেমন সারাদিন ঘর ঝাড় দিচ্ছে, বাসন মাজছে। শাশুড়ী চ'টে যায়, বারে-বারে ডাকে, 'ও বৌমা! তোমার বাসন মাজা কি শেষ হয় না?' বৌ অমনি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'মাজা হ'লে তো আসব?' কওয়ার জো নেই যে কাম করছে না। 'বাজার ক'রে নিয়ে আয় সতু', সতু বাজার করতে গিয়ে তাশ খেলে আসছে এক বাজি, এদিকে মা'র উনুনের কয়লা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। এতে বুঝতে হবে টান কম, তরতরে টান থাকলে শ্লথ হয় না, ঢিলে হয় না, দায়িত্বজ্ঞানহীন হয় না।

আশুভাই (ভট্টাচার্য্য)—Response (সাড়া) থেকে responsibility (দায়িত্ব) এসেছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Response (সাড়া)-ই বল, responsibility (দায়িত্ব)-ই বল, সবই চিৎ-এর কাজ।

তারপর উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—বিয়ে ক'রে আগে বৌয়ের কাছে বাপ মায়ের গল্প ক'রে ক'রে তাঁদের প্রতি তার মন মজায়ে তোলা লাগে। তাঁদের সেবা করান লাগে। তাঁরা কিছু বলুন বা না বলুন, বুঝে-বুঝে করবে। 'না বলিতে কাজ বুঝিয়া করিবে, সেই সে সেবক নাম'। এতে ছেলেপেলে keen (তীক্ষ্ণ) হবে, alert (সতর্ক) হবে, তাজা হ'য়ে উঠবে। বৌয়ের হাত ধ'রে তুমি প্রকাশ্য রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়াতে চাও, বৌও সেটা পছন্দ করে। বাবা বাধা দিলেন। তুমি বৌয়ের সামনে বাবার সমালোচনা করছ, বাবার মত পাগল আর দেখিনি। যত সব কুসংস্কার! বৌ ভাবে, শালা পাইছি তো complex (বৃত্তি)-এর food (খোরাক)! কাম ঘায়েল করলে ওখান থেকেই, একটু-একটু বাঁক ধরলো। শেষটা তোমাকেও যে মানবে না, তাতে আর সন্দেহ কি? গুরুজনকে অশ্রদ্ধা করার দীক্ষায় দীক্ষিত করেছ তো তাকে তুমি নিজে।

প্যারীদা গেঞ্জী নিয়ে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর সতুদার হাতে দিতে ইঙ্গিত করলেন।

সতুদা গেঞ্জীটা নিয়ে রিকসাওয়ালাকে দিয়ে বললেন—এই গেঞ্জী ঠাকুর তোকে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না! ঠাকুর না। (প্যারীদাকে দেখিয়ে) এই ডাক্তারবাবু তোমাকে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সতীশবাবুর সম্বন্ধে বললেন—ও ইচ্ছে করলে Police-kingdom (পুলিসের রাজ্য অর্থাৎ বিভাগ)-টা নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারে। পুলিসের নাম শুনে মানুষের ভয় হবে না, ভরসা হবে; মনে হবে পরম বান্ধব। তবে আনা চাই, কেমন ক'রে master of the situation (অবস্থার প্রভু)

হ'তে হয়।

প্রফুল্ল—কেমন ক'রে হ'তে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম চাই ইষ্টানুরাগ, তা' থেকে যার-যার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী personality (ব্যক্তিত্ব) গজিয়ে ওঠে। এইটে হ'লো গোড়ার জিনিস। পুলিসের খুব চতুর হওয়া লাগে। এক নজরে situation (অবস্থা)-টা দেখেই factfully (বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে) আঁচ ক'রে নেওয়া চাই, ব্যাপারটা কী! Observation (পর্য্যবেক্ষণ) খুব keen (তীক্ষ্ণ) হওয়া চাই। Sufferer (দুর্ভোগ-পীড়িত)-কে shelter (আশ্রয়) দেওয়া চাই। আর বাঘ হ'য়ে ওঠা লাগে upon crime (অপরাধীর উপর), অন্ততঃ যত সময় পর্য্যন্ত সে ঠিক-ঠিক অনুতপ্ত হ'য়ে না ওঠে। Guilty mind (অপরাধী) সব সময় coward (কাপুরুষ)। পরাক্রমের জেল্লা দেখলে সে কাবু হবেই। ঘুষের প্রলোভন রাখতে নেই। তবে ভালবেসে কেউ যদি অপ্রত্যাশী হ'য়ে নিজের বাড়ীর কোন জিনিস দেয়, তা' নিলে দোষ হয় না। চোখ থাকলে টের পাওয়া যায়, কে কিভাবে দিচ্ছে। পুলিসের কাজও পূরণ-পালন। Aggrieved (ব্যথিত)-কে পূরণ করবে, পালন করবে, evil (অসৎ)-কে resist (প্রতিরোধ) করবে। কোথাও যদি চোরের রাজত্ব হয়, সেখানে সাধু হওয়াটাই অপরাধ। তাই সাধুর পিছনে লাগে। তোমরা থাকতে আমাদের দেশে যেন ঐ অবস্থা না আসে। শয়তানকে সদ্ভাবে শায়েস্তা করা লাগে with tactful skill (কৌশলী দক্ষতার সঙ্গে)। ট্যারার মত তাকান লাগে। যা'কে লক্ষ্য করছ সে নিজে বা অন্যেও যেন বুঝতে না পারে যে তার প্রতি তোমার লক্ষ্য আছে। সঙ্গে-সঙ্গে being and becoming (বাঁচা-বাড়া)-কে accelerate (ত্বরান্বিত) করতে Ideal (আদর্শ) impart (সঞ্চারিত) করা লাগে।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আগেকার অনেক পুলিস literated (বেশী লেখা-পড়া জানা) ছিল না, কিন্তু বেশ educated (শিক্ষিত) ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সতীশবাবুকে বললেন—যেখানেই থাক, মাঝে-মাঝে এখানে এসে এক-আধদিন থাকলে ভাল ক'রে আড্ডা মারা যায়।

সতুদা—Guest House (অতিথিশালা)-টা সুবিধার নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর যত বাবুয়ানি কথা। মানুষ কয়, পীরিত থাকলে তেঁতুলের পাতায় শোয়া যায়। আমার জন্য আসে, কোথায় শোবোনে তাই ভাবে কি মানুষ আসে?

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে সতুদা এবং অন্য সবাই হাসতে লাগলেন।

৮ই পৌষ, রবিবার, ১৩৫২ (ইং ২৩।১২।৪৫)

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। এখন আন্দাজ সওয়া ছটা। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় চৌকীতে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), নলিনাক্ষদা (চট্টোপাধ্যায়), ত্রৈলোক্যদা (চক্রবর্ত্তী), করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), উমাদা (বাগচী), মণিদা (বসু), মণিদা (ঘোষ), সনৎদা (ঘোষ), অতুলদা (বসু) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে তাঁকে ঘিরে বসেছেন। তাঁর আনন্দউজ্জ্বল, প্রীতি-ঢলঢল মুখখানি দেখে মনপ্রাণ পুলকিত সবার। দুঃখজ্বালা ভুলে সবাই যেন শান্তি সরোবরে অবগাহন ক'রে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সুগভীর স্নেহে সবার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। সেই অমিয়দৃষ্টি বেয়ে যেন সুধার ধারা নেমে আসছে প্রতিটি প্রাণে, অনির্ব্বচনীয় উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠছে অন্তর।

অতুলদা নূতন এসেছেন। তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ। বিলাতের ডিগ্রী আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বিজ্ঞান-সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে নানাকথা আলোচনা করছেন।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—লোকের মঙ্গলের জন্য বিজ্ঞানের চর্চ্চা একান্ত দরকার। Inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা) থাকা চাই—কিসে লোকের ভাল হয়, দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধি পায়, অভাব-অসুবিধা, রোগ-ব্যাধির প্রতিকার হয়। এর থেকে আসে research-spirit (গবেষণা-বুদ্ধি)। বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে এই research-spirit (গবেষণা-বুদ্ধি) গজিয়ে দিতে হয়। তাহ'লে বিজ্ঞান শিখে চাকরী করার বুদ্ধি না হ'য়ে মাথা খাটিয়ে নিজের ও দশজনের মঙ্গলের জন্য স্বাধীনভাবে কিছু করার বুদ্ধি হয়।

অতুলদা—Research (গবেষণা) করবার সুযোগও যে আমাদের দেশে খুব কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুযোগ পেলেও তা' গ্রহণ করতে চায় কয়জন? আমার বিশ্ব-বিজ্ঞানের জন্য তো লোক খুঁজি। তা' পাই কোথায়? প্রত্যেকে চাকরী খোঁজে। কষ্ট ক'রে লেগে থেকে নিজের করার উপর দাঁড়াতে চায় না। ইষ্টানুরাগ ও অনুসন্ধিৎসু নিষ্ঠানন্দিত সেবাবুদ্ধি প্রবল না হ'লে এসব কাজ পারা কঠিন।

বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৌদ্ধমত ও হিন্দুমতে পার্থক্য খুব কম। একই কথা রকমারি ক'রে বলা। শুনেছি, বুদ্ধদেবের কথার মধ্যে প্রকারান্তরে বর্ণাশ্রমের সমর্থন আছে। তিনি গৃহীদের জন্য গৃহীদের উপযোগী নির্দ্দেশ দিয়েছেন, আবার ভিক্ষুদের জন্য ভিক্ষুদের উপযোগী নির্দ্দেশ দিয়েছেন। গৃহীদের বিয়ে-থাওয়া, চাল-চলন-সম্বন্ধে যে-সব নির্দ্দেশ দিয়েছেন, তার সঙ্গে বর্ণাশ্রমের কোন বিরোধ নেই।

অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের যে রূপ দিলেন, তার মধ্যে বর্ণাশ্রম খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্ণাশ্রম হ'লো একটা scientific social structure (বৈজ্ঞানিক সমাজ-বিধান)। এই structure (কাঠামো) ভেঙ্গে দিলে মানুষের অন্তরে-বাহিরে একটা chaotic condition (বিশৃঙ্খল অবস্থা)-এর সৃষ্টি হয়।

মণিদা (বসু)—আমাদের সংহিতায় যে বিধান আছে, তার কারণ অনেক জায়গায় দর্শানো নেই। তাই সেগুলি যে বৈজ্ঞানিক বিধান তা' বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋষিরা আচরণ ক'রে জানা ও বোঝার উপর জোর দিতেন। তাই কোন্‌গুলি আচরণ করতে হবে, কোন্‌গুলি আচরণ করতে হবে না, সেইগুলিই নির্দ্দেশ ক'রে গেছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে যারা সেগুলি অনুসরণ করে, ঐ অনুসরণের ভিতর-দিয়ে কালে সেগুলির rational background (যুক্তিগত পটভূমিকা) তাদের কাছে উদ্ঘাটিত হ'য়ে যায়। আজকের দিনের মানুষ সব জিনিসেরই reason (যুক্তি) খোঁজে, তাই কোন্‌টা কেন করতে হবে এবং কোন্‌টা কেন করতে হবে না, তার mechanism (মরকোচ) unfold (প্রকাশ) ক'রে দেওয়া লাগে। প্রাচীনের প্রতি যদি একটা regardful sentiment (সশ্রদ্ধ ভাবানুকম্পিতা) না থাকে, তাহ'লে কিন্তু তার মর্ম্ম বোঝা যায় না। Regardful sentiment (সশ্রদ্ধ ভাবানুকম্পিতা) যদি থাকে, তাহ'লে আমরা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখব, কিসের মধ্যে সত্তার পক্ষে উপাদেয় কী আছে এবং তা'-থেকে কখনও বঞ্চিত হব না। তা' না থাকলে superficial reasoning (উপরসা যুক্তিবিচার) ও complex-এর leaning (প্রবৃত্তি-আনতি) আমাদের deceive (বঞ্চিত) করতে পারে। অবশ্য প্রবৃত্তি-মুক্ত সশ্রদ্ধ অনুসন্ধান সত্ত্বেও প্রচলিত কোন বিধান যদি বাঁচা-বাড়ার পক্ষে অন্তরায়ী ব'লে প্রমাণিত হয়, তবে তা' যে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। আমাদের বিচারে অনেক সময় ভুল হয়। তাই মোহমুক্ত দ্রষ্টা-পুরুষের নির্দ্দেশ মেনে চললে অনেক জঞ্জালের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। Ideal (আদর্শ) থাকলেও reason (যুক্তিবিচার) ভাল বই মন্দ করে না, যদি সেটা applied (প্রযুক্ত) হয় to fulfil him (তাঁকে পূরণ করতে)।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদাকে বললেন—যা-ই করতে চান, লোক ছাড়া কিছু হবার নয়। ভাল-ভাল লোক চাই। মানুষ ঝুন দিয়ে দেখতে হয়। ভিতরে সম্পদ্ আছে দেখলে তাদের পিছনে খাটতে হয়। ভাল-ভাল যদি অনেক কর্ম্মী হয় এবং কাজের speed (বেগ) যদি খুব বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে এখনও হয়তো ঠেকান যায়। নচেৎ পরে আপসোসের অন্ত থাকবে না। আমার হইছে হাত একখানা, পালা চের। রাত শেষ হ'তে না হ'তে পালা সব গেয়ে ফেলতে

হবে। ঢিলেমি ক'রে সময় নষ্ট করলে, পরে পস্তাতে হবে। ভেবে দেখুন, আমরা কি করলাম পারিপার্শ্বিকের জন্য। আমাদের মধ্যে literate (লেখাপড়া জানা) যারা, তারাও আবার educated (শিক্ষিত) কম। Educated (শিক্ষিত) বলতে আমি বুঝি—অভ্যাস-ব্যবহার, চিন্তা-চলন সুনিয়ন্ত্রিত ও সংযত যাদের। ঐ সম্বল যদি না থাকে, তবে কাজ করবে কে বলুন. আর কাজ করবেই বা কি-দিয়ে? কাজ মানেই আমি বুঝি, মানুষ হওয়া ও মানুষ গড়া—আদর্শের পরিপূরণে। এক-একটা তৈরী দেশের নেতা সেই-সেই দেশের উন্নতির জন্য কত খাটে, আর আমরা তো কতদিন ধ'রে molested (লাঞ্ছিত)! আমাদের জাগরণের জন্য কী করলাম? দেশের লোক intellectual nurture (বুদ্ধিগত পোষণ)-ও তো ভাল ক'রে পায় না। শিক্ষা, দীক্ষা, বিবাহ, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি কি-ভাবে গ'ড়ে তুললে যে সব-দিক দিয়ে ভাল হয়, ব্যষ্টি ও সমষ্টির মঙ্গল হয়, সর্ব্বাঙ্গীণ সুসঙ্গতি হয়, তা' বোঝে বা কয়জন? এই মূল কাজটুকু পর্য্যন্ত করা হয়নি। তাহ'লে ভালটা পাব কি-ক'রে?

'যে চাষা আলস্যভরে
বীজ না বপন করে
পক্ক শস্য পাবে সে কোথায়?'

এই অবস্থায় ভেবে দেখুন কত বেশী খাটা লাগবে। তবে খেটেপিটে একবার জাতটাকে পথে এনে দিতে পারলে আর ভাবনা নেই। প্রথমে চাই অবিশ্রান্ত যাজন—তা' যত ভাবে ও যত রকমে পারা যায়।

এরপর কেষ্টদা বাড়ীর দিকে গেলেন।

স্পেন্সারদা এবং আরো অনেকে আসলেন।

অবতার-মহাপুরুষের আবির্ভাব-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তিনিই অবতরণ করেন বারবার। তাই প্রেরিতদের মধ্যে কখনও বিভেদ করতে নেই। পরবর্ত্তীর ভিতর পূর্ব্ববর্ত্তীকে আরোতর ভাবে পাওয়া যায়। যুগপুরুষোত্তমকে বাদ দিয়ে পূর্ব্বতনের উপাসনা অনেকখানি মনগড়া কল্পনার ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। ভেদবুদ্ধি ও বিরোধবিলাস অত্যন্ত খারাপ। বর্ত্তমান যিনি, তাঁকে মানি অথচ তাঁর পূর্ব্বতন-রূপ মানি না, এও একটা পাগলামি। আবার ভবিষ্যতে তিনি যখন আর-এক রূপ ধ'রে আসবেন, রূপ বদলেছেন ব'লে তাঁকে যদি তখন মানতে না-পারি, বুঝতে হবে, আমার বর্ত্তমানকে মানা সার্থক হয়নি। এককে মানলে সবাইকে মানতে হবে। কারণ, তাঁরা বহু নন, একেরই নানা কায়া। আজকে যে চাঁদখানা উঠলো, কাল সেই চাঁদখানাই উঠবে। সেই চাঁদটাই একদিন পূর্ণিমার চাঁদরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে। পূর্ণিমার

রাতে যে-চাঁদ ওঠে, সেই একই চাঁদ রোজ ওঠে, আমাদের angle (কোণ) থেকে ছোট-বড় দেখায়। আদতে ছোট-বড় হয় না। রোজ রাতে একই চাঁদ ওঠে, আলাদা-আলাদা চাঁদ নয়। অবতারগণ পূর্ণতার প্রতীক হ'লেও দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী প্রকাশ করেন নিজেদের। তিনি অফুরন্ত, ভক্তদের অনুরাগ ও বোধশক্তি যার যতখানি developed (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত), তার কাছে ততখানি প্রতিভাত হন।

অতুলদা—জগতে সবই তো পরিবর্ত্তনশীল, এর মধ্যে চিরস্থায়ী কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জগৎ মানে যে বা যা' চলে। যতই পরিবর্ত্তন হো'ক, চলাটা কিন্তু থেমে যাচ্ছে না। 'Go' টা permanent (চলাটা চিরন্তন)। শাস্ত্রে বলে, আত্মা অবিনশ্বর। আত্মাতে আছে গতিশীলতা, এই গতির বিরাম নেই, বিনাশ নেই।

অতুলদা—মানুষ যখন ম'রে যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখনও ঐ গতি-সম্বেগ থাকে। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার। সেইগুলি নিয়ে সে আবার আসে।

অতুলদা—সেই-ই যে আবার আসে, তার প্রমাণ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর প্রমাণ জাতিস্মর, স্মৃতিবাহী চেতনা-সমন্বিত মানুষ। কালকের আমি আর আজকের আমি যে এক আমি সেটা বুঝি স্মৃতিবাহী চেতনা আছে ব'লে। মৃত্যুকে ভেদ ক'রেও এই স্মৃতিবাহী চেতনা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। তখন আগের জীবন ও পরের জীবন আলাদা হ'য়েও এক।

অতুলদা—এই স্মৃতিবাহী চেতনা লাভ করা যায় কি-ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ মত অনুস্মৃতি থেকে প'ড়ে শোনান হ'লো—'অটুট ইষ্টপ্রাণতার সহিত জানার দিকে ঝোঁক রাখিয়া অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাস ও বেদাভ্যাস-তৎপর হইয়া তপস্যা বা অভীষ্ট লাভে প্রচেষ্টাপরায়ণ হওতঃ মানসিক এবং শারীরিক শুচিতার সহিত প্রতি পারিপার্শ্বিকের উপকারপ্রচেষ্টা-প্রবণ থাকিয়া অন্তরের দ্রোহভাবকে অর্থাৎ অপকার করিবার ভাবকে তিরোহিত করিয়া দাও। আর তোমার বিগত দৈনন্দিন কার্য্যগুলিকে অর্থাৎ এ যাবৎ যাহা-কিছু করিয়া আসিয়াছ, পর-পর দৈনিক হিসাবে প্রাত্যহিক পশ্চাদপসারিণী চিন্তা দ্বারাই হউক বা যথাসম্ভব সেই কর্ম্ম বা সংস্কারগুলিকে স্মরণে আনিয়া বা সাক্ষাৎকার করিয়া স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখিতে চেষ্টা কর। ভগবান মনু এবং মহর্ষি পতঞ্জলির নির্দ্দেশানুপাতিক এই হ'চ্ছে জাতিস্মরতা লাভ করিবার স্বাভাবিক উপায়।'

তারপর বললেন—কেউ যদি জীবনে ইষ্টে নিত্যযুক্ত থাকতে অভ্যস্ত হয়,

ভিতরের বা বাইরের চাপে ইষ্টের সঙ্গে যোগ যদি কিছুতেই কখনও ছিন্ন না হয়, আমার মনে হয়, তার স্মৃতিবাহী চেতনা লাভের সম্ভাবনা বেশী থাকে। কারণ, তার স্মৃতিচেতনা অন্তরায়কে অতিক্রম ক'রে নিরন্তর উৎসমুখে ধাবিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। ঐ অভ্যাস সুদৃঢ় হ'লে মৃত্যুকে ভেদ ক'রেও তার ধারা অবিচ্ছিন্ন থাকা অসম্ভব নয়। তাই চাই untottering, sincere, tenacious, responsive adherence (অটুট, আন্তরিক, নাছোড়বান্দা, সাড়াশীল অনুরাগ)।

অতুলদা—মানুষের মনোজগৎ ও বাইরের জগৎ দুই-ই তো প্রবাহের মত ব'য়ে চলেছে। এই গতির মধ্যে স্থিতি ব'লে কিছু কি নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনের বিচিত্র গতির মধ্যে আছে 'আমি'-বোধ আর স্মৃতি। তাই-ই সবগুলিকে ধ'রে রাখে। শিশুকাল থেকে এ পর্য্যন্ত জীবনে কত কি করেছেন, ভেবেছেন, বোধ করেছেন, কিন্তু সে সবগুলি যে আপনার জীবনেরই ব্যাপার—এ বোধ আপনার আছে। আপনার এ, বি, সি, ডি পড়া থেকে সুরু ক'রে পি-এইচ, ডি পাওয়া পর্য্যন্ত একটা link (যোগসূত্র) আছে। তাই জানাগুলি একটার পর একটা গেঁথে উঠেছে। একজনের বিভিন্ন জীবনের মধ্যেও এই link (যোগসূত্র) established (স্থাপিত) হওয়া অসম্ভব না। তাহ'লে এক-একজনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার কত বেড়ে যায় বলেন তো দেখি! তাই তো মানুষ 'অমৃত' 'অমৃত' ব'লে চীৎকার করে। অমৃত লাভ করা মানে, মৃত্যুকে অতিক্রম করা। সেটা দুই ভাবে হ'তে পারে। এক, যদি না মরি। আর, যদি দেহান্তরের ভিতর-দিয়েও continuity of consciousness (চেতনার ক্রমাগতি) থাকে। অবতার-মহাপুরুষদের ভিতর থাকে এই continuity of consciousness (চেতনার ক্রমাগতি)। তাই তাঁরা অচ্যুত। লোককল্যাণের আদর্শ ও উদ্দেশ্য তাঁরা কখনও ভোলেন না। জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে তাঁদের সত্তা-সেবার অভিযান। অবতার হ'লেন one white crow (একটি সাদা কাক)। তিনি দেখিয়ে দিয়ে যান, মানুষের কি হ'তে হবে, মানুষ কি হ'তে পারে। আর মানুষ তাঁকে ভালবেসে যদি অনুসরণ করে, তাহ'লে অমৃতলাভ তার পক্ষে কঠিন কিছু নয়। প্রবৃত্তিখণ্ডিত আমি-টাই তখন নিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে অখণ্ডতার পথে চলে এবং এলোমেলো স্মৃতি-চেতনাও সমন্বয় ও সঙ্গতিলাভ করে।

অতুলদা—আত্মা-সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনি, কিন্তু কিছুই বুঝি না। এ-সম্বন্ধে জানতে, বুঝতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মা এসেছে অত্ ধাতু থেকে। অত্ ধাতু মানে গমন।

গমন হ'লে কা'রও গমন তো? সতত চলেছে যে সেই আত্মা। আমি চ্যাংড়া ছিলাম, যুবক ছিলাম, এখন বুড়ো হয়েছি আরো বুড়ো হবো, কিন্তু সব অবস্থার ভিতর-দিয়ে আমি আছি ও থাকব। আছি কিন্তু ঠান্ডা হ'য়ে ব'সে নেই। চলাটা চলছে। তার ভিতর-দিয়ে নানা পরিবর্ত্তন হচ্ছে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের ভিতর একটা কিছু আছে যার পরিবর্ত্তন হয় না, যা' চিরন্তন। সেইটিকে আমরা জানতে চাই বুঝতে চাই, বোধ করতে চাই। তার জন্য মানুষ আদর্শ বা সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহকে ধরে। মানুষের ভিতর আছে সৎ বা অস্তিত্ব, সে থাকতে চায়, মুছে যেতে চায় না, আর আছে চিৎ অর্থাৎ সাড়া দেওয়া-নেওয়ার ক্ষমতা বা চেতনা, আর আছে আনন্দ অর্থাৎ বৃদ্ধির আকূতি। আদর্শ বা সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ-মুখী চলন যার যত অটুট, আত্মার গতি-প্রকৃতিও সে তত ভাল ক'রে বুঝতে পারে। যে-গতি মানুষকে সপরিবেশ মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়, ব্যাপ্তির দিকে নিয়ে যায়, বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়—তাতে রত থাকাই আত্মিক-চলন। সত্তাসম্বর্দ্ধনার জন্যই যা'-কিছু। তাই বলে 'সত্যং শিবং সুন্দরং'। সত্য মানে সত্তা বা বিদ্যমানতা। সত্তার ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত হ'য়ে যে বিদ্যমানতা, তার মত আদরণীয়, তার মত মঙ্গলজনক, অমন সুখের, অমন ভালবাসার আর কিছু নেই। অবিদ্যমানতাকে trespass (অতিক্রম) করার জন্যই আমাদের যত প্রচেষ্টা। Beyond (অব্যক্ত)-কে attack (আক্রমণ) ক'রে আমরা জানার পাল্লার মধ্যে নিয়ে আসব। এমনি ক'রে অমৃতকে অধিগত করব, যাতে নিজেকে প্রিয়পরমের উপভোগ্য ক'রে তুলে অফুরন্তভাবে উপভোগ করতে পারি তাঁকে। 'ফুরাবে না তুমি, ফুরাব না আমি, তোমাতে আমাতে রব একাকার'।

অতুলদা—'আমি' কি আত্মা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মার অভিব্যক্তি।

অতুলদা—বিচার করতে গিয়ে 'আমি'-কে তো খুঁজে পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'নেতি' 'নেতি' ক'রে process of distillation-এ (পরিস্রুত-করণের পদ্ধতিতে) যা' থাকে তাকে কিছু বললেও ভুল হবে, না-বললেও ভুল হবে। বুদ্ধদেবের মত হয়তো চুপ ক'রে যেতে হবে। তার তুলনা দেব কেমন ক'রে? তবে আমি যে আছি, আমার যে অস্তিত্ব আছে এই বোধটুকু যায় না। আর এই বোধ গেলে উপভোগ ব'লেও কিছু থাকে না। ভক্ত তার স্বতন্ত্র সত্তার চেতনা নষ্ট করতে চায় না, নিজের সত্তা-সম্বন্ধে সচেতন থেকে তা'-দিয়ে ইষ্টের সেবা, পূজা করতে চায়। তাতেই আমিত্বের সার্থকতা। যে 'আমি' ইষ্টদাস হ'য়ে থাকে, কৃষ্ণদাস হ'য়ে থাকে, তার দ্বারা ভাল বৈ মন্দ হয় না। 'আমি' merge ক'রে (ডুবে) গেলে দেখে-দেখে চেখে-চেখে অন্তররাজ্যের সাক্ষাতর

অনুভূতিগুলির স্বাদ নেওয়া যায় না।

অতুলদা—আমার 'আমি' তো নানা জঞ্জালে ভরা, তাকে পরিশুদ্ধ করব কি-ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে distil (পরিস্রুত) করব ব'লেই তো সদ্‌গুরুর কাছে surrender (আত্মসমর্পণ) করি। একেই বলে দ্বিজত্বলাভ, দ্বিতীয় জন্ম। আমার জন্মগত ও অর্জ্জিত যা'-কিছু তা' মেজে-ঘ'ষে পরিষ্কার ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে গুরুসেবার উপযোগী ক'রে তুলি, যা' তাঁর সেবায় বাধা জন্মায়, তা'কে আর পুষে রাখি না। আমার complex (প্রবৃত্তি)-গুলি ঠিক পাব না, আমি যদি আমার beyond-এ (ঊর্দ্ধে) যে super-ego (মহা-আমি) আছেন, তাঁর সঙ্গে ligared (যুক্ত) না হই। Complex (প্রবৃত্তি)-এর obsession (অভিভূতি)-মুক্ত যিনি, তিনিই super-ego (মহা-আমি)-এর প্রতীক, আর তিনিই Ideal (আদর্শ)। তাঁর কথা হ'লো—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ'। তার মানে আমি বুঝি—'তুমি তোমার মনগড়া ধর্ম্মের ধারণায় আবদ্ধ হ'য়ে থেকো না, তোমার কোন interest (স্বার্থ)-এর জন্য আমাকে sacrifice (ত্যাগ) ক'রো না, সব অবস্থায় আমাকে actively (সক্রিয় ভাবে) পালন ক'রে চল, রক্ষা ক'রে চল, তোমার সেই করাটাই তোমাকে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ক'রে তুলবে'। একেই বলে concentrated move (একাগ্র চলন), তখন ভক্তের জীবনের যা'-কিছু for the centre (কেন্দ্রের জন্য), for the Ideal (আদর্শের জন্য)। এমনটা না হ'লে তাঁর লাখ ভালবাসাও বোধ করা যায় না। আমি যদি ভগবানকে না রাখি, ভগবানের লাখ রাখাও আমাকে রাখে না।

অতুলদা—তুমিই তো আমাকে রাখবে, আমি কেমন ক'রে তোমায় রাখব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অলস হ'য়ো না, গা ঢিল দিও না, প্রবৃত্তির তাবেদারী ক'রো না, তোমার সব-কিছু দিয়ে তাঁকে সার্থক ক'রে তোল, তাঁকে রক্ষা ক'রে চল। তাঁকে রাখাটাই তোমার অস্তিত্বকে অটুট ক'রে ধ'রে রাখবে। বাইবেলে আছে—"Blessed is he, who is not repelled by anything in me" (আমার প্রতি অচ্যুত অনুরাগ যার, সেই ধন্য)। আবার আছে—'আমাকে যে নির্ব্বাচন করে, সে আমার দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়।' তিনি তো দেওয়ার জন্যই উন্মুখ, আমরা কিছু না করলে আমাদের receptivity (গ্রহণ-ক্ষমতা) গজায় না, তাই দিলেও পাই না। করাটায় পাওয়ার opening (পথ) সৃষ্টি হয়। এখানে এত আলো জ্বলছে, আমি চোখ বুজে থাকি, তাহ'লে কি আলো দেখতে পাব? চোখটা অন্ততঃ খুলতে হবে। তিনি আমাদের যতই ভালবাসুন না কেন,

আমরা তাঁর ভালবাসা বোধ করতে পারব না, যদি আমরা তাঁকে ভাল না বাসি।

অতুলদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার পর আমার কর্ম্মশক্তি দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমনতরই হয়। মাছ-মাংস আমরা সাধারণতঃ লোভের বশেই খাই। ওতে খারাপ ছাড়া ভাল হয় কমই। কাঁচা শাকসব্জী খাওয়া লাগে। সব সময় পেট কিছুটা খালি রেখে খেতে হয়। যতটুকু খেতে হবে, তার ⅓ ভাগ কাঁচা ফল ও তরকারি এবং ⅓ ভাগ রান্না জিনিস খাওয়া ভাল। শুনেছি, একসময় আমাদের দেশে এমনতর প্রথা ছিল।

অতুলদা—সৎসঙ্গে যে ঋত্বিক্‌রা মন্ত্র দেন, এই ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—ঋত্বিক্‌দের মাধ্যমে ইষ্ট যিনি, তিনিই মন্ত্র দেন। দীক্ষার পদ্ধতি ইষ্টেরই ব'লে দেওয়া, তাঁরই দেওয়া জিনিস তাঁরই আদেশক্রমে ঋত্বিক্‌রা জানিয়ে দেয়। ঐ আদেশনামা না-থাকলে কিন্তু দীক্ষা দেওয়ার অধিকার হয় না, আর তাতে দীক্ষা সিদ্ধও হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সময় ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু ছিল, যীশুখ্রীষ্টের ১২ জন apostle (ধর্ম্ম-প্রচারক শিষ্য) ছিল। এদের কাজ হ'লো তাঁর message (বাণী) বহন করা, তাঁকে impart (সঞ্চারিত) করা। ফলকথা, পুরুষোত্তমই একাধারে ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক সবই, তিনি তাঁর function (কাজ) অন্যের উপর কিছু-কিছু দেন। তিনিই আচার্য্য, তিনিই গুরু। আচার্য্য মানে, যিনি আচরণ ক'রে জানান। গুরুত্ব তাঁর চাইতে বেশী আর-কা'রও নাই। যুগ-পুরুষোত্তমই মানুষের একমাত্র ইষ্ট বা বাঞ্ছিত।

অতুলদা—ভক্তি ও জ্ঞান কি অচ্ছেদ্য? ভক্তির তন্ময়তায় নাকি ভগবানের সঙ্গে ভেদ থাকে না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান সবই অচ্ছেদ্য—ভক্তির থেকে করা আসে, করা থেকে জ্ঞান আসে। অত্যন্ত আগ্রহ ও টান থাকলে ভক্ত ভগবানময় হ'য়ে থাকে, অন্য কিছু ভাবতে বা করতে তার অস্তিত্বটা যেন ম'রে যায়, সে বেঁচে থাকে তাঁরই জন্য। তাঁর খুশির জন্য যা'-কিছু করে, ভাবে, বলে। তার ভিতর-দিয়ে ভগবানের ইচ্ছাই মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে। ভেদ থাকে না মানে—এমনটা। কখনও তন্ময়তায় absorbed ও identified (মগ্ন ও একাকার) হ'য়ে যে না পড়ে তা' নয়, কিন্তু প্রধানতঃ তাঁর চিন্তন, গুণকথন ও বাস্তব সেবা নিয়ে বিভোর হ'য়ে থাকতে চায়। ভক্তির এই মধুর স্বাদ যে পায় সে আর কিছুই চায় না। এই ভক্তি ছাড়া কিছুই হবার নয়। গীতায় আছে—

'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে
বাসুদেব সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।'

বহুজন্মের পরে জ্ঞানবান এইটে বুঝতে পারে যে বাসুদেবই যা'-কিছু হ'য়ে বিরাজমান, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। এমনতর জানা জ্ঞানেরও পরাকাষ্ঠা, ভক্তিরও পরাকাষ্ঠা। এই জানাকে বলে তত্ত্বতঃ জানা। তত্ত্ব মানে তাহাত্ব। তিনি যেমন—তেমন-ভাবেই তাঁকে জানতে হবে। এই জানাই বিজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান—আমার মনের আরোপিত জ্ঞান নয়। সেই জানে, যার তাঁর উপর অকৃত্রিম টান আছে। টান মানে তাঁর জন্য নিজেকে উজাড় ক'রে দেওয়া। কোষ্ঠী নিয়ে আপনি যে গবেষণা করেছেন, সেটা interest (আগ্রহ) ছিল ব'লেই করেছেন, তা' না হ'লে কি করতেন? জানতেন?

অতুলদা—ফিন্‌লো সাহেব আমাকে শিখিয়েছেন, কেমন ক'রে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এক বৎসর তাঁর সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম ক'রে, ঐ অভ্যাস আমার মজ্জাগত হয়েছে। সাহেব একযোগে ৯টা দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার শ্রদ্ধা ছিল ব'লে সাহেবের সদভ্যাস আয়ত্ত করতে পেরেছেন। ইষ্টের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা হ'লে মানুষ কত কি আয়ত্ত করতে পারে তার কি ইয়ত্তা আছে? দেখতে-দেখতে মানুষ দেবতা হ'য়ে যায়।

৯ই পৌষ, সোমবার, ১৩৫২ (ইং ২৪।১২।৪৫)

খুব শীত পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ভোরে শয্যা ত্যাগ ক'রে তাসুতেই অপেক্ষা করছেন। তাঁর আনন্দঘন ব্যক্তিসত্তাকে কেন্দ্র ক'রে সর্ব্বদার তরে তাঁর সান্নিধ্যে স্বতঃই এক অপার আনন্দলোক রচিত হ'য়ে আছে। সেই আনন্দরসে অভিষিক্ত হবার অভীপ্সায় ভক্তবৃন্দ শীতের জড়তাকে উপেক্ষা ক'রে প্রত্যুষেই ছুটে এসেছেন তাঁর কাছে। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁদের পেয়ে খুশিতে উচ্ছল হ'য়ে উঠলেন। ধীরে-ধীরে সুরু হ'লো মধুর আলাপন।

শরৎদা (হালদার) জিজ্ঞাসা করলেন—শাস্ত্রে বলে—'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।' তাহ'লে দাম্পত্যজীবনে যৌন-উপভোগের স্থান কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুপ্রজননের সঙ্গে যৌন-উপভোগের কোন অসঙ্গতি নেই। Self-control (আত্ম-সংযম) না-থাকলে উপভোগই হয় না। উপভোগ করতে গেলেই উপভোগ্য বস্তুর ঊর্দ্ধে থাকতে হবে। সুপ্রজনন যদি কাম্য হয়, তাহ'লে স্ত্রীর চাহিদা ছাড়া সহবাস করা উচিত নয়। তেমনতর সহবাস স্ত্রীর কাছে প্রীতিকর হয় না। কারণ, অনেক সময় তাদের physiological

demand (শারীরিক চাহিদা) থাকে না। একজনের কাছে প্রীতিকর না হ'লে তা' কা'রও পক্ষে উপভোগ্য হয় না। বলাৎকারের মত হয়। উপভোগের মধ্যে আছে পারস্পরিকতা, পরস্পর পরস্পরকে খুশি ক'রে আরো খুশি হ'য়ে ওঠে। এইভাবে স্ত্রীর আগ্রহ-অনুযায়ী sexually engaged (সহবাস) হ'লে তাতে উপভোগও হয়, সন্তানও ভাল হয়। স্বামী যদি ইষ্টনিষ্ঠ ও সদ্ভাবাপন্ন হয় এবং সে যদি স্বভাবতঃই higher pursuit (উন্নত চলন) নিয়ে মত্ত থাকে, তবে স্ত্রী তাকে তার প্রতি আনত করতে গেলে উন্নত ও পবিত্র প্রেরণা ও ভাবভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হ'তে বাধ্য হয়—অবশ্য যদি সে মনোবৃত্ত্যনুসারিণী স্ত্রী হয়। স্ত্রী যদি ঐ সময় স্বামীর দেবভাবকে উদ্দীপিত ক'রে তুলতে পারে, তাহ'লে দৈবীভাবাপন্ন সন্তানের আগমনের সম্ভাবনা থাকে। আবার যারা সংযত ও উন্নতভাবাপন্ন, তারা স্বভাবতঃই virile (বীর্য্যবান্) হ'য়ে ওঠে। এর ভিতর-দিয়ে উভয়ের যে satisfaction (তৃপ্তি) হয়, অসংযত ও debilitated (দুর্ব্বল) যারা, তারা তার কল্পনাও করতে পারে না। কাম-অভিভূত যারা তারা কামকে rightly handle ও enjoy (ঠিকভাবে পরিচালনা ও উপভোগ) করবে কি-ভাবে? আর্য্যমতে তারা গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশের অনুপযুক্ত। কারণ, গৃহস্থ হ'য়ে তারা সুসন্তানের জন্ম দিতেও পারবে না, সুনিয়ন্ত্রিত দাম্পত্য-জীবনও যাপন করতে পারবে না। এটা ঠিক জানবেন—মেয়ে-মুখো কামুক পুরুষকে মেয়েরা কখনও শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। আর ঐ অশ্রদ্ধা থেকে নানা গোলমালের সূত্রপাত হয়। তাই পুরুষ ইষ্টনিষ্ঠ না হ'লে তার বিয়ে করবারই অধিকার হয় না। এইসব কথা সমাজে খুব ভাল ক'রে ছড়ান লাগে।

শরৎদা—এদিক দিয়ে তো লোকে ভাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রবল আবেগের সঙ্গে বললেন—ভাবায়ে তোলা লাগবে। দেখছেন না, জাতটা দিন-দিন কি হ'য়ে যাচ্ছে! যে দেশের ঘরে-ঘরে দেবতার মত মানুষ জন্মাত, সেই দেশে মানুষ আর মেলে না! প্রবৃত্তির কাছে বেচে দিয়েছে নিজেদের। এই বাস্তব অবস্থার কথা এবং এর প্রতিকারের কথা যদি মানুষের কাছে বলেন, কেন তারা বুঝবে না? আমার এমন কোন অহঙ্কার নেই যে আমার কথা লোকে শুনুক। আমি বলি—তোমরা তাই কর, যাতে তোমরা বাঁচতে পার, ভাল থাকতে পার, সুখে থাকতে পার, উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে পার। বিধিকে অমান্য ক'রে তা' কিন্তু কোনকালে হবে না। আমি যতটুকু দেখেছি—আর্য্যকৃষ্টি মানুষ-গড়ার বিধিবিধানে ভরা, তাই আর্য্যকৃষ্টির কথা অতো ক'রে বলি। নিজেদের ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে জীবনীয় যা'-কিছু যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, তা' গ্রহণ করার তো কোন বাধা নেই। কিন্তু

জীবনীয় কিনা সেটা তো দেখতে হবে! ধরেন, পাশ্চাত্যের দেখাদেখি আমাদের দেশে অনেক জায়গায় বিয়ের আগে ছেলেমেয়ে পরস্পর অবাধভাবে মেলামেশা করে। এই যে courtship (প্রণয়)-এর রীতি, এর ফল কিন্তু প্রায়ই ভাল হ'তে দেখা যায় না। আগেই sexual inclination (যৌন-আনতি) এসে যায়, তাতে balanced consideration (সাম্যসঙ্গত বিবেচনা) থাকে না। ফলে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। দূর থেকে দেখেও পুরুষের বংশ, ইষ্টনিষ্ঠা, চারিত্রিক মহত্ত্ব, গুণপনা ও শৌর্য্যবীর্য্যের কথা শুনে তার প্রতি যদি মেয়ের admiration (শ্রদ্ধা) আসে, এবং মেয়ের অভিভাবক যদি তাকে উপযুক্ত পাত্র ব'লে মনে করেন এবং বিহিত সন্ধান নিয়ে যোগাযোগ করেন, তাহ'লে ভাল হয়। আর প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে বিয়ে দিতে গেলেই, ছেলে ও তার বংশ-সম্পর্কে সব কথা ব'লে তার consent (মত) নিয়ে বিয়ে দেওয়া ভাল। ছেলেমেয়ের প্রকৃতিগত সামঞ্জস্যের দিকটা বিশেষ ক'রে দেখতে হয়। মেয়ে হয়তো চায় যে তার যে স্বামী হবে সে পরোপকারী হো'ক, কিন্তু যার সঙ্গে বিয়ে হ'লো, সে হয়তো সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সেখানে সেই মেয়ের সেই স্বামীকে শ্রদ্ধা করাই কঠিন হ'য়ে দাঁড়াবে। তাই হিসাব ক'রে বিয়ে দিতে হয়। ঠিক-ঠিক বিয়ে যদি হয় এবং কোন মেয়ে যদি স্বামীকে মনে-প্রাণে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করতে পারে, সে যে সেই স্বামীর কতবড় সম্পদ্ হ'য়ে দাঁড়ায়, তা' ব'লে শেষ করা যায় না। স্বামী হ'য়ে দাঁড়ায় তার কাছে নিজ অস্তিত্বস্বরূপ, নিজ অস্তিত্ব-রক্ষায় ও তার বর্দ্ধনে মানুষ যেমন আপ্রাণ হ'য়ে ওঠে, স্বামীর অস্তিবৃদ্ধির ব্যাপারেও সে তেমনি active (সক্রিয়) হ'য়ে ওঠে। অবলা নারী সেখানে শক্তি-স্বরূপিণী হ'য়ে ওঠে। অমনতর একনিষ্ঠ নারীর সঙ্গে মিলনে পুরুষের আয়ু, বল, মেধা, কান্তি, শৌর্য্য, বীর্য্য সবই বেড়ে যায়। আর ছেলেমেয়েও হয় এক-একটি হীরের টুকরো। ছেলেমেয়েদের দেখে মানুষ ধন্য-ধন্য করে আর বলে, রত্নগর্ভা জননী বটে! মায়ের যে দুর্লভ স্বামীভক্তি, তাই কিন্তু তার গর্ভকে রত্নপ্রসূ ক'রে তুলেছে।

শরৎদা—আমাদের দেশে যেমন ক'রে যৌনসম্ভোগ এবং সুপ্রজননের সার্থক মিলন ঘটানো হয়েছে অন্যত্র এমন দেখতে পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ হ'লো সুপুত্রলাভ। তা' না হ'লে বিয়েই নিরর্থক। সুপ্রজনন-সঙ্গত কামের সেবায় যৌনসম্ভোগও যা' হয়, তা' হয় পরম তৃপ্তিদায়ক। তাই একটা অতৃপ্ত কাম-বাসনা নিয়ে মানুষ নিরন্তর unbalanced (সাম্যহারা) হ'য়ে ঘুরে বেড়ায় না। Sex-life (যৌন-জীবন) যাদের healthy (সুস্থ), তারা অনেকখানি normal (স্বাভাবিক) হয়। শুধু পারিবারিক জীবনে নয়,

জগতের অনেক অশান্তি ও বিকৃতির মূলে আছে unadjusted sex-life (অনিয়ন্ত্রিত যৌন-জীবন)। Repression (নিপীড়ন)-ও ভাল নয়, indulgence (প্রশ্রয়)-ও ভাল নয়, চাই ধর্ম্মসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগ। ধর্ম্ম তাই, যা' সত্তা-সম্বর্দ্ধনাকে ধ'রে রাখে। আর তার জন্যই চাই জীবন্ত আদর্শে অনুরাগ। ঐটুকু হ'লেই কাম ফর্সা।

অতুলদাকে (বসু) আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—কি খবর অতুলদা? এতো সকালে?

অতুলদা—মনে হয়, যে কটা দিন আশ্রমে আছি, যত বেশী সময় আপনার কাছে থাকতে পারি ততই আমার লাভ। আপনার কাছে ব'সে কত জিনিস জানা যায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কিছু জানি ব'লে বোধ করি না। তবে আপনারা উস্‌কে দিলে পরমপিতা যা' জোগান, বলি।

এরপর অতুলদা প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—যশোদা গোপালকে ফেলে দুধ ঠেকাতে যাচ্ছেন, আবার তুলসীদাস ভগবানের জন্য সব ত্যাগের কথা বলেছেন—এ দু'টোর মধ্যে কোন্‌টা ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দু'টোই ঠিক। দুধজ্বালের মূলে গোপাল, তাঁরই interest-এ (স্বার্থে) তাঁকে ফেলে দুধ ঠেকাতে যাচ্ছেন। আমার মা হরীতকীবাগানে কয়লার ছাইয়ের থেকে ছোট-ছোট কয়লার টুকরো বেছে ধুয়ে-ধুয়ে রাখছিলেন, তাই দেখে এক ভদ্রলোক আর-একজনকে বললেন—'আমরা আর কতটুকু বিষয়াসক্ত? স্বয়ং মা-ই এই করছেন!' সেই কথা মা'র কানে যেতে মা বললেন—'তোমাদের চাইতে আমি ঢের বেশী বিষয়াসক্ত। আমি সব সময় দেখি—কিসে আমার বাচ্চার সুবিধা হবে।' মা যেমন ক'রে সন্তানের interest (স্বার্থ) দেখে, ভক্ত যদি তেমনি ক'রে ইষ্টের interest (স্বার্থ) দেখে, তাতে তার ভাল বই মন্দ হয় না। এ একদিককার কথা। আবার ফেলতে না পারলে মানুষ ধরতে পারে না—এ কথাও ঠিক। আপনি সরকারী চাকরী করেন, এর চাইতে ভাল একটা চাকরীর সুযোগ পেয়ে যদি আপনি তা' ধরতে চান, তবে এ চাকরীটা ছাড়তে হয়। ধরাটাই বড় কথা। বড় একটা কিছু ধরতে গিয়ে ছোট অনেক-কিছু যদি ছেড়ে যায়, তার জন্য মানুষ দুঃখ করে না। মানুষ লাখো কামনা-বাসনার পিছনে ছোটে, কিন্তু তাতে শান্তি পায় না। শেষটা যখন ইষ্টকে পেয়ে তাঁকে ভালবাসতে শেখে, তখন ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার কামনা ছাড়া আর কোন কামনাকে আমল দেয় না। আর তাতেই পায় সে শান্তি। নিজের রকমারি খেয়াল চরিতার্থ করা এবং ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠায় অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা

হওয়া—এ দু'টো একসঙ্গে চলে না। ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার পরিপূরক ক'রে নিতে পারে যেগুলিকে, সেগুলিকে সে হয়তো রাখতে পারে। অন্যগুলিকে হয় তাকে ignore (উপেক্ষা) করতে হবে, না হয় তাকে mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে হবে, নইলে তারা অনর্থের সৃষ্টি করবে। কেবল ত্যাগের কথা বললে মানুষ যেন হতভম্ব ও দিশেহারা হ'য়ে পড়ে, একটা শূন্যতা বোধ করে। তাই আমি বলি যা'-কিছুর ইষ্টার্থী নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগের কথা। ওতে মানুষ নৈরাশ্যপীড়িত হয় কম। Positive attachment (বাস্তব অনুরাগ) নিয়ে চললে মানুষের একটা penetrating insight (অন্তর্ভেদী অন্তর্দৃষ্টি) ও keen active interest (তীব্র সক্রিয় অন্তরাস) grow করে (জন্মায়)। Negative (নেতিমূলক) রকমে চললে উল্টো হয়। গীতায় কি তো আছে—চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্?

প্রফুল্ল—"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্।"

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে?

প্রফুল্ল—কর্ম্মফলে আসক্ত অজ্ঞানীরা যে-ভাবে কাজ করে, লোকসংগ্রহ-ইচ্ছুক হ'য়ে জ্ঞানীদের সেই-ভাবে কাজ করা উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যাজন ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা বললে যা' বুঝি, লোকসংগ্রহ মানে তাই। লোক-সংগ্রহ মানে, ইষ্টার্থে লোক-সংগ্রহ। এতে নিজের ও পারিপার্শ্বিকের উভয়ের কল্যাণ। এই কাজে ব্রতী হ'লে যা' থাকার তা' থাকবে, যা' ছাড়ার তা' ছেড়ে যাবে। ছাড়ার জন্য ছাড়া বেকুবী। ধরার জন্য ছাড়া বৈরাগ্য। অনুরাগ হ'লেই তার প্রতিকূল যা' তাতে বিরাগ হয়।

অতুলদা—সৎসঙ্গ-জগতে আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু। কিছুই জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুগ্ধপোষ্য শিশু নয়। জীবনে যা' করেছেন, সব কামে লাগবে, রূপ নেবে। ঠিকভাবে চললে কত কি করতে পারবেন তার ঠিক নেই। লিভারপুলে যা' হয়েছিল, তার থেকে বেশী হবে। পরমপিতার কাজে roaring lion (গর্জ্জমান্ সিংহ) হ'য়ে দাঁড়ান।

অতুলদা—ডাঃ মিত্র আমাকে বলেছিলেন—আপনার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে, সুযোগ পেলে আপনি খুব ভাল করতে পারতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি হয়তো meant for অন্য কিছু (অন্য কিছুর জন্য নির্দ্দিষ্ট)। রাজার বাচ্চা সেই রকম কাজ না পেলে ব'সেই থাকে হয়তো।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পড়লেন। সবাই বিদায় নিলেন।

বেলা এগারটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছনে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একখানি হাতলওয়ালা বেঞ্চিতে উপবিষ্ট। কাছে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), নলিনীদা (মিত্র), বীরেনদা (মিত্র), শরৎদা (হালদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), বিরাজদা (ভট্টাচার্য্য), স্পেন্সারদা, ত্রৈলোক্যদা (চক্রবর্ত্তী), নরেনদা (চক্রবর্ত্তী), জিতেনদা (চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি।

শরৎদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—দেশে আজ নানা দল, নানা মত। অধিকাংশ লোকই ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টিকে অনুসরণ ক'রে চলে না। এর মধ্যে কতিপয় ধর্ম্ম-ইষ্ট-কৃষ্টি-অনুরাগী ব্যক্তি যদি আইনসভায় নির্ব্বাচিত হন, তাঁরা কিই বা করতে পারেন, আর তাতে লাভই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেরা ঠিক না হ'লে লাভ নেই, নিজেরা ঠিক হ'লে অনন্ত লাভ। একটা ইষ্টপ্রাণ মানুষ শত-শত লোককে ইষ্টপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে। চাই ধর্ম্মকে কেন্দ্র ক'রে বিরাট সংহতি। সংহতি না হ'লে শক্তি হয় না। সৎলোকগুলি যদি বিচ্ছিন্ন থাকে, তাতে কাজ হয় না। তাই চাই একাদর্শে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। তাতে ব্যষ্টি, সমষ্টি দুই-ই জাগে। যেখানে যা-ই হো'ক, এই line-এ (পন্থায়) working (কাজ) না হ'লে হবে না। Passionate crave (প্রবৃত্তি-লালসা) নিয়ে যারা চলে, তারা যতই লোকের ভাল করার কথা বলুক না কেন, আদতে ভাল করতে পারে না। ভালর দাঁড়া হ'লো ঐ ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি, ঐতিহ্য। সেই দিকে মানুষকে mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে হবে। Popularity (জনপ্রিয়তা)-র খাতিরে মানুষকে mould (নিয়ন্ত্রণ) না ক'রে, তাদের যদৃচ্ছ-চলনের কাছে yield (বশ্যতা স্বীকার) করলে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। তাই সত্তাপোষণী সঙ্কল্প নিয়ে মানুষকে educated ও integrated (শিক্ষিত ও সংহত) করাই প্রধান কাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। স্পেন্সারদা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), বীরেনদা (মিত্র), রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), শরৎদা (সেন), সতীশদা (দাস), পঞ্চাননদা (সরকার), নগেনদা (হালদার), দাশুদা (রায়), অতুলদা (বসু) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অতুলদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, তাহ'লে দেশের সেরা জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞানীদের এখানে নিয়ে আসতাম; তাঁদের সব এনে এখানে একটা University (বিশ্ববিদ্যালয়) করতাম। এই যে laboratory (গবেষণাগার)-টা আছে, এর জন্য যদি ৫ জন মানুষ পেতাম, আর কেমিক্যাল ওয়ার্কস্-এর পিছনে যদি দু-তিনজন মানুষ থাকতো, অনেক কাজের-কাজ করা যেত, যাতে লোকের অঢেল উপকার হয়। আমার

মাথায় যেগুলি আসে, সেগুলি পরখ ক'রে দেখার সুযোগ পেলাম না। নানান ধাঁজের লোকের দরকার। ৩০০ graduate (স্নাতক) চাই—normal tenor-এর (স্বাভাবিক ধাঁজের), sincere (একনিষ্ঠ), tenacious (নাছোড়বান্দা)—যা' ধরে আজীবন তার পিছনে লেগে থেকে খাটতে পারে, দুঃখকষ্টে কাবু হয় না, মান-বড়াইকে আমল দেয় না। তা-ছাড়া এদের উপর ৪।৫ জন pilotman (চালক গোছের লোক) যদি পাই, আর এরা মিলে সারা ভারতবর্ষ যদি যাজনে চ'ষে ফেলে এবং দরকার মত অন্যান্য দেশেও যায়, তবে এখনও সব-কিছু ঢেলে সাজান অসম্ভব নয়.

কেষ্টদা—নলিনীদা! আপনি Election-এ (নির্ব্বাচনে) দাঁড়াচ্ছেন তো?

নলিনীদা (মিত্র)—ঠাকুর যা' বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আর কী ভাষায় বলব. আমি তো খঞ্জের মত তোমাকে ধ'রে মানুষের মধ্যে যেতে চাই। এটা ঠিক জেনো, পরিবেশের যদি ভাল না করা যায়, নিজেদের ভাল থাকার কোন পথ নেই।

একটু পরে হাসি-হাসি মুখে চঞ্চল চোখে অতুলদার দিকে চেয়ে বললেন—আমি যদি অতুল হতাম, ঐ ঢাকায় ব'সে যা যা' লাগে,—সব জোগাড় করতাম। রোখ না থাকলে হয় না। একটা কুশাঙ্কুর পায় বেঁধায় চাণক্য ক্ষেতশুদ্ধ কুশ উপড়ে ফেলেছিলেন। সৎকাজে ঐ রকম একরোখা হ'তে হয়। ক্ষুদ্র সাধ জলাঞ্জলি দিতে হয়।

বলতে-বলতে গান ধরলেন—'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা' জানে না।' গান থামিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—তিনি তো ডাকেন, অনেক ডাকেন—'আয়! আয়! আয়।' তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন ব্যথার কান্না। চকিতে ভাব-পরিবর্ত্তন ক'রে রহস্যের সুরে বললেন—কিন্তু প্রবৃত্তি কয়—কোথায় যাবি? আয় আমার কাছে, ঢাকার আমৃতি খাওয়াবনে।

যুগপৎ কান্না-হাসির মিলন ঘটিয়ে ছাড়লেন ঠাকুর। হাসি-কান্নার পথ বেয়ে সবার বুকের মধ্যে একটা আর্ত্ত আত্ম-জিজ্ঞাসা টগবগ করতে লাগল—আমরা আমৃতির লোভে অমৃতের আমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রে চলব আর কতকাল? কিছু সময় চুপচাপ কাটলো।

পরে বললেন—ধর্ম্ম ও শিক্ষার প্রসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণ চাই—যারা নির্লোভ, নিষ্ঠাবান, আত্মবোধে সবার সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, নিত্য তপস্যাপরায়ণ, অক্লান্তকর্ম্মা, স্বভাবযাজী ও সতত-উদ্ভাবন-প্রয়াসী। উদ্ভাবনী বুদ্ধি যাদের থাকে, তারা যে কিসের থেকে কি ক'রে ফেলে তার কিন্তু কিছুই ঠিক নেই। তাদের মাথার মধ্যে সব সময় কেবল এৎফাকী বুদ্ধি খেলে—মানুষের স্বাস্থ্য, জীবন, সুখ,

সমৃদ্ধি, জ্ঞান, চরিত্র কেমন ক'রে বাড়িয়ে তোলা যায় এবং এ-সবের অন্তরায় যেগুলি সেগুলি কেমন ক'রে দূর করা যায়। যাঁরা সত্যিকার father of education (শিক্ষার জনক)—দুনিয়ায় দিয়ে গেছেন কিছু, তাঁরা হয়তো বাঁশের চোঙ্গাকে টেষ্টটিউব ক'রে কাজ ক'রে গেছেন। বাঁশের চোঙ্গা বা মাটির হাঁড়ি কিন্তু পরে আর থাকে না। তখন হয়তো দেখে বোঝা যায় না—কিসের থেকে কী হয়েছে। কিন্তু লওয়াজিমার অভাবে তাঁদের কাজ বন্ধ থাকে না। হাতের কাছে যা' পান, মাথা খাটিয়ে তাইকেই কাজের হাতিয়ার ক'রে নেন। মানুষ মনে করে, magic (যাদু)। ধূলো যেন লহমায় সোনা হ'য়ে গেল। আর ভাবনা কী? মাথা ও আগ্রহ এমন জিনিস যে তার কাছে অসুবিধা আর অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে না—সবাই সুড়সুড় ক'রে পথ ছেড়ে দেয়। অতুল যদি অমনতর সংকল্প ক'রে বিশ্ববিজ্ঞানের ভার নেয়, তাহ'লে ঢের করতে পারে। ও যখন বলবে—'ভার নিলাম', ভগবান তখন বলবেন, 'ভার দিলাম'। অনুশীলন থাকলে ওর যে বিদ্যা আছে, সে-বিদ্যা এত বিদ্যা সৃষ্টি করতে পারে যে তা' নিতান্ত ফেলনা হবে না। কত হোমরা-চোমরা বিদ্বান ফেল প'ড়ে যাবে। তবে করা চাই।

অতুলদা—দেখি, যোগাযোগ যদি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের যোগ হ'লেই হয়। সেই যোগ যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, প্রকৃতিই তখন জোগান দেয়।

"লাভস্তেষাং, জয়স্তেষাং, কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ?
যেষাং হৃদয়স্থ ইন্দীবরঃ শ্যামো জনার্দনঃ।"

আমার মনে হয়, ছয় বছর যে বসেছিলেন, সেও ভালছিলেন, কিন্তু জাত খোয়াইছেন ঐ ৩০০ টাকার চাকরীর কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে।

"ক্ষত্রকুলে জন্ম তার
থাকে যদি তরবার
লবে রাজ্য নিজ ভুজবলে।"
"ভৌতিক শকতি নহে নিয়ন্ত্রী বিশ্বের
রহি অন্তরালে তার শক্তি আধ্যাত্মিকী
সৃজন, পালন বিশ্ব করেন নিয়ত,
পাপাচারে, কদাচারে সঙ্কুক্ষিত যেথা
বিধি-রোষ নিঃসন্দেহে জানিও সেথায়
নিষ্ফল পুরুষকার, দৈব বলবান্।"

জীবনকে যা' দীপ্ত ক'রে তোলে—তৎসম্বন্ধীয় যা' কিছুকেই বলে দেন।

যে পুরুষকার সপরিবেশ আমাদের দীপ্ত ক'রে তোলার সাধনায় ব্রতী না হয়, তা' নিষ্ফল ও নিরর্থক হ'য়ে ওঠে। মাইনের চাকর হ'লে দীপ্তি ফোটে না। যা' থাকে তা'ও মিইয়ে যায়। তাই চাকরীর মধ্যে যাওয়াই বোকামি।

অতুলদা—চাকরী না ক'রে উপায় কী? পয়সা কোথায়? সংসারই বা চলবে কি-ভাবে? আর গবেষণাই বা করব কি-ভাবে? কোথায় পাব ল্যবরেটরী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসহায় শিশু মার কোলে প'ড়ে থাকে। ভগবান বলেন—চাটিস্ তো দুধ পাবি। পেটের মধ্যে placenta (ফুল) দুধ জোগাত। যেই বাইরে এল, ক'রে পেতে হবে। মাইতে দুধ আছে, মার কোলে আছে—চাটলে তবে দুধ পাবে। আমার চাটাকর্ম্ম—adjust (নিয়ন্ত্রণ) করলেই পাই। মাই তো টনটন করে আমাকে দুধ দেবার জন্য, আমার চাটা চাই। পরমপিতা তোমার-আমার সবার জন্য সবই সাজিয়ে রেখেছেন দুনিয়ায়, তাঁর কোলেই আছি। একটু খুঁজে-পেতে জোগাড় ক'রে নিতে হবে করার ভিতর-দিয়ে না পেলে, পাওয়ার সুখ থাকে না। তাই এই ব্যবস্থা। দেবার জন্যই তো ব্যগ্র তিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—কলেজের দিকে জোর দেন।

অতুলদা—বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমন সুন্দর ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার এমন চমৎকার সুযোগ যে সেই পরিবেশে থাকলে আপনা থেকেই গবেষণার আগ্রহ জাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই এক দোষ হয়েছে আমাদের। আমরা নিজেরা suffer (কষ্ট) ক'রে, অসুবিধার ভিতর-দিয়ে কিছু করতে শিখিনি। একদিনেই সব সুবিধা হাতে আসে না। অসুবিধার ভিতর-দিয়ে সুবিধা সৃষ্টি ক'রে নিতে হয়। ওরা গোড়ায় যে-সব stage (স্তর)-এর মধ্য-দিয়ে গেছে, আমাদের সে-সব experience (অভিজ্ঞতা) নাই। আমরা পরের সাজান-গোছান ও যুগিয়ে-দেওয়া সুবিধার মধ্যে research (গবেষণা) করতে অভ্যস্ত, তাই পরের সাহায্য ব্যতীত এক পা'ও চলতে পারি না। পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকলে কি কাজ হয়? অন্যের service (সেবা) নিতে-নিতে আত্মশক্তি নষ্ট হ'য়ে যায়। 'বলং বলং বাহুবলম্।' যা' করতে যা' যা' লাগে, সে-সব নিজেরা করতে হয়। নেংটেরা যদি পরমপিতার নামে একত্র হয়, তারাই অসাধ্য সাধন করতে পারে। পরমপিতার দয়ায় এই অজ পাড়াগাঁয়ে ব্যবস্থা তো নিতান্ত কম হয়নি!

১০ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ২৫।১২।৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে শ্রীযুত খেপুদার বারান্দায় এসে বসেছেন। যেখানে যান, সেখানেই তাঁর প্রীতি-মধুর, সুখদ সান্নিধ্য-লাভের আশায় ব্যাকুল হ'য়ে

ছুটে আসে নরনারী। আজও এখানে ভিড় জ'মে উঠেছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), অতুলদা (বসু), ত্রৈলোক্যদা (চক্রবর্ত্তী), করুণাদা (মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি দাদারা এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। তাঁর কল্যাণ-সুন্দর আয়ত লোচনযুগল থেকে ঝ'রে পড়ছে স্নেহ-করুণার পুণ্য-পীযূষ-ধারা। সেই অমিয়-দৃষ্টি-প্রসাদে ভক্তজনের মর্ম্মতল ক্ষণে-ক্ষণে অকম্র পুলক-প্রবাহে স্ফুরিত হ'য়ে উঠছে।

সেবা-সম্পোষণার সূক্ষ্ম রীতি-সম্বন্ধে কথা উঠ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা মানুষের service (সেবা) দেয়, বিশেষতঃ ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক যারা, তাদের দেখা লাগে, বোঝা লাগে প্রতিটি ব্যক্তির জীবন ও চরিত্র। কোন্ মানুষটা কোন্ complex-এ (প্রবৃত্তিতে) obsessed (অভিভূত) হ'য়ে আছে, কিসের জন্য সে এগোতে পারছে না, কিসের জন্য সে কষ্ট পাচ্ছে, সেটা ঠিকমত determine (নির্দ্ধারণ) করা চাই। সেইটে না ধরা পর্য্যন্ত তার প্রকৃত উপকার করা যায় না। বাঁচা-বাড়া প্রত্যেকেই চায়। কিন্তু এক-একজন এক-এক কারণে আটকে থাকে। সেইটে ছাড়িয়ে দিতে পারলেই লাফিয়ে ওঠে। অনেক সময় হয়তো আর সব ভাল থাকে, যথেষ্ট শক্তিমান নয় ব'লে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের চাপ সামলে উঠতে পারে না। সেখানে সেটা থেকে মুক্ত করতে হয়। পথ পায় না, কায়দা পায় না ব'লে যে কত মানুষ দুর্ভোগ ভোগে, তার ঠিক নেই। হদিশের অভাবে কত লোক stunted হ'য়ে থাকে। বেকায়দাগুলি একটু ছাড়ায়ে দিতে পারলে বেঁচে যায়। এক-একজন দিকপাল হ'য়ে ওঠে।

কেষ্টদা—ছাড়ায়ে দেওয়া যায় কি-ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নেই। যেখানে যেমন সেখানে তেমন। তবে তার misdirected energy (বিপথে পরিচালিত শক্তি)-টাকে ইষ্টের দিকে redirect (পরিচালনা) করা চাই। এটা করতে হবে lovingly (ভালবাসার সঙ্গে) ও tactfully (সুকৌশলে),—যাতে তার ভাল লাগে ও সে একটা আগ্রহ বোধ করে। যাজনে তার সত্তাটাকে রঙ্গিল ক'রে তুলতে হয়। নিজের সত্তা রঙ্গিল না হ'লে সেই যাজন ফোটে না। ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা যার আছে, সেই অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে সে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে নানা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রয়োজন-মত সাহায্য করতে পারে। অনেক সময় মানুষকে তার নিজস্ব পরিবেশ থেকে সরিয়ে কিছু দিনের জন্য একটা ভাল পরিবেশে এনে সদ্ভাবে ও সদাচরণে মাতিয়ে তুলতে হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে যাজনমুখর ক'রে তুলতে হয়। ঐ অভ্যাস যদি তার ঠিক থাকে, তাহ'লে

পারিপার্শ্বিক তাকে কাবু করতে পারে না। সতের সঙ্গ সেইজন্য মানুষের এত প্রয়োজন। তবে পরিবেশের সাহায্য যতই পাক, মানুষের instinct (সহজাত সংস্কার) ভাল না-থাকলে ও ভিতরের আগ্রহ না-জাগলে ফয়দা হয় না।

অতুলদা—মনটা বেয়াড়া, বুঝেও বোঝে না। এর উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোট্ট আমির পাল্লায় থাকলে মনটা কুঁচকে থাকে, সংকীর্ণ স্বার্থ ও প্রবৃত্তির পিছনে ঘোরে। কিন্তু ইষ্টকে অবলম্বন ক'রে super-ego (মহা-আমি) যখন জেগে ওঠে, তখন দেখে—ইষ্ট ও সেই সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশের সবার সঙ্গে তার জীবন জড়ান। এই বোধের সঙ্গে-সঙ্গে আসে দায়িত্ববোধ—কি ক'রে ইষ্টের ইচ্ছা পূরণ করা যায়, সবার দুঃখ দূর করা যায়। ঘাড়ে যখন এই ভালবাসার দায় চাপে, তখন বেয়াড়া যা' সিধে সটান হ'য়ে আসে। ভিতরের সুপ্তসিংহকে জাগিয়ে তোলার প্রেরণা জাগে। যে-ছেলে বাপকে ভালবেসে বাপের কষ্ট লাঘব করার জন্য ভাইবোন ও সংসারের দায়িত্ব মাথায় নেয়, দেখেননি, তার চলন কতখানি বদলে যায়? মানুষ একটা কিছু নিয়ে থাকবে তো? বড় কিছু যদি তাকে পেয়ে না বসে, ছোট কিছুই তার মন অধিকার ক'রে থাকে। সেইজন্য ইষ্টের জোঙাল ঘাড়ে নিতে হয়। তখন এই বেয়াড়া মনই ইষ্টের বাহন হ'য়ে ওঠে। তাতে সে নিজেও ত'রে যায়, অন্যকেও তরিয়ে দিতে পারে।

এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে বেরুলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অনেকে চলেছেন। শীতের পড়ন্ত বেলায় যেন একটা পুঞ্জীভূত অলস ঔদাস্য ও জড়তার ভার নেমে আসছে প্রকৃতির বুকে। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে জ্বলছে এক অনির্ব্বাণ উৎসাহের অগ্নিদীপনা। হাঁটতে-হাঁটতে সোৎসাহে কথাবার্ত্তা বলছেন। আর সবার অন্তর অগ্নিগর্ভ উদ্দীপনায় ভরপুর হ'য়ে উঠছে।

অতুলদা বললেন—Research (গবেষণা) করতে গেলে up-to-date (আধুনিকতম) বই দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! বই তো দরকার। শুধু নিজের line (বিভাগ)-এর নয়, allied line (সম্পর্কিত বিভাগ)-এর যা'-কিছু তা'ও জোগাড় করতে হয়। একটা বিষয়কে জানাই হয় না, যত সময় তার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত অন্যান্য বিষয়-গুলি জানা না যায়। যতই অগ্রসর হবেন, ততই দেখতে পাবেন, আপনার chemistry (রসায়ন) হেঁটে চ'লে গেছে কতকিছুর ভিতর-দিয়ে কতভাবে। একটা জানতে গিয়ে কত-কিছু জানতে হবে। তবেই জানাটা perfect (সম্পূর্ণ) হবে। Chemistry (রসায়ন), physics (পদার্থবিদ্যা), biology (জীববিদ্যা), psychology (মনোবিজ্ঞান), mathematics (গণিত) ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে research (গবেষণা)-এর জন্য পাশাপাশি ঘর

রাখা লাগে, আলাদা-আলাদা লোক রাখা লাগে। তাদের আবার মাঝে-মাঝে মিলিত হ'য়ে বিভিন্ন বিষয়ের যোগসূত্র-সম্বন্ধে পরস্পর আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময় করা লাগে। তাতে প্রত্যেকেরই horizon (দিগন্ত) widened (বিস্তৃত) হয়। প্রত্যেকটি বিভাগের আলাদাভাবে এবং সব বিভাগের মিলিত-ভাবে দেখতে হবে life (জীবন)-কে কেমনভাবে নানাদিক দিয়ে flourish (উন্নত) করা যায়। কেষ্টদারা একসময় wind-power-dynamo (বায়ু-চালিত ডাইনামো) করতে চেষ্টা করেছিল, অনেকটা successful (কৃতকার্য্য)-ও হয়েছিল। একসময় আমাদের এখানে chemical (রাসায়নিক দ্রব্য) dissolve (দ্রব) ক'রে Electric power (বৈদ্যুতিক শক্তি) দিয়ে বিরাট explosion (বিস্ফোরণ) ঘটান হয়েছিল। প্রত্যেকটি বস্তুর ভিতর যে অফুরন্ত energy (শক্তি) সংহত হ'য়ে আছে এবং সে energy (শক্তি) যে নানাভাবে কাজে লাগান যায়, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। করলেই হয়। তার জন্য অন্ততঃ ৫।৭ জন উপযুক্ত ইষ্টপ্রাণ লোক চাই। ইষ্টনিষ্ঠা যাদের যত পাকা, man of principle (আদর্শানুগ নীতিনিষ্ঠ মানুষ)-হিসেবেও তারা তেমনি শক্ত। তাদের research-instinct (গবেষণার-সংস্কার) থাকা চাই। ভাল ডিগ্রী-ওয়ালা লোক দরকার, নইলে inferiority (হীনমন্যতা)-ওয়ালা লোক তাদের কোন পাত্তা দেবে না, environment (পরিবেশ)-কে তো একেবারে ignore (উপেক্ষা) করা যায় না। তাছাড়া সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী নিতে গিয়ে যে training (শিক্ষা)-টুকু হ'য়ে থাকে, তা'ও original research (মৌলিক গবেষণা)-এর ক্ষেত্রে কাজে লাগে। যারা এ কাজ করবে তাদের থাকা চাই tenacious responsive adherence (লাগোয়া সাড়াশীল অনুরাগ), common sense (সাধারণ-জ্ঞান), sincerity (আন্তরিকতা), active ardour (সক্রিয় উৎসাহ)। জীবন যাবে, তবু তারা একাজ ছাড়বে না। বুদ্ধদেবের মত বলবে—'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্'—এই আসনে আমার শরীর শুকিয়ে যায়, সেও ভাল, কিন্তু এই কাজ successful (সফল) না ক'রে ছাড়ব না। দাঁড়াই তো এই নিয়েই দাঁড়াব। ধ্যানী বুদ্ধের মত single-purposed (একনিষ্ঠ) লোক যদি হয়, আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রয়োজনীয় talent (প্রতিভা) যদি থাকে, তবে অসম্ভব সম্ভব হ'তে পারে। এছাড়া যাজন-কাজের জন্য আরো ৩০০ worker (কর্ম্মী) দরকার। লেখা, বক্তৃতা, যাজন, লোকের নানাবিধ সেবা—সব কাজেই হবে তারা ওস্তাদ। তারা পরমপিতার বার্ত্তা নিয়ে দেশে-বিদেশে ঘুরবে আর মানুষের ভিতর নূতন জীবন সঞ্চার করবে। এছাড়া নিজেদের ৬খানা কাগজ বের করা লাগে। আর অন্যান্য পত্রিকাগুলির সঙ্গেও

যোগাযোগ করা লাগে যাতে তারা আর্য্যকৃষ্টির বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিক রূপ সবার সামনে তুলে ধ'রে লোকের সর্ব্ববিধ কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে। একাজে তাদের সবভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হয়।

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর নাট্যমণ্ডপের কাছে এসে বসলেন। নানাপ্রকার আন্দোলন-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোভের থেকে, ঈর্ষ্যা বা আক্রোশের থেকে কোন আন্দোলন সুরু হ'লে তার ফল ভাল হয় না। তাতে লোক-কল্যাণের ধুয়ো ধ'রে নিজেদের স্বার্থ-বাগাবার বুদ্ধি হয়। নেতাদের ঐ বুদ্ধি থাকলে অনুগামীদের মধ্যেও তা' ঢুকে যায়। কিন্তু আদর্শের আপূরণী সেবাবুদ্ধি থেকে, ভালবাসা থেকে যে আন্দোলন সুরু হয়, তার জান খুব জবর হয়। মানুষ তাতে complex (প্রবৃত্তি)-কে overcome (জয়) করতে শেখে। তাই তা' সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে।

দেশের দারিদ্র্য-সমস্যা-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোককে আগে পরিশ্রমী ক'রে তুলতে হয়। পরিবারে-পরিবারে নানারকম কুটির-শিল্প প্রবর্ত্তন ক'রে তাতে লোভ ধরিয়ে দিতে হয়। যে-কোন কুটির-শিল্পই শেখান—চরকা, তাঁত, নানারকম ফল-ফুল ও তরকারীর বাগান, গোপালন, জাঁতা, ঢেঁকী ইত্যাদি normal cottage-industry (স্বাভাবিক কুটির-শিল্প) যা' আমাদের ছিল, সেগুলি ছেড়ে দেওয়া ভাল নয়। এই machine (যন্ত্র)-এর যুগে শুধু-হাতে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যাবে না, কিন্তু হাত যাদের চালু থাকবে, তারা machine (যন্ত্র)-এর কাজও ভাল-ভাবে করতে পারবে, আবার inventive brain (উদ্ভাবনী মস্তিষ্ক) হ'লে finer machine (সূক্ষ্মতর যন্ত্র)-ও বের করতে পারবে। গৃহস্থঘরে একটা বুদ্ধি ভাল ক'রে ঢুকিয়ে দিতে হয়—পারতপক্ষে সময়, সুযোগ, জমি, যে-কোন জিনিস কিছুই যেন নষ্ট না করে, যাবতীয় যা'-কিছুর সদ্ব্যবহার ক'রে জীবনকে যেন সম্পদশালী ক'রে তুলতে চেষ্টা করে। এই নেশা যদি একবার চেপে যায়, তাহ'লে কিসের থেকে কি ক'রে ফেলবে, তার ঠিক নেই।

অতুলদা—আমাদের root-এ disease (গোড়ায় গলদ) ঢুকে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ব্যগ্রভাবে)—না! না! ও-কথা কবেন না। ওতে আমার মন খারাপ হ'য়ে যায়। Root (গোড়া) ঠিক আছে, environment (পরিবেশ) খারাপ হ'য়ে গেছে। Environmental nurture (পারিবেশিক পোষণা) পেলে আবার ফনফন ক'রে ঠেলে উঠবে।

কাজল ভাই একটা ছাগলের কি অসুবিধার কথা জানাতেই শ্রীশ্রীঠাকুর

অরুণকে (জোয়ার্দ্দার) বললেন—দেখ্ তো, কি ব্যাপার!

কেষ্টদার সঙ্গে কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আর্য্যদের ঘরে-ঘরে ভগবান সৃষ্টি করার বুদ্ধি, তাই eugenics (সুপ্রজনন)-এর উপর অতো জোর দেয়। বংশপরম্পরায় বিয়ে-থাওয়া ও আচার-আচরণ বিধিমত চলতে থাকলে সন্তান-সন্ততি উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই চলে, বাড়তির পথেই চলে—নষ্ট হয় না, নষ্ট হ'তে পারে না। এখন থেকে ঠিকমত সুরু করলে ১০০ বছর পরে দেখা যাবে, মানুষ কতখানি বেড়ে গেছে। বিয়ে, দীক্ষা, শিক্ষা এই তিনটে যদি সমানতালে নির্ভুলভাবে চলে, তাহ'লে তো আর কথাই নেই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ফিরে এসে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। আলো জ্বলছে। অতুলদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার ইচ্ছা আছে, ৫।৭ মাইল পর্য্যন্ত আলো দিতে পারে ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে পারে এমনতর একটা বড় ডায়নামো করার। এখানে সব আছে, এখন right type (ঠিক ধরণ)-এর মানুষ কতকগুলি পেলে হয়। এখানে মানুষ পাওয়া যায় না, তার কারণ, business way (ব্যবসায়-পদ্ধতি)-তে মানুষ কাজ করতে চায়। অর্থাৎ, করার বিনিময়ে উপযুক্ত প্রাপ্তি চায়। তা' করলে এখানেও হ'তো। কিন্তু চাকরে বা ব্যবসাদারী মনোবৃত্তি নিয়ে আদর্শের সেবা ও সঞ্চারণার কাজ হয় না। প্রাপ্তি-প্রত্যাশাই বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। তারা দাঁড়াবে নিরাশী, নির্ম্মম হ'য়ে তপস্যা ও সেবার উপর। পরমপিতা যখন যা' জোটান, তাতেই খুশি থাকবে। আর মত্ত থাকবে ইষ্টনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ও দায়িত্ব নিয়ে। তা' থাকলে শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু আটকায় না। কিন্তু সাধারণ সংসারী মানুষ এই এতখানি দুঃখ-কষ্ট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজেকে জড়িত করতে চায় না। জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি দু-রকম মানুষ আছে। দুঃখ হো'ক, কষ্ট হো'ক আর যা-ই হো'ক, ঈশ্বরকোটি মানুষ ঈশ্বরের জন্য জীবন উৎসর্গ না ক'রে পারে না। এ-কাজ হ'লো ঈশ্বরকোটি মানুষের কাজ। ঈশ্বরকোটি মানুষ জন্মায়, তৈরী করা যায় না। গোপাল গেলে কেষ্টদা একলা প'ড়ে গেল, এখন বিশ্ববিজ্ঞান বন্ধ হ'য়ে আছে। তাই মানুষ খুঁজি, 'দে রামা! আমায় একটা মানুষ দে!' রামকৃষ্ণঠাকুর নিজে সব জায়গায় ঢু মারতেন মানুষ সংগ্রহ করার জন্য। মানুষের জন্য আকুলি-বিকুলি করেছেন সবাই। আপনি ডক্টরেট, একজন ডক্টরেটের আরো কত ডক্টরেট বন্ধু থাকে, লতাসূত্রে বেরিয়ে পড়ে। আপনি মন করলে, বিশ্ববিজ্ঞানের জন্য লোক জোগাড় করতে ক'দিন লাগে? আমার আরো হাউস ছিল—university (বিশ্ববিদ্যালয়) করব, গোত্রকারক ঋষিদের নামে university (বিশ্ববিদ্যালয়) ক'রে তাদের culture-এ (কৃষ্টিতে) জগৎ পরিপ্লাবিত ক'রে

দেব। কোনটার নাম দেব শাণ্ডিল্য university (বিশ্ববিদ্যালয়), কোনটার নাম দেব ভরদ্বাজ university (বিশ্ববিদ্যালয়), কোনটার নাম দেব কাশ্যপ university (বিশ্ববিদ্যালয়) ইত্যাদি।

অতুলদা—প্রাচীনের মহিমা তো আমরা ভাল ক'রে জানি না। শুনেছি, তক্ষশীলায় সেই প্রাচীনকালে যে গম হয়েছে, আজও পর্য্যন্ত তেমন উন্নত ধরণের গম আর কোথাও হয়নি।

১১ই পৌষ, বুধবার, ১৩৫২ (ইং ২৬।১২।৪৫)

আজ সকালে আশ্রমের সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়দের ঘর পুড়ে গেছে। বাল্লক, বাছের প্রভৃতি কতিপয় প্রতিবেশী বরাবর আশ্রমের বিরুদ্ধে নানা অকথ্য, অন্যায় অত্যাচার ক'রে থাকলেও আজ এই বিপদে সাধ্যমত সাহায্য করেছে, অন্ততঃ গরুগুলি বাঁচিয়েছে। এই সৎকাজের কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের ডেকে পাঠালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছনদিকে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একখানি বেঞ্চিতে বসেছিলেন। বাছের এসে উপস্থিত হ'তেই শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে নিজে উঠে এসে তাকে সারা-গায়ে কালি-ঝুলি ও ঘাম-মাখা-অবস্থায় বুকে জড়িয়ে ধ'রে আবেশভরে চুমু খেতে-খেতে গভীর আবেগে বললেন—'তোমরা যা' করেছ তার তুলনা নেই, বল—আমার সামর্থ্যমত আমি কী করতে পারি তোমাদের জন্য। ওদেরও ডেকে নিয়ে এসো, আমি ওদের একটু বুকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেয়ে নিই। এত যে বিপদ, সে-সব আমি কিছু দেখি না, আমি দেখছি, তোমরা আমার কি সোনার চাঁদ!'

বাছেরও আনন্দের অতিশয্যে কেঁদে ফেললো, পাশে যাঁরা ছিলেন—সকলেরই চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজের দুটি সুন্দর চোখও অশ্রুসিক্ত, অঝোরে দুটি গণ্ড বেয়ে টপটপ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ছে। বাছেরকে আদর করতে গিয়ে তাঁর গায়ে-মুখে কালি ও ঘাম লেগে গেছে—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর সান্নিধ্যে সবাই তখনকার মত এক স্বর্গীয়ভাবে আত্মহারা। বাছের নিজের কোন চাহিদার কথা না ব'লে কেঁদে-কেঁদে বলতে লাগলো—একটা বাছুরকে যে বাঁচাতে পারলাম না, সেই দুঃখ হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—মানুষগুলিকে তো বাঁচিয়েছ!

এরপর বাছের উঠে গেল বাল্লক ইত্যাদিকে ডাকতে। একটু পরে বাল্লক ইত্যাদি আসলো। শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগ-বিহ্বল-কণ্ঠে বললেন তোমাদের কী নিজেদের ৬ খানা কাগজ বের করা লাগে। আর অন্যান্য পত্রিকাগুলির সঙ্গেও

নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রে,—তার তুলনা হয় না। বিপদকে তুচ্ছ ক'রে জীবন যারা বাঁচায়, আমি তাদের কেনা গোলাম, চিরকালের বান্দা। কী আমি করতে পারি তোমাদের জন্য, বল—ভাষা নেই আমার! খোদার কাছে আমার আর্জ্জি—তোমরা বড় হও, সুখী হও।..............আমি আগের সব কষ্ট ভুলে গেছি। (সমবেত জনতার দিকে চেয়ে)—আপনারা এমন করুন যেন ওদের কা'রও দ্বারস্থ হ'তে না হয়। আর এদের (সুবোধকে লক্ষ্য ক'রে) কথা বলি—এদের জন্য এমন ব্যবস্থা করুন যেন আর কখনও এদের ঘর না পুড়তে পারে।

কথাগুলি বলার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ওদের প্রত্যেককেই আবেগ-উদ্বেলিত-হৃদয়ে আলিঙ্গন ক'রে গাঢ়, গভীরভাবে চুম্বন করলেন। ওরাও তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো। কি যেন এক অঘটন ঘটে গেল। বহু লোক জড় হ'য়ে গেল এই অনুপম, অপার্থিব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে। সবারই চোখমুখ ভাবের আতিশয্যে স্ফীত ও ভারাক্রান্ত।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায়। চক্রপাণিদা (দাস), প্রমথদা (দে), বঙ্কিমদা (রায়), খগেনদা (তপাদার), খগেনদা (সাহা), বিধুদা (মণ্ডল), ভূপেনদা (বসু), নীরদদা (গঙ্গোপাধ্যায়), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি দাদারা এবং কালিদাসদার মা, বিজয়দার মা, সুবোধের মা, রাণীমা, রেণুমা, জ্যোতির্ম্ময়ীমা, লক্ষ্মীমা, স্নেহলতামা প্রভৃতি মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন।

চক্রপাণিদা জিজ্ঞাসা করলেন—এক ভদ্রলোক শিলংয়ের সৎসঙ্গ-শাখার জন্য একটা বাড়ী ক'রে দিতে চেয়েছেন। যদি বাড়ী হ'য়ে যায়, তাহ'লে ওখানে কি তপোবনের মত একটা স্কুল খোলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর সরাসরি সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন—আমাদের এখন দরকার whole-time worker (পূর্ণকালিক কর্ম্মী)। তোমার adjutant (সহকারী) যদি থাকে, তবে তুমি চৌধুরীর সঙ্গে থাকলেও মফঃস্বলে যাজন-কাজের ক্ষতি হয় না। প্রত্যেক জেলায় দশ জন ক'রে worker (কর্ম্মী) হ'লে whole (সমগ্র) আসামের জন্য ১২০ জন worker (কর্ম্মী) লাগে। এতগুলি worker (কর্ম্মী) পেলে সারা আসামে ভাল-ভাবে কাজ চালান যায়। যারা এ-ভাবে নামবে, তাদের খোরাক-পোষাকের জন্য জমি দরকার। জমি না-হ'লেও নিরাশী, নির্ম্মম যারা, তাদের ভগবান চালান, তাদের activity (কর্ম্ম)-ই তাদের চালিয়ে নেয়, তবু জমি হ'লে সুবিধা হয়। জমিটা করলে খোরাকীটার ব্যবস্থা হয়, অবশ্য না-হ'লেও পারবে, এখানেও তো চলছে। তবু চেষ্টায় থেকো। আর part-time worker (অন্য কাজের সঙ্গে যাজন-কাজ

করবে এমনতর কর্ম্মী) যতই বাড়াও, whole-time worker (পূর্ণকালিক কর্ম্মী) কিন্তু চাই-ই।

চক্রপাণিদা—জওহরলালজী চৌধুরীর ওখানে গিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ হ'লো?

চক্রপাণিদা—না, উনি খুব ব্যস্ত ছিলেন।

প্রমথদা—অনেকে বলেন, জাতীয় স্বাধীনতা যদি আসে, তাহ'লে জনের স্বাধীনতা ও উন্নতি আপনা থেকেই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বাধীনতা দিলেও স্বাধীনতা পাওয়া হবে না, যতসময় বহু-সংখ্যক জন ঠিক না হয়। স্বাধীনতা দেওয়া মানে hindrance (বাধা) সরিয়ে নেওয়া, এর বেশী আর কিছু নয়। স্বাধীন মানে—স্ব অর্থাৎ being (সত্তা)-এর অধীন। Being (স্ব)-এর অধীন মানুষ তখনই হয়, যখন সে embodied Ideal (মূর্ত্ত আদর্শ)-এর অধীন হয়। এটা হ'তে হবে আমাদের। তখন বাপের পাঁচ ছেলে যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রতি interested (স্বার্থান্বিত) হয়, দেশের লোকগুলি পরস্পর তেমনি হবে, love-service (ভালবাসাময় সেবা) automatic (স্বতঃ) হ'য়ে উঠবে, kingdom of heaven (স্বর্গরাজ্য) নেমে আসবে জগতের বুকে। আদর্শ-কেন্দ্রিক পারস্পরিক দরদ ও সেবাবুদ্ধি যদি না জাগে, স্বার্থের কোন্দল যদি প্রবল হয়, প্রবৃত্তির লড়াই যদি সুরু হ'য়ে যায়, তাহ'লে সে-স্বাধীনতা ধুয়ে কি জল খাব? Environment (পরিবেশ)-কে অসুস্থ রেখে আমি সুস্থ হব—তা' হবার জো নেই, বিধির দলিলে তা' লেখা নেই। কিন্তু environment (পরিবেশ)-সম্বন্ধে আমরা আজ স্ব-স্ব সাধ্যমত কতখানি সক্রিয় ও সচেতন হয়েছি? পাশের বাড়ীতে একজন না-খেয়ে ম'রে গেলেও তো অনেকে তার খোঁজ রাখি না। অন্যকে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে নিজের সুবিধা ক'রে নেবার প্রবৃত্তিও তো নিতান্ত কম নয় দেশে। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, ঈর্ষ্যার তো অভাব নেই। ইংরেজ আমাদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এগুলিও কি আমাদের ছেড়ে যাবে? আমি তো বুঝি—এসব ব্যাধির প্রতিকার হবে না, যতসময় আমরা আদর্শের পূজারী না হব। তাই এই চরিত্র নিয়ে যত সুযোগ-সুবিধা পাই, তার সদ্ব্যবহার কমই করতে পারব মনে হয়।

সত্যদা (দে), ব্রজেনদা (দাস) নলিনাক্ষদা (চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সাদরে ডেকে বসালেন।

চক্রপাণিদার সঙ্গে আসামের একটি দাদা এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—জীবনের উদ্দেশ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উদ্দেশ্য হ'লো being and becoming (বাঁচা-বাড়া)। এটা depend (নির্ভর) করে Ideal-এ (আদর্শে) surrender (আত্ম-সমর্পণ)-এর উপর। এই surrender (আত্মসমর্পণ)-এর consummation-এ (চরমে) আসে ঈশ্বর-প্রাপ্তি। তাই বলে, জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ বা ঈশ্বর-প্রাপ্তি।

সত্যদা—কেউ যদি কোন রাজনৈতিক নেতাকে আদর্শ করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই নেতা যদি দ্রষ্টাপুরুষ হন, তাহ'লে ক্ষতি কী? দেখতে হবে, সেই নেতার কোন জীবন্ত আদর্শের প্রতি এতখানি অনুরাগ আছে কিনা, যার ভিতর-দিয়ে তাঁর সম্যক আত্মনিয়ন্ত্রণ ঘটেছে। আদর্শ যিনি হবেন তিনি হবেন বৈশিষ্ট্যপালী ও পূর্ব্বতনদের পরিপূরক। ভারতবর্ষ ঋষির সন্তান। আমরা ঋষি চাই, যাঁকে বলে seer অর্থাৎ দ্রষ্টাপুরুষ। তাঁরাই ছিলেন আমাদের normal public leader (স্বাভাবিক জননেতা)। আমরা তাঁদেরই চাই।

সত্যদা—জগতে আজ পরস্পর-বিরুদ্ধ নানাবাদ, নানাদল, নানাদ্বন্দ্ব। এর মধ্যে মানুষ ঠিক পায় না কোন্ পথ ধ'রে সে চলবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা'-কিছু করব তা' towards becoming (বৃদ্ধির দিকে) হওয়া চাই। আমরা inferior (নিকৃষ্ট)-কে superior (উৎকৃষ্ট) করব, superior (উৎকৃষ্ট)-কে inferior (নিকৃষ্ট) করব না। মানুষের longevity (আয়ু) বাড়াব, wealth (সম্পদ্) বাড়াব কিন্তু একজনের wealth (সম্পদ্) বাড়াতে গিয়ে আর-একজনকে গলাটিপে মারব না, কিংবা মারতেও দেব না কাউকে অমন ক'রে। তথাকথিত equality (যান্ত্রিক সমতা) আমরা চাইব না, আমরা চাইব equity (বৈশিষ্ট্যানুগ সুবিচার)। যার যথাপ্রয়োজন তাকে তাই দিয়ে এমনভাবে ability (সামর্থ্য) impart (সঞ্চারিত) করতে চেষ্টা করব, যাতে সে বড় হ'তে পারে। ইষ্টহীন নেতাকে আমরা নেতা ব'লে স্বীকার করব না, কারণ তামিলদার ছাড়া কেউ হুকুমদার হ'তে পারে না। একদেশদর্শী গণ্ডীস্বার্থী লোককেও আমরা নেতা ব'লে মানব না। প্রত্যেকের এবং সবার সামগ্রিক মঙ্গল চান—বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রেখে,—এমনতর ঋষি যিনি, তিনিই আমাদের নেতা বা আদর্শ। বাদ নিয়ে বিবাদ ক'রে তো পেট ভরবে না। আমরা চাই পারস্পরিক প্রীতি নিয়ে বাঁচতে, বাড়তে। এই বাঁচা-বাড়ার প্লাবন আনতে হবে। বিপ্লব বলতে আমি বুঝি তাই। এ থেকে deviation (বিচ্যুতি) যেখানে যত, গোলও সেখানে তত।

শরৎদা (হালদার) আসলেন।

প্রমথদা হিটলারের পতন সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টে আনতি না থাকলে মানুষের দক্ষের দশা হয়—success (কৃতকার্য্যতা)-এর একটা ego (অহংকার) আসে। দক্ষ নাকি মহাদেবকে অস্বীকার করেছিল। সে surrender (আত্মসমর্পণ) করেনি কা'রও কাছে। তাই তাল সামলাতে পারল না। মাথা গরম হ'য়ে গেল। ভক্তিমান যারা, তারা কৃতিত্ব সত্ত্বেও নিরভিমান থাকে। অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে না, দুর্ব্ব্যবহারে পরিবেশকে শত্রু ক'রে তুলে নিজের বিপদ ডেকে আনে না। হিটলারের situation (পরিস্থিতি)-এর চাইতে শিবাজীর situation (পরিস্থিতি) আরো খারাপ ছিল, কিন্তু শিবাজী যে পারল, তার কারণ তার surrender (আত্মসমর্পণ) ছিল। অশোকের করাটাও অসাধারণ, কিন্তু অশোকের সময় যদি eugenic aspect (সুপ্রজননের দিক)-টা ignored (উপেক্ষিত) না হ'ত, তাহ'লে আরো স্থায়ী ফল পাওয়া যেত।

শরৎদা—ঠিকঠিক কে পারল? সব জায়গায়ই তো 'যদি'র কথা এসে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টঠাকুর যা' করেছিলেন তার effect (ফল) গড়িয়ে আসলো বুদ্ধদেবের সময় পর্য্যন্ত।

শরৎদা—ইতিহাসে তো তার কোন বিবরণ পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনি, বাইরের আক্রমণকারীরা অনেক record (কাগজপত্র) নষ্ট ক'রে ফেলেছে। তাই ধারাবাহিক ইতিহাস পাবেন কোথায়?

পশুপতিভাই (বসু)—উন্নতির standard (মান) কী? কি দেখে বুঝব যে একজন উন্নত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উন্নত মানে, উৎ-নত অর্থাৎ উৎকৃষ্টে আনতিসম্পন্ন। কে কতখানি উৎকৃষ্টে আনতিসম্পন্ন, তা' তার habit (অভ্যাস), behaviour (ব্যবহার) ও acquisition (অধিগমন) দেখে বোঝা যায়। যে যত উন্নত, সে অন্যকেও তত উন্নতির দিকে টেনে তুলতে পারে ও সেই বিষয়েই সচেষ্ট থাকে। যা'রা নিজেদের উন্নতি maintain (রক্ষা) করার জন্য অন্যকে দাবিয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ করে তারা আদৌ উন্নত কিনা, সে বিষয়ে ঢের সন্দেহ আছে।

অতুলদা—বাঁচা-বাড়ার জন্য অবশ্য-প্রয়োজন কী কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ideal (আদর্শ), self (অহং) এবং environment (পারিপার্শ্বিক)-এর co-ordination (সঙ্গতি)। যজন করতে হয় thoughts, habits and behaviour (চিন্তা, অভ্যাস এবং ব্যবহার) adjust (নিয়ন্ত্রণ) করার জন্য। যজন না করলে ইষ্টের, পরিবেশের বা নিজের কা'রও সেবা ঠিকমত করা যায় না। করাগুলি disconnected, passion-prominent ও blundering (বিচ্ছিন্ন, প্রবৃত্তি-প্রবল ও ভ্রান্তিবহুল)

হ'তে থাকে। তাই নিয়মিত জপধ্যান, আত্ম-বিশ্লেষণ, সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ, ইষ্টসঙ্গ কিংবা ইষ্টপ্রাণ জ্ঞানবৃদ্ধদের সঙ্গ ইত্যাদি করতে হয়। এতে মনে ইষ্টের রং ধরে। আবার সেই রংকে স্থায়ী করতে গেলে পারিপার্শ্বিককেও ইষ্টের ভাবে রাঙিল ক'রে তুলতে হয় সেবা ও যাজনের ভিতর-দিয়ে। আর আগ্রহভরে দৈনন্দিন ইষ্টভৃতি করতে হয়। এর ভিতর-দিয়ে ইষ্ট—the person (মানুষটি) বাইরে যেমন তুষ্ট-পুষ্ট হন, ভক্তের অন্তররাজ্যেও তিনি তেমনি তুষ্ট-পুষ্ট হ'য়ে উঠতে থাকেন অর্থাৎ ইষ্টপ্রাণতা বেড়ে যেতে থাকে। তাই ঐ co-ordination (সঙ্গতি) আনতে গেলে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি এই তিনটে স্তম্ভ পাশাপাশি গেঁথে যেতে হবে। এগুলি যদি খাটো-লম্বা হয়, তাহ'লে balance (ভার-সাম্য) ঠিক থাকবে না।

অতুলদা—জ্ঞান না হ'লে কিছুই হয় না, কিছুই করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টে active adherence (সক্রিয় অনুরাগ) যদি থাকে, তবে যার যা' বুদ্ধি আছে, তাই নিয়েই ঢের হ'তে পারে, ঢের করতে পারে। সেই মূল attitude (মনোভাব) জগৎজোড়া হ'য়ে পড়ে। সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে, সবার ভাল করতে ইচ্ছা করে। এ থেকে জানা, বোঝা, করার জোয়ার আসে কুলকুল ক'রে। তাই নিজের অজান্তে educated (শিক্ষিত) হ'য়ে পড়ে। সে literate (লেখাপড়া-জানা) না হ'লেও, তার কাজ আটকায় না। শিবাজী তো শুনেছি নিরক্ষর, কিন্তু অতবড় Penal Code (দণ্ডবিধি) ক'রে গেলেন। যাঁদের মাল নিয়ে আমরা লেখাপড়া শিখি, তাঁদের অনেকেই লেখাপড়া জানতেন না। ফ্যারাডে তো ইলেক্ট্রিসিটির father (জনক)। তিনি কতটুকু লেখা-পড়া জানতেন? বিশ্বপ্রকৃতি হ'লো জ্ঞানবিজ্ঞানের জীবন্ত বিশ্বকোষ। প্রেষ্ঠ-পূরণী অনুসন্ধিৎসা ও অনুরাগ নিয়ে যদি কেউ গ্রন্থে মনোনিবেশ করে, পরম-পিতা তাকে বিমুখ করেন না। সে যে জ্ঞান পায়, তা' তাজা, হেসে কথা কয়। কত লোকের কাজে লেগে যায়।

চক্রপাণিদা ফ্যারাডের জীবনের কতকগুলি গল্প ব'লে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শিশুর মত ব্যাকুল আগ্রহ, আবেগ ও বিস্ময় নিয়ে চক্রপাণিদার মুখের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হ'য়ে গল্পগুলি শুনতে লাগলেন। প্রাণরসে পূর্ণ, ভালবাসায় ভরা, তৃপ্তি-অভিষিক্ত মুখখানি তাঁর বিজলী-বাতির উজ্জ্বল আলোয় বড় সুন্দর, বড় মধুর, বড় মনোলোভা মনে হচ্ছিল। এই সুখকর ও শুভঙ্কর কমমূর্ত্তি দেখেই তো হৃদয়ের ধনকে নিরন্তর ধ্যানে ধারণ ক'রে রাখতে ইচ্ছা করে।

চক্রপাণিদার গল্প শেষ হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—নাগার্জুনও নাকি ওই গোত্রেরই। এডিসনেরও নাকি ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী ছিল না। আমি

এদের বিষয় ভাল করে জানি না। যেমন শুনেছি তাই বলছি।

অতুলদা—জ্ঞানলাভই কি জীবনের উদ্দেশ্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর (মহাস্ফূর্ত্তিযুক্তভাবে)—তা' কেন? উদ্দেশ্য হ'লো অচ্যুত ইষ্টপ্রাণতালাভ। জ্ঞান বলেন, যতরকম গুণ বলেন—সবাই ওর বড় প্রিয় এবং ও-ও সবার প্রিয়। ওর সঙ্গ পেলে সবাই মহাখুশি। তাই ও কোথাও গেলে আর-সবাই জিকির দিয়ে ওঠে—'আয় রে আয়, ওরে আয়, ওর সঙ্গে যাই।' নাচতে-নাচতে সবাই হাত-ধরাধরি ক'রে দল বেঁধে এসে হাজির হয়। ছেলে-পেলেরা যেমন খেলার দলের দলপতিকে অনুসরণ করে, এ-ও যেন তেমনি। ইষ্টপ্রাণতা হ'লো যাবতীয় জ্ঞান ও গুণের আধার ও আশ্রয়স্থল। তা' থেকে বিচ্যুত যে জ্ঞান ও গুণ, তা' বিকেন্দ্রিক ও ব্যভিচারী, তাই ব্যর্থ। তার কোন দাম নেই জীবনে। তাই ভক্ত বলে—

'না চাহি তর্ক, না চাহি যুক্তি
না জানি বন্ধন, না জানি মুক্তি
তোমার বিশ্বব্যাপিনী বাণী আমার অন্তরে জাগাও।'

অতুলদা—অন্ধবিশ্বাস কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর উচ্চকণ্ঠে জোরের সঙ্গে বললেন—অন্ধ আবার কী? চোখের সামনে দেখছি আমার জলজ্যান্ত ইষ্ট। আমি তাঁকে ভালবাসি, তাই তিনি যাতে খুশি হন, তাই করব। আরো ভালবাসি, আরো খুশি করব। আমি ভালবাসি, আমি ভালবাসি, আমি ভালবাসি। এই তো আমার জাগ্রত মন্ত্র। দেবতা আমার জীয়ন্ত দেবতা। চক্ষুষ্মান্ আমি। কোথায় আমার অন্ধত্ব? তবে এই চোখের পরেও চোখ আছে, এই দৃষ্টির পরেও দৃষ্টি আছে—যাকে বলে তত্ত্বচক্ষু, তত্ত্বদৃষ্টি। তা'দিয়ে স্বরূপতঃ তাঁকে দেখা যায়—বাস্তব বোধ-বিবেচনার ভিতর-দিয়ে। সে তো গোড়াতেই হয় না। বিধিমাফিক করার ভিতর-দিয়ে হয়। দুধের মাখন দুধ থেকেই ফেটে ওঠে। দুধ পেয়েছ হাতের কাছে, এইবার ফেটিয়ে মাখন তুলে নাও, যত পার।

অতুলদা—কা'কে ভালবাসব? কেন ভালবাসব? কী হবে ভালবেসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়ায় বিচার। পরে কোন বিচার নেই। ভাগ্যবশে ভালবাসার জনকে পেয়ে গেলে, তখন একমাত্র কাজ হ'লো তাঁকে ভালবাসা অর্থাৎ তাঁর ভালতে বাস করা, তাঁর যাতে ভাল হয় তাই করতে থাকা ভাবায়, বলায়, করায়। আর ঐ জন্যই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি।

নলিনাক্ষদা—তা' ক'রেও তো ভালবাসা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলবৎ হয়। বলুন—ঠাকুর! আমি তোমায় ভালবাসি, জোর ক'রে হ'লেও ভাবুন ও করুন তেমনি ক'রে। ঠাকুরকেই primary (প্রথম) ক'রে তুলুন আপনার জীবনে আর যাবতীয় যা'-কিছু হো'ক তাঁরই জন্যে। এতে না হ'য়ে উপায় নেই। 'স্বাতীনক্ষত্রের জল পাত্র-বিশেষে ফল।' ইষ্টই যদি আপনার ভালবাসার কেন্দ্র হন, তাহ'লে আপনার আর ভাববার কিছু নেই।

পশুপতিভাই (বসু)—কসরত ক'রে কি কোন লাভ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মের ভাণও ভাল, করতে-করতে হয়। Libido (সুরত) আছেই given (প্রদত্ত)। তাকে ঠিকভাবে nurture (পোষণ) দিতে হয়। বিহিতরকমে আচরণ করতে-করতে ভক্তি, জ্ঞান ফুটে ওঠে। আচরণের ভিতর-দিয়ে না-জানলে জানাটাও পাকা হয় না।

অতুলদা—কিভাবে জানব তাঁকে—যাঁকে ভালবাসতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমে শোনে, মেলে, হয়তো বা দেখে, সঙ্গ করে, তার ভিতর-দিয়ে বোঝে, ধরে, করে, তারপর জানে। Understand মানে to stand under (নীচেয় দাঁড়ান)। তাঁকে মাথায় ক'রে নিয়ে বওয়া লাগে, নইলে তাঁকে ঠিকমত বোঝা বা জানা হয় না।

অতুলদা—অদীক্ষিত অবস্থায় নাম করা ও দীক্ষিত হ'য়ে নাম করা—এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রফেসারের কাছে পড়েছেন, বইও পড়েছেন, বইতেও সব লেখা আছে, কিন্তু কত তফাৎ! আচার্য্য বা ঋত্বিক্ নাম দেন আর সেই সঙ্গে impulse (প্রেরণা) দেন। এর ভিতর-দিয়ে সঞ্চারণা হয়। জীবন্ত কোন মানুষের ভিতর দয়ার প্রকাশ দেখে তদনুযায়ী ভাবা, বলা ও করা যদি যায়, তবে তার ভিতর-দিয়ে দয়া আয়ত্ত হয়। সবই গুরুগম্য। বই মানুষ নয়, বই কতকগুলি লিপি, সেগুলি একটা intellectual idea (বুদ্ধিগত ধারণা) দেয় কিন্তু ঐ idea (ধারণা)-গুলি-সম্পর্কে একটা living impulse (জীবন্ত প্রেরণা) নিয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। একটা নাটক প'ড়ে যা' বোধ করা যায় আর সুদক্ষ অভিনেতারা যখন তা' অভিনয় করে, তা' দেখে যে বোধ হয়—এই দুইয়ের মধ্যে কিন্তু আসমান-জমিন ফারাক। সেই জন্য আচরণ-সিদ্ধ আচার্য্যকে ধরতে হয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সঙ্গ ও সেবা করতে হয়। তাঁর প্রত্যেকটি চলা, বলা, করা ও অভিব্যক্তির ভিতর ধর্ম্ম হাত-পা মেলে হেঁটে বেড়ায়। ধর্ম্মের এই চলমান জীবন্ত রূপ না দেখলে অন্তরে ধর্ম্ম সঞ্চারিত হবে কি-ক'রে? তবে ঐ মানুষটির উপর যদি টান না গজায়, তাঁকে দিয়ে যদি প্রবৃত্তি-চাহিদা-পূরণের

ধান্ধা থাকে, তাহ'লে কিন্তু লাভ হয় না। তাই আছে—'কোটি জন্ম করে যদি নাম-সংকীর্ত্তন, তথাপি না পায় কেহ ব্রজেন্দ্রনন্দন'। ইষ্টানুরাগ নেই, ইষ্টে অনুরক্ত হ'তেও চায় না, নাম করার সুফলের কথা শুনে প্রবৃত্তি-স্বার্থের খাতিরে mechanically (যান্ত্রিকভাবে) নাম করে যারা, তাদের সম্বন্ধেই এই কথা। কারণ, নামের effect (ফল) তারা profitably adjust (লাভজনকভাবে নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে না, প্রবৃত্তির ফুটো দিয়ে হুড়হুড় ক'রে বেরিয়ে যায়। তাই মূল জিনিস হ'লো ভক্তি অর্থাৎ ইষ্টার্থপরায়ণতা।

অতুলদা—বই প'ড়েও তো জ্ঞান হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতটুকু হয়, ততটুকু হয়। কতকগুলি কথা জানলেই বিষয়টা realise (উপলব্ধি) করা হয় না। সেইজন্য যে জানে, তার শরণাপন্ন হ'তে হয়। ম্যাজিক-সম্বন্ধে তো কত বই আছে, কিন্তু কোন ওস্তাদ magician (যাদুকর)-এর কাছ থেকে যদি আপনি কৌশলগুলি হাতে-কলমে না শেখেন, তাহ'লে কি ম্যাজিক দেখাতে পারবেন? যার যে-বিষয়ের উপর দখল আছে, সাক্ষাৎ-সংশ্রবে তার কাছ থেকে জানা, তার কাছে ব'সে বই পড়া আর শুধু বইয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়া—এতে বোধের অনেকখানি তারতম্য ঘটে। পড়ার থেকে করার ভিতর-দিয়ে জানা যায় বেশী। Laboratory assistant (গবেষণাগারের সহকারী)-রা না প'ড়েও কত জানে। ওর সঙ্গে যদি পড়ে, তাহ'লে তো কথাই নেই। কুমুদিনীবাবু assistant (সহকারী)-এর কথা না শুনে চোখ খোয়ালেন। তাঁর ধারণা ছিল—ওরা আর কতটুকু জানে? কত গিন্নীবান্নী আছে—পাকপ্রণালীর নামও জানে না, অথচ কত ভাল রান্না করে। তারা মূর্খ ব'লে তাদের কাছে কিছু না শুনে-মিলে, পাকপ্রণালীতে লেখা process (পদ্ধতি) অনুযায়ী রান্না ক'রে দেখেন যেন—তাতে কেমন স্বাদ হয়! সেইজন্য জ্ঞানমূর্ত্তি যিনি, তাঁকে ধরতে হয়, নইলে জানাটা being (সত্তা)-এর part and parcel (অবিচ্ছেদ্য অংশ) হ'য়ে ওঠে না। আলগা ঝুলে থাকে। পোষাপাখীর 'কেষ্ট'-বুলি শেখার মত হয়, crisis (সংকট)-এর সময় ঐ বুলি ভুল হ'য়ে যায়।

অতুলদা—ইষ্ট-চেতনা সব-সময় বজায় থাকে কি-ক'রে? তাঁকে ভুলে যাওয়া তো স্বাভাবিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—হেঁ। ভুললেই হ'লো! ও কথার মুড়োমারা। বল যদি ভালবাসি, কর যদি তেমন ক'রে, ভাব যদি তেমন ক'রে—নিরন্তরতা নিয়ে, কেমন ক'রে ভুলবে? একি যে-সে মাল? অভ্যাসযোগ নিয়ে রত থাকলে পেয়ে-বসবে না তোমাকে? কাঁটায়-কাঁটায় করই না আগে, তখন যা' ঘটার

আপনি ঘ'টে যাবে। একবার যদি তাঁতে মন মজে, সাময়িক বিস্মরণ ও বিভ্রান্তি হ'লেও বেশীদিন তাঁকে ভুলে থাকা যায় না।

অতুলদা—ভিতরের animal nature (পশু-প্রকৃতি) যদি অন্য দিকে টেনে নিয়ে যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Animal nature (পশু-প্রকৃতি) নিয়ে গেল। বুকে রইল টান—আমার ঠাকুর আছে, Beloved (প্রেষ্ঠ) আছে, তখন ভাল লাগে না, প্রবৃত্তির জোর ক'মে আসে। ভাবে—কত শান্তিতে ছিলাম, এ কোন্ দাবানলের মধ্যে এলাম? মনে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। তবু হয়তো মায়া কাটিয়ে আসতে পারে না। তখন পরমপিতার দয়ায় একটা ঘা খেয়ে হয়তো ছুটে আসে। গোড়ার দিকে লেগেবেঁধে চেষ্টা-চরিত্র ক'রে ভালবাসাটাকে অন্য সব আকর্ষণের থেকে একটু বড় ও শক্তিশালী ক'রে তোলা চাই। প্রবৃত্তিটানের চাইতে প্রেষ্ঠটান বড় হ'লে মার দিয়া কেল্লা।

বিল্বমঙ্গলের জীবনে, রত্নাকরের জীবনে কেমন ক'রে আগুনে-ভক্তি জ্ব'লে উঠল, সবই তো জান। ভক্তি যদি একবার জাগে, মানুষের পবিত্র ও উন্নত হ'য়ে উঠতে ক'দিন লাগে? যুগে-যুগে কত পাপীতাপী যে মহতের মায়ায় প'ড়ে লোকত্রাণ, লোকপ্রাণ হ'য়ে গেছে, তার কি ইয়ত্তা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে (নন্দী) লক্ষ্য ক'রে বললেন—আজ বিকাল থেকে অম্বলের মত হইছে।

প্যারীদা—এখন আর ওষুধ দেব না। খাওয়ার পর ওষুধ দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যেমন বোঝ, তাই ক'রো।

অতুলদা—আমি কত সময় ধ'রে বিরক্ত করলাম। বুঝতে পারিনি যে আপনার শরীর খারাপ। এখন তাহ'লে উঠি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিরক্ত কী? আমি এই সবের মধ্যেই ভাল থাকি। আপনার কাজ থাকে তো যান। তা' না হ'লে বসেন। মন যখন মেতে ওঠে, তখন তার খোরাক না পেলে ভাল লাগে না।

অতুলদা—আমার আর কাজ কী? আমার তো ইচ্ছা করে, আরো শুনে নিই, আরো জেনে নিই। জ্ঞানের এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার তো আর কোথাও পাব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার ভিতরও অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে। তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করা চাই।

অতুলদা—এ জন্ম কি আগের জন্মের ফল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগের জন্মে যা' নিয়ে শেষ, এ জন্মে তাই নিয়ে সুরু। তবে

আদত জিনিস হ'লো exuberance of fusional urge (সম্মিলনী আকূতির প্রাচুর্য্য), এই-ই হ'লো fire of life (জীবনাগ্নি)। এর মূলে আছে libido (সুরত)। তার অন্তর্নিহিত সম্বেগ থেমে যেতে চায় না। যোগ-বন্ধনের ভিতর-দিয়ে বৃহত্তর বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে চায়। আবার পিতামাতার যোগবন্ধন যেখানে যত নিবিড় ও সঙ্গতিপূর্ণ, সেখানে তত সঙ্গতি-শীল, তীব্র-সম্বেগী সন্তানের জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। তারা স্বভাবতঃই শ্রদ্ধাবান্ হয়। শ্রদ্ধাই শ্রেয়ে যুক্ত হ'তে প্রেরণা জোগায়। শ্রেয়ে যুক্ত না হ'লে কিন্তু মানুষের নিস্তার নাই। তাই গীতায় আছে—

'নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥'

(অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নেই, ভাবনাও নেই, ভাবনাশীল যে নয়, তার শান্তি নেই এবং অশান্ত যে তার সুখ কোথায়?)

কা'র উপর ভালবাসা স্থাপন করবে সে-সম্বন্ধে পাছে কোন অস্পষ্টতা থেকে যায়, তাই কেষ্টঠাকুর অর্জ্জুনকে পরিষ্কার ক'রে বললেন—

'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥'

(যাবতীয় কর্ম্ম অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে আমাতে সংন্যস্ত ক'রে, নিরাশী-নির্ম্মম ও কামনাবাসনাজনিত-তাপ-মুক্ত হ'য়ে যুদ্ধ কর।)

আবার বললেন—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥'

(তুমি আমাগত-চিত্ত হও, আমার ভজনা কর, আমার যাজন কর, আমাকে নমস্কার কর, তাহ'লে আমাকেই পাবে, তুমি আমার প্রিয়, তোমার কাছে এই কথা আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি।)

তারপর এক ঝোঁকিতে বললেন—

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'

(তোমার মনগড়া যত ধর্ম্মবোধ, সেগুলি পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি দুঃখ ক'রো না।) 'শরণং ব্রজ' মানে রক্ষা ক'রে চল। আমার interest (স্বার্থ) কিছুতেই নষ্ট হ'তে দিও না। আমার পরিপন্থী কিছু ক'রো না। তাহ'লেই দাঁড়াচ্ছে—মূর্ত্ত ইষ্টকে ধরতে হবে, তাঁতে যুক্ত হ'তে হবে, অন্য সব consideration

(বিবেচনা) ছেড়ে দিয়ে তাঁর স্বার্থপ্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে হবে। সমস্ত গীতার মধ্যে ঘুরে-ফিরে ঐ ইষ্টপ্রাণ হওয়ার কথা, ঐ কৃষ্ণপ্রাণ হওয়ার কথা। সমস্ত মহাপুরুষদের কথাই ঐ, শিক্ষাই ঐ, কাণ্ডই ঐ। ঐটুকুর অভাবেই তো জন্ম-জন্মান্তরে কত কষ্ট। ভগবানকে যে বুকে ব'য়ে নিয়ে বেড়ায় তার আবার পরোয়া কি?

অতুলদা—শুনেছি স্বধর্ম্ম-অনুযায়ী ভজন-সাধন করতে হয়। তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার adherence (অনুরাগ) যেমনতর, তাই নিয়ে adhered (অনুরক্ত) হও। নিজের বা অপরের ভাবে ব্যাঘাত ক'রো না। False prestige (মিথ্যা মর্য্যাদা)-এর খাতিরে আর-একজনেরটা borrow (ধার) ক'রো না, imitate (অনুকরণ) ক'রো না। প্রভু, পিতা, ভাই যে-ভাবে খুশি সেইভাবে তাঁকে ভাব, সেইভাবে তাঁকে ডাক, সেইভাবে তাঁকে সেবা কর। কোন কৃত্রিমতা বা কপটতার আশ্রয় নিও না। নিজের traits, temperament ও attitude (গুণ, প্রকৃতি ও মনোভাব)-অনুযায়ী তাঁতে adhered (যুক্ত) হও, তাঁকে follow (অনুসরণ) কর, fulfil (পূরণ) কর—তাতেই হবে।

অতুলদা—ইষ্ট perfect (পূর্ণ) কিনা, তা' কি-ক'রে বোঝা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর ললিত ছন্দে হাতখানি ঘুরিয়ে চক্ষুদুটি ঈষৎ কুঞ্চিত ক'রে মনমাতানো দোলন-ভঙ্গিমায় বললেন—বাবা! ক্ষিদে লাগে তো আম খেয়ে যা, খেয়ে বোঝ্‌গে। রসগোল্লা খেয়ে বোঝ্‌, মিষ্টি কিনা—খা, খেয়ে ফেল্‌। আমার Ideal (ইষ্ট) তাঁর Ideal-এ (ইষ্টে) কতখানি attached (অনুরক্ত) সেই অবশ্য একটামাত্র test (পরীক্ষা)। তুমি একটা মানুষকে দেখছ—গাঁজা খাচ্ছে, রাস্তার ধারে প'ড়ে আছে, কিন্তু সে যা' করে তা' যদি একমাত্র ইষ্টের জন্য করে, অন্য কোন ধান্দা যদি তার না থাকে, তাহ'লে জেনো, তার মধ্যে মাল আছে। তুমি তার কাছ থেকে সত্যিকার জ্ঞান কিছু পেতে পার, যা' দিগ্‌গজ পণ্ডিতদের কাছে পাবে না। যার যা'-কিছু ইষ্ট-স্বার্থপ্রতিষ্ঠায় পর্য্যবসিত, সেই-ই জ্ঞানের অধিকারী হ'তে পারে। ঐ কর্ম্মমুখর একনিষ্ঠাই মানুষকে জ্ঞানী ক'রে তোলে, otherwise (অন্যথা) তথাকথিত লাখো পাণ্ডিত্য প্রকৃত জ্ঞান দিতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সুধামাখা কথাস্রোত বাঁকে-বাঁকে আনন্দের নিত্যনবীন ঢেউ তুলে হৃদয়প্লাবী উচ্ছলতায় উত্তাল সম্বেগে ছুটে চলেছে। প্রতিটি কথার তালে তদনুগ শারীর অভিব্যক্তি মোহন-মাধুর্য্যে লীলায়িত হ'য়ে উঠছে। সেই পরম মাধুরের মধু সান্নিধ্যে স্বতঃই মনে জাগে—

'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥
(এই বিভুর শরীর মধুর, মধুর, মুখখানি মধুর, মধুর, মধুর; অহো! ইঁহার মৃদুহাসিটি মধুগন্ধি, মধুর, মধুর, মধুর, মধুর।)

শরৎদা—বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে—যার যৈছে ভাব ঐছে উত্তম, তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর-তম। এই তর-তম ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে ইষ্টকে প্রাণবল্লভ হিসাবে ভাবে, তার ভাব একরকম, যে তাঁকে পিতা হিসাবে ভাবে, তার ভাব আর-এক রকম। দুটোর মধ্যে কিছুটা তফাৎ আছে। সেই হিসাবে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পাঁচরকম ভাবের মধ্যে attitude ও attainment (মনোভাব ও প্রাপ্তি)-এর তারতম্য হয়। তবে যার স্বাভাবিক যে ভাব, সেই ভাব অনুসরণ ক'রে চলায় তার প্রয়োজন মিটে যায় এবং ঐ-ই তার পক্ষে সমীচীন। এক-এক জনের বৈশিষ্ট্য এক-এক রকম, আধার এক-এক রকম। সেটা উল্লঙ্ঘন করা ভাল নয়। তবে যার যে ভাবই হো'ক, সে ভাবটা অচ্যুত হওয়া দরকার। ভালবাসতে এসে কোঁৎকা দেখে যে ভেগে পড়ে, সে ভালবাসতে চায় কিনা সন্দেহ। তাই গানে আছে—ভালবাসার নিদানে, পালিয়ে যাওয়ার বিধান বধু, লেখা কোন্‌খানে? লাখো দুঃখ, কষ্ট, নির্য্যাতন ও অপমান হ'লেও সে প্রিয়কে ছেড়ে পালায় না। আর-একটা লক্ষণ থাকে—সে কোন প্রবৃত্তির কাছে এমনভাবে yield (বশ্যতা স্বীকার) করে না, যাতে প্রীয়-প্রীণন ব্যাহত হয়। কাম, ক্রোধ যেই আসুক, তাকেই বলে—'আয় হারামজাদা! যাবি কোথায়? আমার গুরুসেবা ক'রে যা। বিপথে যাবি কোথায়? ঠিক পথে চ'লে আয়।' ছাড়ে না কাউকে। প্রবৃত্তি যদি বেয়াড়াপনা করে, তাকে শাস্তি দিতেও কসুর করে না। চোখ কথা শোনে না ব'লে বিল্বমঙ্গল তো তাকে অন্ধ ক'রেই ছেড়ে দিল। প্রিয়ের পথে চলার অন্তরায় সৃষ্টি করে—এমনতর কা'রও নিস্তার নেই তার কাছে।

অতুলদা—কেষ্টদার কাছ থেকে আপনি যা' জানতে বলেছিলেন, তাঁর শরীর খারাপ থাকায় তা' জানতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই জন্যই তো কয়, শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।

ব্রজেনদা (দাস) একটা কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে বললেন—কও! কও! কি কথা!

ব্রজেনদা আগামী নির্ব্বাচনে দাঁড়াবেন, তাই স্থানীয় পরিস্থিতির কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সস্নেহে) চেষ্টা কর লক্ষ্মী ভাল ক'রে। দেখ, assembly-

তে (বিধান-সভায়) ঢুকে ওর ভিতর-দিয়ে পরমপিতার কাজ করতে পার কিনা। শরীরের দিকে লক্ষ্য রেখো। তোমার তো বিশ্রাম নেই, এখনই যেতে হবে, খেয়ে নাও দুটো।

অতুলদা—অনেক তো ভুলত্রুটি করেছি জীবনে। এখন কী করলে জীবনটা সার্থক হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতায় আছে—

'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥'

(অত্যন্ত দুরাচারও যদি আমাকে অনন্যমনা হ'য়ে ভজনা করে, তাকে সাধু ব'লে মনে করতে হবে, কারণ, তার সংকল্প অতি সাধু।)

আবার আছে—

'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

(বহু জন্মের শেষে জ্ঞানবান্ আমাকে এইভাবে উপলব্ধি করেন যে বাসুদেবই যা-কিছু সব। অবশ্য এমনতর মহাত্মা অতিশয় দুর্লভ।)

বাসুদেবের কথার তাৎপর্য্য আছে। তার মানে, বসুদেবের ছেলে আমিই সব।

চক্রপাণিদা—জীবাত্মা বলতে concretely (বাস্তবভাবে) কোন্ জিনিসটাই বুঝব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Life-urge (জীবন-সম্বেগ)-ই জীবাত্মা। এই সম্বেগই সত্তাকে গতিশীল ও প্রচেষ্টাপরায়ণ ক'রে তোলে।

অতুলদা—জন্মের ব্যাপারে পিতামাতার মধ্যে কার অবদান কতটুকু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা পরিমাপ ক'রে দেয়, আর দেয় temperament (প্রকৃতি)। বাপ মানে যে বপন করে। কী বপন করে? বপন করে instinct (সহজাত-সংস্কার)। সমীচীন প্রাণন-স্পন্দন-সঞ্চারণার ভিতর-দিয়ে বাপ যা' বপন করলো, তার পরিমাপণ করলো মা। বাপের রূপ রূপায়িত হ'লো মায়ের মধ্য দিয়ে।

অতুলদা—পিতামাতার পাঁচটি সন্তান পাঁচ রকম হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পিতামাতার উপগতির সময় যে-ভাবটা predominant (প্রধান) থাকে, তার দ্বারা অনেকখানি রঞ্জিত হয়। গৌরাঙ্গদেব সম্বন্ধে দুজন থিয়েটার দেখে আসল, ঐ-সব কথাই ক'চ্ছে, ভাবছে, তখন মিলন হ'য়ে conception (গর্ভসঞ্চার) হ'লো। ছেলে হয়তো কথা ফুটতে না ফুটতেই হরিবোল,

হরিবোল করতে থাকবে। গর্ভে আসাকালীন পিতামাতার ভাবভূমি-অনুযায়ী আর-একজন হয়তো একটু বড় হ'তে না হ'তেই কুত্তা মেরে বেড়াবে।

প্রমথদা (দে)—মা কী পরিমাপ করেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাপের instinct (সহজাত-সংস্কার) মায়ের temperament (প্রকৃতি)-এর ভিতর-দিয়ে measured ও moulded (পরিমাপিত ও গঠিত) হ'য়ে আসে। দুজনের ভিতর all-consistent affinity (সর্ব্ব-সঙ্গতিশীল টান) না থাকলে বাপের অনেকখানি সন্তানে বর্ত্তাতে পারে না। হয়তো খারাপ দিক্‌গুলি ভেসে উঠলো, ভাল দিক্‌গুলি চাপা প'ড়ে গেল।

শরৎদা—এক-এক জনের সম্বেগ যখন এক-এক রকম, তখন বহু মানুষ পাশাপাশি থাকতে গেলে তো সংঘর্ষ ও সংঘাত বাধবেই। এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা centre (কেন্দ্র) হ'লে harmony (সঙ্গতি) হয়। Disciple (শিষ্য) হ'লে discipline (শৃঙ্খলা) হয়। তাই চাই all-fulfilling common Ideal (সর্ব্বপরিপূরক এক-আদর্শ)-কে accept (গ্রহণ) করা।

শীতের রাত, অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে। সেই সন্ধ্যা থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চলছে। কিন্তু কোথা দিয়ে যে সময় উড়ে চ'লে যাচ্ছে, সেদিকে কা'রও খেয়াল নেই। তাঁর কথার রণন সবার অন্তরে গভীর হ'তে গভীরতর তারে ঘা দিয়ে তাকে উদ্বোধিত ও উদ্দীপিত ক'রে চলেছে। তাই ক্রমান্বয়ে উৎসাহ বাড়ছে বই কমছে না।

অতুলদা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—গীতায় আত্মা-সম্বন্ধে আছে—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্ আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি, শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।।

(কেউ একে আশ্চর্য্যতুল্য দেখে, কেউ একে আশ্চর্য্যরূপে বর্ণনা করে, আবার একে আশ্চর্য্যরূপে শোনে এবং কেউই একে শুনে, ব'লে বা দেখেও জানতে পারে না।)—এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন তত্ত্ব বুঝতে গেলে, সেই তত্ত্ব অধিগত যার, তার নির্দ্দেশমত চলতে হয়, করতে হয়। শুধু শুনলে, বললে বা দেখলে বোঝা যায় না। না করলে বুঝবে কী? অবাক্ হ'য়ে যায়। রসগোল্লা না খেলে কি রসগোল্লা বস্তুটা কী, বোঝা যায়?

অতুলদা—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—কথাটা কেন বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Mental strength (মনোবল), mental exuberance (মনন শক্তির প্রাচুর্য্য) না থাকলে resistance (বাধা) overcome (অতিক্রম)

করতে পারে না। আর তা' না পারলে, বাধা ডিঙ্গিয়ে-ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে না গেলে সেই রাজ্যে পেঁছোবে কী-করে?

অতুলদা—বাইবেলে আছে—স্বর্গরাজ্য তোমাদের প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যে আছে। তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টকে যে বুকের ভিতর টেনে রাখে এবং সমস্ত দিয়ে পূজো করে, স্বর্গ তো তার হৃদয়কন্দরে। আর স্বর্গ পাই কোথায়? আবার আছে—'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ'। ভক্তরা যেখানে অনুরাগের সঙ্গে ভগবানের গুণগান করে, সেখানে তাঁর আবির্ভাব হয়। গীতায় আছে—

'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥'

(সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেউ সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। প্রচেষ্টাশীল মুমুক্ষুগণের মধ্যেও কচিৎ কেউ আমাকে স্বরূপতঃ জানতে পারে)। তত্ত্ব মানে আমি বলি তাহাত্ব। ইংরাজীতে thatness বলতে যা' বোঝা যায়, তাই। এই ব'লে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন।

অতুলদা—'একংসদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—এ-কথা বলে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎ মানে যা' বাস্তব অস্তিত্বশীল। একই জিনিসকে এক-একজন এক-এক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখে। একই মাটিকে chemist (রসায়নবিৎ) এক চোখে দেখে, geologist (ভূতত্ত্ববিৎ) আর-এক চোখে দেখে, কৃষক অন্য চোখে দেখে, কুমোর স্বতন্ত্র চোখে দেখে, ইঞ্জিনীয়ার আলাদা চোখে দেখে। একই মাটি, যার যেমন approach ও interest (অভিগমন ও অনুগমন), সে সেইদিক্ দিয়ে দেখে। আবার যেমন একই formula (সূত্র) বুঝতে গিয়ে কত রকমের অঙ্ক করতে হয়। একের যত রকম অভিব্যক্তি হয়, সে-সবগুলির ভিতর ঐ একাকে আবিষ্কার করতে না পারলে একাকে জানা হয় না।

অতুলদা—মায়া মানে কি illusion (ভ্রান্তি)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়া মানে পরিমিতি। Illusion (ভ্রান্তি)-ও বুঝি না, delusion (বিভ্রান্তি)-ও বুঝি না, আমি ওই বুঝি। মাপ কথাটা আছেই। আধার-অনুযায়ী ওজন ক'রে দেওয়া থাকে। যাকে গড়তে যে যে উপাদান যে যে মাত্রায় যেমনতর লাগে, তাই দিতে হয়। সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্রই রয়েছে এই ব্যাপার।

অতুলদা—মায়াকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' ছিল না, তাই করলো, যা' materialised (মূর্ত) ছিল না, তাই materialise (মূর্ত) করলো। আপনারা chemist (রসায়নবিৎ)-

য়া পরিমাপ-মত মিশ্রণের ভিতর-দিয়ে কি কম অঘটন ঘটান?

অতুলদা—মায়ার কি অস্তিত্ব আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অস্তিত্ব না থাকলে মায়া থাকবে কোথায়?

ব্রজেনদা খেয়ে এসে বললেন—ভবানীদার কাছে টাকা পাইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভবানী কি একজন? দ্যাখ্ খুঁজে। জোগাড় ক'রে ফ্যাল্। আমি দিতে পারি, কিন্তু তাতে তোর সম্বেগ ঢিলে হ'য়ে যাবে।

নলিনাক্ষদা—কামজ সন্তান কি দিব্যভাবাপন্ন জীবন যাপন করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কামজ সবাই। তবে রকমফের। কাম যেখানে যত পরিশুদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত ও ধর্ম্মদীপ্ত, সন্তানও সেখানে তত মহিমান্বিত।

অতুলদা—একের থেকেই তো সবার সৃষ্টি, তবু মানুষে-মানুষে এত দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেকুব বুঝ যদি সঙ্গে থাকে, তবে দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ হবে না কেন? ধর্ম্ম নিয়েও কি কম মারামারি? কিন্তু ঈশ্বরেরও ভেদ নেই, পূরয়মাণ প্রেরিতদেরও ভেদ নেই, সদ্‌গুরুতে সদ্‌গুরুতেও ভেদ নেই, ধর্ম্মেরও ভেদ নেই। যে ভেদ করলো, শয়তানের চুমো আছে তার মুখে। ধর্ম্মের মধ্যে কখনও পূর্ব্বতনকে অস্বীকার করার সমর্থন নেই। একটা গান আছে, 'আমি বেদবিধি ছাড়ি বেদনাহারী হরিনাম সদা গাই রে।' বেদবিধি ছাড়া মানে বেদবিধি ignore (উপেক্ষা) করা নয়। বেদবিধি ধরা ও বোঝার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার, সেই প্রস্তুতিই হয় না যত সময় মানুষের ভিতর ভক্তি-ভালবাসা না জাগে। ভক্তি-ভালবাসা যখন আসে, তখন বেদবিধি আপনি আসে। তাই গোড়ায় ভক্তির culture (অনুশীলন) করতে হয় একাগ্র হ'য়ে। আমি এমনতরই বুঝি। Where love is present, knowledge reveals itself unto us (যেখানে অনুরাগ বর্ত্তমান, সেখানে জ্ঞান আমাদের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করে।)

অতুলদা—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ—নানারকম যোগ আছে। এর কোন্‌টা কি রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব যোগই এক যোগ, প্রত্যেকটার মধ্যেই সব ক'টা আছে। যার যে দিকে ঝোঁক বেশী, সে সেই নামে কয়। ভালবাসলে করে। কা'রও জন্য করলে আবার জ্ঞান, ভালবাসা হয়, মন তন্ময় হয়। যেখান থেকেই সুরু করা হো'ক circle (বৃত্ত) complete (সম্পূর্ণ) করতে হবে। যেমন ক'রে হো'ক, তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। ভক্তি-ভালবাসা আসলে এই যুক্ত-থাকাটা automatic (স্বতঃ) হ'য়ে ওঠে। ভক্তির সঙ্গেই থাকে কর্ম্ম, জ্ঞান ইত্যাদি। ভক্তিযোগই আমার ভাল লাগে। যেমন যোগ তেমন ভোগ। ভক্তি-

যোগে তাঁকে যেমন ক'রে উপভোগ করা যায়, অন্য কোন রকমে তাঁকে তেমন ক'রে উপভোগ করা যায় ব'লে মনে হয় না। তা'ছাড়া অন্তরের টান ছাড়া কোন যোগই সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধ হওয়া তো দূরের কথা, সুরুই হয় না।

অতুলদা রহস্য ক'রে বললেন—শাস্ত্রে এতরকম যোগের কথা আছে, বিয়োগের কথা তো দেখা যায় না। ঋষিরা বিয়োগ জানতেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিয়োগের ধার ধারতেন না তাঁরা। শয়তানই আমাদের তাঁর থেকে বিযুক্ত করে। তাই বিয়োগ দিয়ে হবে কী? So, revere godliness and resist Satan (সুতরাং, দেবত্বের আরাধনা কর এবং শয়তানকে প্রতিরোধ কর)।

অতুলদা—আমার চাকরী-বাকরী তেমন ভাল লাগে না। করতে হয় দায়ে ঠেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উৎকৃষ্টে, ইষ্টে বা শ্রেষ্ঠে যদি একবার মন মজে, তখন নিকৃষ্টে মন ধরে না। বড়টা চায়, উপরের দিকে টান ধরে, তখন ও-সব ভাল লাগে না। হরির চাকর হওয়া ভাল, পয়সার চাকর হ'য়ে কী হবে? হরির চাকর হ'লে তার কিন্তু ছুটি নেই, হরির সেবায় এবং হরির যারা তাদের সেবায় দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয়। এই সেবা কখনও ব্যর্থ হয় না। তাই, যায় শালা চাকরী চ'লে যাক।

অতুলদা—সংসারে কর্ত্তব্য আছে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন আমার জ্বর হ'লো, তখন তো আর অফিসে যেতে পারি না। যদিও অফিসে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য। তেমনি প্রেমজ্বর, ভক্তিজ্বর যদি ধরে, সেই জ্বরের ফলে চলতি-চলনের কিছু-কিছু ওলট-পালট হ'তেই পারে। আর তা' হওয়াও দরকার। যেভাবে কর্ত্তব্য ক'রে চলছি, ওকে কর্ত্তব্য করা বলে না। ইষ্ট বাদ দিয়ে এই যে কর্ত্তব্য করা—এ এক কুজ্বর ও কুবাতিক। এই কুজ্বর ও কুবাতিক থাকতে কা'রও সংসার-সমস্যার সুরাহা হওয়ার জো নেই। তবে ভক্তি-জ্বরে কুজ্বর ছাড়ে। তাই প্রথমটা যতই খারাপ মনে হো'ক মানুষ একটু adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে নিতে পারলে সংসারে যার প্রতি যা' করণীয়—ভাল ক'রেই করতে পারে, fulfilling to family, nay even all (পরিবারের, শুধু পরিবারের কেন, সবারই পরিপূরণী) হয়। গীতায় আছে—'কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' (হে কৌন্তেয়! এটা নিশ্চিত জেনো যে, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না)। Test (পরখ) হ'লো through hindrance and persecution (বাধা ও অত্যাচারের ভিতর-দিয়ে) তুমি তোমার সেবায় তোমার ইষ্ট ও পরিবেশকে কতখানি profitable

(উপচয়ী) ক'রে তুলেছ। তা' তুমি করবে যতখানি, নিজেও profitable (উপচয়ী) হবে সেই মাত্রায়। যীশুখ্রীষ্টের কথা আছে, যে আমার জন্য যা' ত্যাগ করেছে, তার শতগুণ পেয়েছে। এই! বাইবেলখানা নিয়ে আয় তো!

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে একজন তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন বাইবেল আনতে। বাইবেল আনতে দেরী হ'চ্ছে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—'সে আর লালন একখানে রয়, লক্ষ যোজন ফাঁক'।

বাইবেল আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—বের ক'রে দেখা তো!

বাইবেল থেকে প'ড়ে শোনান হ'লো—'Everyone who has left brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands or houses for my name's sake will get a hundred times as much and inherit life eternal. Many who are first shall be last, and many who are last shall be first.' St. Matthew, Chap.—19, Verses 29-30. (যে-ই আমার নাম-প্রচারের জন্য ভাই, ভগ্নি, পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান, জমিজমা বা বাড়ীঘর ত্যাগ করেছে, সে তার শতগুণ পাবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে। আজ যারা সমাজের শীর্ষে, তাদের অনেকে তলদেশে চ'লে যাবে, এবং আজ যারা নগণ্য, তাদের অনেকে পরে শীর্ষস্থান অধিকার করবে।)

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাওয়ার আশায় বা নামকামের আশায় যদি কেউ ছাড়ে, তাহ'লে কিন্তু প্রায়ই পায় না। ভালবাসার খাতিরে যে ছাড়ে, ছেড়েই যে সুখী, তার জন্য যে গর্ব্ব করে না, আপসোস করে না বা কষ্টবোধ করে না, পাওয়ার প্রত্যাশা বা লালসা যাকে আদৌ পীড়িত করে না—প্রকৃতিই কিন্তু তাকে পূরণ করার জন্য পাগল হ'য়ে ওঠে। আর এ খুব ঠিক—যে প্রকৃত ইষ্টনিষ্ঠ, সে যতই নগণ্য হো'ক, একদিন সে তার চরিত্রের গুণে মহৎ ব'লে পরিগণিত হবেই। কিন্তু ঐ মাল যার নেই, সে যতই হোমরা-চোমরা হো'ক, হাউইবাজীর মত আলোর জেল্লা নিয়ে ঠেলে উঠতে-উঠতে পট ক'রে কালো হ'য়ে যাবে।

অতুলদা আসামী জানেন। সেই সম্পর্কে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাষা যে একটা। এই কথাই বিলাতে গিয়ে ইংরেজী হ'য়ে গেছে। Environment (পরিবেশ)-এর change (পরিবর্ত্তন)-এর সঙ্গে-সঙ্গে নূতন রকম mould (ছাঁচ) নেয়। এইখান থেকে কাশীপুর যাও, ভাষার একটু পার্থক্য দেখবে।

বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নীচুঘরে মেয়ে দেবার মত অমন পাপ-কাজ কমই আছে। তেমনতর কাজ করলে সমাজ তাদের কখনও ছেড়ে দিত না। Penal measure নিত (শাস্তির ব্যবস্থা করত)। ঐভাবে কত কুলীন বংশজ হ'য়ে গেছে। আগে বড় লোকেরা কুলীন পুষত, জমি দিত, জায়গা দিত, লেখাপড়া শেখায়ে মানুষ করত, তারপর সেইসব ছেলেদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিত। যাদের এইভাবে একজায়গা থেকে উঠিয়ে এনে আর-এক জায়গায় বসান হ'ত, তাদের বলত স্থাপিত। উন্নত instinct (সহজাত সংস্কার) যেগুলি, সেগুলি যাতে বজায় থাকে ও বৃদ্ধি পায়--সেই ছিল বুদ্ধি। বিহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের ভিতর-দিয়ে ঘরে-ঘরে বশিষ্ঠ তৈরী করার পরিকল্পনা চলত। উঁচুকে নীচু করা হ'ত না, কিন্তু নীচুকে উঁচু করা হ'ত। এইজন্য ছিল অনুলোম বিবাহের ব্যবস্থা। এক আদর্শের অনুসরণ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা যদি থাকে, তবে integration (সংহতি) একটা rocky stand (পাষাণদৃঢ় স্থিতি) পায়। আজ গুরুর আদর ক'মে গেছে, কিন্তু জামাই বাড়ী আসলে একেবারে সিধে। শ্বশুরবাড়ীর লোক ভেবে পায় না, কি-ভাবে তাকে তোয়াজ করবে। অবস্থার বাইরে যেয়েও খরচ করে। আর জামাই যদি উচ্চবর্ণের হয়, তাহ'লে তো কথাই নেই। এতে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে একটা আত্মীয়তার ভাব বেড়ে ওঠে। সন্তানও উৎকর্ষী ও তেজাল হয়। আর প্রতিলোমে হয় এর উল্টো। প্রতিলোম জাতকের তেজ থাকলেও, সে তেজ খাটায় ধ্বংসের দিকে। বিশ্বাসঘাতকতা তার মজ্জাগত।

অতুলদা—বর্ণাশ্রম যদি না থাকে তাহ'লে ক্ষতি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ণগত বৈশিষ্ট্যগুলি পারস্পরিক আদানপ্রদান ও পরিপূরণের ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকের অস্তিত্বকেই পুষ্ট ক'রে তোলে। এটা যদি ভাঙ, পোষণের অভাবে তোমার অস্তিত্বও ভাঙ্গা পড়বে। যদি মাথা, চোখ, কান, নাক, মুখ ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিসের পার্থক্য ঘুচিয়ে ব্যাপার সরল করতে চাও, তাহ'লে তুমি আর তুমি থাকবে না। একটা জড়পিণ্ডে পরিণত হবে। Evolution (বিবর্ত্তন) যদি চাও, তাহ'লে বর্ণগত বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গলে চলবে না। ভাঙ্গলে chaos (বিশৃঙ্খলা) এসে যাবে। জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করলে, কা'র কাছ থেকে তুমি কী পাবে? আর কে-ই বা তোমাকে কী দেবে? ষাঁড় তোমাকে দুধ দেবে না কিছুতেই যদিও সে গরুরই জাত। এই বৈশিষ্ট্যের রেখা বা লেখা ঠিক রাখতে গেলে বিয়ে-থাওয়া ঠিক-মত দিতে হয়। প্রতিলোম যাতে না হয়, সে তো দেখতেই হবে। কিন্তু সবর্ণ বা অনুলোম হ'লেও যে সব-সময় আশানুরূপ ফল হবে তা' কিন্তু নয়। প্রকৃতিগত মিল ও পছন্দ

একটা বড় কথা। তা' ছাড়া শ্রদ্ধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বয়স, যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়েও সামঞ্জস্য দেখে দিতে হয়। ছেলে বা মেয়ের বংশে অবাঞ্ছনীয় রোগ, বিকৃতি, পাপ, স্বল্পায়ু, পাতিত্য ইত্যাদি আছে কিনা, তা'ও নজর ক'রে দেখতে হয়। শ্যেনচক্ষু নিয়ে তন্নতন্ন ক'রে দেখতে হয়। অপবিবাহের থেকে অবিবাহ ভাল।

অতুলদা—আমাদের দেশে তো রাশিচক্রের মিলের উপর খুব নির্ভর করে। সেটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—না পেয়ে নাতি-ভাতার। সোজা ক'রে নিয়েছি। জানি না কিছু। জানার হাঙ্গামাই বা পোহায় কে? জানলে যে আবার করা লাগে। দুইপুরুষ আগের লোকে বাঁচা-বাড়ার নিয়মকানুন যা' জানত, যা' পালন ক'রে চলত, আজ তা' জানেও না, পালেও না। বা'র চা'ল বেড়ে গেছে। নিজেদের কত পণ্ডিত ভাবি। কিন্তু আদতজ্ঞান ঢণঢণ। বাইরে বিজ্ঞ ব'লে চা'ল মারতে পারলেই খুশি। তাই ব'লে আমি কোষ্ঠী মেলাতে বারণ করছি না, কিন্তু ঐই-ই সব নয়।

অতুলদা—মাকে পুজো করলে নাকি সবার পুজো করা হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাতৃভক্তি একান্ত দরকার। ঐটে হ'লো মূল। কিন্তু পিতৃ-মাতৃভক্তি যদি ইষ্টানুগ না হয়, তা'ও সম্যক্-সম্বর্দ্ধনা আনতে পারে না। কারণ, পিতামাতা আমাদের অস্তিত্বের সব দেশকে আলোড়িত ও আলোকিত করতে পারে না। সেটা পারেন ইষ্ট বা পুরুষোত্তম অর্থাৎ পরম পূরক যিনি। তাঁকে ধ'রে চললে মা-বাবার সেবাও ভাল ক'রে করা যায়। পুরুষোত্তম যখন আসেন, তখন যে যে-মতেরই হো'ক, যে যে-পথেরই হো'ক, সবারই তাঁকে ধরা লাগে। তিনি হলেন মিলনতীর্থ, তিনি হলেন পূরণ-বেদী। যে-কেউ যে-কোন অবস্থায় তাঁর দেওয়া নাম নিতে পারে, তাতে কোন দোষ হয় না। তাতে গুরুত্যাগ হয় না। দল রাখার জন্য গুরুত্যাগের ভয় দেখায়, দল তো রাখতে হবে। শুধু হিন্দু ব'লে নয়, সব সম্প্রদায়ের লোকেরই তিনি উপাস্য। আমি যদি রসুলের ভক্ত হই, তবে রসুল যাঁদের ভালবাসেন, নতি জানান, তাঁদের অস্বীকার করি কেমন ক'রে? কোরাণে আছে, যে প্রেরিতগণের মধ্যে বিভেদ করে এবং কোন প্রেরিতের প্রতি বিদ্রোহী হয়, সে কাফের। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রশ্রয় দেওয়া মানে কাফেরত্ব বা পাতিত্য কবুল করা—যেই তা' করুক না কেন। আগে মুসলমান পীরের কত হিন্দু শিষ্য থাকত, হিন্দু সাধুর কত মুসলমান শিষ্য থাকত। এতে হিন্দুরও মুসলমান হওয়া লাগত না, মুসলমানেরও হিন্দু হওয়া লাগত না। বিদায় হজে হজরত ব'লে গেছেন যে নিজের বংশের

পরিবর্ত্তে নিজেকে অন্য বংশের ব'লে প্রচার করে, তার উপর আল্লার, তাঁর ফেরেস্তাদের এবং সমগ্র মানবজাতির অনন্ত অভিসম্পাত।

ধর্ম্মের নামে এই অপকর্ম্ম চলছে। যা' মানুষকে বাঁচাবে, পথ দেখাবে, তাকেই যদি এমন বিকৃত ক'রে তুলি, তাহ'লে আমাদের উপায় হবে কী? ধর্ম্মের এই দুঃস্থ, বিকলাঙ্গ চেহারা দেখে মানুষ ধর্ম্মের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে। ভক্ত বলছে—মা মঙ্গলচণ্ডী! দাও বর; মা উত্তর দিচ্ছেন—আমিই তেকাঠের ওপর। এই অবস্থা ঘোচান লাগবে। ধর্ম্মের সুস্থ, স্বাভাবিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে হবে আচরণে ও জীবনে। তখন ধর্ম্মের সঙ্গে লড়ে কে, দেখা যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠে যেন জলদতালে পাখোয়াজের বোল বেজে চলেছে। চোখেমুখে অখণ্ড প্রত্যয় ও প্রেরণার অমোঘ ব্যঞ্জনা। সেই দীপন-বিভা অলক্ষিতে অন্তরে-অন্তরে দীপ জেলে যাচ্ছে।

অতুলদা—দেশে শ্রমের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা তো একান্ত প্রয়োজন। কোন গ্রাজুয়েট যদি কুলিমজুর বা রিকসা-ওয়ালার কাজ ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করে, সেটা কি খারাপ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যেমন বুদ্ধি সে তেমনি কাজ করে। অন্য বুদ্ধি মাথায় গজালে ঐ কাজ করতে যাবে কেন? করলেও, ওর মধ্যে কিছু অভিনবত্ব যদি সৃষ্টি করতে না পারে, তাহ'লে গ্রাজুয়েট হ'লো কি-কামে? হাতে-কলমে কাজ করা খুবই ভাল, কিন্তু মাথাটা যদি profitably (লাভজনকভাবে) খাটাবার অভ্যাস না থাকে, তাহ'লে মানুষ ক্রমেই deteriorate করে (অপকর্ষের দিকে যায়)। তাই আমি বলি—motor-sensory co-ordination (কর্ম্মপ্রবোধী ও বোধপ্রবাহী স্নায়ুর সঙ্গতি)-এর কথা। একদিক বাদ দিয়ে আর একদিক নিয়ে থাকলে চৌকস হয় না, আলে-খাটো রকম হয়। যে যতই মাথা-ওয়ালা মানুষ হো'ক আর মাথার কাজ করুক, তার হাত যদি মোটেই না চালায়, তাতে শুধু হাত দুর্ব্বল হয় না, মাথাও দুর্ব্বল হয়।

অতুলদা—বৈরাগ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগ হ'লে সে বৈরাগ্য! নচেৎ বৈরাগ্যের মানে কী? অনুরাগ যখন আসে তখন সে তার সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রতিকূল যা' তার প্রতি বিরাগ বা বৈরাগ্য নিয়ে আসে। ভগবানের উপর নেশা যে পরিমাণে বাড়ে, শয়তানের উপর নেশা সেই পরিমাণে কমে।

অতুলদা—বিবেকের কাজ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের মাথায় অর্থাৎ স্মৃতির ভিতর স্বীয় অভ্যাস ও আচরণ-

প্রসূত যে-সব ছাপ থাকে, সেগুলিকে অনুধাবন ক'রে, বিচার ক'রে, গন্তব্য ঠিক ক'রে চলাই বিবেকের কাজ।

একটি মুসলমান ভাই আল্লার স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আল্লা মানে অল্ লা—সবকে যিনি গ্রহণ করেন। প্রেমের স্বভাবই হ'লো সবাইকে আপন ক'রে নেওয়া। কৃষ্ণ মানে যিনি আকর্ষণ করেন। ঐ একই কথা। রসূলও কৃষ্ণ। তিনি চেয়েছেন মানুষকে আল্লার দিকে আকৃষ্ট করতে। ঐ তাঁর একমাত্র কারবার। সেইজন্য রসুল ছাড়া পথ নেই। বাইবেলে আছে—'I am the way, the truth, the life—no one can come to the father except through me' (আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন, আমার ভিতর-দিয়ে ছাড়া কেউ পরমপিতার কাছে যেতে পারে না।) পয়গম্বরকে বাদ দিয়ে যে আল্লার কাছে পেঁছান যায় না, এমনতর কথা ইসলাম-শাস্ত্রেও আছে। দয়াকে পেতে গেলে দয়াবান ছাড়া পথ নেই। আবার পীর হলেন রসুলের সঙ্গে যোগাযোগ-ক'রে-দেনেওয়ালা। নামকা ওয়াস্তে পীর হ'লে হবে না, চাই কামেল-পীর, যাঁকে বলে আচার্য্য—যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন।

অতুলদা—অবতার-মহাপুরুষকে সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ বলে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎ মানে অস্তিত্ব, চিৎ মানে সাড়া, আনন্দ মানে বাড়া। প্রত্যেকটি জীবের মধ্যেই এই tendency (প্রবণতা)-গুলি আছে। সে-দিক দিয়ে সবাই সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ। বিগ্রহ মানে, যিনি বিশেষ রূপ গ্রহণ ক'রে অন্যকে বিশেষরূপে গ্রহণ করেন। তবে অবতার-মহাপুরুষরা সর্ব্বদা ঐ ভূমিতে জাগ্রত, সচেতন ও ক্রিয়াশীল। ওর থেকে তাঁরা চ্যুত হন না, বরং অন্যকে ঐ চলনে অনুপ্রাণিত করেন। তাই বিশেষ ক'রে তাঁদের সম্বন্ধে সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ কথা বলা হয়।

অতুলদা—এক পরমাত্মা সবখানে, তবু এত বিভিন্নতা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাপের পাঁচ ছেলের মধ্যে যেমন হয়। বাপের ভিতর থেকে মা সৃজনমুহূর্ত্তে যাকে যা' মেপে দেয়, সে তাই পায়। পরমপুরুষ যেমন আছেন, তেমনি আছেন আদ্যাপ্রকৃতি, যোগমায়া বা মহামায়া। মহামায়াও যা' মহামাতাও তাই। Positive (ঋজী) ও negative (রিচী)-এর যোগাযোগের ভিতর-দিয়েই যা'-কিছু এইরূপে রূপায়িত হয়েছে। সন্ধ্যামন্ত্রে আছে—'স্ব-অয়নসৃত-বৃত্তাভিধ্যানতপস্যায় গতি ও অস্তি অভিজাত হইল'। স্ব যেন পুরুষ আর বৃত্তি যেন প্রকৃতি। দুইয়ের মধ্যে আছে টান—কাছে আসে, আবার ছিটকে যায়।

এই টানাটানি, আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভিতর-দিয়েই কত কি হয়েছে, হ'চ্ছে ও হবে—তার ইয়ত্তা নেই। আর যখন যা' হ'চ্ছে তা'ই বিশিষ্ট, অনন্য, এক ও অদ্বিতীয়—তার আর জুড়ি নেই। লীলার মধ্যেই আছে এই নিত্যনূতনত্ব। তাই বিভিন্নতা তো হবেই। তবে এই বিভিন্নতার ভিতর এককে যে দেখতে পায়—mathematical measurement (গাণিতিক পরিমাপণ) নিয়ে, তার দেখাই সার্থক। একত্ব বুঝি—বহুত্ব বুঝি না, সে জ্ঞান বোবা, আবার বহুত্ব বুঝি—একত্ব বুঝি না, সে জ্ঞান হাবা। এতে meaningful adjustment (সার্থক নিয়ন্ত্রণ) হয় না।

নবাগত একটি দাদা—সৃষ্টি ভগবানের লীলা, কিন্তু এদিকে মানুষের তো প্রাণ ওষ্ঠাগত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ব অর্থাৎ সত্তা যদি বৃত্তির কাছে কয়েদী হ'য়ে যায়, তাহ'লে তো প্রাণ ওষ্ঠাগত হবেই। আর বৃত্তি যদি সত্তার কাছে আজ্ঞাবহ সেবকের মত থাকে, তখন প্রাণ আনন্দে নেচে চলে। তাই যা' কর, বাবা! মূল খোয়ায়ো না, উৎস ভুলে যেও না। তাহ'লেই গেছ। লোকসেবা কর, তা'ও যদি ইষ্টের জন্য না কর, তা' শান্তির কারণ না হ'য়ে অশান্তির কারণ হ'য়ে উঠবে। প্রবৃত্তির জাঁতাকলে পিঁষে যাবে। ভাল করতে গিয়ে মন্দই ডেকে আনবে। ইষ্টকে বাদ দিয়ে চোখের একটা পলক ফেলাও ভাল না।

প্রশ্ন—সদ্‌বৃত্তি, অসদ্‌বৃত্তি—দুই রকম আছে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যে-বৃত্তি যতখানি সত্তাপোষণী অর্থাৎ ইষ্টসেবী, সেই বৃত্তি ততটুকু সৎ। ইষ্টের সেবায় লাগলে সবই সৎ। তা' না-লাগলে সবই অসৎ।

অতুলদা—আমার কোন্ বৃত্তি ইষ্টের অনুকূল, আর কোন্ বৃত্তি ইষ্টের প্রতিকূল, তা' ধরব কি-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার নিজের স্বার্থ-প্রতিষ্ঠা বুঝি তো! ঐ দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে ইষ্টের স্বার্থ-প্রতিষ্ঠাকে যদি আমার একমাত্র কাম্যবস্তু ক'রে নিই, তখন ক'ষে-ক'ষে ঠিক ক'রে নিতে পারব—কামার যেমন কষ্টিপাথরে ঘ'ষে-ঘ'ষে সোনা ক'ষে নেয়। ঐ হ'লো বিচারের দাঁড়িপাল্লা। ইষ্টের স্বার্থ এবং প্রতিষ্ঠা দুই দিকই বজায় থাকা চাই। চুরি ক'রে টাকা এনে ইষ্টকে দিলাম, তাতে তাঁর স্বার্থের পাল্লা ভারী হ'লো, কিন্তু প্রতিষ্ঠার পাল্লা হাল্কা হ'য়ে গেল, লোকে ব'লে বেড়াল—অমুক চোরের গুরু—তা' কিন্তু ঠিক নয়। আবার তাঁর প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি তাঁর স্বার্থকে ব্যাহত করি, তাতেও হবে না। ইষ্ট-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক জায়গায় একটা হাসপাতাল করলাম, আর তার দায়িত্ব চাপিয়ে দিলাম ইষ্টের ঘাড়ে। তাঁর তখন প্রাণের উপর দিয়ে উঠে যায়। তাই

balanced way-তে (সাম্যসঙ্গত পন্থায়) দুই দিকই দেখতে হবে। ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাই হ'লো সংসার-সমুদ্রে একমাত্র compass (দিগদর্শন যন্ত্র)। ঐটে সাথে ক'রে নিয়ে যে দরিয়ায় পড়ি দাও, দিক-হারা হবে না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে পারবে। বৃত্তি তোমার বাহন হবে। মা ভগবতীকে কয় সিংহবাহিনী। যে সিংহ মানুষকে খেয়ে ফেলে, সেই সিংহের পিঠে চ'ড়ে রাজ্যিরাজ্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন মা আমার! তাঁর ছাওয়াল-পাওয়াল হ'য়ে আমরা কি তা' পারব না? এই ধাঁজে চল, কর,—করতে-করতে বুদ্ধি বাড়ে, আরো হয়, আরো হয়।

অতুলদা—নিজের কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ভগবানকে ডাকলে কি কিছু হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়, ঢেমনির ছাওয়ালের মত। সতীত্বের বিনিময়ে যে ছাওয়াল, তাকে নিয়ে মায়েরও গৌরব নেই, বাপেরও গৌরব নেই। আর সে নিজে তো চোরের মত বেড়ায়। ভক্তির বিনিময়ে স্বার্থ খুঁজলেও ঐ রকম হয়। To fulfil the wishes of Beloved (প্রেষ্ঠের ইচ্ছা পূরণের জন্য) আমার যা'-কিছু, সেই-ই ভাল। তাঁর জন্য আমি, এই হ'লো ভাল। আমার জন্য তিনি—এটা ঠিক নয়।

অতুলদা—লঙ্কা বেশী খাওয়া কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশী খেলে পেট irritated (উত্তেজিত) হয়, মাথা irritated (উত্তেজিত) হয়। প্রয়োজনমত খাওয়া ভাল, যাতে system (বিধান) উদ্ব্যস্ত না হয়।

অতুলদা—মাছমাংস ইত্যাদি যদি মাত্রামত খাওয়া যায়, তাতে কি খারাপ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি জিনিসই খারাপ আছে। মাছ, মাংস, পি'য়াজ অল্পমাত্রায় খেলেও সাধারণতঃ খুব ক্ষতি হয়। Nerve (স্নায়ু)-এর fine sensation (সূক্ষ্মবোধ) নষ্ট হ'য়ে যায়। আমার একবার পি'য়াজ-দেওয়া খিচুড়ী খেয়ে পাঁচ ডিগ্রী জ্বর উঠে গিয়েছিল।

অতুলদা—মাছ খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যদি দুধ খাওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাছ জিনিসটাই ভাল নয়। শরীর নষ্ট ক'রে দেয়।

নবাগত মুসলমান ভাইটি বললেন—মাছই তো বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর (আদরের সঙ্গে)—দূর বেটা, শ্রেষ্ঠ খাদ্য! খাস্ তাই শ্রেষ্ঠ খাদ্য। রসুলও নাকি খেতেন না। খেজুর আর রুটি পছন্দ করতেন।

অতুলদা—সত্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্য এসেছে অস্ ধাতু থেকে। নিজের সহ পারিবেশের অস্তিত্বপোষণী যা' তাই সত্য। মিথ্যা এসেছে মিথ্ ধাতু থেকে। মিথ্ ধাতু

মানে বধ। বাঁচা-বাড়ার নাশক যা' তা'ই মিথ্যা। 'সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'। আবার আছে, 'সত্যং লোকহিতং প্রোক্তং, ন যথার্থাভিভাষণম্'। যথার্থ কথা বললে যদি লোকের অকল্যাণ হয়, সেই যথার্থ কথা কিন্তু সত্যকথা নয়। সত্যকথা মানে, বাঁচা-বাড়ার অনুকূল কথা। তা'ও বলতে হয় প্রীতিকর ভঙ্গীতে। এ রকম সত্যকথা যদি কেউ ১২ বছর ধ'রে বলে, তাহ'লে তার বাক্‌সিদ্ধি এসে যায়। সে বোঝে, কিসে কী হয়, আর বলেও তেমন ক'রে। তা'ছাড়া তার কথা সত্তাকে সন্দীপিত করা ছাড়া সংক্ষুব্ধ করে না। তার রূঢ়কথার মধ্যেও এমন প্রীতির রস থাকে যে মানুষ তা' relish (উপভোগ) করে।

রাত বেশী হ'য়ে চলেছে। শীত বাড়ছে। এখন লোকের বিশেষ আনাগোনা নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ। দূর আকাশে শুকতারা জ্বলছে। আশ্রমের বকুল, বাবলা ও সোণাল গাছের শাখে-শাখে জেগে উঠেছে স্বপ্নের আবেশ। তখনও কথা চলছে।

অতুলদা—অপ্রিয় সত্য যদি না বলা যায়, তাহ'লে চোরকেও তো চোর বলা যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চোরকে চোর ব'লো না, তবে সে যাতে চুরি না করে, তাই কর। চোর বললে ভাববে, আমার যখন চোর নাম র'টে গেছে, তখন ভাল ক'রেই চুরি করি। তাকে বোধ দাও—ভাল ক'রে বুঝাও, 'ভাই! পরের কষ্টার্জ্জিত জিনিস কেন অমনভাবে নাও? তোমার যা' আছে, তা' যদি অন্যে এইভাবে নেয়, তুমি কত কষ্ট পাও, শাপ-শাপান্ত কর। তাই লোকের মুনিস্যি কুড়োন কি ভাল? তুমি নিজে যদি একটু খাট, কত আয় করতে পার। মনেও পুলিশের ভয় থাকে না, দুর্নামের ভয় থাকে না। আর যে-ছাওয়াল-পাওয়ালের জন্য চুরি কর, সেই ছাওয়াল-পাওয়ালই তো কা'রও কাছে দাঁড়াবার জায়গা পাবে না তোমার এই হীন কাজের জন্য।' এইভাবে কথা ক'য়ে বুক ভিজিয়ে দিতে হয়, প্রাণ গলিয়ে দিতে হয়। ছেলের বেলায় কী কর?

অতুলদা—আমি উচিত কথা না ব'লে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উচিত কথা মানে, যে কথায় মিল হয়। তা' বাদ দিয়ে যে উচিত কথা, তা' মানুষকে চোরাবালির মধ্যে বসায়ে দেয়।

এইবার সবাই বিদায় নেবেন। যাবার বেলায় অতৃপ্ত নয়নে বার-বার তাঁর চাঁদমুখখানি দেখছেন। মাতৃমন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতেও ফিরে-ফিরে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন।